Prescribed by the University of Calcutta as a Text-book for B A Examination

কাব্যনির্ণয়

(প্রথম খণ্ড)

৺পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি

দশম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
৯৩।৪, হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্"।

শকুন্তলা।

প্রিণ্টার—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
ইউনাইটেড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
৯৩।৪, হরিঘোষ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

2860

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE
2860
LIBRARY.

মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রকাশকের নিবেদন।

বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে পরমারাধ্য পূজ্যপাদ পিতৃদেব পণ্ডিত ৺লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান তাঁহার অলঙ্কার গ্রন্থ কাব্যনির্ণয়। এই গ্রন্থের নবম সংস্করণ সম্পূর্ণ নিঃশেষ হওয়ায় আজ ৺পিতৃদেবের শ্রীচরণযুগল স্মরণ কারয়া দশম সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি।

কাব্যনির্ণয় বাঙ্গালা ভাষার অমূল্য সম্পদ, ইহা সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে পুনঃ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত সীতানাথ সিদ্ধান্তবাগীশ ও শিক্ষাব্রতী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য এম-এ মহাশয়ের পরামর্শ অনুসারে গ্রন্থখানির কঠিন স্থান সমূহের ব্যাখ্যা সহজ করা হইল। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

পূজনীয় পিতৃদেব মহাশয় তাঁহার কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের অষ্টম সংস্করণ সম্পন্ন করিয়া ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে নিত্যধামে প্রস্থান করেন। তাহার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় যুগান্তর উপস্থিত হয়, বাঙ্গালা ভাষা বি-এ পরীক্ষায় ক্লাসিক্যাল ভাষার মর্য্যাদা লাভ করে এবং এম-এ পরীক্ষারও অন্যতম ভাষারূপে নির্দ্ধারিত হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষতঃ মহামান্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র দেশবরেণ্য মহামান্য ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া প্রথম হইতেই গ্রন্থখানিকে বি-এ পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া আসিতেছেন। এই সোৎসাহ উপকারের জন্য আমি তাঁহাদিগের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা জ্যৈষ্ঠ,
সন ১৩৫[illegible] সাল। } শ্রীমাণিক চন্দ্র ভট্টাচার্য্য

উৎসর্গ

—:*:—

বিদ্বৎকুলতিলক শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউএল এম, এ,

সংস্কৃত বিদ্যামন্দিরাধ্যক্ষ মহোদয়

মান্যবরেষু—

বিনয়পুরঃসর বিজ্ঞপ্তিরিয়ম—

মহাশয়! আপনি আমাদিগের দুর্ভাগিনী বঙ্গভাষার দুরবস্থা অপনয়নের ও সম্যক শ্রীবৃদ্ধিসাধনের নিমিত্ত নিরন্তর অকৃত্রিম যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেছেন। সম্প্রতি আমি এই অভিনব ক্ষুদ্র অলঙ্কার গ্রন্থখানি বহুযত্নে প্রস্তুত করিয়াছি, ইহা মহাশয়ের অনুরাগরসাভিষিক্ত করে সমর্পিত হইলেই বাঙ্গালা-ভাষার প্রসাধনের প্রকৃত উপায় হইতে পারিবে; মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া যথোচিত সম্মানপুরঃসর ইহা মহাশয়ের চিরস্মরণীয় নামে উৎসর্গ করিলাম। ইতি

সংস্কৃত কলেজ
২৭শে কার্ত্তিক, সংবৎ ১৯১৯।

একান্ত বশম্বদস্য—
শ্রীলালমোহন শর্ম্মণঃ

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গ ভাষায় একখানি অলঙ্কার গ্রন্থ অতিশয় প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া আমার কয়েকটি বন্ধু ঐ গ্রন্থখানি লিখিতে অনুরোধ করেন। এক্ষণে কতিপয় অভিজ্ঞ মহাশয়দিগের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিয়াছি এবং ছাত্রদিগের উপযোগী হইবে মনে করিয়া যাহাতে ইহা সুস্পষ্ট হয় তদ্বিষয়ে বহুতর প্রয়াস পাইয়াছি এবং সাধ্যমত শ্রম করিতেও ত্রুটি করি নাই। যে স্থলে কঠিন বোধ হইয়াছে, তথাকার অর্থবিশদ করিবার নিমিত্ত মধ্যে মধ্যে দুই একটি টীকাও দিয়াছি।

সংস্কৃত-কলেজের অধ্যক্ষ মহামতি শ্রীযুক্ত ই, বি, কাউএল এম, এ, মহোদয় অনুরাগপূর্ব্বক মনোযোগ সহকারে আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ঐ প্রতিশব্দগুলি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছেন।

এই পুস্তকের অলঙ্কার পরিচ্ছেদস্থ কয়েকটি প্রবন্ধ পরিদর্শকপত্রে মুদ্রিত দেখিয়া বঙ্গশুভাকাঙ্ক্ষিণী সভার সদস্যেরা অপরিসীম আহ্লাদের সহিত পাঠ পুরঃসর আমাকে ৫০৲ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়াছেন। তন্নিবন্ধন তাঁহাদিগের নিকট বাধিত থাকিলাম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা-সহকারে স্বীকার করিতেছি যে কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত-কলেজের কাব্য-শাস্ত্রের অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও শোভাবাজারের রাজসভার বিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বহু যত্নের সহিত এই পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ পূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ব্যবস্থাদর্পণ প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামচরণ সরকার মহাশয়ও এই গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া দেখিয়া দিয়াছেন। পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া প্রীতি প্রাপ্ত হইলেই আমি সমুদায় শ্রম সফল বোধ করিব।

কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ
২০শে কার্ত্তিক, সংবৎ ১৯১৯। } শ্রীলালমোহন শর্ম্মণঃ

অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষা সংস্কৃত ব্যতীত অন্য সকল ভাষা অপেক্ষা সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবসম্পন্ন বলিয়া সুশ্রী এবং কলকণ্ঠী বলিয়াই মধুর-ভাষিণী। এরূপ রমণী বল্কল পরিধানপূর্ব্বক যদি নয়নে কজ্জল এবং কেশরাজীর সম্মুখে সিন্দুরবিন্দু মাত্র দেয়, তাহাতেই তাহার কত শোভা জন্মে। যাঁহার তুচ্ছ বস্তুতেও শোভা সমুৎপন্ন হয়, তাহাকে তাঁহার পুত্রগণ অনায়াসেই সুসজ্জিত ও সমলঙ্কৃত করিতে সমর্থ। সেই হেতু কবিকুল চূড়ামণি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র, ঈশ্বরগুপ্ত, হেমচন্দ্র ও মধুসূদন—প্রভৃতি সুকৃতি-সন্তানগণ তাঁহাদিগের মাতৃভাষার সুললিত পদাবলীর যেরূপ শোভা সম্পাদন করিয়াছেন, আমি তদ্দৃষ্টে যিনি যে ভূষণগুলি দিয়া সাজাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহারই একটি আদর্শ অর্থাৎ অলঙ্কার পরিচ্ছেদ ১৮৬০ খৃঃ অব্দে পরিদর্শক পত্র এবং রহস্য-সন্দর্ভ নামক পত্রে প্রকাশ করি। তদ্দৃষ্টে গদ্য সাহিত্যের জনক বিদ্যাসাগর, কলিকাতা হাইকোর্টের জজ মহামান্য শম্ভুনাথ পণ্ডিত এবং অন্যান্য মহামহিমান্বিত উচ্চমনা ব্যক্তিবর্গ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষার রূপ, গুণ, রীতি, গতি ও প্রকৃতি প্রভৃতির উল্লেখ পুরঃসর যথাযথরূপে বঙ্গভাষার কথার রসমাধুর্য্যের পরিচয় প্রদানে আদিষ্ট হই। সেই আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া ১৮৬২ খৃঃ অব্দে গ্রন্থকারে কাব্যনির্ণয় নামক এই অলঙ্কার পুস্তক মুদ্রিত করি।

এই সংস্করণে অনেক বিষয় অতিরিক্তরূপে সংযোজিত করা হইয়াছে। অধিকন্তু কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরম পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ, পি, এচ, ডি, মহোদয়ের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সংস্কৃত সূত্রগুলিও গ্রন্থশেষে লিখিয়া দিলাম।

এক্ষণে মহামান্য ডাইরেক্টর বাহাদুর এই পুস্তকের উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া উহা উচ্চ ইংরাজী স্কুলের উচ্চশ্রেণী সমূহের পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। ডাইরেক্টর বাহাদুরের এই উপকারের জন্য তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইতি

শান্তিপুর, শ্রাবণ ১৩১৮। শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি।

এডুকেশন গেজেট, সন ১২৬৯ সাল ২৬শে পৌষ, শুক্রবার।

আমরা শুনিলাম গ্রন্থকার লালমোহন ভট্টাচার্য্য অতি তরুণবয়স্ক, এই সংবাদে আমরা গ্রন্থগত চমৎকারিতা এবং অনুসন্ধায়িতা-গুণ বিবেচনায় সবিশেষ চমৎকৃত হইলাম। যেহেতু কাব্যনির্ণয়ে যে সকল বাঙ্গলা কাব্যগ্রন্থ হইতে পদাবলী সমুদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা দীর্ঘকাল যাবৎ বহুগ্রন্থে সমীচীন দৃষ্টির ফলরূপে প্রতীয়মান হয়, পণ্ডিত লালমোহন ভট্টাচার্য্য পরিণত যৌবন প্রাপণ পূর্ব্বে যে এতাদৃশ বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যমিশ্র আনন্দের বিষয় হইয়াছে। তিনি যে কেবল বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ সকল সুন্দররূপে পাঠ করিয়াছেন এমত নহে, বাঙ্গলা সমাচার পত্রপুঞ্জে যে সমুদয় কবিতা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে, তাহাও তিনি সাবধান পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন।

ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্‌-এ, ডি-লিট্‌ মহাশয়ের অভিমত—

বাঙ্গলা ভাষা অন্যান্য প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষার মত সংস্কৃতের অফুরন্ত অমৃত উৎস হইতে আপনার পরিপুষ্টির জন্য পীযূষধারা গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল, এবং তাহারই সাহায্যে আধুনিক যুগের ভাব সম্ভার বহনের উপযোগী হইল। এই কার্য্যে লালমোহন বিদ্যানিধি তাঁহার অনন্য সাধারণ পাণ্ডিত্য ও সহজ বুদ্ধি, অসাধারণ বিচারশক্তি নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার "কাব্যনির্ণয়" গ্রন্থের সাহায্যে বাঙ্গলা ভাষাকে উচ্চকোটির আলোচনার মঞ্চে উন্নীত ও স্থাপিত করিতে সমর্থ হইলেন। অধুনা বাঙ্গালী যে তাহার মাতৃভাষার যথার্থ আলোচনায় ও তাহার শক্তির প্রকাশনে আগ্রহান্বিত হইয়াছে, সেই কার্য্যে লালমোহন বিদ্যানিধি অগ্রণী ছিলেন। বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করিয়া যে গবেষণা, যে পাণ্ডিত্য ও যে বিচারশক্তিকে আমরা অন্যান্য বিদ্যা ক্ষেত্রের গবেষণা পাণ্ডিত্য ও বিচার শক্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপে এখন দেখিতে পাইতেছি তাহার স্থাপনায় লালমোহন বিদ্যানিধি অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন। এইজন্য মাতৃভাষার অনুগামী বাঙ্গালী মাত্রেই তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করিবে। গৌড়বঙ্গ ভাষারাজ্যের রাজধানী বা কেন্দ্র স্বরূপ নবদ্বীপ-শান্তিপুর অঞ্চলের পক্ষে ইহা অন্যতম গৌরবের কথা যে আমাদের সাহিত্যের আধুনিক যুগের প্রারম্ভকালে এই ভাষার আলঙ্কারিক পণ্ডিত লালমোহন এই অঞ্চলের ব্যক্তি।

কাব্যনির্ণয় গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

রস পরিচ্ছেদ। ১—৫৯ পৃ।

কাব্যের স্বরূপ, কাব্যনাটকাদির লক্ষণ; বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারিভাব, উদ্দীপনবিভাব স্থায়িভাব ও রসাদির লক্ষণাদিসহ উদাহরণ।

গুণ পরিচ্ছেদ। ৬০—৭১পৃ।

মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদ এবং ঐ তিন গুণের প্রকারভেদ—ললিত, শ্লেষ, সমাধি, উদারতা, ক্রমোৎকর্ষ, সুকুমার ও অর্থব্যক্তি গুণ তদনুসারে শব্দবিন্যাস-চাতুরী।

রীতি পরিচ্ছেদ। ৭২—৭৭পৃ।

বৈদর্ভী গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী রীতি (অর্থাৎ কাব্যের অঙ্গ সংস্থান প্রকরণ) তদনুসারে ভাষা রচনার প্রণালী।

ছন্দঃ পরিচ্ছেদ। ৭৭—১২৯ পৃ।

উদাহরণ সহ বঙ্গভাষার ছন্দের নিয়মাদি সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দঃ এবং বঙ্গভাষার অভিনব ছন্দঃ সমূহ। প্রাচীন ও নব্য কবির রচনা।

অলঙ্কার পরিচ্ছেদ। ১২৯—২০৮ পৃ।

অলঙ্কারের লক্ষণ, শব্দালঙ্কার—শ্লেষ, অনুপ্রাস ও যমকাদি। অর্থালঙ্কার—উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি এবং প্রহেলিকা, পাদপূরণ, সমস্যাদির লক্ষণ ও দৃষ্টান্তাদি।

দোষপরিচ্ছেদ। ২০৯—৩১৯ পৃ।

দোষ বিচার: শব্দদোষ—শ্রুতিকটু ও চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি অর্থ দোষ—দুষ্কমতাদি, রসদোষ—স্বশব্দবাচ্যাদি ও প্রসঙ্গত প্রমাণাদি।

অতিরিক্ত বিষয়। ৩১৯—৩৪৪ পৃ।

সংস্কৃত সূত্র:—১পৃ হইতে ৫০ পৃ।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইবে।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৫	৯ র পর	—	সঞ্চারিভাব (Accessory)
৫১	২৬	জীমূতাবাহন	জীমূতবাহন
৫৮	১৩	বিষাদ	বিষাদে
৮৬	১৭	৮	৯
৯৪	৩	পত পত পত	পত পত পত পত
,,	৪	শত	শত শত
,,	১৯	৪৮	৪০
৯৬	২	বিষয়-বিপনে	বিষয়-বিপিনে
,,	৬	২৪	৪ঃ
৯৯	১৪	চন্দন-চৰ্ব্বিত	চন্দন-চৰ্চ্চিত
১০৪	২১	ছুটিছে	ছুটিছে
১০৪	২৪	ফুটিছে	ফুটিছে
১৩৫	৭	বৃত্তনুপ্রাস	বৃত্ত্যনুপ্রাস
১৬৪	১১	সরোবরেবিকসিত	সরোবরে বিকশিত

অলঙ্কার—কাব্যনির্ণয়

—ঃ][*][ঃ—

রস-পরিচ্ছেদ

কাব্য-স্বরূপ

১। অনুচ্ছেদ। অলৌকিক * আনন্দজনক বাক্যকে (অত্যন্ত চমৎকারজনক রচনাকে) কাব্য † বলে।

এস্থলে আপত্তিকারীর একপ সংশয় হইতে পারে যে, যদি আনন্দজনক রচনাই কাব্য, তবে যে সমস্ত শোক, ক্রোধ, ভয় ও ঘৃণাজনক রচনা আছে, তাহাকে কাব্য বলা যাইবে কিনা। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঐ সংশয় এককালেই নির্ম্মূলিত হইবে। যে হেতু ঐ সকল স্থলেও শোকাদি-মিশ্রিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়। দেখ, সীতার বনবাসের করুণরসপূর্ণ স্থলগুলি পাঠ করিয়া সকলেরই শোকোদয় হইয়া থাকে; অথচ উহা পাঠ করিতে কেহই দুঃখানুভব করে না। প্রত্যুত সকলেই অভূত-পূর্ব্ব ঔৎসুক্য অনুভব করে। আরও, দুঃশাসন কৃত দ্রৌপদীর কেশাম্বরাকর্ষণ-কার্য্য কাব্যে পাঠ অথবা নাট্যে দর্শন করিয়া, কোন্ সামাজিক ব্যক্তির মনে লজ্জা না জন্মে? সভামধ্যে সনাথা অবলাকে অনাথার ন্যায় বিবসনা করিতে দেখিলে, কোন্ শান্তশীল ব্যক্তি ক্রোধে অধীর না হইয়া, প্রসন্নচিত্তে থাকিতে পারেন? এই প্রকার দুঃখাবস্থার বিষয় কাব্যে পাঠ, নাট্যে দর্শন ও পাঠকের মুখে শ্রবণ করিতে করিতে, পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাকে অভিনেতাদির ন্যায় সমসুখদুঃখী

* Hyparphysical. † Poetry.

দেখা গিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির দুঃখের কথা শ্রবণ করিবামাত্র সামাজিকদিগের অন্তঃকরণে দুঃখ জন্মে; তথাপি ঐ দুঃখিত ব্যক্তির দুঃখাবস্থার বিষয় কাব্যে পাঠ ও নাট্যাদিতে দর্শন ও শ্রবণ করিতে তাঁহাদিগেরই আবার একান্ত ঔৎসুক্য ও মনোভিনিবেশ দেখা যায়। কোন বিষয়ে আনন্দ না জন্মিলে তদ্বিষয়ে ঔৎসুক্য বা মনোভিনিবেশ হওয়া অসম্ভব; সুতরাং এরূপ স্থলে শোক, দুঃখ, ক্রোধ ও লজ্জাদিজনিত যে একপ্রকার অলৌকিক আনন্দ জন্মে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? (মরিচখণ্ডাদির ন্যায় কটু অথচ সুস্বাদু)।

২। কাব্য রস, ভাব, গুণ, অলঙ্কার ও রীতি প্রভৃতি দ্বারা সুরচিত হইলেই আনন্দজনক হয়।

করুণরসপূর্ণ পদ্য-রচনা যথা—

"পতি শোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে॥
আলু থালু কেশ বাস, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
সংসারে পূরিল হাহাকার।
কোথা গেলে প্রাণনাথ, আমারে করহ সাথ,
তোমা বিনা সকলি আঁধার॥
শিব শিব শিব নাম, সবে বলে শিবধাম,
বামদেব আমার কপালে।
যাঁর দৃষ্টে মৃত্যু হরে, তাঁর দৃষ্টে প্রভু মরে,
এমন না দেখি কোন কালে॥
শিবের কপালে র'য়ে, প্রভুরে আহুতি ল'য়ে,
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।

একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন ॥
অরে নিদারুণ প্রাণ, কোন্ পথে পতি যান,
আগে যা রে পথ দেখাইয়া ।
চরণ-রাজীবরাজে, মনঃশিলা পাছে বাজে,
হৃদে ধরি লহ রে বহিয়া ॥
অরে রে মলয়বাত, তোরে হৌক বজ্রাঘাত,
ম'রে যাবে ভ্রমরা কোকিলা ।
[illegible]ন্তু অন্যায় হও, বন্ধু হয়ে বন্ধু নও,
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥" অ, ম,

করুণরসপূর্ণ গদ্য রচনা যথা—

"হায়! এরূপ ঘটিবে বলিয়াই কি আমার মুখ হইতে তাদৃশ বিষম প্রতিজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল? হা প্রিয়ে জানকি! হা প্রিয়বাদিনি! হা রামময়জীবিতে! হা অরণ্য-বাস-সহচরি! পরিণামে তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। তুমি এমন দুরাচারের,—এমন নরাধমের—হস্তে পড়িয়াছিলে যে, কিঞ্চিৎ কালের নিমিত্তও তোমার ভাগ্যে সুখ ঘটিয়া উঠিল না। তুমি চন্দনতরুভ্রমে দুর্বিপাক বিষবৃক্ষ আশ্রয় করিয়াছিলে। আমি পরম পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বটে; কিন্তু আচরণে চণ্ডাল অপেক্ষাও অধম; নতুবা বিনা অপরাধে তোমাকে পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইব কেন? হায়! যদি এই মুহূর্তে আমার প্রাণবিয়োগ হয়, তাহা হইলে, আমি পরিত্রাণ পাই, আর বাঁচিয়া ফল কি? আমার জীবিত-প্রয়োজন পর্যবসিত হইয়াছে, জগৎ শূন্য ও জীবন অরণ্যপ্রায় বোধ হইতেছে।" সী, ব, বা

ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিভাব যথা—

অনাদি কারণ তুমি, জ্ঞানের অতীত,
রেখেছ আমার বোধ ক'রে আচ্ছাদিত.
এইমাত্র জানি আমি তুমি শিবময়,
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি, নাহি জ্ঞানোদয়।
ন্যায়-পথে থাকি যদি, কর দয়া দান,
চিরকাল করি যাতে সুখে অবস্থান,
ভ্রান্ত হ'য়ে ভ্রমে যদি ভ্রমি ভ্রম-পথ,
সুপথ দেখায়ে কর পূর্ণ মনোরথ।" প্রা, ক,

উপরি উক্ত উদাহরণগুলি রস, ভাব, গুণ ও অলঙ্কারযুক্ত হওয়াতেই চমৎকৃতিজনক হইয়াছে।

৩। সচরাচর কোন নায়ক বা নায়িকা অথবা উভয়ই অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা হইয়া থাকে।

৪। কাব্যের প্রধানতঃ বর্ণিত পুরুষ নায়ক (অর্থাৎ নেতা) (Hero or Leading Character)। নায়ক প্রায়ই দাতা, কৃতী, সুশ্রী, রূপযৌবনসম্পন্ন, উৎসাহী, কার্য্যদক্ষ, লোকপ্রিয়, তেজস্বী, চতুর, বিনীত, প্রিয়ংবদ, বাগ্মী, স্থিরচিত্ত, বিদ্বান ও সুশীলরূপে বর্ণিত হইয়া থাকে। নায়ক চারি প্রকার। যথা—(ক) ধীরোদাত্ত, (খ) ধীরপ্রশান্ত, (গ) ধীরোদ্ধত, ও (ঘ) ধীরললিত।

(ক) ধীরোদাত্ত। যে ব্যক্তি আত্মশ্লাঘা না করে, হর্ষ কিংবা শোকে অভিভূত না হয় বিনয় দ্বারা গর্ব্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং যাহা অঙ্গীকার করে, তাহা নির্ব্বাহ করে, তাহাকে ধীরোদাত্ত বলে। যথা,—রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির।

(খ) ধীরপ্রশান্ত। যাহার নায়কসামান্য গুণ অনেক আছে, তাহাকে ধীর প্রশান্ত কহে। যথা,—মালতীমাধবাদিতে মাধবাদি।

(গ) ধীরোদ্ধত। মায়াবী, উদ্ধত, চঞ্চল, অহঙ্কার ও দর্পে পরিপূর্ণ এবং আত্মশ্লাঘা বিষয়ে নিরত, এমন যে ব্যক্তি তাহাকে ধীরোদ্ধত বলা যায়। যথা,—ভীমসেনাদি।

(ঘ) ধীরললিত। যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত, নম্র এবং নৃত্যগীতাদিতে আসক্ত, তাহাকে ধীরললিত বলে। যথা,—রত্নাবলী প্রভৃতিতে বৎসরাজাদি।

নায়কের ন্যায় সদগুণসম্পন্ন সতী কামিনী কাব্যের নায়িকা (Heroine) এবং নায়কের বিরোধী ব্যক্তি প্রতিনায়ক (Rival)।

৫। কাব্য গদ্যে, পদ্যে কিংবা উভয়েই রচিত হইয়া থাকে। ছন্দোহীন রচনা গদ্য, ছন্দোবদ্ধ রচনা পদ্য। *

৬। দৃশ্য ও শ্রব্য ভেদে কাব্য দুই প্রকার। যাহার অভিনয় হয়, তাহার নাম দৃশ্য; এবং যাহার শ্রবণ-ভিন্ন দর্শন হয় না, তাহাকে শ্রব্য কহে।

কাব্য-শাস্ত্র। (Literature)

৭। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কাব্য-শাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন—শ্রব্য ও দৃশ্য কাব্য। শ্রব্য কাব্য ত্রিবিধ। মহাকাব্য, খণ্ড-কাব্য ও কোষ-কাব্য। গদ্যময় কাব্যকে আলঙ্কারিকেরা কথা ও আখ্যায়িকা—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই দুয়ের বৈলক্ষণ্য এমন সামান্য যে, ইহাদিগের ভাগদ্বয়ে বিভাগ অনাবশ্যক ও অকিঞ্চিৎকর। গদ্য-পদ্য-ময় কাব্যকে চম্পূ বলে।

মহাকাব্য। (Epic Poem.)

৮। কোন দেবতা অথবা সদ্বংশজাত অশেষগুণসম্পন্ন ক্ষত্রিয়ের কিংবা এক বংশোদ্ভব বহু ভূপতিদিগের বৃত্তান্ত লইয়া যে কাব্য রচিত হয়, তাহাকে মহাকাব্য বলে। মহাকাব্য নানা সর্গে অর্থাৎ পরিচ্ছেদে বিভক্ত। সর্গ সংখ্যা অষ্টাধিক না হইলে, তাহাকে মহাকাব্য বলা যায় না। গ্রন্থকার ইহাতে হয় আপনার অভীষ্ট জনের শুভ কথন কিংবা আপনার অপকর্ষ অথবা গ্রন্থের উদ্দেশ্য বিষয় উপন্যাস পূর্ব্বক গ্রন্থ আরম্ভ করেন। মহাকাব্যে প্রতিনায়কের গুণ অধিকতর রূপে বর্ণিত হইলে নায়কের পক্ষে অশেষ গৌরব হয়। ইহাতে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল বর্ণিত থাকে। নগর, বন, উপবন

---

* ইহার উদাহরণ পরিশিষ্টে দেখ।

শৈল, সমুদ্র, চন্দ্র ও সূর্য্যের উদয় অস্ত, ক্রীড়া, মন্ত্রণা ও যুদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনতিসংক্ষেপে বা অনতিবিস্তীর্ণরূপে ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে ও পরিচ্ছেদে রচিত হয়। মহাকাব্যে আদ্যরস, বীররস, করুণ রস বা শান্তরস প্রধান। মধ্যে মধ্যে অন্য রসেরও প্রসঙ্গ দেখা যায়। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয় অথবা নায়ক নায়িকার নামানুসারে মহাকাব্যের নাম নির্দ্দেশ হইয়া থাকে।

খণ্ড-কাব্য

৯। কোন এক বিষয়ের উপর লিখিত অনতিদীর্ঘ যে কাব্য, আলঙ্কারিকেরা তাহাকে খণ্ড-কাব্য বলেন। খণ্ড-কাব্য মহাকাব্যের প্রণালীতে রচিত ; কিন্তু মহাকাব্যের সম্পূর্ণ লক্ষণাক্রান্ত নহে। কোন কোন খণ্ড কাব্য মহাকাব্যের ন্যায় সর্গবন্ধে বিভক্ত নয়। আর যে সকল খণ্ড-কাব্য সর্গবন্ধে বিভক্ত, তাহাতে সর্গসংখ্যা আটের অধিক দেখা যায় না। মেঘদূত ও ঋতুসংহার প্রভৃতির ন্যায় কাব্য খণ্ড-কাব্য।

গীত-কাব্য (Lyric Poem)

১০। তানলয়-বিশুদ্ধ ও সুস্বর-সম্বদ্ধ শ্লোকসমূহকে গীত-কাব্য বলে। বঙ্গভাষায় ইহার অপ্রতুল নাই। যথা,—গোস্বামীদিগের পদাবলী, ব্রহ্মসংগীতাদি ও রবীন্দ্র সংগীতাদি।

কোষকাব্য

১১। এক প্রসঙ্গের কতকগুলি পরস্পর-অসম্বদ্ধ কবিতাকে কোষ-কাব্য কহা যায়। যথা,—রসতরঙ্গিণী, সদ্ভাবশতক প্রভৃতি গ্রন্থ।

দৃশ্য-কাব্য (Drama.)

১২। মহাকাব্য প্রভৃতি কেবল শ্রবণ করা যায়, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে শ্রব্য-কাব্য বলে। শ্রব্য-কাব্যের ন্যায়, নাটকেরও শ্রবণ হয় অধিকন্তু রঙ্গভূমিতে নট দ্বারা অভিনয় কালে দর্শনও হইয়া থাকে ; এবং ইহাই

নাটকের প্রধান উদ্দেশ্য। এই নিমিত্ত নাটকের নাম দৃশ্য-কাব্য। প্রত্যেক নাটকের প্রারম্ভে সূত্রধার অর্থাৎ প্রধান নট স্বীয় পত্নী অথবা অন্য দুই এক সহচরের সহিত রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইয়া প্রসঙ্গক্রমে নাটকীয় ইতিবৃত্ত অবতীর্ণ করিয়া দেয়। যে যে স্থলে ইতিবৃত্তের স্থূল স্থূল অংশের এক প্রকার শেষ হয়, সেই সেই স্থলে পরিচ্ছেদ কল্পিত হইয়া থাকে। ঐ পরিচ্ছেদের নাম অঙ্ক।

নাটকে এক অবধি দশ পর্য্যন্ত অঙ্ক সংখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। নাটক আদ্যোপান্ত গদ্যে রচিত, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক থাকে। আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত একরূপ রচনা দেখা যায় না। ব্যক্তি বিশেষের বক্তব্যভেদে রচনা বিভিন্ন হইয়া থাকে। রাজা, মন্ত্রী, ঋষি, পণ্ডিত ও নায়ক প্রভৃতি প্রধান পুরুষেরা সচরাচর উত্তম ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকেন। সামান্য স্ত্রী, বালক ও সাধারণ জনগণের কথাবার্ত্তা গ্রাম্য ভাষায় হইয়া থাকে। অভিজ্ঞ মহিলাগণ উত্তম ভাষায় আলাপ করেন।

১৩। কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তি-বিশেষের অবস্থাদির অনুকরণকে অভিনয় (Act) বা রূপক কহা যায়।

অভিনয়াদিতে অন্যের রূপাদির অনুকরণই প্রধান বিষয়; এই হেতু নাটকাদি দৃশ্য-কাব্যের নাম রূপক।

১৪। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রূপককে (অভিনেয় কাব্যকে) দশ ভাগে বিভক্ত করেন। বঙ্গভাষায় তিনটী মাত্র বিভাগ দেখা যায়। নাটক, প্রহসন ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকা।

অঙ্গভঙ্গি দ্বারা অবস্থার অনুকরণের নাম আঙ্গিক অভিনয়; বাক্যভঙ্গি দ্বারা অন্যের স্বর ও কথার অনুকরণের নাম বাচিক; বেশ ভূষাদি দ্বারা অন্যের সাদৃশ অনুকরণের নাম ভূমিকা; এবং স্তম্ভ স্বেদাদি সত্ত্বগুণ সম্ভূত অভিনয়ের নাম সাত্ত্বিক অভিনয়।

১৫। নাটকের নায়ক ও নায়িকা ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও

ধীরপ্রশান্ত এই চারি প্রকারের যে কোন প্রকার হইতে পারে। আদ্যরস অথবা বীররস নায়ক অথবা নায়িকার প্রধান আশ্রয়। আনুষঙ্গিক অন্যান্য রসেরও উদ্বোধ ও অপগম হইতে পারে। কিন্তু পরিণামে কোন কার্য্যব্যপদেশে অদ্ভুত রসের আবির্ভাব দ্বারা অভিনয় সমাপন করিতে পারিলে, নাটকের চমৎকারিত্ব জন্মে।

১৬। নাটকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদ বা সর্গের নাম অঙ্ক। যে অঙ্কে প্রসঙ্গ থাকে, তাহা প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান করা উচিত। নাটকে কুটার্থ অপ্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হয় না। অনাবশ্যক বাক্যের সংস্রব মাত্রও থাকে না; আবশ্যক বিষয়ের চমৎকারিত্ব থাকিলে, বিবিধ প্রকারে বর্ণিত হইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদিগের মতে নিন্দনীয় বিষয় নাটকে বর্ণনযোগ্য নহে। বঙ্গভাষায় নাটকে এইসকল শাসন সর্ব্বত্র দেখা যায় না।

১৭। এক অঙ্কের মধ্যে প্রসঙ্গতঃ অন্য বিষয় বর্ণন করিতে হইলে, গর্ভাঙ্করূপে পৃথক সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদ বিন্যস্ত করিতে হয়।

১৮। নাটকে কোন বিষয় অতিবিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক অপেক্ষা পরবর্ত্তী অঙ্কগুলি ক্রমশঃ সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত।

বাঙ্গালা নাটকাদিতে পূর্ব্বরঙ্গাদি নাই। কিন্তু কোন কোন সংস্কৃতানুযায়ী নাটকে উহা আছে বলিয়া, পূর্ব্বরঙ্গাদির স্থূল বিষয়গুলি সামান্যতঃ বলা গেল।

পূর্ব্বরঙ্গ (Prelude)

১৯। রঙ্গভঙ্গি (রঙ্‌তামাসা) দেখাইবার পূর্ব্বে নট.নটী যে মঙ্গলাচরণ ভূমিকা [গৌরচন্দ্রিকা] করে, তাহার নাম পূর্ব্বরঙ্গ।

নান্দী

২০। পূর্ব্বরঙ্গের পর নট বা নটী স্বস্তিবাচনে অথবা দেবাদির স্তুতিগানে অলঙ্কৃত যে মঙ্গলাচরণ করে, তাহার নাম নান্দী। যথা—

"শিশু শশী শোভে ভালে,   বপু বিভূষিত কালে,
গলে কালকূটের কালিমা।
রজত-ভূধর শোভা,   ভক্ত-জন মনোলোভা,
এ রূপের দিতে নাহি সীমা ॥
বাম উরূপরে বসি,   অকলঙ্ক উমা-শশী,
পুলকে প্রফুল্ল কলেবর।
নিতান্ত কিঙ্কর জনে,   কৃপাবিন্দু বিতরণে,
ত্রাণ কর ওহে গঙ্গাধর ॥
কুলমণি কুলাবাধ্যা,   কুল ভক্ত-জন বাধ্যা,
জগদাদ্যা কুলকুণ্ডলিনী।
অমূল কল্পিত কুল,   সমূলে করি নির্ম্মূল,
সত্যকুলবৃদ্ধিবিধায়িনী ॥
কুলকাণ্ডে মনোমত,   নিদ্রা যাও আর কত,
জাগো মাগো জগত সংসারে।
তোমা বিনা গতি নাই,   কুলকাণ্ডে ডাকি তাই,
প'ড়ে আমি অকুল পাথারে ॥"

কোন ব্যক্তি এই নান্দী পাঠ করিয়া প্রস্থান করিলে পর সূত্রধার প্রবেশ করে।

কোন কোন নাটকে কেবল পূর্ব্বরঙ্গ থাকে, কোনটীতে দুইটীই থাকে।

নান্দীর পরেই সূত্রধারের কথাপ্রসঙ্গে স্থাপয়িতা আসিয়া নাটকীয় ইতিবৃত্ত একপ্রকার অবতারণা করিয়া দেয়। বাঙ্গালা নাটকে স্থাপয়িতা প্রায় দেখা যায় না, স্থাপয়িতার কার্য্য সূত্রধার দ্বারা সম্পন্ন হয়।

প্রস্তাবনা (Prologue.)

২১। নটী, বিদূষক, অথবা পারিপার্শ্বিক যথায় সূত্রধারের সহিত

মিলিত হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে সমস্ত বিষয় কথোপকথন করে, তাহাকে প্রস্তাবনা কহা যায়। সূত্রধারের সহচরের নাম পারিপার্শ্বিক।

২২। প্রস্তাবনা পাঁচপ্রকার—উদ্ঘাত্যক, কথোদ্ঘাত, প্রয়োগাতিশয, প্রবর্ত্তক ও অবলগিত।

উদ্ঘাত্যক (Ist order Prologue.)

২৩। যেখানে ব্যক্তিবিশেষের কথায় অবিধেয় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া উহা অপরবিধ অভিপ্রায়ে গ্রহণপূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তাহাকে উদ্ঘাত্যক প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—

মুদ্রারাক্ষসে—"প্রিয়ে, সে দুরাত্মা ক্রূরগ্রহ সম্পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রকে বল পূর্ব্বক অভিভব কবিতে ইচ্ছা কবিতেছে" সূত্রধারেব এই অর্দ্ধোক্তি মাত্র শুনিয়া নেপথ্য হইতে চাণক্য কহিলেন "আঃ! আমি জীবিত থাকিতে আগ্রহবিশিষ্ট কোন্ ক্রূব সার্ব্বভৌম চন্দ্রগুপ্তকে অভিভব কবিতে ইচ্ছা কবিতেছে?"

কথোদ্ঘাত (2nd order Prologue.)

২৪। সূত্রধারেব কথা শুনিয়া অথবা তদীয় কথার তাৎপর্য্য অবধারণ পূর্ব্বক পাত্র প্রবিষ্ট হইলে, কথোদ্ঘাত প্রস্তাবনা হয়। যথা—

রত্নাবলীতে—"বিধাতা যদি অনুকূল হন, তবে কি দ্বীপান্তরিত, কি সাগরের প্রান্তস্থিত অথবা দিগন্তরাগত প্রিযবস্তুর সহিত অনায়াসেই তাহার মিলন হইতে পারে; তদ্বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক জন্মে না।" সূত্রধারের বাক্যের সাধুবাদ দিয়া নেপথ্য হইতে যোগন্ধরায়ণ কহিলেন—"সকলি সত্য, নতুবা দেখ, কোথায় বা সিংহলেশ্বরের দুহিতা, কোথায় বা তাহার যানভঙ্গ, এবং কোথায় বা তাহার কৌশাম্বীয়দিগের সহিত মিলন এবং এখানে আনয়ন ইত্যাদি।"

বেণীসংহারেও—"পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণের সহিত আনন্দলাভ করুন। যেহেতু শত্রুদমন দ্বারা এক্ষণে তাহাদিগের বৈরনির্য্যাতন-রূপ অগ্নি নির্ব্বাপিত হইয়াছে

এবং যাহাদিগের রুধিরে পৃথিবী প্লাবিত হইয়াছে, সেই ক্ষত বিক্ষত-শরীর কৌরবগণও সভৃত্য স্বস্থ হউক।"

সূত্রধারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নেপথ্য হইতে ভীমসেন কহিলেন—"রে পাপিষ্ঠ দুরাত্মন্! আর তোর বৃথা মঙ্গল পাঠের আবশ্যকতা নাই। এখনও আমি ভীমসেন জীবিত থাকিতে ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ স্বস্থ থাকিবে?" এই কথা বলিবার পর সূত্রধারের প্রস্থান ও ভীমসেনের প্রবেশ সিদ্ধ হয়।

প্রয়োগাতিশয় (3rd order Prologue.)

২৫। যেখানে একরূপ প্রয়োগ অপরবিধ প্রয়োগের অবতারণা-অনুসারে পাত্রের প্রবেশ সম্পন্ন হয়, তথায় প্রয়োগাতিশয় কহা যায়।

যথা কুন্দমালা নাটকে—

"নেপথ্যে, আর্য্যা এই স্থানে আগমন করিতে পারেন।" সূত্রধার এই কথা শুনিয়া কহিল, "আবার কোন্ ব্যক্তি আর্য্যাকে আহ্বান করিয়া আমার সহায়তা করিতেছেন।" (চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া) "আঃ কি কষ্ট! কি কষ্ট! সীতাদেবী অনেক দিন লঙ্কেশ্বর-ভবনে বাস করিয়াছিলেন, এই লোকাপবাদ-ভয়াকুল রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত জনকনন্দিনীকে লক্ষ্মণ নিতান্তগর্ভমন্থরা জানিয়াও জনপদ হইতে বনগমন জন্য এই যে দেখিতেছি আনয়ন করিতেছেন।"

এখানে সূত্রধারের নৃত্য-প্রয়োগ-বিষয়ে স্বীয় ভার্য্যার আহ্বানের ইচ্ছাটী লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক সীতাদেবীর বনগমনাহ্বানরূপ প্রয়োগবিশেষ সূচনা করিয়া, আপন প্রয়োগের আতিশয্য সম্পাদন করিল।

প্রবর্ত্তক (4th order Prologue.)

২৬। যেখানে বর্ত্তমান কাল আশ্রয়পূর্ব্বক সূত্রধার পাত্র-প্রবেশ সম্পন্ন করিয়া দেয়, তথায় প্রবর্ত্তক কহে।

অধিকাংশ নাটকেই এইরূপ প্রস্তাবনা দেখা যায়।

অবলগিত (5th order Prologue.)

২৭। যেখানে সদৃশ কার্য্য বা সদৃশ বস্তুর কথন বা স্মৃতি হেতু পাত্র প্রবিষ্ট হয়, তথায় অবলগিত প্রস্তাবনা কহা যায়। যথা—

শকুন্তলায়—"রাজা দুষ্মন্ত যে প্রকার বেগবান্ মৃগদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আমি সেই প্রকার তোমার গীতরাগে বিমোহিত হইয়া সমাকৃষ্ট হইয়াছি" এই কথা শ্রবণ দ্বারাই দুষ্মন্তের প্রবেশ সম্পন্ন হয়।

সর্ব্বপ্রকার প্রস্তাবনাতেই সূত্রধার প্রস্তাবনা করিয়া রঙ্গভূমি হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়।

প্রহসন (A Comedy.)

২৮। হাস্যরসোদ্দীপক নাটককে প্রহসন কহা যায়।

নাটকাত্মক আখ্যায়িকা (A Novel.)

২৯। এইরূপ আখ্যায়িকায় প্রস্তাবনা, নান্দী, পূর্ব্বরঙ্গ, বিদূষক, নট, নটী প্রভৃতির উল্লেখ থাকে না; প্রসঙ্গতঃ যাহার আবশ্যকতা হয়, তাহার বৃত্তান্তই বর্ণিত হয়।

কোন কোন নাটকে যেমন গ্রন্থকারের নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সভার ও দেশের বিষয়াদি বর্ণিত থাকে, ইহাতে গ্রন্থকারের নাম থাকুক বা না থাকুক, কিন্তু সেই প্রকার বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে তাৎকালিক ইতিবৃত্ত ও সমাজাদির বিবরণ ও আচার-ব্যবহারাদির কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হয়।

নাটক ও নাটকাত্মক আখ্যায়িকার ভাষা।

৩০। ভদ্র লোকের কথাবার্ত্তা ভদ্র রীতিতে ও সাধুভাষায় সম্পন্ন হয়। গ্রাম্য লোকের ভাষা সাংসারিক ও চলিত কথায় হইয়া থাকে।

বিদূষক প্রায় আমোদপ্রিয় ও ভোজনপটুরূপে বর্ণিত হয়।

সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকেরা নীচপদবীস্থ ও দাসীদিগের প্রতি 'ওলো, হ্যাঁলো, অরে' প্রভৃতি সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

সম্মানযোগ্যা স্ত্রীলোকদিগকে লোকে = (দেবি) বা ঠাকুরাণী = (ঠাকুরাণি), বলিয়া সম্বোধন করেন।

সমবয়স্কা ও যোগ্যা কামিনীগণের মধ্যে পরস্পর সম্বোধনে সখি, প্রিয়সখি বা ভগিনী = (ভগিনি) বলা রীতি।

স্বগত—অন্যের অগোচরে স্বয়ং একাকী কথাবার্ত্তা কহার নাম স্বগত।

জনান্তিক—একজনের অন্তরালে অপর ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করাকে জনান্তিক কহে।

আকাশবাণী—দৈববাণী, অর্থাৎ যে কথা অপর ব্যক্তি শুনিতে পায় না, কিন্তু যদুদ্দেশে কথিত হয়, সে ব্যক্তি শুনিতে পায়।

উপাখ্যান (Fable.)

৩১। বালকদিগের শিক্ষার্থে মনুষ্য, পশু ও পক্ষীর কল্পিত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল গ্রন্থ আছে, অথবা গ্রন্থকর্ত্তারা স্বেচ্ছানুসারে নানা লৌকিক ও অলৌকিক বৃত্তান্ত ঘটিত যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় পণ্ডিতেরা উহাদিগকেও কাব্য নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। হিতোপদেশ ও কথামালা প্রভৃতিকে উপাখ্যান বলা যাইতে পারে।

পুরাণ

৩২। পুরাণে সৃষ্টি, প্রলয়, মন্বন্তর নানা রাজবংশ এবং নানাবংশীয় নরপতিগণের চরিত-কীর্ত্তন থাকে। যথা—বিষ্ণু-পুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ, অগ্নি-পুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ ইত্যাদি।

ইতিহাস (History.)

৩৩। যে গ্রন্থে কোন দেশের নরপতি, বীরপুরুষ ও বিদ্বান্ প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের অদ্ভুত কার্য্যাদি আমূলতঃ বর্ণিত থাকে এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে তদ্দেশবাসীদিগের আচার ব্যবহারাদির পরিজ্ঞান হয়, তাহাকে ইতিহাস কহে।

জীবন চরিত (Biography.)

৩৪। যে গ্রন্থে কোন ব্যক্তিবিশেষের বিদ্যাবত্তা, অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তর অধ্যবসায়াদি সদ্‌গুণসমূহ ও আনুষঙ্গিক সেই মহাত্মার আবাস-ভূমির এবং তৎসমকালীন বা পূর্ব্ববর্ত্তী রীতি নীতি, ইতিহাস ও আচার ব্যবহারাদির পরিজ্ঞান হয়, তাহাকে জীবন-চরিত কহে।

শব্দার্থের লক্ষণ

৩৫। চমৎকারজনক বাক্যকে কাব্য বলে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে; সুতরাং এখন বাক্যের লক্ষণ নির্ণয় করা উচিত।

বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ, ক্রিয়ার সহিত অন্বিত পদকে বাক্য বলে।

শব্দ

৩৬। শব্দ দুই প্রকার: সার্থক ও নিরর্থক।

৩৭। যে শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ের উপলব্ধি হয়, তাহাকে সার্থক ও যে শব্দ দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান হয় না, তাহাকে নিরর্থক শব্দ কহে। যথা—শীতল, উষ্ণ, রাম, শ্যাম, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ঐ সকলে এক একটী বিষয় জ্ঞান হইতেছে, সুতরাং সার্থক। পশ্বাদির কণ্ঠবিনির্গত শব্দ অথবা কোন কারণবশতঃ উত্থিত শব্দ নিরর্থক। যে হেতু তদ্দ্বারা কোনরূপ বিষয় জ্ঞান হয় না।

পদ

৩৮। বিভক্তিযুক্ত সার্থক শব্দকে পদ কহে। পদ দুই প্রকার; সুবন্ত ও তিঙন্ত। বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ বাচক পদকে সুবন্ত, এবং ক্রিয়াবাচক পদকে তিঙন্ত কহা যায়। তিঙন্ত পদ ধাতুতে ক্রিয়াযোগে নিষ্পন্ন হয়। ধাতু ও শব্দকে প্রকৃতি কহে। প্রকৃতির পরে প্রত্যয় যোগে শব্দ, তাহাতে বিভক্তি যোগে পদ হয়। শব্দ সকল প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। সুবন্ত পদ তিন প্রকার। রূঢ়, যৌগিক ও যোগরূঢ়। ঘট, বালক, কুশ ইত্যাদি শব্দ

রূঢ়। পাবক, বঞ্চক, নায়ক ইত্যাদি শব্দ যৌগিক। পঙ্কজ, সরোরুহ, বক্ষোজ ইত্যাদি শব্দ যোগরূঢ়।

অভিধা

৩৯। এক একটী শব্দের এক একটী সঙ্কেত দ্বারা অর্থবোধ হয়। ঐ সঙ্কেত ঈশ্বরের ইচ্ছানুক্রমে হইয়াছে, অর্থাৎ তিনি যে শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তদ্দারা তাহাই বোধ হয়। ইহা প্রাচীনমত। নব্য-মতে অনুকৃতিবাদে ভাষার উৎপত্তি। ঐ সঙ্কেতকে অভিধা শক্তি বা শব্দের শক্যার্থ কহে।

সঙ্কেতগ্রহ করিবার কয়েকটী উপায় আছে। সেই উপায় দ্বারা মানবগণ শব্দের অর্থগ্রহ করিয়া থাকেন। যথা—ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, প্রকরণ, সাহচর্য্য, বিরোধিতা ইত্যাদি।

আপ্তবাক্য—বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপদেশ। যেমন ভারতবর্ষে বহ্বায়ত শ্রুতি সকল শিষ্য পরম্পরায় ও পুরুষপরম্পরায় অধীত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অপৌরুষেয়।

ব্যবহার— অন্বয় ব্যতিরেকে, অর্থাৎ অভাব ও সদ্ভাবের জ্ঞান। যথা,—এক স্থানে একটী ধেনু বদ্ধ রহিয়াছে ও একটী অশ্ব চরিতেছে। প্রভু সম্মুখস্থিত ভৃত্যকে বলিলেন,—ধেনু ছাড়িয়া দেও এবং অশ্বটীকে বাঁধ।

উদ্দেশ্য ও বিধেয়। কোন পদার্থে কোন পদার্থের অভিন্নরূপে নির্দ্দেশকে উদ্দেশ্য ও বিধেয় কহে।

(ক) যাহাতে আরোপ হয়, তাহাই উদ্দেশ্য পদ। এবং যাহা বিধান করা যায়, তাহাই বিধেয় পদ। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদ এক কারক হয় লিঙ্গ বিভিন্ন হইতে পারে। যথা—

"সখে তুমিই লক্ষ্মী তুমিই সরস্বতী, আমি কি পারি বর্ণিতে তোমার সে উপমা।
শ্রীকৃষ্ণহৃদি যথা শ্রীবৎস কৌস্তুভভাতি, আজ তেমনি তব হৃদি মহাবিদ্যা সুষমা॥"

এখানে তোমাকে উদ্দেশ্য করিয়া লক্ষ্মী ও সরস্বতী পদ আরোপিত হইয়াছে। সুতরাং তুমি উদ্দেশ্য; লক্ষ্মী ও সরস্বতী পদ বিধেয়।

ভৃত্য তাহাই করিল। আবার প্রভু বলিলেন, এবারে ধেনুটীকে বাঁধিয়া রাখ, অশ্বটীকে ছাড়িয়া দেও। এবারেও ভৃত্য তাহাই করিল। ইহাতে বন্ধন ও বহিষ্করণ (ছাড়িয়া দেওয়া) এই ক্রিয়াদ্বয়ের অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা তত্রস্থিত অনভিজ্ঞ বালক ধেনু শব্দে "গোরু" ও অশ্ব শব্দে "ঘোড়া" ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারিল।

প্রকরণ—কোন ব্যক্তি ভোজন সময়ে কহিল, সৈন্ধব আনয়ন কর। প্রকরণ বশতঃ এখানে সৈন্ধব শব্দে লবণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু যদি বলে, সৈন্ধবে আরোহণ করা যায়। তাহা হইলে প্রকরণ বশতঃ সৈন্ধব শব্দে এস্থলে সিন্ধু-দেশোদ্ভব অশ্বকে বুঝাইবে।

সাহচর্য্য (সিদ্ধপদসান্নিধ্য) অনেকার্থ শব্দের সন্নিকর্ষ।

অনেকার্থ শব্দের অর্থগ্রহকালে ব্যবহার, সাহচর্য্য, বিরোধিতা ইত্যাদি দ্বারা অর্থগ্রহ হয়। যথা—

"সশঙ্খ চক্র হরি।" এখানে চক্র-সংযোগে হরি শব্দে বিষ্ণুকে বুঝাইল। "অশঙ্খ-চক্র হরি।" চক্র বিয়োগ দ্বারা বিষ্ণুকেই বুঝাইল। "ভীমার্জ্জুন" এস্থলে ভীম শব্দ সংযোগে অর্জ্জুন শব্দে পার্থকে; "কর্ণার্জ্জুন" এখানে অর্জ্জুন শব্দের সংযোগে কর্ণ শব্দে সূতপুত্রকে; "স্থাণুকে বন্দনা করি" এখানে বন্দনা-শব্দের যোগে স্থাণুশব্দে, শিবকে; "মকরধ্বজ কুপিত হইয়াছেন" এস্থলে কুপিত শব্দের যোগে মকরধ্বজ শব্দে কন্দর্পকে; "মধুমত্ত কোকিল" এখানে কোকিল শব্দের যোগে মধু শব্দে বসন্তকে; "রাত্রিকালে চিত্রভানু সমুজ্জ্বল হইয়াছে" এস্থলে রাত্রি শব্দ সংযোগে চিত্রভানু শব্দে বহ্নিকে বুঝাইতেছে ইত্যাদি।

যদি সাহচর্য্য দ্বারা অর্থগ্রহ না হইত, তাহা হইলে, শক্তিগ্রহ-সময়ে সংশয় জন্মিত। যথা—

হরি=সিংহ, বিষ্ণু। অর্জ্জুন=বৃক্ষ বিশেষ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও পার্থ। কর্ণ=শ্রবণেন্দ্রিয়, সূতপুত্র ও নৌকার হালি। স্থাণু=মহাদেব, শাখাপত্র

বিরহিত বৃক্ষ। মকরধ্বজ=সমুদ্র, কন্দর্প। মধু=বসন্ত, মদ্য, মিষ্ট দ্রব্য। চিত্রভানু=অগ্নি, সূর্য্য।

সঙ্কেত—অঙ্গুলিদ্বারা নির্দ্দেশ, অবয়বভঙ্গী প্রভৃতি। যথা—বিদ্যা-সুন্দরে—

"জীব বুঝাবার তরে, আপন আয়তি ধরে,
তুলি পরে কনককুণ্ডল।
দেখি ক্রিয়া বিদগ্ধার, বাখানে সুন্দর রায়,
পায়ে ধরি ভাঙ্গিল কন্দল॥"

এই উপায় দ্বারা বণিকগণ বিদেশে স্ব স্ব বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং ভ্রমণকারীরা নানা দেশীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার অবগত হন। এই উপায় দ্বারা বাণিজ্যার্থী ইংরাজেরা সর্ব্বপ্রথমে এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন এবং ভারতবর্ষীয়েরাও ইংরাজী, আরবী ও পার্শী ভাষা অভ্যাস করিতে সমর্থ হয়েন।

শব্দার্থ

৪০। শব্দের অর্থ তিন প্রকার; শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ।

ব্যাকরণাদি পূর্ব্বোক্ত উপায় সকল দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে শক্যার্থ বা অভিধা শক্তি বলে।

শক্যার্থ অন্বয়যোগ্য না হইলে, তৎসম্বন্ধীয় যে অর্থান্তর কল্পনা করা যায়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ বলে। যথা—

"গঙ্গাবাসী লোক।" এ স্থলে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ নদীবিশেষ, তাহাতে কিরূপে লোকের বাস হইতে পারে? অতএব, গঙ্গা শব্দে গঙ্গাতীর রূপ অর্থ প্রয়োগ কল্পনা করিলে, "গঙ্গাবাসী লোক" এই বাক্যে কোন অনুপপত্তি হয় না। সুতরাং এস্থলে গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ গঙ্গাতীর।

অপিচ—"অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ নানাবিধ বিদ্যার আকর ছিল।" এ স্থলে ভারতবর্ষের শক্যার্থ দেশ-বিশেষ, উহা কিরূপে বিদ্যার আকর হইতে পারে? অতএব ভারতবর্ষ শব্দে ভারতবর্ষবাসী লোক-রূপ লক্ষ্যার্থের কল্পনা হইবে। *

* অনেক স্থলে শক্যার্থের বিপরীত অর্থ কল্পিত হয়, তাহাকে বিপরীতলক্ষণা বলে। যথা—

কোন এক বাক্যের অন্তর্গত শব্দসকল স্বীয় স্বীয় অর্থ বুঝাইয়া দিলে পর, বক্তা ও শ্রোতা প্রভৃতির প্রভেদনিবন্ধন সেই বাক্যের অর্থ হইতে যে তৎসম্বন্ধীয় অন্যপ্রকার বাক্যার্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ বলে। যথা—

একজন চোর স্বীয় সহচরকে বলিতেছে "রাস্তায় আর লোক চলে না, চাঁদ ডুবিল"—অর্থাৎ চুরি করিবার সময় উপস্থিত, অগ্রসর হও। এ স্থলে বক্তার বাক্য-বৈলক্ষণ্যবশতঃ এরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে। একই বাক্যের নানা ব্যঙ্গ্যার্থ হইতে পারে। যথা, "সূর্য্য অস্তগত হইলেন" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মনে করেন, সন্ধ্যাবন্দনের কাল উপস্থিত; গোপালক ভাবে প্রান্তর হইতে গরুর পাল প্রত্যানয়ন করিতে হইবে; কবি বিবেচনা করেন, চক্রবাক চক্রবাকীর বিরহকাল আরব্ধ হইল। এ স্থলে শ্রোতার শ্রবণ-বৈলক্ষণ্য নিবন্ধন "সূর্য্য অস্তগত হইলেন" এই বাক্য হইতে সূর্য্যের অস্তগমন-কালে সম্ভাব্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা প্রতীতি হইতেছে। তৎসমস্তই "সূর্য্য অস্তগত হইলেন" এই বাক্যের ব্যঙ্গ্যার্থ বা তাৎপর্য্যার্থ।

"তোমার সিঁথির সিন্দুর বজায় থাকুক" "হাতের লোহা অক্ষয় হোক" এবং "পাকা মাথায় সিন্দুর পর।" ইত্যাদি স্থলে ব্যঙ্গ্যার্থ এই যে, তুমি অতিদীর্ঘকাল পতিসঙ্গে সুখে বাস কর ও তোমার আয়তি স্থায়ী হোক, ইহাই তাৎপর্য্য।

বাক্য

৪১। ক্রিয়াদিযুক্ত পদ-সমুদায়কে বাক্য কহে। এক পদের সহিত অন্য পদের "যোগ্যতা" "আকাঙ্ক্ষা" ও "আসত্তি" না থাকিলে, বাক্য হয় না।

"তুমি যে কি উপকার করিয়াছ বলিতে পারি না" অর্থাৎ তুমি অপকার করিয়াছ। "ঘরে চাল বাড়ন্ত" অর্থাৎ চাল নাই। "আচ্ছা আসুন তবে" অর্থাৎ যাউন ইত্যাদি।

যোগ্যতা (Compatibility.)

৪২। এক পদের সহিত অন্য পদের অন্বয় (সম্বন্ধ) কালে বাধক না থাকিলে, ঐ দুই পদের সহিত পরস্পরের "যোগ্যতা" আছে বলা যায়।

যথা—"এক দেব নানামূর্ত্তি হৈল মহাশয়।
হেম হইতে কুণ্ডল বস্তুত ভিন্ন নয়॥" ক, ক, চ,
"পুরাণ বসন ভাতি, অবলা জনার জাতি,
রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা উপনীত, দুইকার অনুচিত,
হিত বিচারিয়া দেখ মনে॥" ক, ক, চ,

পরন্তু যেখানে এক পদের সহিত অন্য পদের "অন্বয়" (সম্বন্ধ) না থাকে, তথায় বাক্যসিদ্ধি হয় না। যথা—

রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যকে গন্ধতৈল পরিধান করিতে দিয়া ভৃত্যেরা প্রজ্বলিত বহ্নি-ধারা বর্ষণ দ্বারা তাঁহার স্নানক্রিয়া সম্পাদন করিল। এখানে বাক্যসিদ্ধি হইল না।

যেখানে দৈবশক্তির বিষয় বর্ণিত হয়, অথবা হাস্য রস প্রকাশ পায়, তথায় যোগ্যতা না থাকিলেও বাক্য সিদ্ধ হয়।

দৈবশক্তি যথা—

সকলই তোমারই ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও রাজত্ব পদ, কারে কর অধোগামী॥
রঘুনাথ রায় দেওয়ান মহাশয়।

হাস্যোদ্দীপক যথা—

পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার॥

দ্রৌপদী কান্দিয়া কহে বাছা হনুমান।
কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃত সমান॥ কু, কু, স,

আকাঙ্ক্ষা (Expectancy.)

৪৩। যে বাক্যে এক পদের সহিত অন্যপদের সাপেক্ষতা থাকে, সেই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা আছে বলা যায়।

যথা—"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি, গন্ধ সোণা, কাঁসারি, শাখারি॥" অ, ম,

এস্থলে 'মণি', 'গন্ধ' ইত্যাদি প্রত্যেকের সহিত 'বেণে' পদের ও 'দেখে' ক্রিয়ার পরস্পর আকাঙ্ক্ষা আছে। নিরাকাঙ্ক্ষ স্থলে বাক্য হয় না, যথা—পশু, পক্ষী, মনুষ্য। পান, ভোজন, দান, ধ্যান। নীল, পীত, শ্যামল। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ. উঠি, বসি, শুই ইত্যাদি।

আসত্তি (Proximity.)

৪৪। প্রথম উচ্চারিত শব্দ শ্রবণ করিয়া যদি পরে উচ্চারিত শব্দের শ্রবণ দ্বারা অর্থপ্রতীতি-কালে জ্ঞানের বিচ্ছেদ না জন্মে, তবে সেই বাক্যে আসত্তি আছে বলা যায়। আসত্তি-বিরহিত বাক্যে জ্ঞান জন্মে না। যথা—"তিনি (রাজা বলে) কালি (শুন শুন মুনির) প্রাতঃকালে (নন্দন) আসিবেন।"

তিনি কালই প্রাতঃকালে আসিবেন। এই প্রক্রান্ত বাক্যের মধ্যে বক্তা আবার "রাজা বলে শুন শুন মুনির নন্দন" এই অপ্রাসঙ্গিক বাক্য প্রয়োগ করাতে আসত্তির বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। অতএব এরূপ স্থলে বাক্য হইল না।

ফলতঃ পরস্পর অর্থসঙ্গতিদ্বারা প্রক্রান্ত বিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে তাহাকে অভিধাশক্তি-সম্পন্ন অর্থ কহে।

মহাবাক্য

৪৫। যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি-যুক্ত বাক্যসমূহকে মহাবাক্য বলে। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ ও শকুন্তলা ইত্যাদিও মহাবাক্য।

লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা

৪৬। অভিধার ন্যায় "লক্ষণা" ও "ব্যঞ্জনা" বৃত্তি দ্বারাও বক্তার অভিপ্রায় অনুমিত হয়।

লক্ষণা (Metonymy.)

৪৭। বাচ্যার্থের অন্বয় বোধকালে যে শক্তি দ্বারা বাচ্যার্থের কোনরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট অন্য অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা। লক্ষণা দ্বারা যে অর্থ প্রতীত হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহা যায়।

অনেকে মনে করিতে পারেন 'পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা আজ্ঞা করিতেছেন', 'সোমপ্রকাশ পূজার সময়ে দুই সপ্তাহের অবকাশ চাহিতেছেন', 'ব্রাহ্ম-সমাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণ জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন' ও 'অমুকের পিতা গঙ্গাবাসী হইয়াছেন'; এই সকল দ্বারা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যদিগের আজ্ঞা সোমপ্রকাশ-সম্পাদক ও কার্য্যকারকদিগের বিদায়, ব্রাহ্ম-সমাজের সভ্য-দিগের অর্থ সংগ্রহ ও অমুকের পিতার গঙ্গাতীরবাস এইরূপ অর্থ প্রতিপাদন করা একটী দোষ; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ইহাকে দোষ না বলিয়া অতি সুন্দর সাঙ্কেতিক শক্তি বলিতে হয়। সেই শক্তির নাম লক্ষণা। এই সকল স্থলে অভিধেয় অর্থের ব্যাঘাত হইতেছে। কিন্তু ঐ সকল স্থলে বাচ্যার্থ সম্বন্ধ-বিশিষ্ট ভিন্নার্থ বোধ হইতেছে। অতএব এ বিষয়ের বোধসৌকর্য্যার্থ আর একটী উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইল।

যথা—"রাজপুত্র বট বাছা রূপ বড় বটে।
বিচারে জিনিতে পার তবে বড় ঘটে॥

যদি কহ, কহি রাজা রাণীর সাক্ষাত।
রায় বলে, কেন গালী বাড়াও উৎপাত॥
দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা, হাসিবেক গৌড়॥” বি, সু,

গৌড়শব্দের শক্যার্থ দ্বারা গৌড়রাজ্য, লক্ষ্যার্থ দ্বারা গৌড়দেশের লোক, ও ব্যঙ্গ্যার্থ দ্বারা গৌড় দেশীয় লোকের স্বভাব বুঝাইবে।

ব্যঞ্জনা (Suggestion.)

৪৮। আর একটী বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা অতি সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ পায়। তাহাকে ব্যঞ্জনা বৃত্তি বলে। ইহাও অতি বিস্তৃত। এই নিমিত্ত ইহারও উদাহরণমাত্র উদ্ধৃত হইল।

“যাহারা অব্যয় তাহাদের বহুতর অর্থ থাকিলেও কথা মাত্রে আছে, ফলে ব্যর্থ। যেহেতু তাহারা অর্থের প্রতিপাদক নহে, তাহারা কেবল অতিযত্নে পরের অর্থ বহন করে।”

এই বাক্যে প্রথমতঃ এই বুঝাইতেছে যে যাহারা ব্যয়কুণ্ঠ, তাহারা ধনের প্রতিপাদক (বিতরিতা) নহে, কেবল পরের ধনবাহক মাত্র। এই বাক্যে দ্বিতীয়ার্থ দ্বারা এই বোধ হইতেছে যে, অব্যয় শব্দের বহু অর্থ থাকিলেও সে কেবল কথা মাত্রে আছে, বস্তুতঃ নহে। যেহেতু অব্যয় শব্দ অন্য শব্দের সহযতা করিয়া তাহারই অর্থ বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থগুলি এখানে শব্দ দ্বারা বোধ হইতেছে বলিয়া ইহাকে অভিধামূলক ব্যঞ্জনা বলে। যথা—

“হৃদিস্থিত হৃষিকেশ-নিয়োগানুসারে।
প্রবর্ত্ত হতেছে সদা সদসৎ ব্যাপারে॥

বিপরীত লক্ষণা—কোন ব্যক্তি তাহার শত্রুকে কহিল মহাশয়, আপনি যে আমার মহোপকার করিয়াছেন, তাহাতে আমার ইচ্ছা করে যে, আপনি শতায়ু হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করুন। শত্রুর এ বাক্য অন্তঃকরণের স্বাভাবিক ভাব নহে, ইহার তাৎপর্য্য বিপরীত। অর্থাৎ তুমি আমার যে প্রকার অপকার করিয়াছ তাহাতে তোমাকে আমি আর কি বলিব, তুমি অতিকষ্টে, অতিশীঘ্র মর। ইহাই অভিপ্রেত।

দেহেন্দ্রিয় মন বুদ্ধি তাঁহারই অধীন।
সৎ কর্ম্ম সম্পাদনে ক্ষমতা বিহীন ॥
তাই কর যাতে তিনি দেন প্রবর্ত্তন।
সারথি-অধীন যেন রথের চালন ॥
নির্দ্দোষী তোমাকে হরি করিয়া বঞ্চনা।
করিবে নিগ্রহ শুধু? কৃপা করিবে না?"

এখানে নিগ্রহ করিবেন এই বিধি বুঝাইতেছে। পরক্ষণেই অর্থ পর্য্যালোচনা দ্বারা কৃপা করিবেন না এই নিষেধ রূপ অর্থ বোধ হইতেছে। এই বাক্যে অসঙ্গতত্ব ও বিরুদ্ধত্ব বোধ হইতেছে। যথা—নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি নিগ্রহ অসম্ভব, কৃপা না করাও অনুচিত। এই কারণে বিপরীত অর্থ সমর্থন সুসঙ্গত। সামাজিকগণ এই বিপরীত অর্থটী কাকুদ্বারা আক্ষেপ করিয়া লইয়া থাকেন। অতএব ইহাকে "আর্থী ব্যঞ্জনা" বলা যায়। একটী সামান্য লক্ষণ নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্যঞ্জনার সামান্য লক্ষণ

৪৯। অভিধা দ্বারা বাচ্যার্থের ও লক্ষণা দ্বারা লক্ষ্যার্থের জ্ঞান হইলে পর, শব্দের যে শক্তি দ্বারা বাচ্যার্থ বা লক্ষ্যার্থ-সম্ভূত অন্য অর্থের প্রতীতি জন্মে, তাহার নাম ব্যঞ্জনা।

ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গ্যার্থ কহে। ব্যঙ্গ্যার্থ বলিলে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ ভিন্ন তৎসম্বন্ধীয় অপর একটী নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। ব্যঞ্জনা বিপরীত ভাবেও বুঝাইতে পারে। যথা—

তাঁহার অগাধ বিদ্যা, যেন বৃহস্পতি অর্থাৎ গণ্ডমূর্খ।

কাব্য-ভেদ

৫০। ধ্বনি, গুণীভূতব্যঙ্গ্য ও সামান্য কাব্যভেদে কাব্য ত্রিবিধ।

উত্তম কাব্য—ধ্বনি

যেখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা, ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারিত্ব দেখা যায়, তথায় উত্তম কাব্য (ধ্বনি) বলা যায়। যথা—

"বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখ বংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুণ ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিল হেন বরে ॥" অ, ম,

এখানে বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের অধিক চমৎকারীত্ব আছে, শ্লিষ্ট শব্দগুলির অর্থ শ্লেষ-স্থলে দেখ।

মধ্যম কাব্য—গুণীভূতব্যঙ্গ্য

যেখানে ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব অধিক, তথায় গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য (অপ্রধানীভূত) কাব্য বলা যায়। যথা—

"সুরাপান করিনে আমি, সুধা খাইরে কুতূহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ,
মদমাতালে মাতাল বলে।" ১ রা, প্র, সে,

"যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে বাজেনাকো একটী দিন।
তেমনি গো আজি নীলুর দলে রামপ্রসাদ এক্‌টিন ॥" ২ ল, কা, বি,

গিরিশ-গৃহিনী গৌরী গোপবধূবেশ।
কষিতকাঞ্চন-কান্তি প্রথম-বয়েস ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনি যার বেণু ॥ ইত্যাদি। র, স, সা,

অক্রূরগোস্বামীর উত্তর।

"না জানে পরমতত্ত্ব,　কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হয়ে ধেনু কে চরায় রে।
তা যদি হইত,　যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে?"

এই কয়েকটী কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থ অপেক্ষা বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব অধিক আছে।

সামান্য কাব্য

শব্দ-চাতুর্য্য অপেক্ষা যাহার অর্থ-চাতুর্য্যের মাধুরী নাই, তাহাকে সামান্য কাব্য বলে।

যথা—"মঞ্জুল নিকুঞ্জ বনে পঙ্কজ গহনে।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে ॥
ইহা দেখি কুরঙ্গনয়না অঙ্গ ভঙ্গে।
গজেন্দ্র-গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে ॥
কুন্তল-কুসুমে ভৃঙ্গগণ কন্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিল চলিতে ॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কারে ধনী বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল-লোচনে যায় অঞ্চল ধরিয়া ॥" উদ্ভট।

এখানে অর্থের কিছুই চমৎকারিত্ব নাই।

রস প্রায় কাব্যের সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকে, এনিমিত্ত রসকেই কাব্যের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ বলিয়া গণনা করা যায়। অতএব প্রথমেই তাহার বিবরণ

করা আবশ্যক ; কিন্তু যাহার সহযোগে রসের উৎপত্তি হয়, তাহা অগ্রে বুঝিতে না পারিলে, রস বুঝা যায় না ; এই জন্য প্রথমে ভাব, স্থায়িভাব, বিভাব, অনুভাব ও সহচারিভাব বলা যাইতেছে।

ভাব (Incomplete Flavour.)

৫১। কোন বিষয় পাঠ, দর্শন বা শ্রবণ করিয়া, যখন পাঠক, দর্শক অথবা শ্রোতাদিগের অন্তঃকরণে অস্ফুটরূপে শোক, ক্রোধাদি নয়টি স্থায়িভাব রসাস্বাদের অঙ্কুরস্বরূপ হয়, তখন উহাদিগকে ভাব বলে। *

স্থায়িভাব (Permanent Condition.)

৫২। যখন উৎসাহ শোক ক্রোধাদি নয়টি ভাব আমাদিগের অন্তঃকরণে অক্ষুণ্ণ ও দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তখন উহাকে স্থায়ি-ভাব বলা যায়।

স্থায়িভাব নয়টী। যথা—উৎসাহ, শোক, বিস্ময়, ক্রোধ, ভয়, অনুরাগ (রতি), হাস, জুগুপ্সা ও শম।

উৎসাহ (Magnanimity.)

৫৩। কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তৎসম্পাদনবিষয়ে আপনাকে সমর্থ মনে করিয়া, আত্মবিশ্বাসসহকারে দৃঢ়তর উদ্যোগ করাকে উৎসাহ কহে।

ক্ষত্রিয়দিগের প্রতি রাজা ভীমসিংহের উৎসাহ-বাক্য যথা—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়।

---

* সকল প্রকার চিত্তবিকারের সাধারণ নাম 'ভাব' বলা যাইতে পারে। কখন কখন আধারভেদে ও সময় বিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে কথিত হইয়া থাকে ; তাহা ইহার পরে বলা যাইবে।

দাসত্ব-শৃঙ্খল আজি কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায় ॥
কোটীকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায় ॥
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
পাঠানের দাস হবে ক্ষত্রিয়-তনয় হে,
ক্ষত্রিয় তনয় ॥
তখনি জ্বলিয়ে উঠে হৃদয়-নিলয় হে,
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে,
বিলম্ব কি সয় ॥
অই শুন অই শুন ভেরীর আওয়াজ হে,
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ ॥—প, উ,

শোক (Sorrow.)

৫৪। প্রিয় ব্যক্তি কিংবা প্রিয় বস্তুর বিনাশ অথবা দুঃখাদি হেতু চিত্তের সঙ্কোচভাবকে শোক কহে। প্রিয় বস্তুর অতি দুঃখহেতু শোক যথা—

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য, তুমি তোমার পূর্ব্বতন সন্তানগণের আচরণগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত হইয়াছিলে। কিন্তু তোমার

ইদানীন্তন সন্তানেরা স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্ব্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া ভাবিয়া স্থির করা যায় না। বি, বি, বি,

বিস্ময় (Surprise.)

৫৫। অদৃষ্টপূর্ব্ব বা অশ্রুতপূর্ব্ব কোন অদ্ভুত পদার্থ দর্শনে বা শ্রবণে সামাজিকগণের পুলকাদিজনক চিত্তবিস্তারকে বিস্ময় কহে। যথা—

"বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিতো, জড়বতো,
কোন কারণে।
যমুনারি জলে বহিছে তরঙ্গ,
তরু হেলে বিনে পবনে॥
একি একি সখী, একি গো নিরখি,
দেখ দেখি সবো গোধনে।
তুলিয়ে বদনো নাহি খায় তৃণো,
আছে যেন হীন-চেতনে॥
হায় কিসেরো লাগিয়া, বিদরিয়ে হিয়া,
উঠি চমকিয়ে সঘনে।
অকস্মাতো একি প্রেম উপজিলো,
সলিল বহিছে নয়নে॥" নি, ন, দা,

এখানে সমুদয় অপূর্ব্ব ভাব দেখা যাইতেছে। এই গীতগুলিতে সুরের অনুরোধে ব্যাকরণলক্ষণ লঙ্ঘিত হইয়াছে।

ক্রোধ (Resentment.)

৫৬। প্রতিকূল (বিরোধী) ব্যক্তির দোষ দেখিয়া তাহার

প্রতি ভ্রূভঙ্গাদিজনক উগ্রতা ও অপচিকীর্ষারূপ যে চিত্তের উদ্ধত অবস্থা, তাহাকে ক্রোধ কহে।

যথা—"উর্দ্ধে ছুটে জটা ঘনঘটা জব জব।
উছলিয়া গঙ্গাজল ঝরে ঝর ঝর॥
গর গর গর্জ্জে ফণী জিহ্বি লক লক।
অর্দ্ধ শশী কোটী সূর্য্য অগ্নি ধক ধক॥
হল হল জলিছে গলায় হলাহল।
অট্ট অট্ট হাসে মুণ্ডমালা দল দল॥
দেহ হৈতে বাহির হইল ভূতগণ।
ভৈরবের ভীমনাদে কাঁপে ত্রিভুবন॥
মহাক্রোধে মহারুদ্র ধরিয়া পিনাক।
শূল আন শূল আন ঘন দেয় ডাক॥
বধিতে না পারেন অন্নপূর্ণার কারণে।
ভর্ৎসিয়া ব্যাসেরে কন তর্জ্জন গর্জ্জনে॥" অ, ম,

শিবের প্রতিকূল ব্যক্তি ব্যাস।

ভয় (Terror.)

৫৭। শত্রু বা হিংস্র জন্তু অথবা কোন অপকারজনক বস্তু প্রভৃতি হইতে সম্ভাব্যমান অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা করিয়া চিত্তের যে বিকলতা জন্মে, তাহাকে ভয় কহে।

বিদ্যাসুন্দরে—সুড়ঙ্গ দেখিয়া কোটালের ভয় জন্মিয়াছিল। তথায় দেখ।

অনুরাগ (Love.)

৫৮। মনের অনুকূল বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রতাকে (অর্থাৎ নায়ক-নায়িকাদির মনের ভাব বিশেষকে) অনুরাগ বলে। উদাহরণ স্পষ্ট।

হাস (Mirth.)

৫৯। বিকৃত বাক্য শ্রবণ অথবা বিকৃত বেশাদিদর্শনে চিত্ত-বিস্তার-জনিত মুখ-প্রসন্নতাদিজনক সুখসম্মিলিত মনের ভাববিশেষকে হাস কহে।

যথা—"শিবের কেড়েছি শূল মারিয়া মশার হূল,
বাঁধিলাম ঐরাবত হাতী।
হইল বিষম ক্ষুধা, খেলেম চাঁদের সুধা,
চাঁদ ধরে দিলাম আছাড় ॥
পিঁপীড়ার পেট ফুঁড়ে, আইল আকাশে উড়ে,
হাতী ঘোড়া সেনা লাক লাক।
ধর ধর করি রব, মারিছে তাদের সব,
ইঁদুর উড়েছে ঝাঁকে ঝাঁক ॥" প্র, ক,

ইহা বিকৃতি বাক্যের উদাহরণ।

জুগুপ্সা (Disgust.)

৬০। কোন বস্তু বা ব্যক্তির দোষ দর্শন করিয়া তদ্বিষয়ে হেয়তাদি জ্ঞান-জনিত চিত্তের সঙ্কোচভাবকে জুগুপ্সা (ঘৃণা) কহে।

"ঝাঁকড় মাকড় চুল নাহি আঁধি সাঁধি।
হাতে দিলে ধূলা উড়ে যেন কেয়াকাঁদি ॥
ডেঙ্গর উকুন নিকী করে ইলি বিলি।
কোটি কোটি কানকোটারির কিলি কিলি ॥
কোটরে নয়ন দুটী মিটি মিটি করে।
চিবুকে মিলিয়া নাসা ঢাকিল অধরে ॥
উকুনের কামড়েতে হইয়া আকুল।
চক্ষু মুদি দুই হাতে চুলকান চুল ॥" অ, ম,

এখানে ঘৃণা স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে।

শম (Quietism.)

৬১। ভোগসুখে নিরভিলাষী হইয়া বিষয়ে ঔদাসীন্যভাব অবলম্বন করিলে, পরমাত্মাতে জীবাত্মার দুঃখাসম্পৃক্ত যে অনির্ব্বচনীয় বিশ্রামসুখ হয়, তাহাকে শম কহে। যথা, (গীত)—

"গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ;
জনহৃদপ্রফুল্লকর চন্দ্র তারা;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে,
কাঁপাইয়া গগন মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশঃ ঘোষো, বারিদ;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু স্রোতস্বতী,
প্রফুল্লকুসুম বনরাজি, অগ্নি তুষার,
কেহই থেক না নীরব।
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে,
আনন্দ রবে গাও, বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।" ত, বো,

স্থায়িভাবের কতকগুলি কারণ ও কার্য্য আছে। কারণগুলিকে বিভাব ও কার্য্যগুলিকে অনুভাব কহে।

বিভাব (Excitant.)

৬২। যে সকল কারণে স্থায়িভাব উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের নাম বিভাব।

বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন ও উদ্দীপন।

আলম্বন বিভাব (Substantial.)

৬৩। যাহাকে অবলম্বন করিয়া অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদি উদিত হয়, তাহাকে আলম্বন বিভাব কহে।

যুদ্ধ সময়ে যোদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া প্রতিযোদ্ধার যেমন উৎসাহের উদয় হয়, সেইরূপ প্রতিযোদ্ধাকে অবলম্বন করিয়া যোদ্ধারও উৎসাহের উদয় হইয়া থাকে, অতএব উহারা উভয়েই উভয়ের আলম্বন-বিভাব। অন্ধ, খঞ্জ, বধির, আতুর ব্যক্তিদিগকে দর্শন করিয়া শোক এবং দুঃখ জন্মে; অতএব উহারা করুণরসের আলম্বন বিভাব। ব্যাঘ্রাদি দেখিয়া ভয় জন্মে; অতএব ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ পদার্থ ভয়ানক রসের আলম্বন বিভাব।

বিগত যামিনী কালে মহীধর-মহীপালে,
কহিতেছে মেনকা মহিষী।
উঠ উঠ গিরিরাজ, না হয় অন্তরে লাজ,
সুখে সুপ্ত আছ দিবানিশি॥
নিরখিয়া শুক তারা, চক্ষে বহে শত ধারা,
হৃদয়ে উদয় প্রাণতারা।
ভেবে ভেবে নিরাধারা, হইয়াছি নিরাহারা
নিদ্রাহারা নয়নের তারা॥
দারুণ-দুঃখের ভোগে, বিষমবিভ্রমযোগে,
দেখিলাম স্বপ্ন ভয়ঙ্কর।
সে দুঃখ কহিব কায়, বিদরে পাষাণকায়,
ছিন্ন হয় ছিন্ন কলেবর॥ প্র, ক,

গৌরীকে অবলম্বন করিয়া মেনকার শোকোদয় হইতেছে।

উদ্দীপন বিভাব (Enhancer.)

৬৪। যে বিষয় দেখিয়া অন্তরে সুখদুঃখাদি উদ্দীপ্ত (উত্তেজিত) হয়, সেই বিষয়কে উদ্দীপন-বিভাব বলে। যথা—

আলম্বনের কার্য্য। যখন যোদ্ধা বাহু আস্ফোটন করিয়া শরপ্রহার করে, তখন শর-

প্রহারের উদ্যোগদর্শনে প্রতিযোদ্ধার উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়। আর যখন প্রতিযোদ্ধা ঐরূপ করিতে থাকে, তখন ঐকার্য্য দেখিয়া যোদ্ধারও উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়। অতএব ঐ কার্য্যগুলি বীররসের উদ্দীপন বিভাব। যখন কোন ব্যক্তির সন্তানের মৃত্যু হয়, তখন সেই সন্তানের সদৃশ কোন ব্যক্তির রূপ দর্শন করিয়া, অথবা সেই সন্তানের ভূষণ অবলোকন করিয়া, মাতা-পিতার শোক ও দুঃখের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব রূপ, ভূষণ ও দুঃখাবস্থাদি করুণরসের উদ্দীপন-বিভাব। মহর্ষিদিগের আশ্রমপ্রভাবে প্রশান্ত মৃগকুলের সহিত ক্রূর ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রজন্তুর সহবাস দেখিয়া, লোকদিগের মনে শমভাবের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব ঐ স্থান শান্তরসের উদ্দীপন বিভাব। বৃদ্ধাবস্থায় অনেকের সংসারে বৈরাগ্য জন্মে; অতএব ঐ অবস্থা শান্তরসের উদ্দীপন-বিভাব। সময়ে সময়ে ভাবুকব্যক্তির দেবারাধনে ভক্তি জন্মে; অতএব ঐ কালও শান্তরসের উদ্দীপন বিভাব। কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের স্তব করিতেছে, তাহা দেখিয়া স্তবে উৎসাহ, অথবা কোন ব্যক্তি দান করিতেছে, তাহা দেখিয়া দান বিষয়ে উৎসাহের উদ্দীপ্তি হয়, অতএব ঐ ব্যবহারও শান্তরসের উদ্দীপন বিভাব। উপরি কথিত বিষয়গুলি কাব্যে বর্ণিত, বা নাটকে অভিনীত হইলেই বিভাব হয়। অতএব ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, চমৎকারজনক শব্দ, অর্থ, চমৎকারজনক অভিনয়াদি কাব্যপদ বাচ্য। শান্তরসের উদ্দীপন বিভাব যথা—

"কৈলাস ভূধর অতি মনোহর, কোটি শশিপরকাশ।
গন্ধর্ব কিন্নর, যক্ষ বিদ্যাধর, অপ্সরোগণের বাস॥
রজনী বাসর, মাস সংবৎসর, দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ, নাহি কিছু ভেদ, সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানাজাতি, লতা নানাভাতি, ফলে ফুলে বিকসিত।
বিবিধ বিহঙ্গ, বিবিধ ভুজঙ্গ, নানা পশু-সুশোভিত॥
অতি উচ্চতরে, শিখরে শিখরে, সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে, ভ্রমর ঝঙ্কারে, মুনির মানস হরে॥
মৃগ পালে পাল, শার্দ্দূল রাখাল, কেশরী হস্তি-রাখাল।
ময়ূর ভুজঙ্গে, ক্রীড়া করে রঙ্গে, ইন্দুরে পোষে বিড়াল॥
সবে পিয়ে সুধা, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা, কেহ না হিংসয়ে কারে।
যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক, সার অসার সংসারে॥" অ, ম,

অনুভাব (Ensuant.)

৬৫। স্থায়িভাবের কার্য্যকে অনুভাব, অর্থাৎ যাহা দ্বারা সুখ-দুঃখাদি অবস্থা অনুমান করা যায়, তাহাকে অনুভাব বলে।

যথা—"এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ,
আসিয়া বসিলা পুনঃ কনক-আসনে
সভাতলে, নীরবে বসিলা মহামতি
শোকাকুল, পাত্র মিত্র সভাসদ্ আদি
বসিল সকলে, হায় বিষন্ন বদনে।
হেন কালে সহসা ভাসিল চারি দিকে
মৃদু রোদন-নিনাদ ; তা সহ মিশিয়া
ভাসিল নূপুর-ধ্বনি, কিঙ্কিণীর বোল
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গিনী সঙ্গিনীদল সাথে,
প্রবেশিলা সভাতলে দেবী চিত্রাঙ্গদা।
আলু থালু হায় এবে কবরী-বন্ধন !
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা—
কুসুম-রতন-হীন বনসুশোভিনী
লতা ! অশ্রুময় আঁখি, নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন ! বীরবাহুশোকে
বিবশা রাজমহিষী, বিহঙ্গিনী যথা—
যবে গ্রাসে কাল ফণী কুলায়ে পশিয়া
শাবক ! শোকের ঝড় বহিল সভায় !
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্ত কেশ মেঘমালা ; ঘন
নিশ্বাস প্রলয়বায়ু ; অশ্রুবারিধারা

আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব !
চমকিলা লঙ্কাপতি কনক-আসনে।
ফেলিল চামর দূরে তিতি নেত্রনীরে
কিঙ্করী ; কাঁদিল ফেলিল ছত্র ছত্রধর
ক্ষোভে ; রোষে দৌবারিক নিষ্কোষিলা অসি
ভীম-রূপী পাত্র মিত্র সভাসদ্ যত,
অধীর কাঁদিলা সবে ঘোর কোলাহলে।" মে, না, ব,

এই উদাহরণে ক্রন্দন, রোমাঞ্চ, ভূম্যাক্ষেপ, সংলুণ্ঠন প্রভৃতি কার্য্যগুলি করুণ রসের অনুভাব।

৬৬। যে ভাবগুলি আমাদিগের অন্তঃকরণে কখন আবির্ভূত, কখন বা উহা হইতে অন্তর্হিত, (অর্থাৎ যাহারা একমাত্র রসে না থাকিয়া, সকল রসেই উদ্ভূত বা অনুভূত) হয়, তাহাদিগকে সঞ্চারিভাব বলে। ইহা ত্রয়স্ত্রিংশৎ প্রকার যথা—

১ নির্ব্বেদ, ২ আবেগ, ৩ দৈন্য, ৪ জড়তা, ৫ উগ্রতা।
৬ মোহ, ৭ মদ, ৮ অপস্মার, ৯ নিদ্রা, ১০ চপলতা।
১১ নিরোধ, ১২ বিষাদ, ১৩ শ্রম, ১৪ ঔৎসুক্য, ১৫ স্মৃতি।
১৬ মরণ, ১৭ আলস্য, ১৮ স্বপ্ন, ১৯ চিন্তা, ২০ গ্লানি, ২১ ধৃতি।
২২ অসূয়া, ২৩ উন্মাদ, ২৪ শঙ্কা, ২৫ অবহিত্থা, ২৬ হর্ষ।
২৭ লজ্জা, ২৮ মতি, ২৯ গর্ব্ব, ৩০ ব্যাধি, ৩১ সন্ত্রাস, ৩২ অমর্ষ।
৩৩ ব্যভিচারিভাবের বিতর্ক বাকি রয়।
ইহা দিলে সঞ্চারীর সর্ব্ব অঙ্গ হয়।
সাহিত্য দর্পণের অনুবাদ।
সঞ্চারিভাবকে ব্যভিচারিভাব নামেও উল্লেখ করে।

(১ম) নির্ব্বেদ। (Self disparagement)

৬৭। নির্ব্বেদ—পদার্থের নিঃসারত্বজ্ঞানে বিষয়-বাসনা পরিত্যাগের নাম ঔদাসীন্য বা নির্ব্বেদ। নির্ব্বেদকে বৈরাগ্যও বলে। উদাহরণ যথা—

এলাম এ ভবহাটে হাটক কিনিতে।
কাচ পেয়ে ভুলিলাম, নারিনু চিনিতে ॥
ছিন্নবাসে তালি দিতে দুঃখ কত কব।
খণ্ড খণ্ড করিলাম কাশ্মীর রাঙ্কব ॥

তত্ত্বজ্ঞান, আপদ, ঈর্ষাদি হেতুকও আত্মাবমাননা জন্মিলেই নির্ব্বেদ হয়। নির্ব্বেদ হইলে চিন্তা, অশ্রু, নিশ্বাস, বিবর্ণতা উচ্ছ্বসিতাদি অভিলক্ষিত হইয়া থাকে। যথা—

"মনে কর শেষের ও সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর ॥
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীন, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
মৃত্যুভয়ে পাবে ত্রাণ, ভাব পরাৎপর ॥" রা, মো, রা,

(৪র্থ) জড়তা। (Stupefaction)

৬৮। প্রিয় বা অপ্রিয় কিংবা ভয়ানক অথবা অভূতপূর্ব্ব বস্তুর দর্শন বা শ্রবণ হেতু যে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়তা বা বিস্ময়াবিষ্টতা অনুভূত হয়, তাহাকে জড়তা কহে। ইহাতে অনিমিষনয়নে নিরীক্ষণ, এবং মৌনাবলম্বন প্রভৃতি অবস্থা দেখা যায়।

যথা—"এতবাক্যে চণ্ডী যদি না দিল উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর ॥
শরাসনে আকর্ণ পূর্ণিত কৈল বাণ।
হাতে শরে রহে বীর চিত্রের নির্ম্মাণ ॥
ছাড়িতে চাহয়ে শর নাহি পারে বীর।
পুলকে পূর্ণিত তনু চক্ষে বহে নীর ॥
নিবেদিতে মুখে নাহি নিঃসরে বচন।
হতবুদ্ধি হয়ে রহে আখেটীনন্দন ॥
নিতে চাহে ফুল্লরা হাতের ধনুঃশর।
ছাড়াইতে নারে রামা হইল ফাঁফর ॥

শর ধনু স্তম্ভিত দেখিয়া মহাবীরে।
কহেন করুণাময়ী মৃদু মন্দ স্বরে ॥　ক, ক, চ,

এই স্থলে দেবীর মায়াপ্রভাবেই ব্যাধের জড়তা জন্মিয়াছে। যেখানে উক্ত লক্ষণানুসারে সংজ্ঞাহীনতাদি জন্মে, তথায়ই প্রকৃত জড়তা বলিয়া গণনা করা উচিত। এই নিমিত্ত প্রকৃত জড়তার উদাহরণস্থলে ইহাকে গণ্য করা যাইতে পারে না। তবে কেবল একটি আদর্শ দেখাইবার নিমিত্তই উদ্ধৃত করা গেল। অন্যান্য সঞ্চারিভাবের বিশেষ লক্ষণ আবশ্যকমত স্থানান্তরে লক্ষিত হইবে।

রস। (Flavour.)

৬৯। যখন উৎসাহ, শোক, ক্রোধ ও অনুরাগ প্রভৃতি স্থায়িভাবগুলি "কার্য্য" (৬৫অনু) (৬৬অনু) "কারণ" ও সঞ্চারিভাব দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুভূত হইয়া অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করে, তখনি উহাদিগকে রস বলা গিয়া থাকে।

দ্রবীভূত তিন প্রকারে হয়; (১) কখন বিস্তৃত, (২) কখন গলিত ও (৩) কখন সঙ্কুচিত।

৭০। রস নয়প্রকার। যথা—শৃঙ্গার, (আদ্য বা মধুর) বীর, করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক, হাস্য, বীভৎস ও শান্ত।

৭১। এক একটী স্থায়িভাব এক একটী রসে প্রতিনিয়তই অবস্থিতি করে; কদাপি অন্তর্হিত হয় না—করুণ-রসে শোক, বীর রসে উৎসাহ অদ্ভুত-রসে বিস্ময়, রৌদ্র-রসে ক্রোধ, ভয়ানক-রসে ভয়, শৃঙ্গার-রসে অনুরাগ (রতি), হাস্য-রসে হাস, বীভৎস-রসে জুগুপ্সা ও শান্ত-রসে শম।

মহাভারতে সন্ধি, বিগ্রহ, পরিণয়, হাস্য, কৌতুক প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের বর্ণনাপ্রসঙ্গে বীর, করুণ, রৌদ্র প্রভৃতি রসসমূহ প্রকটিত হইয়াছে, তথাপি পরিণামে শমস্থায়ী শান্তরসের কিঞ্চিন্মাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই, এই

হেতু মহাভারতকে শান্তরসপ্রধান মহাকাব্য-নামে নির্দ্দেশ করা যায় এবং রামায়ণে নানাপ্রকার কার্য্যোপলক্ষে বহুবিধ রসের আবির্ভাব থাকিলেও চরমে শোকস্থায়ী করুণরস অক্ষুন্ন আছে বলিয়া, রামায়ণকে করুণরস-প্রধান মহাকাব্য বলে।

এক্ষণে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এক রসে বহু স্থায়িভাবের সমাগম হইলেও বর্ণনীয় রসের প্রাধান্য-হেতু তাহারই স্থায়িভাবকে প্রধান-রূপে গণনা করিতে হইবে। তদবস্থায় অন্য স্থায়িভাব ব্যাভিচারি-নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে। তাহার লক্ষণ যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

উৎসাহাদি নয়টী স্থায়িভাব বিভাবাদি দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া, করুণাদি রসরূপে পরিণত হয়, ইহা অগ্রেই উল্লেখ করা গিয়াছে। এক্ষণে ঐ রস সকলের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

আদ্যরস। (Love.)

৭২। মনোভাবের উদ্রেক হেতু নায়ক ও নায়িকার অন্তঃ-করণে পরস্পরের প্রতি স্ব-সম্বেদ্য যে এক অপূর্ব্ব অনুরাগ (রতি) জন্মে ও স্থায়ী হয় তাহাই শৃঙ্গার (আদ্য বা মধুর) রস নামে অভিহিত হয়। ইহা উত্তম প্রকৃতিতে বর্ণনীয়।

নায়ক ও নায়িকা পরস্পর পরস্পরের আলম্বন বিভাব। পরপুরুষ বা পরস্ত্রী-বিষয়ক রতি প্রকৃত আদ্যরসের বিষয় নহে। উহা ভাবপদবাচ্য। অধম পাত্রে বা ইতর জন্তুতে এই রস বর্ণন নিষিদ্ধ। বর্ণিত হইলে, তদবস্থায় উহাও ভাব বলিয়া কথিত হয়।

স্বচ্ছন্দাবস্থা, সুসময়, সুখসেব্য দ্রব্য, সুমধুর দৃশ্য ও সুললিত গীতবাদ্যাদি এই রসের উদ্দীপন বিভাব।

সুমধুর অঙ্গভঙ্গী, ভ্রূনেত্রাদির সুললিত কুটিলতা ও কটাক্ষাদি অনুভাব।

উগ্রতা, মরণ, আলস্য ও ঘৃণা এই চারিটি ব্যতীত তেত্রিশ প্রকার সঞ্চারিভাবের সমস্তগুলিই এই রসে বিচরণ করিয়া থাকে।

শৃঙ্গার রসের স্থায়িভাব রতি (অনুরাগ) সকল ভাবের আদিতে উদ্ভূত হয় এবং উহার সাহায্যে আনুষঙ্গিক সকল রসের পুষ্টি হয় এবং সকল ভাবের অগ্রেই অনুরাগ জন্মে। এই কারণেই ইহার নাম আদি বা আদ্যরস। এই রসকে মূর্ত্তিমান জ্ঞান করিলে, শ্যামবর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত ভাবিতে হয়।

৭৩। আদ্যরস প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ।

বিপ্রলম্ভ—যেখানে পরস্পরের অনুরাগ প্রস্ফুট হইয়াছে, কিন্তু কেহ কাহাকেও লাভ করিতে পারিতেছে না, তথায় বিপ্রলম্ভ বলে।

বিপ্রলম্ভের চারি প্রকার ভাগ আছে। যথা, পূর্ব্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ।

৭৪। পূর্ব্বরাগ—নায়ক ও নায়িকার রূপ গুণাদির দর্শন ও শ্রবণাদি জন্য পরস্পরের চিত্ত-বিস্তাররূপ অনুরাগহেতু অবস্থা-বিশেষকে পূর্ব্বরাগ বলে।

৭৫। মান—নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের অত্যন্ত প্রণয় জন্মিলে, একতরের অন্যাসক্তিতে বা অন্যাসক্তিসন্দেহে যে কোপ জন্মে; তাহাকে মান কহা যায়।

৭৬। প্রবাস—নায়ক-নায়িকার একতরের বিদেশাবস্থান-হেতু পরস্পরের শোচনীয় অবস্থা-বিশেষকে প্রবাস বলে।

৭৭। করুণ—নায়ক ও নায়িকার মধ্যে অন্যতরের একান্ত বিচ্ছেদ বা মৃত্যুহেতু শোক জন্মিলে, ঐ সময়ের অবস্থা-বিশেষকে করুণবিপ্রলম্ভ বলে। শোকস্থায়ী করুণরস বলে না। উহা আদ্যরসাশ্রিত করুণ।

পুনর্জীবন বর্ণিত হইবার অসম্ভাবনা স্থলে মরণ-বর্ণন অতি নিষিদ্ধ।

কাদম্বরীতে মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীক-বৃত্তান্তে পুণ্ডরীকের জন্য খেদ, অন্নদামঙ্গলে মদনের জন্য রতির বিলাপ ও সীতার বনবাসাদিতে সীতার জন্য রামের শোক, ইহা প্রকৃত করুণ রস নহে, ইহা করুণবিপ্রলম্ভ—অর্থাৎ আদিরস। সীতার বনবাস বা কাদম্বরী আদিরসাশ্রিত কাব্য।

সম্ভোগ—নায়ক ও নায়িকার পরস্পরের প্রতি একান্ত অনুরাগ হেতু বা অত্যাসঙ্গনিবন্ধন পরস্পরের একআত্মা-রূপ সুখসম্মিলনকে সম্ভোগ বলে।

নায়ক ও নায়িকার প্রভেদ অনুসারে আদ্যরস নানা প্রকারে বিভক্ত দেখা যায়। ইহার উদাহরণ বিদ্যাসুন্দর, রসমঞ্জরী, পদকল্পতরু ও রস-তরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থে সবিস্তর বর্ণিত আছে। তদ্দর্শনে পাঠকগণের সবিশেষ তৃপ্তি জন্মিতে পারে। এখানে এই রসের একদেশ মাত্র দেখান হইতেছে।

রামবসুর সখীসংবাদ হইতে আদ্যরসের একটী সুমধুর গীতের কিয়দংশ লিখিত হইতেছে। উহা পাঠ করিলে, প্রকৃত বিপ্রলম্ভ, অর্থাৎ মধুর রসের প্রবাস রূপ বিচ্ছেদটী সবিশেষ অনুভূত হইবে এবং কাব্যনির্ণয়ের রীতি-পরিচ্ছেদের শেষে উদ্ধৃত স্বীয়া নায়িকার উদাহরণ দেখিলে, প্রকৃত সতী নায়িকার প্রকৃতি ও অনুরাগ বুঝিতে পারা যাইবে। যথা—

রামবসুর সখীসংবাদ। উদাহরণ—বীরহ-গীত। মহড়া—

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে, যখন যায় গো সে,
তারে বলি বলি বলা হলো না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জা রমণী বলে হাসিত লোকে,
সখী ধিক থাক আমারে, ধিক সে বিধাতারে,
নারী জনম যেন করে না।

বীর (Heroic.)

৭৮। বীররসে উৎসাহ স্থায়িভাব; বিজেতব্যাদি আলম্বন-বিভাব; বিজেতব্যাদির চেষ্টা উদ্দীপন বিভাব; সহায়-অন্বেষণাদি অনুভাব; ধৃতি, মতি, গর্ব্ব, স্মৃতি, বিতর্ক, রোমাঞ্চ সঞ্চারিভাব। এই রস উৎকৃষ্ট পুরুষে বর্ণনীয়। বীররস দয়া, ধর্ম্ম, দান ও যুদ্ধ ভেদে চারি প্রকার।

জীমূতবাহন সদৃশ ব্যক্তি দয়াবীর, যুধিষ্ঠির সদৃশ ব্যক্তি ধর্ম্মবীর, পরশুরাম সদৃশ ব্যক্তি দানবীর, রামচন্দ্র সদৃশ ব্যক্তি যুদ্ধবীর।

যুদ্ধবীর যথা—"দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
মলিন বদন কেন দেখি সব রথী।
আচার্য্যের বাক্যে বুঝি হৈল ছিন্নমতি॥
না জানহ ইতিমধ্যে আছে কর্ণবীর।
কার সাধ্য মোর আগে যুদ্ধে হবে স্থির॥
কিংবা জামদগ্ন্য রাম কিংবা বজ্রপাণি।
কিংবা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্‌গুনি॥
বধিব সকল আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্রলহরী যেন রক্ষা করে কূলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটি।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলাইব কাটি॥
খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়।
দশ দিকে যুড়িয়া করিব অস্ত্রময়॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে॥

পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলী॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাহ গবী লয়ে হস্তিনানগর॥
অথবা দেখহ যুদ্ধ অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাণ বরষিয়া॥" ম, ভা,

এই স্থলে যুদ্ধবীর কর্ণ।

করুণ (Pathetic.)

৭৯। প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুর বিনাশ কিংবা অনিষ্ট ঘটিলে করুণরস হয়। এই রসে শোক স্থায়িভাব। শোচ্য আলম্বন-বিভাব; সেই শোচ্যের দাহাদি-অবস্থা উদ্দীপন-বিভাব; দৈবনিন্দা, ভূ-পতন, ক্রন্দনাদি, উচ্ছ্বাস, নিশ্বাস, প্রলাপ, বিবর্ণতা স্তম্ভ প্রভৃতি অনুভাব; নির্ব্বেদ (১ম), মোহ, অপস্মার (৮ম), ব্যাধি, গ্লানি, স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ, জড়তা, চিন্তাদি ব্যাভিচারি ভাব।

(৮ম) অপস্মার Dementedness.)

৮০। ভূতাদির আবেশ জন্য মনের বিকলতাকে অপস্মার কহে। ভূ-পতন কম্প, ঘর্ম্ম, ফেণ, লালাদি ইহার জ্ঞাপক।

৮১। বিবর্ণতা, স্তম্ভ প্রভৃতি আটটিকে সাত্ত্বিকভাব নামে উল্লেখ করে; কিন্তু ইহারা অনুভাবের অন্তর্গত।

সাত্ত্বিকভাব (Involuntary evidence of feeling.)

৮২। (১) স্তম্ভ (নিস্তব্ধতা), (২) প্রলয় (সংজ্ঞাহীনত্ব). (৩) রোমাঞ্চ, (৪) স্বেদ, (৫) বেপথু (কম্প), (৬) অশ্রু, (৭) স্বরভঙ্গ, (৮) বিবর্ণতা।

স্বেদনামক সাত্ত্বিকভাবের উদাহরণ।

"সুখাসনে শয়নে বিষণ্ণ নৃপবর।
চারু পট্টবসনে, আবৃত কলেবর।
চারি ধারে অমাত্য, আত্মীয়গণ বসি।
নক্ষত্রমণ্ডলে যেন মেঘাচ্ছন্ন শশী॥
অভিমানে অশ্রু আসি প্রকাশিতে চায়।
লজ্জা আর ক্রোধ গিয়ে, রুদ্ধ করে তায়।
রাগের লোহিত রাগ উদিত নয়নে।
অনল প্রভাবে জল থাকিবে কেমনে॥
অশ্রুপথ অবরুদ্ধ স্বেদধারা বয়।
অশ্রু যেন, স্বেদরূপে, হইল উদয়॥" র; উ;

প্রিয় ব্যক্তির বিনাশহেতু করুণ যথা—

"নীলকর বিষধর বিষপোরা মুখ।
অনলশিখায় ফেলে দিল যত সুখ॥
অবিচারে কারাগারে, পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হ'লেন পতন॥
পতি-পুত্র-শোকে মাতা, হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ, সরলা কামিনী॥
আমার বিলাপে মার, জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার॥
শোকশূলে মাথা-হ'লো বিষ-বিড়ম্বনা।
তখনি ম'লেন মাতা, কে শোনে সান্ত্বনা॥
কোথা পিতা কোথা মাতা, ডাকি অনিবার
হাস্যমুখে আলিঙ্গন, কর একবার॥
জননী জননী ব'লে, চারি দিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্ত্তি দেখিতে না পাই॥

মা বলে ডাকিলে মাতা, অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লতে, মুখ মুছাইয়ে॥
অপার জননী-স্নেহ, কে জানে মহিমা।
রণে বনে ভীত মনে, বলি মা মা মা মা॥” নী, দ.

এই উদাহরণে বিভাব, অনুভাব, স্থায়িভাব ও সঞ্চারিভাব প্রভৃতির বিষয়গুলি স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে।

“হা ভারতবর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা মোহ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া প্রমোদ-শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। আর কেন যথেষ্ট হইয়াছে, অতঃপর নিবিষ্টচিত্তে শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য্য ও যথার্থ মর্ম্ম অনুধাবনে মনোনিবেশ কর এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই স্বদেশের কলঙ্ক নিবারণ করিতে পারিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে তোমরা চিরসঞ্চিত কুসংস্কারের যেরূপ বশীভূত হইয়া আছ, দেশাচারের যেরূপ দাস হইয়া আছ, দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া লৌকিক রক্ষা-ব্রতে যেরূপ দীক্ষিত হইয়াছ, তাহাতে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না যে, তোমরা হঠাৎ কুসংস্কার বিসর্জ্জন ও দেশাচারের আনুগত্য পরিত্যাগ ও সঙ্কল্পিত লৌকিক রক্ষা ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া যথার্থ সৎপথের পথিক হইতে পারিবে। অভ্যাসদোষে তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সকল এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে ও অভিভূত হইয়া আছে যে, হতভাগা বিধবাদিগের দুরবস্থা দর্শনে তোমাদের চিরশুষ্ক হৃদয়ে কারুণ্যরসের সঞ্চার হওয়া কঠিন। ব্যভিচার-দোষের ও ভ্রূণহত্যা-পাপের প্রবল স্রোতে দেশ উচ্ছলিত হইতে দেখিয়াও মনে ঘৃণার উদয় হওয়া অসম্ভাবিত। তোমরা প্রাণতুল্য কন্যা প্রভৃতিকে অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণানলে দগ্ধ করিতে সম্মত আছ; তাহারা দুর্নিবার রিপু-বশীভূত হইয়া ব্যাভিচার-দোষে দূষিত হইলে, তাহার পোষকতা

করিতে সম্মত আছ; ধর্ম্মলোপভয়ে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল লোকলজ্জা-ভয়ে তাহাদের ভ্রূণহত্যার সহায়তা করিয়া স্বয়ং সপরিবারে পাপপঙ্কে কলঙ্কিত হইতে সম্মত আছ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্রের বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাদের পুনরায় বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে দুঃসহ বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ করিতে এবং আপনাদিগকেও সকল বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সম্মত নহ। তোমরা মনে কর পতিবিয়োগ হইলেই স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়, দুঃখ আর দুঃখ বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ; ভাবিয়া দেখ এই অনবধানতা দোষে সংসার-তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম্ম ও পরম ধর্ম্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর বলিতে পারি না।" বি, বি, বি।

এই উদাহরণে ভারতবর্ষীয় মানবগণ ও বিধবা স্ত্রী সকল আলম্বন-বিভাব। বৈধব্য-যন্ত্রণা উদ্দীপন বিভাব। পূর্ব্বতন ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির চিন্তা ও দৈব-নিন্দাদি অনুভাব। স্মৃতি, শ্রম, বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব, শোক স্থায়িভাব।

অদ্ভুত। (Sense of wonder.)

৮৩। অদ্ভুত রসে বিস্ময় স্থায়িভাব, অলোক-সামান্য বস্তু আলম্বন-বিভাব; এবং সেই বস্তুর গুণাদির মহিমা উদ্দীপন-বিভাব; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, গদ্‌গদস্বরে কথন, সম্ভ্রম (ব্যস্ততা) ও নেত্রবিকাশাদি কার্য্য অনুভাব; বিতর্ক প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব যথা—

"অপরূপ দেখ আর, হের ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, সংহারয়ে করিবরে,
উগারয়ে করয়ে সংহার ॥
কনক-কমল রুচি, স্বাহা স্বধা কিবা শচী,
মদনমঞ্জরী কলাবতী।
সরস্বতী কিবা রমা, চিত্রলেখা তিলোত্তমা,
সত্যভামা অরুন্ধতী ॥"
"শুনরে কাণ্ডারী ভাই, বিপরীত দেখি।
কহিব রাজার আগে, সবে হও সাক্ষী ॥
প্রামাণিক বলয়ে, গভীর বহে জল।
ইথে উপজিল ভাই, কেমনে কমল ॥
কমলিনী নাহি সহে, তরঙ্গের ভর!
তরঙ্গের হিল্লোলে, করয়ে থর থর ॥
নিবসে পদ্মিনী তায়, ধরিয়া কুঞ্জর।
হরি হরি নলিনী, কেমনে সহে ভর ॥
কমলিনী হেলায়, উগারে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ, ধরে বাম হাতে ॥
পুনরপি রামা তায়, করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে, লাগয়ে তরাস ॥ ক, ক, চ,

এই স্থলে কমলে কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্তের বিস্ময় হইয়াছে, কমলে কামিনী এক অদ্ভুত পদার্থ; তাহাই বিস্ময়ের আলম্বনবিভাব, এবং কমলে কামিনীর স্বভাবের প্রশংসা উদ্দীপন বিভাব ও তাহার দর্শন হেতু শ্রীমন্তের বিতর্ক আবেগাদি ব্যাভিচারিভাব।

রৌদ্র (The terrible.)

৮৪। রৌদ্র রসে ক্রোধ স্থায়িভাব; শত্রু আলম্বন-বিভাব,

শত্রুর চেষ্টা (উদ্যোগ) এবং প্রহারাদি উদ্দীপন-বিভাব; যুদ্ধাদি হেতু এই রসের অতিশয় উদ্দীপ্তি হয়, ভ্রূভঙ্গ, ওষ্ঠনিদংশন বাহ্বাস্ফোটন, তর্জ্জন, গর্জ্জন এবং আত্মগুণের শ্লাঘা পূর্ব্বক আয়ুধোৎক্ষেপণ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; উগ্রতা, আবেগ, কম্প মদ, মোহ, অমর্ষ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব।

যথা—"বৃত্রাসুর নাম ত্বষ্টা মুনির নন্দন।
পরাক্রমে জিনিলেক, সকল ভুবন ॥
ইন্দ্ররাজ দেব যবে, তারে সংহারিল।
শুনি ত্বষ্টা মুনি তবে, আগুন হইল ॥
আজি সংহারিব ইন্দ্র, দেখ সর্ব্বজন।
নহে মোর তপ ব্রত, সব অকারণ ॥
ব্রহ্মবধী বিশ্বাসঘাতকী দুরাচার।
কিরূপে বহিছে ধর্ম্ম এ পাপীর ভার ॥
পুত্র সে ত্রিশির মোর, তপেতে আছিল।
অনাহারী মৌনব্রতী, কারো না হিংসিল ॥
হেন পুত্র মোর মারে, দুষ্ট দুরাচার!
বিশ্বাস করিয়া তবু করিল সংহার ॥
আজি দৃষ্টিমাত্রে ভস্ম, করিব তাহারে।
এত বলি মুনিবর, ধায় কোপভরে ॥
দুই পাটি দন্ত ঘন, করে কড় মড়।
সুরাসুর দেখিয়া, পলায় উভরড় ॥ ম, ভা,

এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, যুদ্ধবীর-বিষয়ক বীর ও রৌদ্র এই উভয় রসের পরস্পর ভেদ নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। যুদ্ধবীরে উৎসাহ স্থায়িভাব ও বিজেতব্যাদি আলম্বনবিভাব এবং ধীরোদাত্ত নায়ক। রৌদ্ররসে ক্রোধ স্থায়িভাব; কোপান্বিত ব্যক্তির

মুখ-নেত্রাদি আরক্তিম হয়। শত্রু আলম্বন বিভাব; অন্যান্য বিভেদ ঐ সকলের লক্ষণে দেখ।

ভয়ানক (The fearful.)

৮৫। ভয়ানকরসে ভয় স্থায়িভাব, ইহা স্ত্রিলোকের ন্যায় ভীত ও নীচ নায়কে বর্ণনীয়; যাহা হইতে ভয় হয়, তাহাই আলম্বন-বিভাব; তাহার ঘোরতর চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব; বিবর্ণতা, গদ্‌-গদস্বরে কথন, প্রলয় (মূর্চ্ছা), রোমাঞ্চ, স্বেদ, কম্প ও দিক্‌প্রেক্ষণ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; জুগুপ্সা, আবেগ, সম্মোহ, সন্ত্রাস, গ্লানি (কাতরতা), দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, সম্ভ্রম ও মৃত্যু প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব।

যথা—"বিপ্রসর্ব্ব দেখি পর্ব্ব ভোজ্যবস্ত্র সারিছে।
ভূতভাগ পায় লাগ লাথি কীল মারিছে॥
ছাড়ি মন্ত্র ফেলি তন্ত্র মুক্তকেশ ধায় রে।
হায় হায় প্রাণ যায় পাপ দক্ষ দায় রে॥" অ, ম,

হাস্য (The comic.)

৮৬। বিকৃত আকার, বিকৃত বাক্য ও বিকৃত বেশধারি-নটাদির বিকৃত চেষ্টা জন্য এই রসের উদয় হয়। এই রসে হাস স্থায়িভাব, লোকেরা যে বিকৃত-বাক্যবেশচেষ্টাদি দেখিয়া হাসে, তাহাই আলম্বন-বিভাব; তাহার চেষ্টা উদ্দীপন-বিভাব; চক্ষুঃ-সঙ্কোচ ও দন্ত-বিকাশ পূর্ব্বক আস্য-বিস্ফারণাদি অনুভাব; নিদ্রা. আলস্য, অবহিত্থাদি* [২৫] ব্যভিচারিভাব।

* অবহিত্থা (চলিত কথায় যাহাকে ন্যাকামী) কহে। (২৫) অবহিত্থার লক্ষণ—ভয়, মর্য্যাদা ও লজ্জাদি-হেতুক হর্ষান্বিত অবয়বের গোপনকে অবহিত্থা কহে। এইরূপ অবস্থা হইলে, কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত হইয়া অন্যপ্রকার কথন ও অবলোকন করে। যথা—

হাস্যের উদাহরণ যথা—

"পুরাণে নবীন বিদ্যা, হয়েছে আমার।
রাবণ উদ্ধবে কহে, শুন সমাচার॥
দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে, বাছা হনুমান্।
কহ কহ কৃষ্ণকথা, অমৃত সমান॥
পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার।
সিংহাসন অধিকার করিল লঙ্কার॥
জানকীর কথা শুনে, হাসে দুর্য্যোধন।
সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন॥
শ্রীমন্ত করিয়া কোলে, বেহুলা নাচনী।
রথের তলায় অই, দেখ লো সজনী॥
পঞ্চানন বলে মত্ত্যপীবের বারতা।
ব্যাধের রমণী আমি হবে মোর সতা॥" কু, কু, স।

বীভৎস (The disgustful.)

৮৭। বীভৎস রসে জুগুপ্সা (ঘৃণা) স্থায়িভাব; দুর্গন্ধি মাংস

---

*(২৫) যথা—"বিবাহের নামে দেবী ছলে লজ্জা পায়।
কহি গিয়া মায়ে বলি ঘরে গেলা ধেয়ে॥
আগো কবি কোলে বসি কেঁদে ধরি গলে।
ও মা ও মা বলি উমা কথা কন ছলে॥
সখী মেলি খেলিনু বাহির বাড়ী গিয়া।
ধুলা ঘরে দিতেছিনু পুতুলের বিয়া॥
কোথা হ'তে বুড়া এক ডোকরা বামন।
প্রণাম করিল মোরে এ কি অলক্ষণ॥
নিষেধ করিনু তারে প্রণাম করিতে।
কত কথা কহে বুড়া না পারি কহিতে॥" অ, ম,।
এখানে পার্ব্বতী লজ্জা হেতু হর্ষাদি গোপন করিতেছেন।
এখানে পার্ব্বতীর অন্যথাবিভাষণ ও অন্যথাদর্শন প্রকাশ পাইয়াছে।

প্রভৃতি ও কুৎসিত দ্রব্য বিষয় আলম্বন-বিভাব এবং ঐ সমুদয় দ্রব্যে কৃমিপাতাদি ঘৃণাবজনক পদার্থদর্শন উদ্দীপন-বিভাব; নিষ্ঠীবন, মুখবিকৃতি, নেত্রসঙ্কোচ প্রভৃতি কার্য্য অনুভাব; মোহ অপস্মার আবেগ (ব্যস্ততা), ব্যাধি, মরণাদি ব্যভিচাবিভাব। যথা—

"রাম! রাম! এ বড় কুস্থান।
পোড়া হাড় ছড়াছড়ি মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি,
কবিতেছে শৃগালের বিতান॥
ওথায় পেতিনী দানা, খাইছে সখের খানা,
একখানা পচা ঠ্যাং নিয়া।
পোকা তাহে মুড়ি প্রায়, বিজ্ বিজ্ করে তায়
আগে তাই খাইছে বাচিয়া॥
এথায় একটা ভূতে, জ্বলন্ত চিতায় মূতে,
আধপোড়া মরা টানে জোরে।
আমোদে ছিঁড়িয়া ভুঁড়ি কামড়ায় নাড়ী ভুঁড়ি,
ভুঁড়ির ভিতরে মুড়ি পোরে॥
দেখহ গাছের কাছে, মরা এক প'ড়ে আছে,
ফুলে ঢোল দাঁত ছরকুটে।
গলিয়া পড়িছে কায়, শকুনিতে ছিঁড়ে খায়,
পচা গন্ধে নাড়ি পড়ে উঠে॥" হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

শান্ত (The Quietistic.)

৮৮। শান্তরসে শম স্থায়িভাব; ইহা উত্তম প্রকৃতিতে বর্ণনীয়, অনিত্যতাদি-হেতুক পদার্থের নিঃসারত্বজ্ঞান এবং পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞান এই উভয় ইহাতে আলম্বন-বিভাব; পুণ্যাশ্রম ও

তীর্থাদির দর্শন, সত্যনিষ্ঠা, উদ্দীপনবিভাব, রোমাঞ্চাদি কার্য্য অনুভাব ; নির্ব্বেদ, হর্ষ, স্মরণ, মতি প্রভৃতি ব্যভিচারিভাব।

যেখানে সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি কোন ইচ্ছা না থাকে এবং শম প্রধান হয়, তথায় শান্তরস বলে।

যথা—"দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান।
কেন এত তমোগুণ, কেন এত অভিমান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহে, মুগ্ধ হয়ে পরদ্রোহে,
আপন দোষ সন্দোহে, না কর সন্ধান।
রোগেতে অতি কাতর, শোকেতে ব্যাকুলান্তর,
অথচ আমি অমর, মনে মনে ভান।
অতএব নম্র হও, সবিনয় বাক্য কও,
সন্তোর শরণ লও, পাবে পরিত্রাণ॥ রা, মো, রা,

শান্তরসের সহিত দানবীর, দয়াবীর, ধর্ম্মবীরের কি বৈসাদৃশ্য আছে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

৮৯। যে ব্যক্তির একমাত্র দানবিষয়ে উৎসাহ আছে এবং সত্যনিষ্ঠায় উদ্দীপ্ত হইয়া যিনি যাচকের অভিলাষ-পূরণার্থ পুত্র কলত্রাদির প্রতি স্নেহ ও মমতাশূন্য হইয়া দাতৃত্বধর্ম্ম প্রতিপালন জন্য স্বহস্তে তাহাদিগের শিরশ্ছেদনেও শঙ্কিত বা পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহাকেই দানবীর বলা যায়। যথা—

কর্ণ যাচকের আকাঙ্ক্ষা-সম্পাদনে সত্য-প্রতিজ্ঞা-রক্ষা নিমিত্ত আত্ম হস্তে স্বীয় তনয়ের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন।

এখানে দেখ প্রাণিবধরূপদুষ্কর্ম্ম হইতেছে, তথাপি দাতৃত্ববিষয়ে লঘুচিত্ততা প্রকাশ পায় নাই বা সত্য ভঙ্গ হয় নাই।

৯০। পরদুঃখ দেখিয়া যাঁহার মনে করুণার উদয় হয় এবং তাহার দুঃখদূরীকরণার্থ দয়া ও একান্ত উৎসাহ সর্ব্বদাই মনে জাগরূক থাকে, অধিক কি, আবশ্যক হইলে স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন করিতেও যিনি উদ্যত হন, তিনিই দয়াবীর। যথা,—জীমূতবাহন আত্মকলেবর সমর্পণ-দ্বারা গরুড় হইতে

নাগকুলের রক্ষা করিয়াছিলেন (বেতালের পঞ্চদশ প্রশ্ন দেখ)। দয়াবীরের ইহকালে কীর্ত্তিলাভের প্রতি ও পরকালে পুণ্য লাভের প্রতি দৃষ্টি থাকে।

৯১। যে ব্যক্তি পাপের সংস্পর্শ-পর্য্যন্তকেও দুর্গন্ধ বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে উৎসাহের সহিত কালযাপন করিয়া পুণ্যসঞ্চয়দ্বারা পরকালে সুখী হইতে চাহেন, তাঁহাকে ধর্ম্মবীর বলা যায়।

৯২। বীররসে অহঙ্কার ও বিষয়সুখাভিলাষ থাকে; কিন্তু শান্তরসে একমাত্র পরমাত্মার লাভ ভিন্ন কোনবিষয়েই স্পৃহা থাকেনা; বীররসের সহিত শান্তরসের এই প্রভেদ।

শান্তরস লইয়া রস নয়টী; কিন্তু সন্তানাদির প্রতি যে বাৎসল্য ভাব দেখা যায়, কেহ কেহ তাহাকেও একটী রস বলিয়া গণনা করেন, তাঁহাদের মতে রস দশটী।

বৎসল (Filial Affection.)

৯৩। সন্তানাদির প্রতি পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগের যে স্বভাবসিদ্ধ স্নেহ (বাৎসল্যভাব) তাহাকে বৎসলরস কহে। এই রসে বৎসলতারূপ স্নেহ স্থায়িভাব; পুত্রাদি আলম্বন বিভাব; পুত্রাদির চেষ্টা, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য্যাদি উদ্দীপন-বিভাব এবং সেই পুত্রাদির অঙ্গসংস্পর্শ, চুম্বন ও দর্শনাদি-জন্য পুলকোদ্গম ও আনন্দাশ্রু প্রভৃতি অনুভাব; সন্তানাদির অমঙ্গলাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব ও আবেগাদি সঞ্চারি-ভাব। যথা—

"প্রথমে সেই শিশুকে দেখিয়া রাজার অন্তঃকরণে যে স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সেই স্নেহ গাঢ়তর হইতে লাগিল। তখন তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, কেন এই অপরিচিত শিশুকে ক্রোড়ে করিবার নিমিত্ত, আমার মন এত উৎসুক হইতেছে। পরের পুত্র দেখিলে মনে এত স্নেহোদয় হয়, আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। আহা! যাহার ঐ পুত্র, সে ইহাকে ক্রোড়ে লইয়া যখন ইহার মুখচুম্বন করে, হাস্য করিলে যখন

ইহার মুখমধ্যে অর্দ্ধ-বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করে, যখন ইহার মৃদুমধুর আধ আধ কথাগুলি শ্রবণ করে, তখন সেই পুণ্যবান্ ব্যক্তি কি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হয়। আমি অতি হতভাগ্য! সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম। পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া, সর্ব্বশরীর শীতল করিব, পুত্রের অর্দ্ধ বিনির্গত দন্তগুলি অবলোকন করিয়া নয়নযুগলের সার্থকতা সম্পাদন করিব, অথবা অর্দ্ধোচ্চারিত মৃদুমধুর বচন পরম্পরা শ্রবণে শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ করিব, এজন্মের মত আমার সে আশালতা নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে।" শ, ত,।

এখানে রাজা দুষ্মন্তের পুত্র বাৎসল্য জন্মিয়াছিল।

৯৪। যে রস যে রসের বিরোধী হয় তাহা কথিত হইতেছে যথা—

ভয়ানক ও শান্তরস	বীররসের	বিরোধী।
হাস্য ও আদ্য রস	করুণরসের	,,
হাস্য, আদ্য ও ভয়ানক রস	রৌদ্ররসের	,,
আদ্য, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত রস	ভয়ানকরসের	,,
করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, বীর ও ভয়ানক	আদ্যরসের	,,
আদ্যরস	বীভৎসরসের	,,
বীর, আদ্য, রৌদ্র, হাস্য ও ভয়ানক	শান্তরসের	,,
ভয়ানক ও করুণরস	হাস্যরসের	,,

৯৫। যে রসে যে স্থায়িভাব সঞ্চারিভাব হয়। যথা—

স্বীয় স্বীয় স্থায়িভাব ব্যতীত অপর স্থায়িভাবগুলি অন্যরসে সঞ্চারিভাব হয়। যেমন আদ্য ও বীররসে হাস সঞ্চারী হয়, বীররসে ক্রোধ সঞ্চারিভাব হয়, এবং শান্তরসে জুগুপ্সা সঞ্চারিভাব হয়, সেইরূপ অন্যান্য রসেও জানিতে হইবে।

৯৬। দেবতা গুরু ও পিতামাতাদি পূজ্য ব্যক্তির প্রতি যে অনুরাগ (ভক্তি) তাহাকে ভাব বলে; সঞ্চারিভাব যেখানে স্থায়িভাব অপেক্ষা প্রধান হয়, সেখানেও ভাব বলা যায়; আর যেখানে কেবল স্থায়িভাবেরই উদ্বোধ হইয়াছে; কিন্তু বিভাবাদি স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে না, তথায়ও ভাব বলে।

৯৭। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগকে ভক্তি-ভাব, সন্তানের প্রতি অনুরাগকে স্নেহভাব, সখার প্রতি অনুরাগকে (সম্প্রীতি) সখ্যভাব* বলিয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাব রস-বর্জ্জিত নহে, রসও ভাব-বর্জ্জিত নহে এবং পরস্পরের সহিত পরস্পরের কখন অনৈক্যও দেখা যায় না; এই হেতু ভাব ও রসকে এক পদার্থ বলিলেও অধিক দোষ হয় না।

দেববিষয়ে অনুরাগ যথা—

"কি হেতু করুণাময়ী ছাড় সব মায়া।
ক্ষণেক দর্শনাভাবে নাহি থাকে কায়া॥
তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ মানি শতকোটী বর্ষ!
হরিহর ত্যজে যার জেনেছি নিষ্কর্ষ॥
মৃত্যুরূপী মহেশের শোক-বিধায়িনী।
মন জীবধারণের হেতু নিস্তারিণী॥
সঙ্কটেতে স্মরি তেঁই তার গো তারিণী॥" চো, প,।

* কোন কোন গ্রন্থকার ইহাকে সখ্যরস কহিয়া থাকেন। সখ্যরসে সম্প্রীতি স্থায়িভাব; সখা আলম্বন বিভাব; সখার বিদ্যা ও শুভসাধনাদি উদ্দীপন-বিভাব; সখার সহিত সম্মিলন হইলে পরস্পরের সুমধুর-সংলাপ জনিত রোমাঞ্চ ও আনন্দাশ্রু প্রভৃতি অনুভাব; বন্ধুর অমঙ্গলাশঙ্কা, হর্ষ, গর্ব্ব ও আবেগাদি সঞ্চারিভাব।

এই স্থানে সুন্দর মরণবিষয়ে শঙ্কাহেতু ভগবতীকে স্তব করিতেছেন। ইহা দেববিষয়ক ভক্তি ও শঙ্কারূপ সঞ্চারিভাব এই দুয়েরই উদাহরণস্থল।

পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ যথা (মেঘনাদবধে)—

"নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরচূড়ামণি,
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে,
দমনিয়া ভবদম দুরন্ত শমনে—
অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সুরি ভবভূতি
শ্রীকণ্ঠ ভারতে খ্যাত বরপুত্র যিনি
ভারতীর, কালিদাস সুমধুরভাষী;
মুরারি মুরলীধ্বনি সদৃশ মুরারি,
মনোহর কীর্ত্তিবাস, কৃত্তিবাস কবি,
এ বঙ্গের অলঙ্কার; হে পিতঃ, কেমনে
কবিতা-রস-সরসে রাজহংসকুল
সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখা'লে?"

রাজবিষয়ে রতি যথা—

"চন্দ্র সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মেলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালি কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্র হৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥

দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময় ॥" অ, ম, ।

সখার প্রতি সখ্যভাব যথা (কাদম্বরীতে)—

"এই স্থির করিয়া কহিলাম সখে! হ্যাঁ আমি সকলি অবগত হইয়াছি। কিন্তু ইহাই জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে পদবীতে পদার্পণ করিয়াছ, উহা কি সাধু-সম্মত, কি ধর্ম্মশাস্ত্রোপদিষ্ট পথ! কি তপস্যার অঙ্গ? কি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের উপায়? এই বিগর্হিত পথ অবলম্বন করা দূরে থাকুক, এরূপ সঙ্কল্পকেও মনে স্থান দেওয়া উচিত নহে। মূঢেরাই অনঙ্গ-পীড়ায় অধীর হয়, নির্ব্বোধেরাই হিতাহিত বিবেচনা করিতে পারে না। তুমিও কি তাহাদিগের ন্যায় অসৎ পথে প্রবৃত্ত হইয়া, সাধুদিগের নিকট উপহাসাস্পদ হইবে? সাধুবিগর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া সুখাভিলাষ কি? ধর্ম্মবুদ্ধিতে বিষলতাবনে তাহাদিগের জলসেক করা হয়। তাহারা কুবলয়মালা বলিয়া অসিলতা গলে দেয়, মহাবস্ত্র বলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গার স্পর্শ করে, মৃণাল বলিয়া কালসর্প ধরে। দিবাকরের ন্যায় জ্যোতি ধারণ করিয়াও খদ্যোতের ন্যায় আপনাকে দেখাইতেছ কেন? সাগরের ন্যায় গম্ভীরস্বভাব হইয়াও উন্মার্গপ্রস্থিত ও উদ্বেল ইন্দ্রিয়স্রোতের সংযম করিতেছ না কেন? এক্ষণে আমার কথা রাখ ক্ষুভিত চিত্তকে সংযত কর; ধৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া চিত্তবিকার দূর করিয়া দাও।"

রসাভাস ও ভাবাভাস (The Semblance of complete and incomplete flavours.)

৯৮। অনুচিত বিষয়ে রসের বর্ণন করিলে, রসাভাস ও ভাবের বর্ণন করিলে ভাবাভাস হয়।

৯৯। গুরুর প্রতি কোপ কিংবা রৌদ্র ব্যবহার, হীন জাতির প্রতি শান্তরস বর্ণন, গুরুকে অবলম্বন করিয়া হাস্য, নিরপরাধ ব্যক্তির বধে

উৎসাহ, স্ত্রী ও নীচ প্রকৃতিতে বীররস, উৎকৃষ্ট পুরুষে ভয়, মুনিপত্নী গুরুপত্নী ও উপপতি বিষয়ে অনুরাগ, এবং প্রতিনায়কে, অধম পাত্রে, তির্য্যগ্‌জাতিতে ও বারবনিতাদিতে আদ্যরস ইত্যাদি বিরুদ্ধ বিষয় বর্ণন করা অনুচিত। যথায় এইরূপ বর্ণন দেখা যায়, সেখানে তদবস্থায় তাহাকে রস বা ভাব না বলিয়া রসাভাস বা ভাবাভাস বলে।

১০০। ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি ও ভাবশবলতা [ভাববাহুল্য]।

ভাবশান্তি ও ভাবোদয়।

১০১। যেখানে পূর্ব্বোদিত ভাবের নিবৃত্তি হয়, তথায় ভাবশান্তি ও যেখানে এক ভাবের পর আর এক ভাবের উদয় হয়, তথায় ভাবোদয় বলা গিয়া থাকে। যথা—

"চোর ধরা গেল শুনি রাণী, অন্তঃপুরে করে কাণাকাণি।
দেখিবারে ধায় রড়ে, কোঠার উপরে চড়ে,
কাঁদে দেখি চোরের মুখখানি॥
রাণী বলে কাহার বাছনি, মরে যাই লইয়া নিছনি।
কিবা অপরূপ রূপ, মদন মোহন কূপ,
ধন্য ধন্য উহার জননী॥
কি কহিব বিদ্যার কপাল, পেয়েছিল মনোমত ভাল।
আপনার মাথা খেয়ে, মোরে না কহিল মেয়ে,
তবে কেন হইবে জঞ্জাল॥
হায় হায় গোসাই গোঁসাই, পেয়েছিনু সুন্দর জামাই।
রাজার হয়েছে ক্রোধ, না মানিবে উপরোধ,
এ মরিলে বিদ্যা জীবে নাই॥" বি, সু,

ভাবসন্ধি।

১০২। যেখানে দুই ভাবের মিলন হইয়াছে, তথায় ভাবসন্ধি বলে। যথা—

পঞ্চপাণ্ডবের মৃতশীর্ষ প্রাপ্তিবোধে প্রথমতঃ দুর্য্যোধনের মনে হর্ষ হয়, তৎপরে ঐ মস্তকসকল পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ শিশুর মস্তক বোধে বিষাদ হইল। অতএব এই স্থলে হর্ষ-বিষাদের সন্ধি বলা যাইতে পারে। মহাভারতের সৌপ্তিক পর্ব্বে হর্ষ-বিষাদে দুর্য্যোধনের মৃত্যুনানক প্রস্তাব দেখ।

"দেখিয়া সুড়ঙ্গ-পথ কহিছে কোটাল
দেখরে দেখরে ভাই এ আর জঞ্জাল॥
নাহি জানি বিষ্ণার কেমন অনুরাগ।
পাতাল সুড়ঙ্গে বুঝি আসে যায় নাগ॥
নিত্য নিত্য আসে যায় আজি আসিবেক।
দেখা পেতে পারি কিন্তু কে বা ধরিবেক॥
হরিষ বিষাদ হৈল একত্র মিলন।
আগারে ঘটিল দুর্য্যোধনের মরণ॥" বি, সু।

ভাবশবলতা।

১০৩। বহু ভাব একত্র মিলিত হইলে, ভাবশবলতা [ভাব-বাহুল্য] বলা যায়। যথা—

"নরনারায়ণ জ্ঞানে, শুনিনু পূজিছ
পার্থে রাজা, ভক্তিভাবে; একি ভ্রান্তি তব?
হায় ভোজবালা কুন্তী কে না জানে তারে!
স্বৈরিণী! তনয় তার জারজ অর্জ্জুনে
(কি লজ্জা) কি গুণে তুমি পূজ রাজরথি,

নরনারায়ণ জ্ঞানে। রে দারুণ বিধি,
এ কি লীলাখেলা তোর, বুঝিব কেমনে ?
একমাত্র পুত্র দিয়া নিলি পুনঃ তারে
অকালে। আছিল মান, তাও কি নাশিলি!
নরনারায়ণ পার্থ ? কুলটা যে নারী—
বেশ্যা—গর্ভে তার কি হে জন্ম নিলা আসি
হৃষিকেশ ? কোন শাস্ত্রে কোন বেদে লেখে
কি পুরাণে এ কাহিনী ? দ্বৈপায়ন ঋষি
পাণ্ডব কীর্ত্তন গান গায়েন সতত।
সত্যবতীসুত ব্যাস বিখ্যাত জগতে।
ধীবরী জননী, পিতা ব্রাহ্মণ! করিলা
কামকেলি লয়ে কোলে ভ্রাতৃবধূদ্বয়ে
ধর্ম্মমতি। কি দেখিয়া বুঝাও দাসীরে,
গ্রাহ্য কর তাঁর কথা, কুলাচার্য্য তিনি
কুরুকুলের ? তবে যদি অবতীর্ণ ভবে
পার্থরূপে পীতাম্বর, কোথা পদ্মালয়া
ইন্দিরা ? দ্রৌপদী বুঝি ? আ মরি কি সতী—
শাশুড়ীর যোগ্য বধূ! পৌরব সরসে
নলিনী। অলির সখা, রবীর অধীনী,
সমীরণ প্রিয়া! ধিক! হাসি আসে মুখে,
(হেন দুঃখে) ভাবি যদি পাঞ্চালীর কথা,
লোকমাতা রমা কি হে এ ভ্রষ্টা রমণী! বী, অ,।

এখানে নীলধ্বজ পত্নী রাজ্ঞী-জনার লজ্জা, বিষাদ, ধৃতি, গর্ব্ব, চিন্তা, হাস্য ও ঘৃণার মিলন হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে ভাবশবলতা বলা যায়।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে রসপরিচ্ছেদ।

গুণ-পরিচ্ছেদ

১। রসের উৎকর্ষ-সাধক ধর্ম্ম-বিশেষকে গুণ (Style) কহে। শব্দ ও অর্থের সুকুমারতা প্রভৃতি ইহার প্রকাশক।

২। যেরূপ শৌর্য্য, বীর্য্য ও গাম্ভীর্য্য প্রভৃতিকে দেহীর উৎকর্ষাধায়ক বলিয়া, তাহার গুণ কহা যায়, সেইরূপ যে ধর্ম্মগুলি কাব্যের উৎকর্ষ সম্পাদন করে, কাব্যে তাহাদিগকে গুণশব্দে নির্দ্দেশ করা যায়।

৩। গুণ তিন প্রকার মাধুর্য্য, ওজঃ এবং প্রসাদ।

মাধুর্য্যগুণ (Elegance.)

৪। যে গুণ থাকিলে, কাব্য শ্রবণমাত্র চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাকে মাধুর্য্যগুণ কহে। আদ্য, করুণ ও শান্ত রসাদিতে ক্রমে এই গুণের অপেক্ষাকৃত বাহুল্য লক্ষিত হয়।

৫। টবর্গ-ব্যতীত প্রত্যেক বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলি শিরোভাগে এবং তন্নিম্নে সেই বর্গের অন্য বর্ণ থাকে এরূপ যুক্তাক্ষর * এবং লঘুভাবাপন্ন অল্পপ্রাণ বর্ণ † ও অসমস্ত (সমাসহীন) বা অল্পসমাসযুক্ত পদাদি—এই সকল দ্বারা গ্রথিত ললিত রচনা (বৈদর্ভী রীতি) মাধুর্য্য গুণের ব্যঞ্জক।

যথা—"পতিশোকে রতি কাঁদে, বিনাইয়া নানা ছাঁদে,
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে, রুধির বহিছে ধারে,
কাম-অঙ্গ-ভস্ম লেপে অঙ্গে॥" অ, ম,

এই উদাহরণে বিরুদ্ধ গুণ ব্যঞ্জক দুই একটি বর্ণ থাকিলেও মাধুর্য্যগুণের হানি হয় নাই।

---

* ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ। ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ। ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ। ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ।

† প্রতি বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল এই অষ্টাদশ অক্ষরকে অল্পপ্রাণ বলা যায়।

গুণ সমুদয় বর্ণ দ্বারা প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু কোন কোন স্থানে বর্ণ সকল বিরুদ্ধ গুণব্যঞ্জক হইলেও রস দ্বারা গুণের প্রকাশ হয়; এ নিমিত্ত বঙ্গভাষায় বর্ণ বিন্যাসের প্রতি সমধিক দৃষ্টি রাখা যাইতে পারে না। যথা—

অনন্তর নিঃশব্দ-নিশীথ-প্রভাবে দূর হইতেই "হা হতোস্মি, হা দগ্ধোস্মি, হায় কি হইল, রে দুরাত্মন্ পাপকারিন্ পিশাচ মদন! কি কুকর্ম্ম করিলি অঃ পাপীয়সি দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপকার করিয়াছিলেন? রে দুশ্চরিত্র চন্দ্র চণ্ডাল! এক্ষণে তুই কৃতকার্য্য হইলি; রে দক্ষিণানিল! তোর মনোরথ পূর্ণ হইল; হা পুত্রবৎসল ভগবান্ শ্বেতকেতো! তোমার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে বুঝিতে পারিতেছ না! হে ধর্ম্ম! তোমাকে আর অতঃপর কে আশ্রয় করিবে? হে তপঃ! এতদিনের পর তুমি নিরাশ্রয় হইলে! সরস্বতি! তুমি বিধবা হইলে! হায়! এতদিনের পর সুরলোক শূন্য হইল। সখে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি তোমার অনুগমন করি; চিরকাল একত্র ছিলাম, এক্ষণে সহায়হীন বান্ধবহীন হইয়া, কিরূপে এই দেহভার বহন করিব? কি আশ্চর্য্য! আজন্ম পরিচিত ব্যক্তিকেও অপরিচিতের ন্যায়, অদৃষ্টপূর্ব্বের ন্যায়, পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? এরূপ নিষ্ঠুরতা কাহার নিকট অভ্যাস করিলে? হায়! এক্ষণে সুহৃৎশূন্য, সহোদরশূন্য হইয়া কোথায় যাইব? কাহার শরণাপন্ন হইব? কাহার সহিত আলাপ করিব? এতদিনের পর অন্ধ হইলাম। দশদিক শূন্য দেখিতেছি। সকলি অন্ধকারময় বোধ হইতেছে। এই ভারভূত জীবনে আর প্রয়োজন কি? সখে! একবার আমার কথার উত্তর দাও। একবার নয়ন উন্মীলন কর। আমি তোমার প্রফুল্ল মুখকমল একবার অবলোকন করিয়া, এ জন্মের মত বিদায় হই। আমার সহিত তোমার সেই অকৃত্রিম প্রণয়, অকপট সৌহার্দ্দ্য কোথায় গেল? তোমার সেই অমৃতময় বাক্য ও স্নেহময় দৃষ্টি স্মরণ করিয়া, আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইতেছে।"

কাদম্বরীর এই প্রস্তাব পাঠ করিয়া, মন যেরূপ আর্দ্র হইতেছে, কোন কোন মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণের সদ্ভাব থাকিলেও তাদৃশ হয় না।

যথা—“মঞ্জুল নিকুঞ্জবনে পঙ্কজ-গহনে।
মধুগন্ধে অন্ধ হয়ে ধায় ভৃঙ্গগণে॥
ইহা দেখি কুরঙ্গ-নয়না অঙ্গভঙ্গে।
গজেন্দ্র গমনে ধায় নানাবিধ রঙ্গে॥
কুন্তল কুসুমে ভৃঙ্গগণ কন্দলিতে।
পঙ্কজ ত্যজিয়া মন্দ লাগিল চলিতে॥
কঙ্কণ ঝঙ্কারে ধনি বঞ্চনা করিয়া।
চঞ্চল লোচনে চায় অঞ্চল ধরিয়া॥” উদ্ভট।

ললিত গুণ।

৬। অল্পপরিমিত সংযুক্তাক্ষরবিশিষ্ট অল্পপ্রাণ এবং অসংযুক্ত অল্পপ্রাণ অক্ষরে গঠিত মাধুর্য্যগুণকে ললিত নামে উল্লেখ করা যায়। যথা ;—

“বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।
ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব কোথা যাব অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ দেখ দেখি॥
বুঝি কোন মুনি পত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন না জানাইয়া জানকী আমায়॥
গোদাবরী-নীরে আছে কমল-কানন।
তথা কি কমল-মুখী করেন ভ্রমণ॥

পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্ম-বনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত দেখিয়া আমারে চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদি আমি হইয়াছি বটে।
তথাপিও রাজলক্ষ্মী ছিলেন নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কৈকেয়ীর মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে॥
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কমল-কলিকা প্রায় জনক দুহিতা।
বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাকর নিশাকর দীপ তারাগণ।
দিবানিশি করিতেছে তমোনিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥"　কৃত্তিবাস।

ওজোগুণ (Strength of style.)

৭। রচনার যে ধর্ম্ম থাকিলে, চিত্ত এককালে বিস্তৃত (অর্থাৎ উদ্দীপ্ত) হয়, তাহাকে ওজোগুণ কহে। এই গুণ বীর, বীভৎস ও রৌদ্র রসে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক থাকে এবং কোন কোন স্থলে উপদেশবাক্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।

৮। চতুর্থ বর্ণের সহিত সংযুক্ত তৃতীয় বর্ণ, প্রথম বর্ণের সহিত মিলিত দ্বিতীয় বর্ণ, উপরি অধোভাগে র ও শকারাদি বর্ণদ্বারা সংস্পৃষ্ট অক্ষর সকল, মূর্দ্ধন্য ণ ভিন্ন টবর্গস্থ সমুদায় বর্ণ এবং সকারাদিবর্ণ*—এই সকল অক্ষর সংঘটিত দীর্ঘসমাসযুক্ত ঔদ্ধত্যশালী শব্দবিন্যাস (গৌড়ী রীতি) ওজোগুণের প্রকাশক।

৯। ওজোগুণ বহুবিধ; তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় শ্লেষ, সমাধি, উদারতা এবং ক্রমোৎকর্ষ†, এই চারি প্রকার পৃথক্ বা মিশ্রিতরূপে প্রায়শঃ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্য প্রকার ভেদ বঙ্গভাষায় অতি বিরল প্রচার।

যথা— "চিনিলা সৌমিত্রি—
ভূতনাথে নিষ্কোষিয়া তেজস্কর অসি
কহিল বীর-কেশরী; দশরথ-রথী,
রঘুজ অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে,
তাঁহার তনয় দাস নমে তব পদে,
চন্দ্রচূড়! ছাড় পথ; পূজিব চণ্ডীরে
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে।
সতত অধর্ম্মকর্ম্মে রত লঙ্কাপতি,
তবে যদি ইচ্ছ রণ তার পক্ষ হয়ে
বিরূপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে।
ধর্ম্ম সাক্ষী মানি আমি আহ্বানি তোমারে।
সত্য যদি ধর্ম্ম, তবে অবশ্য জিনিব।" মে, না, ব.

পদ্য অপেক্ষা গদ্যে ওজোগুণ অধিক থাকে।

---

* গ্ঘ, জ্ঝ, দ্ধ, ড্ঢ,—ব্ভ, চ্ছ, ট্ঠ, ত্থ—ইত্যাদি। ক্র, র্জ, ষ্ট, স্প স্ন, ক্ষ ইত্যাদি।

† এই গুণ অতিশয় চমৎকারজনক বলিয়া নূতন নামে সঙ্কলিত হইল।

শ্লেষনামক ওজঃ

১০। যেখানে রচনাসামর্থ্যে পদসমূহ একপদের ন্যায় প্রতীত হয়, তথায় শ্লেষ-নামক ওজোগুণ কহে। যথা ;—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা, তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্যদাসত্ব-শৃঙ্খলে (১) বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য বিস্তার করিতেছিস্, তুই ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস্, ধর্ম্মের মর্ম্মভেদ করিয়াছিস্, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস্, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস্। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অশাস্ত্রও শাস্ত্র বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও (২) তোর অনুগত থাকিয়া কেবল লৌকিকরক্ষাগুণে সর্ব্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে; আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধু পুরুষেরাও (৩) তোর অনুগত না হইয়া কেবল লৌকিক-রক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্ব্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্ম্মিকের শেষ ও সর্ব্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছে।" বি, বি, বি,

(১) (২) (৩) চিহ্নিত স্থলে পদসমূহ বিশেষরূপে একপদের ন্যায় বোধ হইতেছে। অন্য অংশেও সমাসবহুল পদ বিরল হয় নাই।

সমাধিনামক ওজঃ

১১। যেস্থানে গাঢ়তা-মিশ্রিত শিথিলতা (পাঞ্চালী রীতি) অর্থাৎ কোন অংশে রচনার গাঢ়তা ও কোন অংশে রচনার শিথিলতা দৃষ্ট হয়, তথায় সামাধি-নামক ওজোগুণ থাকে। যথা ;—

"হে ভীরু রাখিতে নার স্বাধীনতা-ধন,
প্রাণভয়ে কম্পিতাঙ্গ ভঙ্গ দেহ রণ।
পদ্মবনে করি যথা অরিদেশ দলে!

নিরুদ্যম নরাধম কাপুরুষ দলে!
কিবা রণে কি ভবনে নাহি অব্যাহতি,
কালের অধীন তুমি ললাট-নিয়তি।
অগণ্য দ্বিষৎ সহ তিনসত গ্রীক,
কেন নাহি বিমুখিল যুঝিল নির্ভীক?
ধন্য রাজপুত্রগণ—সমরে অটল,
বীরধর্ম্মা, থার্ম্মাপলি, কত যুদ্ধবল।
পুরুষে পৌরুষ হীন এ কথা কেমন,
এক দিন হবে যদি অবশ্য মরণ?” প, পা,

পদ্য অপেক্ষা গদ্যে এই গুণ অধিক দেখা যায়।

“জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব, বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি, বিদ্য হীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন জনের গৌরব নাই। মানবজাতি পশুজাতি অপেক্ষায় যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধসুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্য-সুখ অপেক্ষায় তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্ল যামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যে প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্নসুচারুচিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞানতিমিরাবৃত হৃদয়-কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও কার্য্যে নির্ব্বৃত থাকিয়া, নিকৃষ্ট সুখাধিকারী ও নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়; সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞান-জনিত ও ধর্ম্মোৎপন্ন বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, উভয়কে একজাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।” চা, পা,

এই প্রস্তাবে একরূপ শিথিল ওজোগুণ দেখা যাইতেছে; এইরূপ ওজোগুণ তৃতীয় ভাগ চারুপাঠ, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার ও কাদম্বরী প্রভৃতিতে অনেক আছে।

১২। যে স্থলে রচনা গাঢ় অথচ নৃত্যৎপ্রায় (অর্থাৎ বর্ণগুলি এরূপভাবে সন্নিবেশিত, বোধ হয় যেন নৃত্য করিতেছে) তথায় উদারতানামক ওজোগুণ কহে। যথা ;—

"জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে, জয় চামুণ্ডে জয় চামুণ্ডে,
করকলিতাসিবরাভয়মুণ্ডে।
লক্ লক্ রসনে, কড় মড় দশনে,
রণভুবি খণ্ডিতসুররিপুমুণ্ডে।
অট অট হাসে, কট মট ভাষে,
নখরবিদারিতরিপুকরিশুণ্ডে।
জট পট কেশে, সুবিকট বেশে,
হতদনুজাহৃতি মুখশিখিকুণ্ডে॥
কলিমলমথনং হরিগুণকথনং,
বিরচয় ভারত—কবিবরতুণ্ডে॥" অ, ম,

---

* কোন স্থলে রৌদ্রাদি রসকে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য বর্ণনীয় বিষয়কে শব্দাড়ম্বর দ্বারা অধিক ওজস্বী করা হয়, কিন্তু অর্থে তাদৃশ উদারতা দেখা যায় না, তথাপি ঐ সময়ে বর্ণনীয় বিষয়ের অবস্থানুসারে উহা চমৎকারজনক হয়। যথা,

"ভূতনাথ ভূত সাথ দক্ষযজ্ঞ নাচিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্টহাস হাসিছে॥
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে।
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দ লোক কাঁপিছে॥
সৈন্য সূত মন্ত্রপূত দক্ষ দেয় আহুতি।
জন্মি তায় সৈন্য ধায় অস্ত্র ঢালি মাহুতি॥ ইত্যাদি অ, ম,

এখানে বর্ণনীয় বিষয় দক্ষযজ্ঞনাশ এবং শিবের ক্রোধ। এই দুই বিষয় যেমন মহৎ, তাহার বর্ণনও তাদৃশ মহৎ (অর্থাৎ ঔদ্ধত্যশালী) না হইয়া সরলরূপে বর্ণিত হইলে কখনই ঐস্থলে ভাল হইত না।

কোন্ স্থলে কিরূপ বর্ণন করিলে দোষ বা গুণ হয়, তাহা দোষ পরিচ্ছেদে দেখান যাইবে।

ক্রমোৎকর্ষ

১৩। যেখানে বিশেষণ, প্রশ্ন বা সম্বোধনবাক্য-পরম্পরা দ্বারা বর্ণিত-বিষয়ক রচনার ক্রমে উৎকর্ষ (গাঢ়তা) দৃষ্ট হয় এবং যাহা শ্রবণমাত্র সঙ্গে সঙ্গে মন ক্রমে বিস্ফারিত হইতে থাকে, সেই স্থলে ক্রমোৎকর্ষ নামে ওজোগুণ বলা যাইতে পারে। বিশেষণ দ্বারা যথা ;—

"ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি-জলে বিলীন হইলে, মীনরূপ ধারণ করিয়া, বদ্ধমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি বরাহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়-জলনিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়া আছেন; যিনি নরসিংহ আকার স্বীকার পূর্ব্বক নখর-কুলিশ-প্রহার দ্বারা বিষম শত্রু হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়াছেন; যিনি দৈত্যরাজ বলিকে ছলিবার নিমিত্ত বামন অবতার হইয়া দেবরাজকে পুনরায় ত্রিলোকের ইন্দ্রত্ব-পদে সংস্থাপিত করিয়াছেন; যিনি জমদগ্নির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃবধামর্ষপ্রদীপ্ত হইয়া তীক্ষ্ণধার কুঠার দ্বারা মহাবীর্য্য কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুনের ভুজবন-ছেদন করিয়াছেন এবং একবিংশতিবার পৃথ্বীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া অরাতি-শোণিতজলে পিতৃতর্পণ করিয়াছেন; যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনানুসারে দশরথ-গৃহে অংশচতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া, বানর সৈন্যসমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে যদুবংশে অংশে অবতীর্ণ হইয়া, দৈত্যবধ দ্বারা ভূমির ভার হরিয়া অশেষ প্রকার লীলা করিয়াছেন; যিনি বেদমার্গ-বিপ্লাবনের নিমিত্ত বুদ্ধাবতার হইয়া জিতেন্দ্রিয়ত্ব, দয়ালুত্ব প্রভৃতি সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; যিনি সম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশা নামক ধর্ম্মিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের ভবনে অবতীর্ণ হইয়া,

ভূমণ্ডলে কল্কী নামে বিখ্যাত হইবেন এবং অতিদ্রুতগামী দেবদত্ত তুরঙ্গমে আরোহণ করিয়া, করতলে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক দেববিদ্বেষী ধর্ম্মমার্গ-পরিভ্রষ্ট নষ্টমতি দুরাচারদিগের সমুচিত দণ্ড বিধান করিবেন ; সেই ত্রিলোকী-নাথ বৈকুণ্ঠস্বামী ভূতভাবন ভগবান আপনকার রক্ষা করুন।" বে,প, বিং,

এখানে ফল কথা—ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন। কিন্তু ইহাই বিশেষরূপে বর্ণনজন্য বিশেষণগুলি ক্রমে গাঢ়তর করা হইয়াছে।

প্রসাদ গুণ (Perspicuity.)

১৪। যে স্থলে পাঠমাত্রেই অর্থ বোধ হয়, অথচ চিত্ত তাহা হইতে বিনিবৃত্ত না হইয়া, শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির ন্যায়, শীঘ্র প্রবেশ করে, তথায় প্রসাদগুণ থাকে। যথা ;

পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গরুর পাল লয়ে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতি ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥" শি, শি,

এই স্থলে দেখ কোন রসই নাই, তথাপি কবিতাগুলি শ্রবণ করিয়া মন কেমন আনন্দিত হইতেছে। এখানে অর্থগুলি স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে

বলিয়াই প্রসাদ গুণ হইল। ইহা দ্বারা ও পূর্ব্বোদাহৃত 'দক্ষ-যজ্ঞ-নাশাদি' উদাহরণ দ্বারা গুণ যে অর্থগত ও শব্দগত হয়, উহা সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। "নিশির" এই পদে চ্যুত-সংস্কৃতি দোষ আছে। *

সুকুমার বা সরলগুণ

(ইহাও প্রসাদ গুণের অন্তর্গত।)

১৫। একার্থক নিরতিশয় সুকোমল শব্দে (লাটীরীতিক্রমে) রচিত প্রসাদগুণকে সুকুমার বা সরল গুণ কহা যায়।

বালকবালিকাগণের পাঠ্য পুস্তক, ইতিহাস, গণিত, পদার্থবিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থ এই গুণসম্পন্ন হওয়া উচিত।

যথা—"ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত কাল। এই সময়ে দক্ষিণ দিক্ হইতে মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে থাকে। আকাশ-মণ্ডল নির্ম্মল ও সূর্য্যের তেজ তীক্ষ্ণ হয় এবং চন্দ্র ও তারাগণের আলোক উজ্জ্বল হয়। সমুদায় তরু ও লতার অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি হয়। কাহারও নূতন পল্লব, কাহারও মুকুল, কাহারও মঞ্জরী, কাহারও ফুল, কাহারও ফল উৎপন্ন হইতে থাকে। পুষ্পের মধু পান করিবার অভিলাষে ভ্রমর ও মধুমক্ষিকাগণ এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে উড়িয়া

---

* অর্থের সঙ্গতি না হওয়ায় কেহ কেহ "মধুকর মধু লোভে আসিয়া জুটিল" এইরূপ পাঠান্তর কল্পনা করেন। কিন্তু আমরা ইহাতে অর্থের কোনরূপ অসঙ্গতি দেখিতে পাই না। পরিমল শব্দের অর্থ মর্দ্দন জনিত সুগন্ধি সৌরভ ছুটিল এই বাক্যদ্বারা সৌগন্ধের আসার প্রসার বুঝা যাইতেছে। সুতরাং পরিমল লোভে এই শব্দের মুখ্যার্থ মর্দ্দন জনিত সুগন্ধি, গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ মধুকর ও মালতীর নায়ক নায়িকা ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে। মধুলোভে মধুকর আসিয়া জুটিল এ পাঠ কল্পনা করিলে, কাব্যের তাৎপর্য্য অত্যন্ত শিথিলবন্ধন হইয়া পড়ে। কারণ নায়ক নায়িকা ভাবের চাতুর্য্যে এত স্পষ্ট হইয়া পড়ে যে তখন আর মধুকরকে সামান্য ঔদরিক ও চোর ব্যতীত আর কিছুই বুঝায় না। বাক্য ভঙ্গীই কাব্যের মাধুর্য্য, রক্ষা করে। যদিও সামান্য শিশুদিগের পক্ষে ঔদরিক অর্থ করাই সুসঙ্গত, তথাপি কবির মনের ভাব গ্রহণ করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য।

বসিতে থাকে। পক্ষিগণ, বৃক্ষের শাখায় বসিয়া আহ্লাদে মধুর স্বরে গান করে।" শি, শি,

প্রসাদগুণের উদাহরণে কানন, কুসুম, শিশু, সৌরভ, পরিমল, অলি ও পুলকিত শব্দগুলি পরিবর্তনসহ। ইহাদিগের পরিবর্তে আরও সরল শব্দ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রস্তাবে দুই একটী শব্দ ব্যতীত প্রায় সমুদয় একার্থক অপরিবর্ত্তসহ শব্দ আছে।

অর্থগুণ—অর্থব্যক্তি

১৬। যে বিষয়টী অল্প কথায় প্রকাশ করা দুরূহ, অথচ একার্থক প্রসিদ্ধ কতিপয় পদ দ্বারা সুপ্রকাশিত হয়, তাহাকে অর্থ-ব্যক্তি-গুণ বলা গিয়া থাকে। ইহাও প্রসাদ গুণের অন্তর্গত। যথা ;

"দেখিতে হরিষ,　　　পরশিতে বিষ,
অমৃত বিষে জড়িত।
নাহিক পণ্ডিত,　　　নিবারয়ে চিত,
বুঝিয়া আপন হিত॥" ক, ক, চ,

এখানে ধনপতি স্বীয় জায়াকে পরকীয়া-ললনা জ্ঞানে বিষমিশ্রিত-অমৃত লাভে হর্ষ বিষাদের উল্লেখ পূর্ব্বক অল্পাক্ষর দ্বারা অতি প্রগাঢ়তর ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

গদ্যে যথা—(সংস্কৃতসাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবে)

"যদি কেহ বসন্তের পুষ্প ও শরদের ফল লাভের অভিলাষ করে ; যদি কেহ চিত্তের আকর্ষণ ও বশীকরণকারী বস্তুর অভিলাষ করে ; যদি কেহ প্রীতিজনক ও প্রফুল্লকর বস্তুর অভিলাষ করে ; যদি কেহ স্বর্গ ও পৃথিবী এই দুই এক নামে সমাবেশিত করিবার অভিলাষ করে, তাহা হইলে হে অভিজ্ঞানশকুন্তল! আমি তোমার নাম নির্দ্দেশ করিব এবং তাহা হইলে সকল বলা হইল।"

শকুন্তলা-নাটক সমুদয় অত্যাশ্চর্য্য সুখপ্রদ বস্তুর মধ্যে অমুকের সমান অমুকের সমান ইত্যাদি রূপে বারংবার না বলিয়া, একেবারে জগতের সমুদয় বস্তুর উপমান বলাতে ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলা হইল। সুতরাং অনেক ভাব অল্প অল্প কথায় ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা জর্ম্মাণ দেশীয় কবি গেটের উক্তি।—

ইতি কাব্যনির্ণয়ে গুণ-পরিচ্ছেদ।

রীতি-পরিচ্ছেদ

রীতি (Mode of Style.)

১। কাব্যে পদসংস্থানকে রীতি নামে উল্লেখ করা যায়। ইহা কাব্যের শরীর-স্বরূপ।

২। যেরূপ হস্তপদাদি অবয়বের হ্রস্বতা ও দীর্ঘতাদির সংস্থানানুসারে অঙ্গের বিভেদ করা যায়, সেইরূপ শব্দ-বিন্যাসের লঘুতা ও গুরুতাদি অনুসারে কাব্যের রীতি বিভিন্নপ্রকার হইয়া থাকে।

৩। বঙ্গভাষায় রীতি চারিপ্রকার। যথা—বৈদর্ভী, গৌড়ী, পাঞ্চালী ও লাটী। *

৪। মাধুর্য্যগুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে বৈদর্ভী রীতি কহে। (অনু ৫, গুণ পরিচ্ছেদ দেখ।)

"প্রতি কুঞ্জে কুঞ্জে কিবা সুশোভন, মঞ্জরিল তরুগণ।
পুনর্ব্বার যেন এ ব্রজধাম ধরিল নবযৌবন॥
মুকুলে মুকুলে কোকিলজাল করে কুহু কুহু রব।
কুসুমে কুসুমে গুঞ্জরে অলি সব॥" চ, ঠা.

৫। অনুপ্রাস ও সমাস বহুল ওজোগুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে গৌড়ী রীতি কহে। (অনু ৮, গুণ পরিচ্ছেদ দেখ।)

---

* গৌড়ী-রীতি—যে রীতিতে গৌড় দেশের লিখন ভঙ্গী রক্ষা করে, তাহাই গৌড়ী রীতি। গৌড় শব্দের সামান্যার্থ পঞ্চ গৌড় দেশ। যথা—সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল এবং উৎকল অর্থাৎ বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরভাগস্থ প্রদেশ সমূহ। বিশেষার্থে গৌড় শব্দে বঙ্গদেশ বুঝায়। (অনুপ্রাস-বাহুল্য এবং ওজোগুণ-প্রাধান্য)।

নৈষধ, বেণীসংহার ও সীতার বনবাসাদি গ্রন্থ গৌড়ী রীতি মূলক। এইরূপ কবি কালিদাসের গ্রন্থ বৈদর্ভীরীতি প্রধান। মাঘ, ভারবি, ভট্টি প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধানতঃ পাঞ্চালী রীতি রচিত, পাঞ্চালীর অপভ্রংশ পাঁচালী। এক কথার বারংবার উক্তি অথবা এক বিষয় কিংবা এক ভাবের পুনঃ পুনরুল্লেখকে পাঁচালী কহে।

"ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে, অাঁচল ধরায় পড়ে,
আলুথালু কবরীবন্ধন।
চক্ষু ঘুরে যেন চাক, হাতনাড়া ঘন ডাক,
চমকে সকল পুরজন ॥
শয়নমন্দিরে রায়, বৈকালিক নিদ্রা যায়,
সহচরী চামর ঢুলায়।
রাণী আইসে ক্রোধমনে, নূপুরের ঝনঝনে,
উঠি বৈসে বীরসিংহ রায় ॥" বি, সু,

"রাজা কহে শুন রে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল ॥
রাজ্য কৈলি ছারখার, তল্লাস কে করে তার,
পাত্র মিত্র গোবরগণেশ।
আপনি ডাকাতি ক'রি, প্রজার সর্ব্বস্ব হরি,
হয়ে'ছিস দ্বিতীয় ধনেশ ॥" বি, সু,

৬। শ্লেষনামক ওজোগুণের ব্যঞ্জক শব্দবিন্যাসকে পাঞ্চালী রীতি কহে। (অনু ১১, গুণ পরিচ্ছেদ দেখ।)

যথা— "কোকিল রে কত ডাক সুললিত রা।
মধুস্বরে দিবানিশ, উগারহ নিত্য বিষ,
বিরহিজনের পোড়ে গা ॥
নন্দনকাননে বাস, সুখে থাক বার মাস,
কামের প্রধান সেনাপতি।
কেবা তোরে বলে ভাল, অন্তরে বাহিরে কাল,
বধ কৈলি অনাথ যুবতী ॥

আর যদি কাড রা, বসন্তের মাতা খা,
মদনের শতেক দোহাই।
তোর বর সম শর, অঙ্গ মোর জর জর,
অনাথারে তোর দয়া নাই॥
জাতি অনুসারে রা, নাহি চিন বাপ মা,
কালসাপ কালিয়া বরণ।
সদাগর আছে যথা, কেন নাহি যাও তথা,
এই বনে ডাক অকারণ॥
আসিয়া বসন্তকালে, বসিয়া রসাল ডালে,
প্রতিদিন দেহ বিড়ম্বনা।
হেং কবি অনুমান, আইল কিবা এই স্থান,
পিকরূপী হইয়া লহনা॥
খাও মধুকর ফল, উগারহ হলাহল,
বৃথা বধ করহ যুবতী।
পিক যাও অন্য বন, খুল্লনা অস্থির মন
মুকুন্দের মধুর ভারতী॥" ক, ক, চ,

৭। সুকুমার গুণের ব্যঞ্জক শিথিলবন্ধ অথচ লালিত্য-সম্পন্ন শব্দ-বিন্যাসকে লাটী রীতি কহে। (অনু ১৫, গুণ পরিচ্ছেদ দেখ।)

'সুখের লাগিয়ে এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল॥
সখি রে! কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমি চাহিতে দারিদ্র বেঢ়ল মাণিক হারানু হেলে॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাসে কহে পিরীতি করিয়া পাছে করহ অনুতাপে॥

বঙ্গভাষা রচনার ত্রিবিধ ভেদ দেখা যায়।

১ম। সংস্কৃত বা বিশুদ্ধ প্রণালী ক্রমে বিরচিত।

২য়। প্রাকৃত বা সাধারণ প্রণালী-অনুসারে লিখিত।

৩য়। নানা-ভাষা মিশ্রিত রীতি ক্রমে সঙ্কলিত।

১ম—বিশুদ্ধ প্রণালী যথা ;—

"দুরাচার লক্ষ্মী যাহাকে আশ্রয় করে, সে স্বার্থ-নিষ্পাদনপর ও লুব্ধ-প্রকৃতি হইয়া দ্যূতক্রীড়াকে বিনোদ, পশু-ধর্ম্মকে রসিকতা, যথেচ্ছাচারকে প্রভুত্ব ও মৃগয়াকে ব্যায়াম বলিয়া গণনা করে। মিথ্যা স্তুতিবাদ করিতে না পারিলে, ধনীদিগের নিকটে জীবিকালাভ করা কঠিন। যাহারা অন্যকার্য্য-পরাঙ্মুখ ও কার্য্যাকার্য্য-বিবেকশূন্য হয় ও সর্ব্বদা বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, ধনেশ্বরকে জগদীশ্বর বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারাই ধনীগণের সন্নিধানে বসিতে পায় ও প্রশংসা-ভাজন হয়। প্রভু স্তুতিবাদকে যথার্থবাদী বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহার সহিতই আলাপ করেন, তাহার পরামর্শক্রমেই কার্য্য করিয়া থাকেন। স্পষ্টবক্তা উপদেষ্টাকে নিন্দক বলিয়া অবজ্ঞা করেন, নিকটেও বসিতে দেন না।" কা, ব,

২য়—প্রাকৃত প্রণালী যথা ;—

"যাহাদিগের আপনার ভাল হইবার সম্ভাবনা নাই, পরের ভাল দেখিলে তাহাদিগের চোখ টাটিয়া উঠে। এ নিমিত্ত তাহারা পরের প্রাধান্য-লোপার্থ অসূয়া করে।" বে, স,

"আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥
খুন হয়েছিনু বাছা, চুণ চেয়ে চেয়ে।
শেষে না কুলায় কড়ী, আনিলাম চেয়ে॥" বি, সু,

চোখ, আট, আধ ও বাছা শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশ। টাটিয়া, চিনি, চেয়ে ও কড়ী প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা।

এই অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত ও অন্যত্র নানাভাষামিশ্রিত রচনার উদাহরণগুলির শব্দার্থ নিম্নে দেখ।

সিনান—স্নান। ভেল—হইল। উচল—উচ্চ। লছমি—লক্ষ্মী। পিয়াস—পিপাসা। বজর—বজ্র। পুছসি—জিজ্ঞাসা করিতেছ। কৈছন—কিরূপ। কো—কেহ। কহু—কহে। কোই—কেহ। রসমেহ—রসমেঘ। সোই—সেই। মঝু—আমার। বরিখয়ে—বরিষয়ে। অছু—আছে। পেখনু—দেখ। অনুপাম—অনুপম। যাচত—যেচে বেড়ান। যাক—যাহার। যছু—যাহার। সঞ্চরু—সঞ্চারিত হইয়া। উমড়য়ি—উথলিয়া। যাকর—যাহার। ঠাম—ঠাঁই। নিহারসি—দেখিতেছ। যৈছনে—যেরূপে। শ্যামরু—শ্যামল।

প্রশ্নাবলী

নিম্নলিখিত প্রশ্নত্রয় কোন্ রস, কোন্ গুণ, কোন্ রীতি, কোন অলঙ্কার, কোন্ দোষ ও ভাষা-রচনার কোন্ প্রণালীর উদাহরণ—অলঙ্কারের সূত্রানুসারে বল?

১ম—"এই স্থানে এক মুনি করুণা করিয়া আমাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মুক্তি-পথের উপদেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই সদুপদেশ শ্রবণ করিলাম বটে; কিন্তু তদ্দ্বারা আমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূরীকৃত হইল না। মধ্যে মধ্যে এক একবার সংসার স্মরণ হওয়াতে শোকে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। কতই মনে হইতে লাগিল! হায়! যে আমি অসীম ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া অনায়াসলভ্য নানাবিধ সুখসেব্য দ্রব্যজাত উপভোগ করিয়া সুখে কালযাপন করিতাম, সেই আমি এক্ষণে এই অনাসন্ন স্থানে ক্ষুৎপিপাসাদি দুঃখে অবসন্ন হইয়া চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিতেছি। যে আমি সেই স্বর্গতুল্য ভবনে অপূর্ব্ব শয্যায় শয়ন করিয়া কোমলাঙ্গী কামিনী সঙ্গে পরমসুখে যামিনীযাপন করিতাম, সেই আমি এক্ষণে এই অনাবৃত ও অপরিস্কৃত প্রদেশে ভূমি-শয্যায় শয়ন করিয়া শৃগালীগণ বেষ্টিত হইয়া অতি কষ্টে রাত্রি প্রভাত করিতেছি!

চায়। সেই পাপীয়সী বেশ্যাই আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আমাকে এইরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়াছে।” দ, কু,

২য়—“মন কহে মিথ্যা নহে, সত্য কহি আমি।
তোমরা পশ্চাতে রহ হই অগ্রগামী ॥” ক, বি, সু,

৩য়—“আকার হকার বর্ণে আকার সংযুক্ত।
উহু উহু মুহুর্ম্মুহুঃ কেশপাশ মুক্ত ॥ ক, বি, সু,

স্বীয়া নায়িকার লক্ষণ

নয়ন অমৃত-নদী　　　　সর্ব্বদা চঞ্চল যদি
নিজপতি বিনা কভু, অন্য জনে চায় না।
হাস্য অমৃতের সিন্ধু　　　　ভুলায় বিদ্যুৎ ইন্দু,
কদাচ অধর বিনা অন্য দিকে যায় না।
অমৃতের ধার ভাষ,　　　　পতির শ্রবণে আশ,
প্রিয়সখী বিনা কভু অন্য কাণে যায় না।
রীতি রতি গতি মতি,　　　　কেবল পতির প্রতি,
ক্রোধ হ'লে মৌনভাব কেহ টের পায় না ॥ রসমঞ্জরী।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে রীতিপরিচ্ছেদ।

ছন্দঃপরিচ্ছেদ (Versification.)

১। যে পদকদম্ব কতিপয় পরিমিত অক্ষরে সম্বদ্ধ ও যাহা শ্রবণমাত্র শ্রবণের ও মনের প্রীতি বা আনন্দ জন্মাইয়া দেয়, তাহাকে ছন্দঃ (verse) বা পদ্য বলে।

ছন্দঃ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ। ইহারই পারিপাট্য হেতু পদ্যময় কাব্যের অঙ্গসৌষ্ঠব হইয়া থাকে। ছন্দো-দোষে পদ্যময় কাব্যের অঙ্গবৈকল্য ঘটে এবং অধিকাংশ স্থলে রসভাবাদি থাকিলেও ইহা লোকের নিকট তাদৃশ আনন্দদায়ক হয় না।

বঙ্গভাষায় একটী একটী কবিতায় যে কয়েকটী পদ (চরণ বা অংশ) থাকে, তাহা লইয়াই ছন্দঃ গণনা করা যায়।

এই পদ একাক্ষরেও হইতে পারে। কিন্তু কেবল ব্যঞ্জনবর্ণে হয় না। স্বরযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ অথবা কেবল স্বর দ্বারাই পদ সমাধা হইতে পারে।—সে, দে, নে, অ, আ, ই ইত্যাদি স্বরবর্ণ।

সঙ্গীত শাস্ত্রের নিয়মানুসারে ষড়্জের সা, ঋষভের ঋ (রি), গান্ধারের গা, মধ্যমের মা, পঞ্চমের পা, ধৈবতের ধা, নিষাদের নি। এই সপ্ত স্বরের আদ্যবর্ণ লইয়া সঙ্গীতের ছন্দ ও স্বর (সুর) গণনা করা হয়। সুতরাং সা—রি —গা—মা—পা—ধা—নি। নি—ধা—পা—মা—গা—রি—সা। প্রত্যেকে একাক্ষরী গণ *

একাক্ষরা বৃত্তি লঘু ও গুরু ভেদে দুই প্রকার। যথা ;—নি—ধ—প—ম—গ—রি—সা।

হ্রস্ব স্বর লঘু, দীর্ঘ স্বর গুরু ; যুক্তাক্ষরের পূর্ব্বস্থ লঘুস্বরও গুরু, অনুস্বার ও বিসর্গ-যুক্ত বর্ণ গুরু বলিয়া গণ্য। হ্রস্ব স্বরকে একমাত্র ও দীর্ঘ স্বরকে দ্বিমাত্র কহে। এক লঘুস্বর যুক্ত বর্ণ বা এক লঘুস্বরের সাঙ্কেতিক নাম ল-গণ। ও এক দীর্ঘ স্বরযুক্ত বর্ণ বা এক দীর্ঘ স্বরের সাঙ্কেতিক নাম গ-গণ। যথা :—

অ, আ, ই, ঈ এবং ক, খ, গ, ও, গো, কা, কৈ ইত্যাদি একাক্ষরা বৃত্তির উদাহরণ। যথা,—শ্রী, হ্রী, ভ্রূ ইত্যাদি।

* ময়ূরের শব্দের অনুকারী স্বরের নাম ষড়্জ, ষাড়ের শব্দের সদৃশ স্বরের নাম ঋষভ। ছাগের রব তুল্য স্বরের নাম গান্ধার। বকের শব্দ সদৃশ স্বরকে মধ্যম বলে। বসন্তকালে কোকিলগণ উন্মত্ত হইয়া যেরূপ শব্দ করে, সে শব্দকে পঞ্চম কহা যায়। অশ্বের হ্রেষারবের অনুকারী শব্দকে ধৈবত বলে। হস্তীর বৃংহিত শব্দের তুল্য স্বরকে নিষাদ বলে।

দ্ব্যক্ষরাবৃত্তিগণ

দুইটী স্বরবর্ণ যুক্ত। ইহা দুই বা তিন অথবা চারি মাত্রায় সম্পন্ন হয়। যথা;

কত সক (ডমরু কেশরী) মধ্য খান।
হর-গৌরী করপদে আছে পরিমাণ॥ অ, ম,

দ্ব্যক্ষরাবৃত্তি কবিতাকে কন্যা বলে।

যথা—রাজা মারে। কেবা রাখে॥
বিষ্ণু রত্নে। পাবে যত্নে॥ ছ, মা,

ত্র্যক্ষরা বৃত্তি।

ইহার নাম কুমারী। যথা;

কি রাখি ঘি রাখি। কৈ খাই দৈ নাই॥ শি, শি,
মৈ টানে কৈ আনে। ছা কারে না সরে॥ শি, শি,

চতুরক্ষরা বৃত্তি।

ইহার নাম সতী　যথা:

যত কয় তত নয়।　দান চায় মান যায়॥
ঘন তৃষা গণমৃষা।　কেবা নরে সেবা করে॥ শি, শি,
শিখি নাই লিখি ত ই।　মণিহার ফণি পায়॥ শি, শি,

পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি।

ইহাকে পঙ্‌ক্তি বলে। যথা;

ধর বচন কর রচন।　যত কৌরব হত গৌরব॥ শি, শি,
শমন ভয় দমন হয়।　স্মরণ দায় শরণ চায়॥ শি, শি,

ষড়ক্ষরা বৃত্তি॥

ইহাকে রসবতী কহে। যথা;

কবিতা কি ধন।　জানে কবিগণ॥
না বুঝে ইতরে।　অনাদর করে॥
কি গুণ রতনে।　পশু কি তা গণে॥ ছ, মা,

মিঠাই খাইব। কোথায় পাইব ॥
সকল পড়িব। ঘোড়ায় চড়িব ॥ শি, শি,

সপ্তাক্ষরা বৃত্তি (দুই পাদে সমাপ্ত)।

ইহাকে মধুমতী বলে।
তৃতীয়ে যতি রবে। তুরীয়ে নাহি হবে ॥
সপ্তটী বর্ণ পাদে। এ মধুমতী ছাঁদে ॥ ছ, ম,

অষ্টাক্ষরা বৃত্তি।

ইহাকে ভৃঙ্গাবলী বলে।
যথা—কবি কালিদাস কয়। যাহা ভাব তাহা নয় ॥
মালা গাঁথি গলে পরি। বাঁশী বাজে গান করি ॥
পুঁথি পড় পাঠ বল। বেলা নাই বাড়ী চল ॥ শি, শি,

নবাক্ষরা বৃত্তি।

যথা—চিরদিন পিতা রবে না। হেন সুখ চির হবে না ॥
নিজ গুণ ধন হইলে। চির সুখ হাতে থুইলে ॥ ছ, মা,

দিগক্ষরা বৃত্তি।

ছন্দোনাম দিগক্ষরা কয়। চরণেও দিগক্ষর হয় ॥ ছ, মা,

একাদশাক্ষরা বৃত্তি—মল্লিকামালা বা একাবলী।

প্রতি চরণ একাদশ অক্ষরে চারি যতি বিশিষ্ট দুই চরণে সম্বন্ধ কবিতাকে মল্লিকামালা বা একাবলী বলে।

যথা—এ ভব ভবন কুসুম বন।
কুসুম স্বরূপ মনুজগণ ॥ স, শ,
পরমায়ু বৃক্ষে পরম সুখে।
হেলিছে দুলিছে প্রফুল্ল মুখে ॥ স,শ,

মিশ্র একাবলী।

একাদশ অক্ষর মধ্যে পাঁচটী যতি থাকে ও দুই পদে কবিতা সমাপ্ত হয়। যথা—

বিদ্যা কহে দেখি চিকণ হার।
এ গাঁথনি আমি নহে তোমার ॥ বি, সু,

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি—মণিকর্ণিকা।

চতুর্বিংশতি অক্ষরে দুই পাদে সমাপ্ত হয় এবং প্রত্যেক অক্ষরেই স্বর থাকে, তন্মধ্যে প্রত্যেক তৃতীয় বর্ণ গুরু, অপরগুলি হ্রস্ব।

যথা— কত রত্ন বিলুণ্ঠিত পাদতলে।
কত কাচ শিরের বিভূষণ রে ॥ স, শ,

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি—মৃগনয়না।

যথা — নলিনীর এ জনম বৃথা হইল।
পূর্ণ শশধর যেবা নাহি হেরিল ॥
শশীর জনম তথা গেল বিফলে।
না হেরিল হেন বিকসিত কমলে ॥ ছ, মা,

এক একটী কবিতায় পদ অর্থাৎ যত চরণ (প্রধান বিভাগ) থাকে, তাহা ধরিয়া বঙ্গভাষায় ছন্দঃ গণনা করা হয়। যথা ; ত্রিপদী, চৌপদী, বিষমপদী ইত্যাদি। এই নিয়মানুসারে পয়রকে দ্বিপদী বলা যাইতে পারে।

চারি চরণের ন্যূনে একটী শ্লোক হয় না। ঐ চরণ ও পদ এক নহে। পদ শব্দে প্রধান বিভাগ।

২। চারি চরণের কোন চরণের শেষস্থিত শব্দের সহিত অন্য চরণের শেষস্থ শব্দের সাদৃশ্য থাকিলে, উহাকে মিল বা মিত্রাক্ষর ছন্দঃ (Rhyme) বলা যায়।

ইহা প্রথমসম, অর্দ্ধসম, পর্য্যায়সম, ইত্যাদি ভেদে নানাপ্রকার।

৩। যে কবিতার কোন পদের সহিত কোন পদের শেষ শব্দের সমতা দেখা যায় না, তাহাকে অমিল বা অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ (Blank verse) কহে।

মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভেদ ক্রমে দেখান যাইতেছে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ (Rhyme.)

"অধম উত্তম হয, উত্তমের সাথে ;
পুষ্প সঙ্গে যেন কীট, উঠে সুরমাথে ॥" মা, সি,

পর্য্যায়-সম (Alternate rhyme.)

৪। যে কবিতার প্রথম চরণ তৃতীয় চরণের ও দ্বিতীয় চরণ চতুর্থ চরণের সহিত সমান, তাহাকে পর্য্যায়সম কহা যায়। যথা ;

"না বাছা! বলিতে কথা, বিদরে হৃদয়।
সংসার-ললাম সেই কুসুম শোভন,
কোরক-সময়ে কাল-কীট নির্দয়
ছেদিয়াছে বৃন্ত তার, হরেছে জীবন ॥" প, পা,

"তারা সব সখীগণ,
প্রবেশ করিল কামিনীর নিকেতন।
(এ) কথা কহিছে মদন (এ-অধিক)
শুক মুখে শুনে সারী মুদিয়ে নয়ন ॥" স, সো, ত,

পর্য্যায় ও শেষসম যথা,

"বনিতারো বহুমানে তুমি সম্বর্দ্ধিত,
চিকনিয়া চন্দ্রমুখী মালা গাঁথি পরে ;
কুটিল কবরী তার কুসুমে জড়িত,
ফণিনীর শিরোমণি সপ্রমাণ করে।

রজত কাঞ্চন, জানি যত মান যার,
পুষ্পাকারে অঙ্গে কেন উঠে অঙ্গনার?" প, পা,

পর্য্যায়-বিষম-সম যথা ;

"মানস সরসে সখি ভাসিছে মরাল রে,
কমল-কাননে।
কমলিনী কোন ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে,
বঞ্চিয়া রমণে?
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে,
মদনরাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
যদি অবহেলা করি. রুষিবে শম্বর-অরি,
কে সম্বরে স্মরশরে এ তিন ভুবনে।" ব্র, অ,

বৃত্তগন্ধি (Hemistich.)

৫। যে সকল শব্দ পরিমিত অক্ষরে নিবদ্ধ হইয়া এক চরণ মধ্যে ক্রিয়া সমাপ্তি করে এবং অন্য ক্রিয়াদির অপেক্ষা না রাখে, তাহাকে তদবস্থায় বৃত্তগন্ধি বলা যায়।

যথা:— "কটু বাক্য নাহি কবে।
কু কাজে অখ্যাতি হবে।
আরোগ্য সুখের মূল।—১ শি, শি,
কু কথা কদাপি বাচ্য নহে।
অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়।"—২ শি, শি,

১ম স্থলে আট অক্ষর, ২য় স্থলে দশ অক্ষরে সম্বদ্ধ।

বঙ্গ ভাষায় কতিপয় ছন্দঃ সংস্কৃতানুযায়ী রচিত হইয়াছে, তাহাদিগের ভেদ পরে ক্রমশঃ দেখান যাইবে। এক্ষণে পয়ারাদি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ছন্দের লক্ষণাদি প্রদর্শিত হইতেছে।

পয়ার ছন্দঃ (Couplet or distich)

৬। এই ছন্দে সর্ব্বসমেত ২৮টী অক্ষর থাকে; পূর্ব্বার্দ্ধ ১৪ ও পরার্দ্ধ ১৪টী অক্ষরে বিভক্ত হয়; পূর্ব্বার্দ্ধের ও পরার্দ্ধের প্রথম চরণ প্রায়ই আট আট অক্ষরে সম্বদ্ধ, শেষ চরণ ছয় ছয় অক্ষরে সম্বদ্ধ হয়। যথা;

"কেবা করে করি-করে, সে উরু তুলনা।
কদলী তুলনা তার, মনেও ভুলনা॥" বা, দ,

"কেন কেন কেন প্রিয়ে এমন হইল ভাব হে?
বীর-বালা বীরে মালা দান করি অভাব কি ভাব হে?
সাধ্য কার সমরে আমার হে কে করে অপমান হে?
তব প্রসাদাৎ আমি সবে ভাবি কীটের সমান হে॥" ক, দে,

শেষোক্ত উদাহরণ পয়ারের রীতি অনুসারে রচিত হইয়াছে। কিন্তু পয়ার হইতে পাঁচ অক্ষর অধিক আছে।

সচরাচর পয়ার যেরূপ দেখা যায়, তাহার সাধারণ নিয়ম এই—

৭। কবিতার প্রত্যেক অর্দ্ধে চতুর্দ্দশ বর্ণ ও অষ্টম বর্ণের পর যতি পতিত হয়। কিন্তু কখন কখন ১৫ বা ১৬ বা ১৭ অক্ষরেও পয়ার লিখিত হইয়া থাকে।

'হে,' 'রে,' অথবা কোন শব্দ দ্বারা ১৫ বর্ণ হয়। 'যথা' 'জয়' ইত্যাদি, অথবা কোন শব্দ সহযোগে ১৬ অক্ষরের পয়ার হয়। সপ্তম অক্ষরে যতি দিলে শুনিতে সুন্দর হয় না।

বিশেষ নিয়ম।—ওজোগুণ-প্রধান রচনায় প্রথম ও নবম বর্ণ গুরু ও অষ্টম অক্ষরের পর যতি দেওয়া আবশ্যক। প্রসাদগুণ বর্ণনার সময় যত কোমল ও অসংযুক্ত বর্ণ প্রয়োগ করা যায়, ততই ভাল।

পয়ারের একটী চমৎকারিত্ব এই যে, সকল প্রকার রসব্যঞ্জক রচনাই ইহাতে রচিত হইতে পারে। এমন অনেক প্রকার ছন্দঃ আছে যে, যাহা

কেবল বিশেষ বিশেষ রসবর্ণনাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে, সেই সেই বিষয় ভিন্ন অন্য রচনায় প্রয়োগ করিলে শুনিতে ভাল হয় না, কখন বা হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। যথা,—বিদ্যা-সুন্দরে আদিরস বর্ণনার সময় তোটক ছন্দঃ প্রয়োগ এবং অন্নদামঙ্গলে শিবের দক্ষালয়ে যাত্রায় ভুজঙ্গপ্রয়াত মনোহর হইয়াছে। ঐগুলি অন্যরূপে রচিত হইলে বোধ হয় ভাল হইত না।

যতি (Pause.)

৮। পাঠকালে প্রধানতঃ নিশ্বাসের বিশ্রামস্থলকে যতি কহিয়া থাকে। বঙ্গভাষায় হসন্ত বর্ণও একটী বর্ণ বলিয়া গণ্য করা যায়। কিন্তু সংস্কৃতে হসন্ত বর্ণ পদ্যে বর্ণগণনার মধ্যে পরিগণিত হয় না। বঙ্গভাষায় কতিপয় স্থল ব্যতীত মাত্রাগণনার প্রতিও দৃষ্টিপাত না করিলে তত ক্ষতি হয় না। হ্রস্ব দীর্ঘ বিবেচনা করিয়া লিখিতে পারিলেই উত্তম হয়। বঙ্গভাষায় সংযুক্ত অক্ষর একটী মাত্র অক্ষর বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

যথা:—"সুপাপিষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাস, প্রচণ্ড তপন।
রবি-করে করে সর্ব্ব শরীর দাহন ॥" ক, ক, চ,
"কহ না নারদ মুনি, দেশের বারতা।
এতদিন মহামুনি, ছিলে তুমি কোথা ॥
এই ত্রিভুবনে নাহি, তোমার সমান।
ভূত ভবিষ্যৎ তুমি ; জ্ঞান বর্ত্তমান ॥
দণ্ডবৎ হ'য়ে মুনি, করিলা প্রণাম।
আজি বুঝিলাম সিদ্ধ, হৈল হরিনাম ॥" ক, ক, চ,

ভবিষ্যৎ এই ৎটী হসন্তবর্ণ। অন্যান্যাংশে সংযুক্ত অক্ষর আছে।

পয়ারে আট অক্ষরে ও ছয় অক্ষরে যতি যথা ;
"কোটি শশী জিনি মুখ, কমলের গন্ধ।
ঝাকে ঝাকে অলি উড়ে, মধুলোভে অন্ধ ॥

ভুরু দেখি ফুলধনু, ধনু ফেলাইয়া।
লুকায় মাজার মাঝে, অনঙ্গ হইয়া॥" অ, ম,
"কে জানে কি বিষ আছে, নয়নে তাহার।
কটাক্ষে পুরুষে করে, জীবনে সংহার॥" বা, দ.

পয়ারের প্রথমাংশে সাত অক্ষরে যতি যথা ;

বিনোদিনী যখন, বিনায়ে বাঁধে বেণী। ১
পুরুষে বধিতে শিরে, ধরয়ে নাগিনী॥ ৩ বা, দ,
জাল দিয়া দুগ্ধেরে, বিনাশ যবে করে। ২
ক্ষীরের প্রীতিতে নীর, আগে যায় সরে॥
জলের দেখিয়া মৃত্যু, দুগ্ধ তার স্নেহে।
উথলিয়া উঠে ঝাঁপ, দিতে সেই দাহে॥
এই মত সজ্জন, মরণ অবসরে। ৩
যথাসাধ্য অপরের, উপকার করে॥ বা, দ,
চোর বিদ্যা বিচার, আমার নহে পণ। ৪
চোর সহ কি বিচার, করে সাধু জন॥" বি, সু,

পয়ারের গণ-নির্ণয়।

৯। পয়ারের প্রথমার্দ্ধে দুইপদ ও শেষার্দ্ধে দুই পদ। সুতরাং পূর্ব্বার্দ্ধে ১৪ ও পরার্দ্ধে ১৪ অক্ষর থাকে। ১৪টী অক্ষর আবার শ্বাস-পতন অনুসারে ৮ ও ৬টাতে বিভক্ত হইয়া দুইটী প্রধান যতির স্থল হয়। কখনও বা সমাংশে বিভক্ত হয়, তখন ৭ অক্ষর পরে যতি পড়ে।

পয়ারের ১ম ও ৩য় অংশের অষ্টাক্ষরী গণ।	পয়ারের ২য় ও ৪র্থ অংশে ষড়ক্ষরী গণ।—
২+২+২+২=৮ (১ম প্রকার)	২+২+২=৬ (১ম প্রকার)
তিন জনে বার মুখ,	পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই,	হাঁড়ি পানে চায়।

২+২+৪=৮ (২য় প্রকার) ২+৪=৬ (২য় প্রকার)
মায়া করি ধাবকায়　　　　যাবে দুবাশয়।
২+৪+২=৮ (৩য় প্রকার) ৩+১+২=৬ (৩য় প্রকার)
অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ তব,　　　　পড়িল যেখানে।
৩+৩+২=৮ (৪র্থ প্রকার) ৪+২=৬ (৪র্থ প্রকার)
কথায় পঞ্চম স্বর,　　　　শিখিবার আশে।
৪+২+২=৮ (৫ম প্রকার) (১ম প্রকার)
সম্পদের সীমা নাই　　　　বুড়া গরু পুঁজি।
৪+৪=৮ (৬ষ্ঠ প্রকার) ৩+৩=৬ (৫ম প্রকার)
গজানন ষড়ানন　　　　হইল কুমার।

সপ্তাক্ষরী গণ।—

কাঁদে রাণী মেনকা,　　　　চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখ বাজায়ে,　　　　নারদ মুনি হাসে॥—অ, ম,

ছাত্রগণের শিক্ষার্থে গণ স্থির করিবার জন্য নানাপ্রকার উদাহরণের একদেশ দেখান গেল। এইরূপ আরও অনেক প্রকার হইতে পারে।

"যোগ করে দুটী পুত্র, ল'য়ে তার পর।
পাতিত পুরটপীঠে, রামেশ্বর বসে পুরহর॥"

পর্য্যায় সম।

"দুর্লভ জীবন দিয়া পাপ তাপ যত
না বুঝিয়া করিয়াছি ক্রয়।
সংসারের প্রলোভনে ভুলি অবিরত
তব ধন করিয়াছি ক্ষয়॥"

মধ্য সম পয়ার।

চতুর্দ্দশ অক্ষর নিবদ্ধ চারি চরণের মধ্যে প্রথমটি চতুর্থের সহিত, দ্বিতীয়টি তৃতীয়ের সহিত শেষবর্ণে এবং অক্ষর সংখ্যায় মিলিয়া যায়। যথা—

"অনিত্য সংসারতত্ব, সেবিয়া যতনে,
দারা পুত্র পরিজনে, হইয়া বেষ্টিত।
মায়ার মোহনে সদা রয়েছে মোহিত,
ভাবিলে না নিরাময়ে একবার মনে ॥"

প্রকৃত পয়ার।

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটী সুতে সপ্ত মুখ, পঞ্চমুখ পতি ॥
তিন জনে একুনে, বদন হোলো বার।
গুটী গুটী দুটী হাতে, যত দিতে পার ॥
তিন জনে বারমুখ, পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাই, হাঁড়ি পানে চায় ॥
দেখে দেখে পদ্মাবতী, বসে এক পাশে।
বদনে বসন দিয়া, মন্দ মন্দ হাসে ॥
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায়, হস্ত দিয়া শাকে।
অন্নপূর্ণা অন্ন আন, রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে ॥" রামেশ্বর।
"গৃহস্থ গরীব যার, সাত গেটে ট্যানা।
সোহাগে মাগীর কাণে, কাঁটি কড়ি সোনা ॥" প্র, ক,
"কেবল আশার আশা, মনে করি সার।
কাটায় সুদীর্ঘ নিশা, ভাবিয়া অসার ॥
আশাসঙ্গে যত সঙ্গ, হয় সঙ্গোপনে।
ততই আশার প্রতি, বাড়ে মনে মনে ॥
আশার মহিমা সীমা কি কব কথায় ॥
একা সবাকার মন, সমান যোগায়।" ম-মো-ত
"অরুণের রঙ্গ দেয়, অধর রঙ্গিমা।
চঞ্চলা চঞ্চলা দেখি, হাস্তের ভঙ্গিমা ॥

রতন কাঁচুলী সাড়ী, বিজুলী চমকে।
মণিময় আভরণ, চমকে ঝমকে॥
কথায় পঞ্চম স্বর শিখিবারে আশে।
ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিল কোকিলা চারি পাশে॥
কঙ্কণ-ঝঙ্কার হৈতে, শিখিতে ঝঙ্কার।
ঝাঁকে ঝাঁকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার॥
চক্ষুর চলন দেখে, শিখিতে চলনি।
ঝাঁকে ঝাঁকে নাচে কাছে, খঞ্জন খঞ্জনী॥
নিরুপম সেরূপ কিরূপ কব আমি।
যেরূপ হেরিয়া, কাম-রিপু হন কামী॥" অ, ম,

১০। কোমলতা সাধনার্থ পদ্যে কোন কোন পদের প্রকৃতি বা প্রত্যয় বিকৃত করিয়া, ব্যবহৃত হয়। ঐগুলি গদ্যে ব্যবহৃত হইলে, চ্যুতসংস্কৃতি নামক দোষ ঘটে *। যথা—

বিপ্রকর্ষণ।

প্রকৃত পদ	বিকৃত পদ	প্রকৃত পদ	বিকৃত পদ
জন্ম	জনম	অদ্ভুত	অদভুত
ত্রাস	তরাস	গর্জ্জন	গরজন
ধর্ম্ম	ধরম	দর্শন	দরশন
প্রাণ	পরাণ	নির্দ্দয়	নিরদয়
প্রীতি	পীরিতি	প্রকাশ	পরকাশ
ভক্তি	ভকতি	প্রমাদ	পরমাদ

* নানা প্রকারে ভাষার রূপান্তরতা ঘটে। তন্মধ্যে ভাষাগত সংযুক্ত শব্দ সকলের কোমলতাসম্পাদন অন্যতম। ঐ কোমলতা দ্বিবিধ। যথা সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণ নদ্যাদি শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদে নদী আদি করাকে সম্প্রসারণ এবং ধর্ম্ম, কর্ম্ম প্রভৃতি শব্দের সংযুক্ত বর্ণের বিশ্লেষে ধরম, করম, এই প্রকার অসংযুক্ত শব্দ করাকে বিপ্রকর্ষণ কহে।

প্রকৃত পদ	বিকৃত পদ	প্রকৃত পদ	বিকৃত পদ
মগ্ন	মগন	প্রসাদ	পরসাদ
বর্ণ	বরণ	বিমর্ষ	বিমরিষ
বর্ষা	বরষা	প্রবাস	পরবাস
যত্ন	যতন	নিস্মাণ	নিরমাণ
রত্ন	রতন	নির্ম্মল	নিরমল
স্বপ্ন	স্বপন	বর্ষণ	বরিষণ
হর্ষ	হরিষ	ইত্যাদি ।—	

এখানে দ্ব্যক্ষরীগণকে ত্র্যক্ষরী করা হইয়াছে। এখানে ত্র্যক্ষরীগণকে চতুরক্ষরী করা হইয়াছে।

সংযুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণ বিলোপে বিকৃত পদ। যথা ;—

উচ্চ	উচ	চিত্ত	চিত
উচ্ছলে	উছলে	নিষ্ঠুর	নিঠুর
উদ্ধার	উধার	স্পর্শ	পরশ ইত্যাদি।

সমসংখ্যক বর্ণে পরিবর্ত্তিত অসদৃশ পদ যথা ;

মধ্যে	মাঝে	অমৃত	অমিয়
যুধ	যুঝে	উত্থিত	উথলে
বদন	বয়ান	নির্দ্দয়	নিদয়
প্রযান	পয়ান	নিরীক্ষিয়া	নিরখিয়া
বিহীন	বিহন		ইত্যাদি।

অসমান ও অসদৃশ অক্ষরে পরিবর্ত্তিত পদ যথা,

উদ্গার	উগার	ধ্যান	ধেয়ান
কত	কতি, কতেক	প্রবেশ	পশ
খ্যাতি	খেয়াতি	যত	যতেক
ত্যাগ	তেয়াগ	হৃদয়	হিয়া
দ্বার	দুয়ার	জ্ঞান	গেয়ান ইত্যাদি।

ক্রিয়াগত মধ্যবর্ণ বিলোপে বিকৃত পদ যথা ;

কহেন	কয়	রহিব	রব
কহিব	কব	লইব	লব
যাইব	যাব	সহিব	সব ইত্যাদি।

১১। সংস্কৃত ধাতুর উপরে বাঙ্গালা ইয়াপ্রত্যয় নিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়া পদ্যে ব্যবহৃত হয়। যথা ;

কল্লিয়া, কুপিয়া, তুষিয়া, পুষিয়া, প্রণমিয়া, বঞ্চিয়া, বর্জিয়া, বিলাপিয়া ভর্ৎসিয়া, রুষিয়া, লভিয়া ইত্যাদি। এরূপ ক্রিয়া গদ্যে চলিত নহে।

নামধাতুর প্রয়োগেও ভুরি ভুরি দেখা যায়। যথা—ইচ্ছে, উত্তরিয়া, টঙ্কারিয়া, তেয়াগিয়া, নমস্কারিয়া, বিস্তারিয়া, বিশেষিয়া, রঙ্গিয়া, সঙ্গিয়া ইত্যাদি।

১২। শ্রুতিকটু পরিহার-জন্য স্থলবিশেষে পদ্যে ব্যাকরণের, অভিধানের, অলঙ্কারের ও ছন্দের লক্ষণ ও শাসন লঙ্ঘিত হইয়া থাকে বটে ; কিন্তু সেগুলি সহৃদয়জন-সম্মত নহে। ওরূপ স্থলগুলি অশক্তিকৃত পদ্য নামে অভিহিত হয়। যথা ;

বর্গের প্রথম বর্ণের সহিত দ্বিতীয়ের, তৃতীয় বর্ণের সহিত চতুর্থের এবং এক বর্গের পঞ্চম বর্ণ অন্য বর্গের পঞ্চম বর্ণের সহিত মিলন অধম মিলন ও অশক্তিকৃত মিলন বলিয়া গণ্য। কিন্তু স্থান বিশেষে অজন্তবর্ণ হলন্ত, হ্রস্ব স্বর দীর্ঘ ও দীর্ঘ স্বর হ্রস্ব রূপে উচ্চারিত হইয়া থাকে। এবং বর্গ্য জ অন্তঃস্থ য বর্ণের সহিত, শ ষ স এই বর্ণত্রয়ের একটী অপর দুইটীর সহিত এবং খ = ক্ষ, রি = ঋ, ণ = ন তুল্যবর্ণ বলিয়া গণ্য হয়।

অশক্তিকৃত যথা ;—"সবে হেরি যত্নবান্‌, ইন্দ্র হৈলা আগুয়ান্‌।
সকল বাঁটিয়া লও, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ।
সাবধান যেন কেহ, না হয় বঞ্চিত॥

উচ্চারণ-সাম্যে যে মিল, তাহার নাম অধম মিলন। যথা,—
"যার বুদ্ধি পরিপক্ক, বুঝিয়া সে বলে বাক্য
যদি হয় গণ্য, ধনেতে সম্পন্ন, গরবে না হয় শক্য॥

ধরয়ে ধৈর্য্য অক্ষয্য, নহে কভু নিরলজ্জ।
দ্বারেতে আবদ্ধ, ছলে নহে মুগ্ধ, ধূর্ত্ত সঙ্গ করে ত্যাজ্য॥
লইয়া তাহারে সাথ, চলিলা তবে পশ্চাৎ।
গণি পরমাদ, নাহি করে সাধ, সাধিতে এবে সে বাদ॥
পরে দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি, ধীরে ধরি কর তারি;
বলে বিধি বাম, মোর ধন মান, সকলি হরিল চক্রী॥
মোর যত মিত্রগণ, সবে হয় নরাধম।
একা তুমি গতি, তুমি মোর শক্তি, তুমি জ্ঞান মোর মর্ম্ম॥
তারা সবে করে তর্ক, যদি কহে দীন বাক্য।
মন দুখে খিন্ন, হয়ে দয়াপূর্ণ, কে করিবে মোরে লক্ষ্য॥
কেমনে করি হে সহ্য, মনে যে মানে না ধৈর্য্য।
হা প্রভু শ্রীকৃষ্ণ, দেখ মোর কষ্ট, মস্তকে পড়িল বজ্র॥

মিলন তিন প্রকার—উত্তম ১ম, মধ্যম ২য়, সামান্য ৩য়। স্বর ও হলবর্ণের সহিত পরস্পরের মিলন আবশ্যক। উত্তম=সমান বর্ণত্রয়। যথা,—উপান্ত্য স্বর ও অন্ত্যস্বরযুক্ত হল বর্ণ; যথা—করণ শরণ; মধ্যম=অন্ত্য ও উপান্ত্য বর্ণদ্বয়; যথা—রাবণ লবণ; অথবা সামান্য=কেবল শেষস্থিত একমাত্র অক্ষরের মিলন; যথা—বিদ্বান্ গুণিন্।

ভঙ্গ পয়ার।

১৩। ভঙ্গ পয়ারের প্রথম চরণ দ্বিতীয় চরণস্থলে পুনরাবৃত্তি করা যায়। তদনুসারে এই দুই চরণ আট আট অক্ষরে সম্বদ্ধ; তৃতীয় চরণে আট অক্ষর এবং চতুর্থ চরণে ছয় অক্ষর দেখা গিয়া থাকে। যথা;

"পণে জাতি কেবা চায়, পণে জাতি কেবা চায়।
প্রতিজ্ঞায় যেই জিনে, সেই ল'য়ে যায়॥

দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ, দেখ পুরাণ-প্রসঙ্গ।
যথা যথা পণ তথা তথা এই রঙ্গ ॥
শুনি সভাজন কয়, শুনি সভাজন কয়।
সেই বটে এই চোর, মানুষ ত নয় ॥" বি, সু,

লঘু ভঙ্গ পয়ার।

১৪। এই ছন্দঃ পয়ার অপেক্ষা এক এক চরণ হীন। ইহাতে ২য় পাদের শেষ ছয় অক্ষর থাকে না। সুতরাং ১ম পাদের সহিত ৪র্থ পাদের মিল করিতে হয়। যথা ;

ধনী বিনত বদনে　　　　।
এসো এসো বসো বলি তোষে সম্বোধনে ॥ বা, দ,

চতুর্দ্দশ অক্ষরাবৃত্তির নাম পয়ার। পঞ্চদশ অক্ষরাবৃত্তিকে মালতী বলে। ষোড়শাক্ষরাবৃত্তিকে কুসুমমালিকা কহা যায়। তদ্রুপ সপ্তদশাক্ষরবৃত্তিকে মালতী লতা বলিয়া আখ্যা দেওয়া যায়।

মালতী লতা।

যথা ;　তুমি ধনাশয়ে ধনীদের মুখ চেয়ে রও না।
দেখ ধনীরে তুষিতে তার মিথ্যা গুণ কও না ॥
কভু প্রভুর প্রলোভবাণী কাণে নাহি শুনিছ।
নাহি দুরাশায় দূরদেশে দ্রুতপদে ধাইছ ॥
আহা সময়ে কোমলতর দূর্ব্বাদল খাও হে।
দেখি নিদ্রা এলে তখনই সুখে নিদ্রা যাও হে ॥
নাহি পুণ্যবান্ ভাগ্যবান্ তব তুল্য আর হে।
হেন স্বাধীনতা সুখভোগ আর আছে কার হে ॥
আমি তাই ভাই মৃগবর জানিবারে চাই হে।
তুমি কি তপ করিয়াছিলে বল কোন ঠাঁই হে ॥ ছ, মা,

হংসমালা।

১৫। অষ্টাদশাক্ষরী পয়ারকে হংসমালা বলে। যথা;

উড়ে হেলিত, দুলিত, পত পত পত নাদে।
সুরঙ্গ রঞ্জিত কত শত নিশান আকাশে॥ ছ, কু,

পদ্মমালিকা।

ইহাতে উনবিংশ অক্ষর থাকে।

দেখ উদিল সুবরিষা হ'লো ধরণী সুরসা।
হেথা পশিল বালাকাশে চারু-বিবহ বরিষা।

ত্রিপদী ছন্দ: (Tiiplet.)

১৬। এই ছন্দের প্রথমার্দ্ধে তিন চরণ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে তিন চরণ থাকে। তদনুসারে ইহার ছয় স্থানে যতি পতিত হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম এই চারি এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ এই দুই চরণ সম-সংখ্যক অক্ষরে রচিত হয়। প্রথমার্দ্ধে প্রথম চরণস্থ শেষ বর্ণ, দ্বিতীয় চরণস্থ শেষ বর্ণের সহিত মিলে; দ্বিতীয়ার্দ্ধেও এইরূপ। প্রথমার্দ্ধের শেষ চরণস্থ অক্ষর, দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ চরণের অক্ষরের সহিত মিলে। এই দুই চরণে অন্য চারি চরণ অপেক্ষা অধিক অক্ষর থাকে।

ইহা লঘু ও দীর্ঘ-ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ত্রিপদী ছন্দ: (Short triplet.)

১৭। ইহাতে সমুদায়ে ৪০টী অক্ষর থাকে। পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে ছয়টী ছয়টী ও শেষ চরণে আটটী আটটী অক্ষর দেখা যায়। যথা;

"থাক থাক থাক, কাটাইব নাক,
আগেতে বাজাবে কহি।

মাথা মুড়াইব,　　　শালে চড়াইব,
　　ভারত কহিছে সহি ॥”　বি, সু,
“বদন-মণ্ডল,　　　চাঁদ নিরমল,
　　ঈষদ গোঁফের রেখা।
বিকচ কমলে,　　　যেন কুতুহলে
　　ভ্রমর-পাঁতির দেখা ॥
নয়নের তূণে,　　　আছে কত গুণে,
　　মদন-মোহন ইষু।
চাঁচর কুন্তলে,　　　মালতীর মালে,
　　ভ্রময়ে ভ্রমর-শিশু ॥”　বি, সু,

দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দঃ (Long triplet.)

১৮। ইহাতে সমুদায়ে ৫২টি অক্ষর থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে আটটী আটটী ও শেষার্দ্ধে দশটী অক্ষর দেখা যায়। লঘু ত্রিপদীর সহিত দীর্ঘ ত্রিপদীর এইমাত্র প্রভেদ। যথা ;

“কালিয় দহের জলে,　　　কুমারী কমলদলে,
　　গজ গিলে উগারে অঙ্গনা।”
অতি কৃশোদরী বালা,　　　মাতঙ্গ জিনিয়া লীলা,
　　শশিমুখী খঞ্জন-নয়না ॥”
“ছিল যেই সরসিজে,　　　সরোজ খাইল গজে,
　　অলিগণ উড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে।
আমি ত বৈদেশী সাধু,　　　তুমি অকলঙ্ক বিধু,
　　ছলে নাহি পাড়িহ বিপাকে ॥”　ক, ক, চ,

"লোভ ব্যাধ ফাঁদ পাতি ব'সে থাকে দিবা রাতি,
গুপ্তভাবে বিষয়-বিপনে।
দেখাইয়া সুশোভন অগণন প্রলোভন,
মুগ্ধ করে মানস-হরিণে॥"

তরল ত্রিপদী।

১৯। ইহাতে ২৪টী অক্ষর থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১ম ও ২য় চরণে নয়টী অক্ষর থাকে। যথা ;

"কহিতে কহিতে, দেখিতে দেখিতে,
অশ্ব প্রবেশিল তায় রে।
সুখ সমুদয়, হইল উদয়,
কহিব কি তায় কায় রে॥" বা, দ,

ভঙ্গ ত্রিপদী।

২০। এই ছন্দঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। সেই পাঁচ ভাগে পাঁচটী যতি পতিত হয়। এই ত্রিপদীর প্রথমার্দ্ধ দুই যতিতে সম্পূর্ণ এবং শেষ বর্ণে মিল থাকে। অপরার্দ্ধ সাধারণ ত্রিপদীর উত্তরার্দ্ধের ন্যায় ; বিশেষ মধ্যে এই যে, ইহার শেষাংশ প্রথমার্দ্ধের উভয় চরণের সহিত অক্ষর সংখ্যায় ও শেষ বর্ণে ঠিক মিলিয়া যায়।

ইহাও লঘু ও দীর্ঘ ভেদে দুই প্রকার।

লঘু ভঙ্গ ত্রিপদী।

২১। ইহাতে সমুদায়ে ৩৬টী অক্ষর থাকে। পূর্ব্বার্দ্ধ আট আট অক্ষরে সম্পূর্ণ ; উত্তরার্দ্ধ লঘু ত্রিপদীর ন্যায় ; বিশেষ এই যে, শেষাংশের শেষ বর্ণ পূর্ব্বার্দ্ধের উভয় চরণের শেষ বর্ণের সহিত মিলিয়া যায়। যথা ;

"সুন্দর হাসি আকুল,　　নাসী সকলের মূল,
বিস্তার নাসাপ,　　মোর আইশাশ,
পড়ি দিয়াছিল কুল ॥" বি, সু,
"ওরে বাছা ধূমকেতু,　　মা বাপের পূণ্য হেতু,
কেটে ফেল চোরে,　ছেড়ে দেহ মোরে,
ধর্ম্মের বান্ধহ সেতু ॥" বি, সু,

দীর্ঘ ভঙ্গ ত্রিপদী।

২২। ইহাতে লঘু ভঙ্গ ত্রিপদীর অপেক্ষা প্রতিচরণে দুইটী করিয়া অক্ষর অধিক থাকে। আর আর সমুদায় সমান। যথা;

"অরুণ-উদয়ে তারাগণ,　একে একে অদৃশ্য যেমন।
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে,　　যুদ্ধ করি প্রাণপণে,
ক্রমে ক্রমে পাইল পতন।" প, উ,

চতুষ্পদী বা চৌপদী।

২৩। চৌপদীর প্রথমার্দ্ধে চারি পাদ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে চারি পাদ থাকে; তদনুসারে ইহার আট স্থানে যতি পতিত হয়। ইহার প্রথমার্দ্ধের প্রথম তিন চরণ অক্ষর সংখ্যায় ও মিত্র বর্ণে পরস্পর সমান; দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রথম তিন চরণও অক্ষর-সংখ্যাদিতে সমান এবং চতুর্থ ও অষ্টম পাদ অক্ষর-সংখ্যায় ও মিত্রবর্ণে একরূপ।

ইহাও দীর্ঘ ও লঘু ভেদে দুই প্রকার।

দীর্ঘ চৌপদী।

২৪। দীর্ঘ চৌপদীর চতুর্থ ও অষ্টম পাদ ব্যতীত সকল পাদে আট আট বা তদপেক্ষা অধিক অক্ষর দেখা যায়। চতুর্থ ও অষ্টম পাদে অন্যান্য পাদ অপেক্ষা এক বা দুই অক্ষর ন্যূন থাকে। যথা;

কপাল-লোচন আধই আধে, মিলন হইল বড়ই সাধে,
দুই ভাগ অগ্নি একি অবাধে, হইল প্রণয় করি রে।
দোঁহার আধ আধ শশী, শোভা দিল বড় মিলিয়া বসি,
আধ জটাজুট গঙ্গা সরসী, আধই চারু কবরী রে॥
এক কাণে শোভে ফণিমণ্ডল, আর কাণে শোভে মণিকুণ্ডল,
আধ অঙ্গে শোভে বিভূতি ধবল, আধই গন্ধ কস্তুরী রে।
ভারত কবি গুণাকর রায়, কৃষ্ণচন্দ্র প্রেম ভকতি চায়,
হরগৌরী বিয়া হইল সায়, সবে বল হরি হরি রে।" অ, ম,

লঘু চৌপদী।

২৫। লঘু চৌপদীর চতুর্থ ও অষ্টম পাদ ব্যতীত আর সকল চরণেই ছয়টী ছয়টী অক্ষর থাকে। উক্ত চতুর্থ ও অষ্টম চরণে পাঁচ পাঁচ অক্ষর দেখা যায়।

"কি মেরুশিখর, কিবা বিধুবর, বিবেচনা কর,
কি তরুতলে।
শিখরী অচল, এ দেখি সচল, শশাঙ্ক সমল,
সকলে বলে॥
কেহ কহে হাসি, মনে মনে হাসি, সৌদামিনী রাশি,
এমনি হবে।
আর জন কহে, যে কহ সে নহে, সৌদামিনী বহে,
স্থিরতা কবে॥" ক, বি, সু,

২৬। লঘু চতুষ্পদীর পূর্ব্ব চরণে 'জয়' শব্দ যোগ দ্বারা দুই অক্ষর বৃদ্ধি ও শেষ চরণে দুই অক্ষর ন্যূনও দেখা যায়। কিন্তু প্রত্যেক ভাগের প্রথম দুই পাদে পাঁচ পাঁচ অক্ষর থাকে।

বক্ষ্যমাণ কবিতাংশে ঘাতন ও বঞ্জন শব্দ দুইটীর পর আরও দুইটী অক্ষর থাকা উচিত ছিল। কিন্তু এখানে তাহা নাই। যথা;

"জয় কৃষ্ণ কেশব, রাম রাঘব, কংশ দানব ঘাতন।
জয় পদ্মলোচন, নন্দ-নন্দন, কুঞ্জকানন রঞ্জন ॥" অ, ম,

শেষ পদে চারি অক্ষর-হীন
লঘু চৌপদী যথা ;

"কুসুমের ভার, রাখে চারি ধার, কি কহিব তায় শোভা।
যুবক যুবতী, পুলক মুরতি, রতি পতি মতি লোভা ॥ বা, দ,

এখানে শোভা ও লোভার পর চারি অক্ষর কম আছে।

মিশ্র ত্রিপদী।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে পয়ার বা পয়ারের সদৃশ অংশ, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে ত্রিপদীর তুল্য অংশ থাকিলে অমিত্রাক্ষর মিশ্র ত্রিপদী হয়। যথা ;

ফেলিয়া দিয়াছি আমি যত অলঙ্কার
রতন মুকুতা হীরা সব আভরণ।
ছিঁড়িয়াছি ফুল মালা, জুড়া'তে মনের জ্বালা,
চন্দন-চর্চ্চিত দেহে ভস্মের লেপন ॥ হেম।

সুধাগতি ছন্দঃ।

যাহার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে মিত্রাক্ষরে মিলিত নয়টি অক্ষর, তৃতীয় পাদে অষ্টাক্ষর ও চতুর্থ পাদে সপ্তাক্ষর এরূপ চৌপদীকে সুধাগতি ছন্দঃ কহা যায়। যথা ;

"ভূপতি বালিকা সাজিল, চিকন চিকুরে বাঁধিল,
সিন্দুরে মাজি থুইল, মুক্তা পাঁতি গাঁথিয়ে।" মধু, বা,

বিনোদিনী।

প্রথম দুই পাদ পয়ার, তৃতীয় পাদ চৌপদী এবং শেষ পাদ পয়ার যুক্ত মিশ্র চৌপদীর ন্যায় হইলে তাহাকে বিনোদিনী বলা যায়। যথা ;—

"রাখে কোন জন তারে, রাখে কোন জন,
গ্রহ যার প্রতিকূল, করে আচরণ।

প্রসারি সতত করে, কিছু না করিতে পারে,

অই দেখ পারাবারে হ'তেছে পতন।

রাখে কোন্ জন তারে, রাখে কোন্ জন। মধু, রা,

গৌররিনী ছন্দঃ।

২৭। এই ছন্দঃ আট চরণে সম্বন্ধ। চতুর্থ চরণের ও অষ্টম চরণের শেষ অক্ষর একরূপ। আর প্রথম তিন চরণের শেষ বর্ণ মিত্রাক্ষরে সম্বন্ধ। দ্বিতীয় পাদের তিন চরণ পরস্পর মিত্র বর্ণে নিবন্ধ। যথা;

হিংসার উক্তি।

হেরে দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,

সুখে আছে পরস্পরে, আজও এরা মরেনি।

কত সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে মরে,

এখনও এদের ঘরে, যম এসে ধরেনি! ঈশ্বর গুপ্ত

মালঝাঁপ।

২৮। মালঝাঁপের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণ চারি চারি অক্ষরে সম্বন্ধ ও পরস্পর মিত্রাক্ষর। অবশিষ্ট দুই চরণে দুই বা তিন বর্ণ থাকে ও মিলে। যথা;

"কোতোয়াল, যেন কাল, খাঁড়াঢাল, ঝাঁকে।
ধরি বাণ, খরশান, হান হান, হাঁকে॥ বি, সু,
"কি রূপসী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি, পড়ে।
প্রাণ দহে, কত সহে, নাহি রহে, ধড়ে॥
মধ্য ক্ষীণ, কুচ পীন, শশহীন, শশী।
আস্তবর, হাস্তবর, বিম্বাধর, রাশি॥
নাসা তুল, তিল ফুল, চিন্তাকুল ঈশ।
বাক্য সৃষ্টি, সুধা বৃষ্টি, লোল দৃষ্টি, বিষ॥
দন্তাবলী, শিশু অলি, কুন্দকলি, মাঝে।
ভুরু অণু, কাম ধনু, হেমতনু, সাজে॥" ক, বি, সু,

একাবলী ছন্দঃ।

২৯। এই ছন্দঃ পয়ার অপেক্ষা ন্যূনাক্ষরে রচিত হইয়া থাকে। ইহার প্রথম যতি প্রায় ছয় অক্ষরের পরে পতিত হয়। কদাচিৎ সপ্তম অক্ষরেও দেখা যায়।

পয়ার ছন্দে তিন অক্ষর ন্যূন হইলে, একাদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী এবং দুই অক্ষর ন্যূন হইলে দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী কহে।

একাদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী যথা ;

"ছাড় আই বলা, জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া আগায় জল ॥
বড়র পিরীতি, বালীর বাঁধ।
ক্ষণে হাতে দড়ী, ক্ষণেকে চাঁদ ॥" বি, সু,

দ্বাদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী যথা ;

"নয়ন যুগলে সলিল গলিত।
কনক মুকুরে মুকুতা খচিত ॥" ক, বি, সু,

ত্রয়োদশাক্ষরাবৃত্তি একাবলী যথা ;

"অয়ি সুবদনি, কেন রহ গরবে।
এ নব যৌবন, ক দিন বল রবে ॥"—বন্ধু

ললিত ছন্দঃ।

৩০। এই ছন্দের আট স্থানে যতি পতিত হয় ; তদনুসারে ইহার পূর্ব্বার্দ্ধে চারি চরণ ও অপরার্দ্ধে চারি চরণ থাকে ; প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণ অক্ষর-সংখ্যায় সমান। পূর্ব্বার্দ্ধ ও অপরার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের শেষাক্ষরে মিল থাকে। কিন্তু প্রত্যেক তৃতীয় চরণ পূর্ব্ব দুই চরণের সহিত প্রায়ই

মিলে না, কখনও বা মিলে। পূর্ব্বার্দ্ধের শেষ চরণ অক্ষর সংখ্যায় মিত্রাক্ষরে অবিকল মিলিয়া থাকে। শেষ চরণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব চরণ অপেক্ষা এক অক্ষর ন্যূন হয়।

ইহাও দীর্ঘ ও লঘু ভেদে দুই প্রকার।

দীর্ঘ ললিত ছন্দঃ।

৩১। ইহার অন্যান্য চরণ আট আট অক্ষরে, কেবল, ৪র্থ ও ৮ম চরণ সাত সাত অক্ষরে সম্বদ্ধ। যথা ;

"বিধু তো কলঙ্কী বলে, কলঙ্ক ধরেছে গলে,
আমি মলে তার আর, কি অধিক পুষিবে।
ভুজঙ্গের সঙ্গে থাক, অঙ্গে তার বিষ মাখা,
সে চন্দনে দৈলে দেহ, কেবা তারে কসিবে॥
নিজে কাম দগ্ধকায়, আমারে দহিতে চায়,
এ সহজ দোষে তার, কেবা তারে দূষিবে।
জগৎ প্রাণ নাম ধরে, প্রাণে যদি মার মোরে,
তব এ কলঙ্ক বায়ু, কেবা নাহি ঘুষিবে॥" গী, র,

"শুন সুবদনি ওহে, ঝটিতি প্রবিশ গৃহে,
বাহিরে ক্ষণেক আর, থেকো না লো থেকো না॥
গ্রহণের কাল পেয়ে, রাহু আসিতেছে ধেয়ে,
উহা পানে ধনি চেয়ে, দেখো না লো দেখো না॥
ও তো নিজ মূর্খ রাহু, পসারি আসিছে বাহু,
কাজ কি উহার ভয়, রেখো না লো রেখো না।
হেরি তব মুখ শশী, পাছে কি গ্রাসিবে আসি,
অনর্থ পরের দায়ে, ঠেকো না লো ঠেকো না॥" র, ত,

লঘু ললিত ছন্দঃ।

৩২। এই ছন্দের পূর্ব্ব চরণে ছয় ছয় অক্ষর ও শেষ চরণে পাঁচ পাঁচ অক্ষর থাকে। যথা ;

"হেন লয় মতি, বুঝি এ যুবতী, শশধর ভাতি, চুরি করিল।
কিংবা সুবদনী, কনক-বরণী, নলিনীর শোভা, হেলে হরিল॥
না হলে ললনা, কেন সে ললনা, করিয়া ছলনা, মুখ ঢাকিল।
চুরি করা ধন, বলিয়া তখন, বদনে বসন, বুঝি ঝাঁপিল॥" র, ভ,

লঘু ললিত ছন্দে তৃতীয় ও সপ্তম পাদ যখন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পাদদ্বয়ের সহিত মিত্রাক্ষর না হয় তখনই এই ছন্দ হয়। আর যখন মিত্রাক্ষর হয়, তখন লঘু চৌপদী বলা উচিত।

কুসুমমালিকা ছন্দঃ।

৩৩। এই ছন্দে পয়ার অপেক্ষা দুই অক্ষর অধিক থাকে ; তদনুসারে ইহার প্রত্যেক অষ্টম অক্ষরে যতি পতিত হয় এবং সকল চরণের শেষ অক্ষরের সহিত মিল দেখা যায়। যথা ;

"যত ফুটিছে নলিন, কত ছুটিছে অলিন।
মধু লুটিছে বলিন, পরে উঠিছে পুলিন॥
তাহে জুটিছে সমীর, যেন ফুটিছে শরীর।
কাম ছুটিছে কি তীর, মান টুটিছে নারীর॥
পিক করে কুহু কুহু, নৃপ করে উহু উহু।
বায়ু করে হুহুহুহু, দেহ দহে মুহুর্ম্মুহু॥" বা, দ,
ওহে নিষাদ! কিক্ষণে তুমি বকের মিথুনে।
বাণ হেনেছিলে যুজি নিজ ধনুকের গুণে॥
তাই রত্নাকর হ'তে পাই কবিতা রতন।
যাহা রত্নাকরে, নাহি মিলে, করিলে সেচন॥

মালতী ছন্দঃ।

৩৪। মালতী ছন্দে পয়ার অপেক্ষা এক অক্ষর অধিক থাকে। সেই অক্ষর শেষে সম্বোধনসূচক বর্ণে কিংবা নঞর্থক "না" এই বর্ণে রচিত হয়। যথা ;—

কেন না শুনেছি পুরাতন লোকে কয়লো।
জলেতে কাটয়ে জল বিষে বিষ ক্ষয়লো॥ বি, সু,
"আহামরি কিবা ভাগ্য, অন্য সবাকার লো॥
কত শত পরে ভূষা বাজু বালা হার লো॥
এমনি কি পোড়া দশা, সুধুই আমার লো॥
অলিগুলা যে করে অধর রাখা ভার লো॥" ব, ত,
"রমনী-জনম যেন, আর কেহ লয় না।
তথাপিও যেন কেহ, কুলবধূ হয় না॥
যদি কুলবধূ হয়, প্রেম যেন করে না।
যদি করে যেন পরাধীনা হয়ে মরে না॥" ব, ত,
তেজস্বীর তেজ সয়, তত দুঃখ হয় না।
তার তেজে যার তেজ, তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির তাপ শিরে সহ্য হয় হে,
তার তাপে বালি তাপে, পদে সহ্য নয় হে।

তূণক ছন্দঃ।

৩৫। তূণক একপ্রকার অতি লঘু চৌপদী। ইহাতে সর্ব্বসমেত ত্রিশটী অক্ষর থাকে। ইহার প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম চরণ চারি চারি অক্ষরে সম্বদ্ধ। ইহার প্রথমার্দ্ধে প্রথমের সহিত দ্বিতীয়ের, এবং শেষার্দ্ধে প্রথমের সহিত দ্বিতীয় চরণের শেষ বর্ণের মিল দেখা যায়। চতুর্থ ও অষ্টম চরণ তিন তিন অক্ষরে মিত্রবর্ণে একরূপ হইয়া থাকে।

এই ছন্দের অক্ষর পর্য্যায়ক্রমে দীর্ঘ ও লঘু হইয়া থাকে। যথা

"রাজ্য খণ্ড, লণ্ড ভণ্ড, বিস্ফুলিঙ্গ ছুটিছে।
হুল থুল, কূল কূল, ব্রহ্ম ডিম্ব ফুটিছে।
মৈল দক্ষ, ভূত যক্ষ, সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের, তূণকের, ছন্দ বন্ধ বাড়িছে॥" অ, ম,

সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দঃ।

সচরাচর হ্রস্ব স্বরকে একমাত্রা ও দীর্ঘ স্বরকে দ্বিমাত্রা বলিয়া গণনা করিয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষায় এক মাত্রায়, দ্বিমাত্রায় ও ত্রিমাত্রায় গণ হইয়া থাকে। তিনটী গুরুস্বর যুক্ত শব্দকে ম—গণ; তিনটি লঘু স্বরকে ন—গণ; তিন স্বরের আদি স্বর দীর্ঘ হইলে ভ—গণ; আদিস্বর হ্রস্ব স্থলে য—গণ; তিন স্বরের মধ্যস্বর দীর্ঘ স্থলে জ—গণ; তিন স্বরের মধ্যস্বর লঘু হইলে র—গণ; তিন স্বরের শেষ দীর্ঘকে স—গণ, ও শেষ লঘুকে ত—গণ কহে। বর্ণবৃত্তিতে এই গুলি ব্যবহৃত হয়। ম, ন, ভ, য, জ, র, স, ত, এইগুলি গণের সাঙ্কেতিক নাম।

এক লঘু একমাত্রাস্বরের নাম ল ও এক গুরু স্বরের নাম দ্বিমাত্রা গ—গণ বলে। গণ নিরূপণের এইগুলি সাঙ্কেতিক নাম। বাঙ্গালা-ভাষায় এই সকল সঙ্কেতের তাদৃশ প্রয়োজন দেখা যায় না; তথাপি দেওয়া গেল।

চারিমাত্রা—দুই, তিন বা চারি বর্ণে হয়।

১ম—দেবী　　দুই গুরু।—সর্বগুরু। ২+২=৪ মাত্রা।
২য়—কদলী　　দুই লঘু এক গুরু।—অন্ত্যগুরু। ১+১+২=৪ মাত্রা।
৩য়—প্রদান　　দুই লঘু এক গুরু।—মধ্যগুরু। ১+২+১=৪ মাত্রা।
৪র্থ—কীদৃশ　　এক গুরু দুই লঘু।—আদিগুরু। ২+১+১=৪ মাত্রা।
৫ম—সুসময়　　চারি লঘু।—সর্ব্ব হ্রস্ব। ১+১+১+১=৪ মাত্রা।

এই পাঁচ প্রকার গণ মাত্রাবৃত্তিতে আবশ্যক।

এক লঘু ও এক দীর্ঘে চারি মাত্রাও হইতে পারে। যথা—সংস্থ (সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বস্বর, অনুস্বার ও বিসর্গ সংযুক্ত লঘু বর্ণও গুরু বলিয়া গণ্য হয়। পাদের শেষ বর্ণ বিকল্পে গুরু)।

ম-গণ—(।।।) ত্রিগুরু	যথা	কৌশল্যা।
ন-গণ—(ȷȷȷ) ত্রিলঘু	,,	বিষয়।
ভ-গণ—(।ȷȷ) আদিগুরু	,,	জীবন।
য-গণ—(ȷ।।) আদিলঘু	,,	সুশীলা।
জ-গণ—(ȷ।ȷ) গুরুমধ্য	,,	সুবোধ।
র-গণ—(।ȷ।) লঘুমধ্য	,,	জানকী।
স-গণ—(ȷȷ।) অন্ত্যগুরু	,,	সুষমা।
ত-গণ—(।।ȷ) অন্ত্যলঘু	,,	শত্রুঘ্ন।
ল-গণ—(ȷ) একহ্রস্ব (লঘু)	,,	কি।
গ-গণ—(।) এক গুরু	,,	শ্রী।

জাতিছন্দে চারিটী হ্রস্বস্বর অথবা একদীর্ঘ দুইহ্রস্ব, অথবা দুই দীর্ঘ স্বর ব্যবহৃত হয়। যথা:—

র জ র জ ব

। ȷ । ȷ । ȷ । ȷ । ȷ । ȷ । ȷ ।

বেগসে কহা মহীপ পাশ ভট্ট আয়কে।
সোহি এহি হৈ কুমার কাঙ্ক্ষিরাজ রায়কে॥ বি, সু,

দিগক্ষরাবৃত্তি।

৩৬। এই ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধে দশটী ও শেষার্দ্ধে দশটী অক্ষর থাকে। যথা;

"ভেক যেন ধরে বিষধর। মৃগপতি যেন করিবর॥
যেন ধরে মর্কটী মক্ষিকা। ওতু যেন ধরয়ে মূষিকা॥
চিলে যেন ছুঁয়ে লয় মীন। আমি তোর সুহৃদ্ সতীন॥
লাজ ভয় নাহি তোর ঠেঁটী। কেন না মরিলি খেয়ে মাটি॥" ক-ক-চ

তরল পয়ার।

৩৭। ইহার প্রথম ও তৃতীয় চরণস্থ প্রত্যেক প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে চারি বর্ণে ও পরস্পর মিত্রাক্ষরে সম্বদ্ধ। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ ছয় ছয় অক্ষরে ও মিত্র বর্ণে রচিত, অক্ষর সংখ্যায় পয়ার সদৃশ। যথা;

১ ২

বিনা সুত, কি অদ্ভুত, গাথে পুষ্প-হার।

৩ ৪

কিবা শোভা, মনোলোভা, অতি চমৎকার॥
পদ্ম সঙ্গে, গাথে রঙ্গে, স্থলপদ্ম ভালো।
মাঝে মাঝে, গন্ধরাজে, আরো করে আলো॥
সম ভাগ, গাথে নাগ-কেশর ধাতকী।
সর্ব্ব শেষ, গাথে বেশ, কুসুম কেতকী॥
তুলা নাই, কোন ঠাই, একি অসম্ভব।
দৃষ্টিমাত্র, কাঁপে গাত্র, জন্মে মনোভব॥ ক, বি, সু,

রঙ্গিল পয়ার।

৩৮। এই পয়ারে সর্ব্বসমেত ত্রিশটী অক্ষর থাকে। ইহারও প্রথম ও তৃতীয় চরণে আটটী আটটী অক্ষর থাকে এবং তাহার পরে যতি পড়ে; দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে সাতটী সাতটী অক্ষর থাকে। যথা;—

১ ২

"পরের পাইলে দোষ, কোন মতে ছাড় না।

৩ ৪

আপন কুনীতি প্রতি, নাহি মাত্র তাড়না॥

আত্মছিদ্রে, যাও নিদ্রে, শাস্তি কথা পাড না।
বিবেক-ঔষধ কভু, চিন্তাখলে মাড না॥" প্র, ক,

১ ২

"কথায় নীরস তুমি রসনায় সরস।

৩ ৪

বজ্রসম বাজে প্রাণে জ্বলে যায় মানস॥"

মালতী ছন্দের সহিত রঙ্গিল পয়ারের প্রভেদ এই যে, মালতীতে পদদ্বয়ের শেষ বর্ণ হে, লো, না, রে প্রভৃতি স্বতন্ত্র অক্ষরে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু রঙ্গিল পয়ারের শেষ বর্ণ পূর্ব্ব বর্ণের সহিত তুল্য থাকে। যথা; পূর্ব্বোক্ত উদাহরণে "তাড়না" এবং অন্যত্র "ধাইছে" ইত্যাদি।

হীনপদ ত্রিপদী।

৩৯। এই ত্রিপদীতে চারিটী চরণ থাকে এবং প্রত্যেক চরণের শেষে যতি পতিত হয়। এই ত্রিপদীর পূর্ব্বার্দ্ধের প্রথম দুই পদ থাকে না, কেবল শেষ পদটী থাকে; উত্তরার্দ্ধ অবিকল ত্রিপদীর ন্যায় মিলিয়া যায়। ইহাও দীর্ঘ ও লঘু ভেদে দুই প্রকার।

দীর্ঘ যথা— "হর হর মম দুঃখ হর। (পূর্ব্বার্দ্ধের শেষ পদ)

উত্তরার্দ্ধ ২৬ অক্ষর { হর রোগ হর তাপ, হর শোক হর পাপ,
হিমকরশেখর শঙ্কর॥" অ, ম,

লঘু যথা— "উর লক্ষ্মী কর দয়া (পূর্ব্বার্দ্ধের শেষ পদ)

উত্তরার্দ্ধ ২০ অক্ষর { ব্রহ্মার জননী, বিষ্ণুর ঘরণী,
কমলা কমলালয়া॥" অ, ম,

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

৪০। এই ছন্দঃ অধুনা পয়ারের ন্যায় রচিত হইয়াছে। বিশেষের মধ্যে এই যে, ইহার কোন চরণের শেষ বর্ণের সহিত

অন্য চরণের শেষ বর্ণের ঐক্য দেখা যায় না　এই নিমিত্ত ইহাকে অমিত্রাক্ষর বলে।

"শুনি লোকমুখে, সখে, চন্দ্রলোকে তুমি
ধর মৃগশিশু কোলে, কত মৃগশিশু
ধরেছি যে কোলে আমি কাঁদিয়া বিরলে,
কি আর কহিব তার? শুনিলে হাসিবে!
হে সুভাগি! নাহি জ্ঞান; না জানি কি লিখি।"
"ফাটিত এ পোড়া প্রাণ, হেরি তারাদলে।
ডাকি তাম মেঘদলে চির আবরিতে,
রোহিণীর স্বর্ণ-কান্তি! ভ্রান্তিমদে মাতি
সপত্নী বলিয়া তারে গঞ্জিতাম রোষে।
প্রফুল্ল কুমুদ হ্রদে হেরি নিশাযোগে,
তুলি ছিঁড়িতাম রাগে; আঁধার কুটীরে
পশিতাম বেগে হেরি সরসীর পাশে
তোমায়! ভূতলে পড়ি, তিতি অশ্রুজলে,
কহিতাম অভিমানে,"—বী. অ,

গীত

৪১। বঙ্গভাষায় গীত সকলও পদ্যে রচিত। সমুদয় ছন্দেই প্রায় গীত গ্রথিত হইতে পারে। কিন্তু ইহার অক্ষর-সংখ্যার একতা দেখা যায় না। সুতরাং গীতাদিতে কখন অধিক বা অপেক্ষাকৃত অল্প অক্ষর দেখা যায়। কখন কখন হ্রস্ব বর্ণকেও দীর্ঘ, দীর্ঘ বর্ণকেও হ্রস্ব করিতে হয়। গীতাদিতে অক্ষরের ন্যূনাধিক্য ও লঘু গুরুর ব্যতিক্রম ও চরণ-সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি কেবল সুরের অনুরোধেই ঘটিয়া থাকে; নতুবা আর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"আমারে ছাড়িও না, ভবানি,
সুশীলা হইয়া, শিলায় জন্মিয়া,
হিমালয়-হিয়া হইও না।
এবার পাথারে, ফেলিয়া আমারে,
দোষ বারে বারে লইও না॥
শিশুগণ মিলা, যেন খেলা দিলা,
তেমন এখানে খেলিও না॥
তব মায়া ছাঁদে, বিশ্ব প'ড়ি কাঁদে,
ভাবতে এ ফেরে ফেলিও না॥" ধ্রু। অ, ম,
"নিত্য তুমি খেল যাহা, নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি, সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও, সে চাহনি কোথা পাও,
ভাবত যে মত চাহে সেইমত চাও হে॥" ধ্রু। বি, সু,
"মালিনী আনিল ফুলের ভার, আনন্দনন্দন বনের সার,
বিবিধ বন্ধন জানে কুমার, সহায় হইলা কালিকা।
কুসুম-আকর কিঙ্কর তায়, মলয় পবন গুণ যে গায়,
ভ্রমর ভ্রমরী গুন্ গুনায়, ভুলিবে ভূপতিবালিকা॥" বি, সু.

সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দঃ।

লঘু গুরু নির্ণয়।

৪২। হ্রস্ব-স্বর ও হ্রস্ব-স্বর-যুক্ত বর্ণকে লঘু, এবং দীর্ঘ স্বর, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ, সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ, অনুস্বার ও বিসর্গ-যুক্ত বর্ণকে দীর্ঘ কহা যায়। স্থল বিশেষে কখন কখন চরণের অন্ত্য বর্ণও গুরু বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে।

মাত্রাবৃত্তি।

পজ্ঝটীকা ছন্দঃ।

৪৩। এই ছন্দঃ বঙ্গভাষায় দ্বাত্রিংশৎ মাত্রায় দুই চরণে সম্বদ্ধ। হলবর্ণ-সংখ্যার নিয়ম নাই।

যথা—"শশিশেখর শিব শম্ভু শিবেশ।
কমলা-কর কমলাঙ্কিতবেশ॥
পঞ্চানন গরলাশন ভীম।
গোবর্দ্ধন-বন-বিঘটিত সীম॥" ব, দ,
"শীতল ধবণীতল জলপাতে।
ছাড়িল বাদল দক্ষিণ বাতে॥" বা, দ,

বিধুমালা।

৪৪। বিধুমালা দশমাত্রাযুক্ত। যথা,

"বিভু করুণা নিধান, করিব তব গুণগান।
কিন্তু নাহিক শকতি, এ জন বিহীন-মতি॥" ছ, কু,

মাত্রাত্রিপদী।

৪৫। এই ত্রিপদী মধুমতী ও ভাবিনী ভেদে দুই প্রকার। মধুমতীর প্রথম ও দ্বিতীয় পদে আট আট মাত্রা। তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা। শেষার্দ্ধের তিন পদের মাত্রাগুলিও ঠিক পূর্ব্বার্দ্ধের মত। যথা;

ঝন ঝন কঙ্কণ (৮), নূপুর রণ রণ (৮),
ঘুনুঘুনু ঘুঙ্ঘুর বোলে (১২)।
লট পট কুন্তল (৮), কুণ্ডল ঝলমল (৮),
পুলকিত ললিত কপোলে (১২)॥" বি, সু,

ভাবিনী মধুমতীর বিপরীত, অর্থাৎ ইহার প্রথম ও তৃতীয় পদে দ্বাদশ মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও পঞ্চম পদে আট মাত্রা। যথা ; বাসবদত্তায়—

"আগত সরস বসন্তে(১২), বিরহি-দুরন্তে(৮), শোভিত বল্লবিতানে (১২)।
পরিমল মলয় সমীরে(১২), কুঞ্জ কুটীরে(৮), বহিত চ কোমলভাবে(১২)॥

মাত্রা-চতুষ্পদী।

৪৬ এই ছন্দের পূর্ব্বার্দ্ধের চতুর্থ ও শেষার্দ্ধের চতুর্থ পদে ছয় ছয় মাত্রা। অবশিষ্ট সমস্ত পদে আট আট মাত্রা থাকে। যথা ;

চণ্ড বিনাশিনী(৮), মুণ্ডনিপাতিনি(৮),
দুর্গবিঘাতিনি(৮), মুখ্যাতবে(৬)।
হে শিবমোহিনি(৮), শুম্ভনিসূদনি(৮),
দৈত্যবিঘাতিনি(৮), দুঃখহরে (৬) ॥ অ, ম,

আর্য্যা।

৪৭। এই ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পদে বার বার মাত্রা, দ্বিতীয় পদে অষ্টাদশ মাত্রা এবং চতুর্থ পদে পঞ্চদশ মাত্রা থাকে। যথা ,

"বিকৃত নয়ন কদাকার (১২), জন্মের ঠিকানা জানা ভার (১৮)।
উলঙ্গের কিবা ধন(১২), হবে নাহি বরযোগ্য কিছু গুণ (১৫) ॥" দ, কু

বর্ণবৃত্তি (Literal or Syllabic metre.)

গজগতি ছন্দঃ।

৪৮। গজগতি ছন্দঃ ষোলটী অক্ষরে রচিত হয়। এই ষোলটী অক্ষরের মধ্যে ষোলটী স্বর থাকা আবশ্যক। এই স্বর সকলের চতুর্থ, অষ্টম, দ্বাদশ ও ষোড়শ গুরু হওয়া উচিত। যথা ;

৪ ৮ ১২ ১৬
"বরিব না ইহ নরে। কহি নহি ধ্বনি করে॥
নৃপবরে করপুটে। স্তুতি করে দ্রুত উঠে॥

গজগতি ছন্দঃ।

শুন শুন নৃপসুতা। মধুর কোকিল রুতা॥
যদি দিবে মন সঁপে। বর তবে মম নৃপে॥
যিনি নিশাকর যশ। কৃত ধনাধিপ বশে॥
ফণিপতি-প্রতিনিধি। বুঝি করেছিল বিধি॥
রিপুগণে নিশিদিনে। দমিত দুরিত বনে॥" বা, দ,

দ্রুতগতি ছন্দঃ।

৪৯। এই ছন্দঃ বিংশতি বর্ণে নিবদ্ধ। সেই বিংশতি বর্ণ মধ্যে বিংশতি স্বর থাকা আবশ্যক। ইহার পঞ্চম, দশম, পঞ্চদশ ও বিংশ স্বর গুরু হওয়া উচিত। যথা;

৫　১০　১৫　২০
"কনকছটা জিনিবরণ। চমরশঠা-কচরচনা॥
ভণতি যথাগতিমতিনা। কবিমদনে দ্রুতগতিনা॥" বা, দ,

তোটক ছন্দঃ।

৫০। বঙ্গ ভাষায় তোটক ছন্দে চতুর্বিংশতি অক্ষর থাকে। এই চতুর্বিংশতি বর্ণ মধ্যে চতুর্বিংশতি স্বর থাকা আবশ্যক। এই স্বর সমূহের প্রত্যেক তৃতীয় অক্ষর (অর্থাৎ ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম, ১২শ, ১৫শ, ১৮শ, ২১শ, ২৪শ) গুরু হওয়া উচিত। যথা;

৩　৬　৯　১২
"তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।
১৫　১৮　২১　২৪
ভয় না কর না কর না কর লো॥" বি, সু,

"প" এই অক্ষর সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্ব বর্ণ বলিযা গুরুবর্ণরূপে ধরা গিয়াছে। পাদের শেষ বর্ণও কোন কোন স্থলে গুরু বলিযা গণ্য হয। ১২ ও ২৪ হ্রস্ব স্থানে দীর্ঘ বলিযা গণ্য। যথা,

৩ ৬ ৯ ১২
রমণীমণি নাগররাজ কবি।
১৫ ১৮ ২১ ২৪
রতিনাথ বিনিন্দিত-চারুছবি ॥” ক, র,

ইহাও তোটক ছন্দের উদাহরণ।

সান্ধ্য তোটক সঙ্গীত।

অবশেষ দিবা নববেশ ধরা।
সুখ শান্তির কান্তি দিগন্ত ভরা।
ভবদাহপরে অবগাহ ছলে
নত ভাস্কর পশ্চিম সিন্ধু জলে।
উড়িতে উড়িতে নিজ নীড় মুখে
বিভুনাম বিহঙ্গম গায় সুখে।
পদ-তাড়িত চালিত বেণু সনে
গৃহ ধাবিত পালিত ধেনুগণে।
বন কম্পিত হিংস্রক জন্তুরবে
হ'ল শঙ্কিত অন্তর পান্থ সবে।
তরণী যত নীর গভীর বুকে,*
ভয় পাইল ধাইল তীরমুখে। (অমিল)
শিশিরাবৃত শীত সমীর ভরে
ছুটিছে ফুলসৌরভ চৌদিকরে।
ধ্বনিছে তরুমর্ম্মর নম্রশিরে
প্রকৃতি স্তুতি পাঠ করে বুঝিরে!
রহ এ সময়ে ক্ষণকাল তরে
ভুলি পার্থিব বৈভব মানব রে।

* চিহ্নিত পদ্যটি বিধেয়বিমর্শ দোষ-দুষ্ট।

স্মর বিশ্বপিতা পরমেশ্বর হে
ভয়-ভঞ্জন মানস-রঞ্জন হে।
কি দরিদ্র ধনী কর সর্ব্বজনে
নিজ দৈনিক কার্য্য বিচার মনে,—
গত এক দিনে কত সঞ্চিত রে
পথ সম্বল শেষ দিনের তরে।
যত দুষ্কৃত-দূষিত চিত্ত ভবে
হর তাপ পিতঃ বলি ডাক সবে।
ধর শঙ্খ করে রমণী নিকরে
কর মঙ্গল আরতি শব্দ ঘরে।
ত্যজি এ সময়ে হরিনাম রসে
বিষয়ে ডুবি' যে নরপামর সে।
সুখ সত্যযুগে হ'ত মর্ত্ত্যপুরে
শুভ সান্ধ্য উপাসন সাম সুরে।
কলি কাল বশে যত মানব রে
মদমত্ত সদা উদরান্ন তরে।
ক্রম বিস্তৃত দুস্তর পাপ ভরা
ভুলিয়া ভবতারণ নাম করা ॥ শ্রীচন্দ্রশেখর কর

ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দঃ।

৫১। বঙ্গভাষায় ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দঃ চতুর্বিংশতি অক্ষরে দুই চরণে সম্পূর্ণ হয়। এই সকল অক্ষরের মধ্যে চতুর্বিংশতি স্বর থাকে। উভয় চরণস্থ প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘু; অবশিষ্ট সমুদয় বর্ণ গুরু।

১ ৪ ৭ ১০

যথা—অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।

১ ৪ ৭ ১০

অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে ॥ ১

১ ৪ ৭ ১০

ভুজঙ্গ প্রযাতে কহে ভারতী দে।

১ ৪ ৭ ১০

সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে ॥ ২

হ্রস্বস্বর মিলিত সংযুক্ত বর্ণ গুরু বলিয়া গণ্য হয় না, হ্রস্ব বলিয়াই পরিগণিত হয়। প্রথম কবিতায় 'দ্র' 'ক্ষ' ও দ্বিতীয় কবিতায় 'প্র' দেখ।

অনুষ্টুপ ছন্দঃ।

৫২। এই ছন্দঃ চারি চরণে সঙ্ঘটিত, প্রত্যেক চরণে আট আট অক্ষর থাকে; ইহার সামান্যতঃ নিয়ম এই যে, চারি চরণেই পঞ্চম অক্ষর লঘু ও ষষ্ঠ অক্ষর গুরু, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হওয়া উচিত। এতদ্ভিন্ন কোন বিশেষ নিয়ম নাই। যথা,

৫ ৬ ৭

"আইল নৃপ বালিকা, বাজিল করতালিকা।

৫ ৬ ৭

দোলত ফুল মালিকা, সা মনসিজনালিকা ॥

মন্মথশিখি জ্বালিকা, স্থাণুমনবিচালিকা ॥

কামবিশিখ পালিকা, মদনহৃদয়পালিকা ॥" বা, দ,

রুচিরা ছন্দঃ

৫৩। এই ছন্দেঃ চারি চরণ থাকে; প্রত্যেক চরণে ১৩টী বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম ও

দ্বাদশ বর্ণ লঘু; অপরগুলি দীর্ঘ। প্রত্যেক চরণের চতুর্থ, নবম ও ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি দিতে হইবে।

এই ছন্দঃ কিঞ্চিৎ সত্বর পড়িতে হইবে। যুদ্ধ বা ভয় হেতু সম্ভ্রম-বর্ণন-কালে এই ছন্দের ব্যবহার উচিত। যথা ;

১　৩　৫৬৭৮　১০　১২
"কুবাসনা খলহৃদয়ে সদা বহে,
মহাসুখী সুজনগণের পীড়নে।
প্রবঞ্চকে কখন করে কি ভাবনা,
অকারণে সরল মনে দিতে ব্যথা॥" ছ, কু,

ক্রৌঞ্চপদা ছন্দঃ।

৫৪। ইহাতে চারি চরণ থাকে; প্রত্যেকে ২৫টী বর্ণ। তন্মধ্যে প্রথম, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, নবম, দশম ও পঞ্চবিংশ বর্ণ গুরু হইবে। পঞ্চম, দশম ও অষ্টাদশ অক্ষরে যতি পতিত হয়। যথা ;

"নাগর কৃষ্ণে না কর নিন্দা তিনি নিখিল-ভুবনপতি গতি চরমে,
ভক্তসমাজে পালনজন্যে জনম লভিল নববপু ধরি জগতে।
যাদৃশ ভাবে ভাবুক ভাবে প্রণয় ভকতি রিপু মতিযুত ভজনে,
তাদৃশ বেশে মাধব তারে হিতকর হন ভব-জলনিধিতরণে॥" ছ, কু,

এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালায় সংস্কৃতানুযায়ী আরও কতিপয় ছন্দঃ আছে। সেগুলি অপ্রচলিত বলিয়া দেওয়া গেল না।

৫৫। ওজোগুণশালী ছন্দঃ বীর, বীভৎস, ভয়ানক ও রৌদ্র রসের প্রকৃত উপযোগী। মাধুর্য্যগুণশালী ছন্দঃ করুণ, শান্ত, ও আদ্য রসের অনুকূল। প্রসাদগুণশালী ছন্দঃ সাধারণ কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়।

মাত্রাবৃত্তি। (শশিবদনা।)

এই ছন্দে বারটী মাত্র অক্ষর থাকে এবং ঐ বারটী অক্ষর মধ্যে ষোলটী মাত্রা থাকা আবশ্যক। ইহা দুই চরণে সমাপ্ত।

প্রথম ও দ্বিতীয় পদের শেষ দুই অক্ষর চারি মাত্রায় নিবদ্ধ হয় তৎপূর্ব্বে চারি অক্ষর চারি লঘু মাত্রায় নিবদ্ধ হইবে। যথা ;

গুরুর সমক্ষে। রহ নত চক্ষে ॥ ছন্দোমালা

সমানিকা

এই ছন্দ প্রথম হইতে পর্য্যায় ক্রমে একটী গুরু একটী হ্রস্ব স্বর যুক্ত ষোল অক্ষরে দুই পদে নিবদ্ধ হয়। যথা ;

পুত্র মুর্খ যার তার। নাহি পার দুর্দ্দশার। ছ, মা,

নবমল্লিকা।

ইহাও দুই চরণে সম্বদ্ধ। সমানিকা অপেক্ষা ইহাতে দুইটী অক্ষর অধিক থাকে। সপ্তম ও নবম বর্ণ গুরু হয়। অন্য বর্ণগুলি প্রায়ই এক মাত্রায় নিবদ্ধ হইয়া থাকে। যথা

৭ ৯ ৭ ৯

বসুমতি তুমি সে জনে। বহন কর কি কারণে ॥ ছ, মা,

সাজিল নৃপতি-বালিকা। দুলিত মুকুতা-মালিকা ॥ বা, দ,

পিকাবলী।

ইহাতে পয়ার অপেক্ষা একটী অক্ষর অধিক থাকে। এবং ১ম, ৩য়, ৫ম, ৭ম, ১০ম, ১২শ, ১৪শ অক্ষর লঘু, অবশিষ্ট গুরু হয়। যথা ;

১ ৩ ৫ ৭ ১০ ১২ ১৪

তমো বিভা নিশা দিবা মোহ মুক্তি কারণ।

১ ৩ ৫ ৭ ১০ ১২ ১৪

ফলা ফল ক্রিয়া ক্রিয়া পাপ পুণ্য বারণ ॥ ছ, মা,

বিষমমাত্রা ত্রিপদী।

ইহার প্রথম ও তৃতীয় পাদে দ্বাদশ মাত্রা ; দ্বিতীয় পাদে অষ্ট মাত্রা থাকে, এবং তিন পাদেই মিত্রাক্ষরে মিল হয়।

১　　　　২

বিষমমাত্রা ত্রিপদী যথা ;—পরিমল মলয় সমীরে কুঞ্জ কুটীরে

৩

রচিত চ কোমল ভাবে।" বা. দ,

চামর ছন্দঃ।

এই ছন্দে ত্রিশটী হলবর্ণ থাকে। পঞ্চদশ অক্ষরে এক পাদ হয়। দুই পাদে এই ছন্দ নিবদ্ধ থাকে। এই দুই চরণের প্রথম অক্ষর হইতে প্রত্যেক যতির প্রথম পাদান্তের অক্ষর দীর্ঘস্বরযুক্ত অপরগুলি হ্রস্বস্বরযুক্ত দেখা যায়।

যথা ; শৈশবত দেখি গত, আর কত খেলিবে।

বালক কি ভাব দিন, এই মত যাইবে॥ ছ, মা,

অভিনব রচিত বাঙ্গালা ছন্দঃ।

৫৬। পূর্ব্বোক্ত ছন্দঃ ভিন্ন বঙ্গভাষায় আরও অনেক প্রকার ছন্দঃ বিরচিত হইয়াছে ও হইতেছে। তন্মধ্যে কতকগুলির উদাহরণ মাত্র নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

পঞ্চপদী।

"যেমন খদ্যোত জ্বলে
বিরলে বিপিনতলে, (১)
কুসুম তৃণের মাঝে
আত্মেয়ী আলোক সাজে (২)
ভিজিয়া শিশিরনীরে আঁধার নিশায়॥ হেম,

ষট্‌পদী।*

"হারাইনু প্রমদায়, তৃষিতচাতক প্রায়,
ধাইতে অমৃত-আশে বুকে বজ্র বাজিল, (৩)
চিন্তা হলো প্রাণাধার-প্রাণতুল্য প্রতিমার

প্রতিবিম্ব চিত্তপটে চিত্রাঙ্কিত রহিল।
হায়! কি বিচ্ছেদ-বাণ হৃদযেতে বিঁধিল॥" (৪) হেম,

(১) ১ম স্থলে অপুষ্টার্থ। (২) ২য় স্থলে অসমর্থ ও অশক্তি কৃত। (৩) ৩য় স্থলে প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতা—যথা, প্রাণপ্রতিম শব্দে পুত্র কন্যা বুঝায়, জায়া বুঝায় না। অর্দ্ধাঙ্গী বলিতে জায়া বুঝায়, মস্তকে বজ্রপাত হয়, ইহাই প্রসিদ্ধ, বুকে বজ্রপাত হওয়া ইহাও অপ্রসিদ্ধ। (৪) চতুর্থস্থলে সমাপ্ত-পুনরাত্তা দোষ হইয়াছে।

সপ্তপদী।*

"কোথায় লুকায়েছিল নিবিড় পাতায়;
চকিত চঞ্চল আঁখি, না পাই দেখিতে পাখী,
আবার শুনিতে পাই, সঙ্গীত শুনায়,
মনের আনন্দে বসে তরুর শাখায়।
কে তোরে শিখালে বল, এ সঙ্গীত নিরমল?
আমার মনের কথা জানিলি কোথায়?
ডাক্‌রে আবার ডাক, পরাণ জুড়ায়!" হেম,

অষ্টপদী।*

"অঙ্গে মাখা ছাই, বলিহারী যাই,
কে রমণী অই, পথে পথে গাই,
চলেছে মধুর কাকলী রবে।
কিবা উষাকাল, দিবা দ্বিপ্রহর,
বীণা ধরে করে, ফিরে ঘরে ঘর,
পরাণে বাঁধিয়া মিলায়ে সুতান,
গায় উচ্চস্বরে সুললিত গান,
উতলা করিয়া কামিনী-নরে।" হেম,

নবপদী।*

"ছুঁওনা ছুঁওনা উটী লজ্জাবতী লতা।
একান্ত সঙ্কোচ ক'রে, এক ধারে আছে স'রে,

ছুঁওনা উহার দেহ, রাখ মোর কথা।
তরুলতা যত আর, চেয়ে দেখ চারি ধার,
ঘেরে আছে অহঙ্কারে—উটী আছে কোথা!
আহা অই খানে থাক, দিওনাক ব্যথা।
ছুঁইলে নখের কোণে, বিষম বাজিবে প্রাণে,
যেওনা উহার কাছে, খাও মোর মাথা;
ছুঁওনা ছুঁওনা উটী লজ্জাবতী লতা।” হেম,

দশপদী।

“চকোরী সুধার লাগি উড়িল আকাশে,
সরোবরে কুমুদিনী,
দিবাভাগে বিরহিণী,
পতির মিলনে ধনী মন খুলি হাসে।
হেরিয়া তনয়ানন,
বারিধি প্রফুল্লমন,
উথলে হৃদয়বারি যেতে পুত্রপাশে;
প্রেয়সখী-আগমনে,
ফুটিল নিকুঞ্জবনে,
সুগন্ধা রজনীগন্ধা দিক্ পূরি বাসে।”

একাদশপদী।*

“আজি এ ভারতে, হায়, কেন হাহা ধ্বনি!
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।
তরঙ্গে তরঙ্গে নত, পদ্মমৃণালের মত,
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি!

জগতের চক্ষু ছিল, কত রশ্মি ছড়াইল,
সে দেশে নিবিড় আজ আঁধার রজনী—
পূর্ণ গ্রাসে প্রভাকর নিস্তেজ যেমনি।
বুদ্ধি বীর্য্য বাহু বলে, সুধন্য জগতীতলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি!" হেম,

দ্বাদশপদী।*

"সহসা চিন্তার বেগ উঠিল উথলি;
পদ্ম, জল, জলাশয় ভুলিয়া সকলি,
অদৃষ্টের নিবন্ধন, ভাবিয়া ব্যাকুল মন—
অই মৃণালের মত হায় কি সকলি!
রাজা রাজমন্ত্রী—লীলা, বলবীর্য্য স্রোতঃশীলা,
সকলি কি ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি?
অই মৃণালের মত নিস্তেজ সকলি!
অদৃষ্ট বিরোধী যার, নাহি কি নিস্তার তার,
কিবা পশু পক্ষী আর মানবমণ্ডলী?—
লতা, পশু, পক্ষী সম, মানবের পরাক্রম,
জ্ঞান বুদ্ধি যত্নবলে বাঁধা কি সকলি?—
অই মৃণালের মত, হায় কি সকলি!" হেম,

ত্রয়োদশপদী।*

"তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননী,
কোমল কুসুম আভা প্রফুল্লবদনী।
এত দিনে বুঝি সতী, ফিরিল কালের গতি,
হ'লে বুঝি দশাহীন ভারত যেমনি!

সভ্য জাতি মাঝে তুমি সভ্যতার খনি
হলো যবে মহীতলে, রোম দগ্ধ কালানলে,
তুমিই উজ্জ্বল ক'রে আছিলে ধরণী,
বীরমাতা প্রভাময়ী সুচিরযৌবনী।
ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডার ছিলে, কতই যে প্রসবিলে
শিল্পনীতি নৃত্যগীত চকিত অবনী—
তোরো তরে কাঁদি আয় ফরাসী জননী।
বুঝি বা পড়িলে এবে কালের হিল্লোলে,
পদ্মের মৃণাল যথা তরঙ্গের কোলে।" হেম,

মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী।*

"যেওনা রজনী, আজি লয়ে তারাদলে,
গেলে তুমি দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে।—
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয় অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি সতি! নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি তোমায় আমি। কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারাকুন্তলে!
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে!
তিন দিন স্বর্ণ দীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে, এ কর্ণ-কুহরে।
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি। কহিলা কাতরে—
নবমীর নিশা-শেষে গিরিশের রাণী।" চ-প-ক-ব

এই * চিহ্নিত কবিতাগুলিতে পদ শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। ইতি পূর্ব্বে যাহাকে পদ বলিয়া আসা যাইতেছে, এগুলিতে সে অর্থ থাকিতেছে না। দেখ, পঞ্চপদী ও দশপদী কবিতার পদ শব্দে এক এক চরণ বুঝাইতেছে, কিন্তু তারকাচিহ্নিত কবিতাগুলিতে এক এক পংক্তির নাম এক এক পদ দাঁড়াইয়াছে। এই ভ্রম সংশোধন করা অতীব কর্ত্তব্য।

সংস্কৃতানুসারে নূতন ছন্দঃ

তামরস ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ৩৬ পৃঃ)

পট পট সুবিকট শব্দ সমুত্থিত বজ্র শব্দ পরিনিন্দে।
মুখরিত দিগ্দশ, চকিত জগজ্জন, পবন চলিত মৃদুমন্দে॥

তোটক ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ৭১ পৃঃ)

শর নির্ণয় দুষ্কর কার্য্য হবে,
অতি অশ্রুত মর্ত্ত্য অমর্ত্ত্য সবে,
যদি রক্ষহ অঙ্গুরি আত্মগনে,
লভিবে স্থির কুম্ভক শান্তমনে।

ত্বরিতগতি ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ৮৬ পৃঃ)

শকতি কিবা মম লভিতে অবনিসুতা পদকমলে,
অধম জনে কভু কি লভে বিমল সুধা ভুবনতলে।

দোধক ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ৭৭ পৃঃ)

শীঘ্র মহৎশর অর্চ্চনজন্যে,
সঙ্কর সম্প্রতি রাজ্ঞি সুধন্যে।
প্রাপ্ত মহত্তম সদ্গুরু পূজ্যে,
বর্জ্জহ শীঘ্র বিলম্বন কার্য্যে।

কুসুমবিচিত্রা ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ১০২ পৃঃ)

ক্ষমহ সুরেশ্বর আত্ম মহত্বে,
অপ্রিয় কথন-নিরত নিজ ভৃত্যে।

উপগত ভৃত্য মহৎ ভয় সঙ্গে,
সম্প্রতি তব গৃহ শান্তি বিভঙ্গে।

চন্দ্রবর্ত্ম ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ১১১ পৃঃ)

পূর্ব্ব পুণ্য মম উৎকট ভুবনে,
প্রাপ্ত ভৃত্য তব দুর্লভ চরণে।
বিশ্ব বন্দ্যপদ ঈক্ষিণু নয়নে,
ধন্য জন্ম মম নশ্বর ভুবনে।
ইন্দুনিন্দি পদ সুন্দর কিরণে,
দীপ্ত অঙ্গচিত উজ্জ্বল বরণে।
পূর্ণ শান্তি লভিনু প্রতি বিষয়ে,
লব্ধ মুক্তিপদ দুস্তর নিরয়ে।

বংশস্থবিল ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ১৫৯ পৃঃ)

সমস্ত সৌভাগ্য সুলব্ধ সজ্জনে,
কি জন্য দুঃখাগ্নি-বিদগ্ধ এক্ষণে ?
অবশ্য শীঘ্র প্রতি বিঘ্ন নির্জ্জয়ে,
সুশক্ত সম্যক্ বুঝ শান্ত চিন্তিয়ে।

উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দঃ। (রাবণবধ কাব্য ১৬৫ পৃঃ)

তৃষার্ত্ত সম্প্রাপ্ত সুধাব্ধি যত্নে,
সমীক্ষি সম্পূজ্য পদাব্জরত্নে।
সুতৃপ্ত মচ্চিত্ত সুশান্ত অন্ত,
সুধন্য সম্যক্ চতুরাস্য সন্তঃ।

নিবাতকবচ-বধ কাব্য হইতে সংগৃহীত নূতন ছন্দঃ।

১। বিশাখ চৌপদীর প্রকার ভেদ। লঘু গুরু মাত্রানুসারে পাঠ্য। যথা—

অট্টালক পরম রম্য শৃঙ্গাটক বিশদ হর্ম্ম্য
দেবদ্রুম দিব্য কুসুম দেউল ফুলবাটী।
পুষ্পক রথ গজ বিমান শিবিকা, হয়, বিবিধ যান,
আর কত কব পাণ্ডব যত হেরিল পরিপাটী ॥

২। হরিগীতা ছন্দঃ। লঘু গুরু বর্ণানুসারে পাঠ্য।

তিন লোক পাবন বীর যত জন
সভ্য সেই সবে এই সভায়
হের ইন্দু-মণ্ডল নিন্দি উজ্জ্বল
কীর্ত্তি মূরতি তাহাদেরি তায়।

৩। ছন্দঃ। লঘুগুরুবর্ণানুসারে দ্বিতীয় বর্ণের পরে যতি দিয়া পাঠ্য। যথা—

যবে বিজয়ী বিজয় গেল বৈজয়ন্ত দ্বারে
এল, অমনি গন্ধর্ব্বরাজ পূজিতে তাহারে।

৪। নবমল্লিকা ছন্দঃ। লঘুগুরুবর্ণানুসারে দ্বিতীয় বর্ণের পরে যতি দিয়া পাঠ্য। যথা—

গুরু, হরি সন্নিধানে হরি, সুত সাবধানে
তরি, জবে করি ভেদ শিখে, সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ ॥

৫। অপরাজিতা ছন্দঃ। লঘুগুরুবর্ণানুসারে পাঠ্য। যথা—

চলে দানব বধিতে বীর মহেন্দ্র কুমার যেন উমার কুমার।
বাজে বাদিত্র দুন্দুভি আদি বিবিধ প্রকার শুনি লাগে চমৎকার ॥

৬। কুন্দকুসুম ছন্দঃ। লঘুগুরুবর্ণানুসারে পাঠ্য।

অই যে সাগর দেখ বীরবর, ভীরুদের উহা অতি ভয়ঙ্কর,
সাহসীর কাছে কিন্তু রত্নাকর, কমলা দেবীর জনমভূমি ;

ভীরুজন রহে দূরে পরিহরে, সাহসী উহাতে রতন উদ্ধরে
অই যে অগাধে মুকুতার তরে, ডুবিছে ডুবারু দেখহে তুমি ;

৭। **শেফালিকা ছন্দঃ। লঘুগুরুবর্ণানুসারে পাঠ্য।** যথা—

তোমার বাজার বল দূত রণার্থে আসিল ইন্দ্রসুত।
ইন্দ্র সুত কিংবা তব যম জিষ্ণু নামে পাণ্ডব মধ্যম॥

৮। **অর্দ্ধসম ছন্দঃ। লঘুগুরুবর্ণানুসারে পাঠ্য।**

শুনিয়া কহিল দৈত্যগণ
মার রে মার রে নবে কহিছে বচন।
আমি আগে সে দুষ্টে মারিয়া
কবোষ্ণ রুধির পিব উদর পূরিয়া॥

৯। **করবীর ছন্দঃ। লঘু গুরু বর্ণানুসারে পাঠ্য।**

এইরূপে ধনঞ্জয় সুস্থ কবি মাতলি
বাজি পৃষ্ঠে কশা হানে দেবলোকে যাইতে।
জয় আনন্দেই যেন তুরঙ্গম আবলি
উড়িল গরুড় সম অতি লঘু গতিতে॥

চম্পক ছন্দঃ

যথায় ত্রিপদীর দ্বিতীয় পদ, তৃতীয় পদের স্থলে এবং পঞ্চম পদ ষষ্ঠ পদ স্থলে পুনরাবৃত্তি হয়, তথায় চম্পক ছন্দঃ বলে। যথা—

"দয়াময় তোমা বিনে, আর কিছু চাই নে,
আর কিছু চাই নে।
তব নাম-সুধা বিনা, আর কিছু খাই নে,
আর কিছু খাই নে॥
চিরকাল খেটে মরি, নাহি পাই মাইনে,
নাহি পাই মাইনে।

বিনা মূল্যে কিনে লবে, লিখেছে কি আইনে,
লিখেছে কি আইনে ॥” প্র, ক,

বিশাখ চৌপদী ছন্দঃ

যথায় চৌপদীর প্রথমার্দ্ধের শেষ পদ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষপদ পুনরাবৃত্তি করিতে হয়, তথায় বিশাখ চৌপদী বলে।

“বালা হোয়ে জ্বালা সয়, কেমনে বাঁচিয়া রয়।
কারো মনে নাহি হয়, দয়া একটুকু গো,
দয়া একটুকু।
নিদয় হৃদয় বিধি, এ তার কেমন বিধি,
দিয়ে হোরে নিল নিধি, হইয়া বিমুখ গো ;
হইয়া বিমুখ ॥” প্র, ক,

বিশাখ পয়ার

যথায় পয়ারের প্রথমার্দ্ধের ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষ পদের পুনরাবৃত্তি হয়, তথায় বিশাখ পয়ার বলে।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার ॥” প, উ,

অভিনব ছন্দঃ

ময়ূর কহিল কাঁদি গৌরীর চরণে,
কৈলাস ভবনে,
অবধান কর দেবি,
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি,
প্রিয়োত্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ-আসনে।

রথী যথা দ্রুত রথে,
চলেন পবন পথে,
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি ;
তবু মাগো আমি দুঃখী অতি ;
কবি যদি কেকাধ্বনি,
ঘৃণায় হাসে অমনি,
খেচর ভূচর জন্তু ; মরি, মা, সরমে।
ডালে মূঢ় পিক যবে,
গায় গীত, তার রবে,
মাতিয়া জগতজন বাখানে অধমে।
নব বধূ কুসুমকেশে
সাজি মনোহর বেশে
বরেন বসন্তদেবে যবে ঋতুবরে
কোকিল মঙ্গলধ্বনি করে। ম. ম. সূ. দ

ইতি কাব্যনির্ণয়ে ছন্দঃ পরিচ্ছেদ।

অলঙ্কার প্রকরণ—শব্দালঙ্কার

১। যেরূপ কেয়ূর-কুণ্ডলাদি লৌকিক ভূষণ সকল মনুষ্য-শরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার (শোভা-জনক) শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় ; সেইরূপ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভা সম্পাদক ধর্ম্মবিশেষকে কাব্যের অলঙ্কার (Ornament of Figure or Speech) কহে।

দেখ মানবদেহে যেমন সর্ব্বদা ভূষণ বিদ্যমান থাকে না, সেইরূপ শব্দার্থেও সময়ে সময়ে অলঙ্কারের অসদ্ভাব হয়। এই নিমিত্ত অলঙ্কারকে শব্দার্থের অচিরস্থায়ী ধর্ম্ম বলিয়া থাকে।

২। শব্দ ও অর্থভেদে অলঙ্কার দুই প্রকার; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। শব্দের বৈচিত্র্যজনক গুণ-বিশেষকে শব্দালঙ্কার ও অর্থের বিচিত্রতা-সম্পাদক গুণবিশেষকে অর্থালঙ্কার বলা যায় (Figures of word and thought.)। শ্লেষ, অনুপ্রাস ও যমকাদি শব্দালঙ্কার। উপমা, রূপক ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কার।

শ্লেষালঙ্কার (Paronomasia.)

৩। যে স্থলে একমাত্র শব্দ দ্বি বা বহু অর্থে প্রযুক্ত হয়, তথায় শ্লেষনামক অলঙ্কার হইয়া থাকে। দ্ব্যর্থক—

যথা—"শরীর লোহিতবর্ণ, স্খলিত গমন
বস্ত্রহীন হৈল রবি, করি বিতরণ ॥
অম্বর ত্যজিয়া পড়ে, জলধির জলে।
কেবল বারুণী *-বহু, সেবনের ফলে ॥" ম, মো, ত,
"দ্বিজরাজ সমাগত কর প্রসারিয়া।
দেখিয়া শুনিয়া রবি, গেল পলাইয়া ॥
এ কথা যথার্থ বটে, নাহিক সংশয়।
কৃপণ যাজক দেখি, সঙ্কুচিত হয় ॥" ম, মো, ত,
"বিশেষণে সবিশেষ, কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম, নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা, মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী, বন্দ্যবংশখ্যাত ॥

---

* বধূর অপভ্রংশ বহু।

পিতামহ দিল মোর, অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই, পতি মোর বাম ॥
অতিবড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর, কপালে আগুন ॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে, দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গানামে সতা তার, তরঙ্গ এমনি।
জীবনস্বরূপা সে, স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি, ফেরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ, দিল হেন বরে ॥"　অ, ম,

উভয় পক্ষের যেখানে সমান রূপে প্রাধান্য থাকে তথায় শ্লেষ হয়। একপক্ষ-প্রাধান্যে অপ্রস্তুত-প্রশংসা অথবা বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়।

এখানে যেমন শ্লেষালঙ্কার বলা গেল, সেইরূপ অনুপ্রাসালঙ্কার বা উপমালঙ্কার ইত্যাদি রূপে বলা যাইবে না, কেবল অনুপ্রাস, উপমা, এইরূপ নামোল্লেখ হইবে, তাহার দ্বারা পরস্থিত অলঙ্কার শব্দ বুঝিয়া লইতে হইবে। অনেকার্থক যথা—

প্র—চাহি আমি অমৃত, পার কি দিতে ভাই।
উ—সে কহে যাচঞাতে, সুধা ত কভু নাই ॥
শাস্ত্রে সে মৃত তার আছে, দেখ সদ্যুক্তি।
প্র—সে ত ভাল তাহে পাব, কি নির্ব্বাণ মুক্তি ?
পুনঃ প্র—দরিদ্র, সুধাক্রেতা, রসায়ন আশয়।
উ—খাবে জান্‌লে বিষ কভু, কে করে বিক্রয় ॥
প্র—রসান্বেষণে মন, না কর বৃথা তর্ক।
উ—রস পারদাদি তাহে, বৈদ্যের সম্পর্ক ॥
প্র—যাহা বিনা সুগন্ধ, অহে না হয় খাদ্য।
তাহা দিয়া সাহায্য কর হে ভাই সদ্য ॥

উ—কূপ শুষ্ক সর-শুষ্ক, জলাশয় মাত্র।
প্র—ষড়্‌রসের প্রধান, রস ধর অত্র ॥
উ—ছয় নয় রস ত সংখ্যায় নব গণ্য।
সেই করে, আস্বাদন যার আছে পুণ্য ॥
প্র—সৈন্ধব আমার লক্ষ্য, না হও বিরক্ত।
উ—অমৃত বলিতে বাল-ভাষিতে প্রযুক্ত ॥
প্র—যাহা বিনা দ্রব্য মাত্র, হয় যে অহৃদ্য।
না কর রসাভাস, সহৃদয় সংবেদ্য ॥
উ—তুমি বড় অবোধ, দেবার সে ত নয়।
অরসিকে কে করে, রহস্য পরিচয় ॥

এখানে অমৃত শব্দে লবণ, পারদাদি ধাতু, জল প্রভৃতি স্নেহময় পদার্থ লবণাদি ষড়্‌রস, কাব্যের নবরস, সৈন্ধব, সুধা, বাল-ভাষিত ও রসাভাস। বহু অর্থে বাক্য জিজ্ঞাসামূলক শ্লেষ প্রযুক্ত হয়।

১ম—উদাহৃত শ্লেষের শব্দার্থ

বসু=কিরণ, ধন।
বারুণী—পশ্চিমদিক, মদ্য, বরুণকন্যা।
দ্বিজরাজ=চন্দ্র, ব্রাহ্মণ।
কর=কিরণ, হস্ত।
গোত্রপ্রধান=গোষ্ঠীপ্রধান, পর্ব্বত-শ্রেষ্ঠ।
মুখ-বংশ=মুখটি কুল, প্রজাপতি।
বন্দ্য-বংশ=বন্দ্যোপাধ্যায়-কুল, পূজ্য-কুল।
পিতামহ=পিতৃ-পিতা, ব্রহ্মা।
বাম=প্রতিকূল, মহাদেব।
অতিবড়বৃদ্ধ=দশমী-দশা-গ্রস্ত-প্রায়, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ।
গুণ-=ক্ষমতা, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ।

সিদ্ধি = স্বনামখ্যাত বৃক্ষপত্র, মঙ্গল।
কপালে আগুন = পোড়াকপালে, ললাটে বহ্নি।
কু = মন্দ, পৃথিবী।
পঞ্চমুখ = অত্যন্ত বাচাল, পঞ্চবদন।
কণ্ঠভরা বিষ = কটুভাষী, নীলকণ্ঠ।
দ্বন্দ্ব = বিরোধ, মিথুন ভাব।
গঙ্গা = নামবিশেষ, ত্রিপথগা।
তরঙ্গ = কলহচ্ছটা, জল কল্লোল।
জীবনস্বরূপা = প্রাণতুল্যা, জলময়ী।
শিরোমণি = অভিমান্য, মস্তক-ভূষণ।
ভূত = অসভ্যজাতি, নন্দীভৃঙ্গ্যাদি।
পাষাণ = কঠিনহৃদয়, প্রস্তর (পর্ব্বত)।

উপরি উক্ত উদাহরণে (পদভঙ্গ) পদের অক্ষর পৃথকরূপে অর্থ করিলে অর্থ প্রায়ই থাকে না; অতএব এই প্রকার স্থলে অভঙ্গ শ্লেষ বলা যায়। যেখানে পদভঙ্গ করিলেও কবিতার এক প্রকার অর্থ রাখিতে পারা যায়, সেখানে সভঙ্গ শ্লেষ বলা যাইতে পারে। যথা;

অর্দ্ধের বয়স রাজা এক পাট-রাণী।
পাঁচ পুত্র নৃপতির সবে যুব-জানি॥ বি, সু,

যুবজানির বাস্তবিক অর্থ যুবতী জায়া যাহার। কিন্তু রাজপুত্রদিগকে আমি যুবা বলিয়া জানি, এই অর্থ করিলে জানি পদটী জ্ঞানার্থক ক্রিয়া হওয়ায় যুব পদটীও পৃথককৃত হইল।

৪। যেখানে বিভিন্ন বিষয়ের অর্থ সৌসাদৃশ্য একরূপ শব্দ দ্বারা সুসঙ্গত হয়, তথায় অর্থশ্লেষ কহে। যথা—

নদী আর কালগতি একই প্রমাণ।
অস্থির প্রবাহে করে উভয়ে প্রয়াণ॥

ধীরে ধীরে নীরব, গমনে গত হয়।
কিবা ধনে কি স্তবনে, ক্ষণেক না রয় ॥
উভয়েই গত হলে, আর নাহি ফেরে।
দুস্তর সাগর শেষে, গ্রাসে উভয়েরে ॥ রহস্য সন্দর্ভ।
"উত্তমেরে ত্যাজ্য করে, অধমে যতন।
নারী বারি দু'জনারি, নীচ পথে গমন ॥
তার প্রমাণ বলি প্রিয়ে, নলিনী তপনে।
ত্যজিয়ে বনের পতঙ্গ যে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরে ॥ গীত

এখানে অনেকগুলি শব্দের উভয় পক্ষেই অর্থের সৌসাদৃশ্য আছে।

অনুপ্রাস (Alliteration.)

৫। একজাতীয় হলবর্ণের পুনঃপুনরাবৃত্তিকে অনুপ্রাস বলে।*

ছেক, বৃত্তি ও অন্ত্য প্রভৃতি অনুপ্রাস বঙ্গভাষায় অধিক প্রচলিত; কোন কোন স্থলে শ্রুতি ও লাটানুপ্রাসও দৃষ্ট হয়; কিন্তু বঙ্গভাষায় অধিক চমৎকারিত্ব নাই বলিয়া শেষোক্ত দুই ভেদের উল্লেখ করা গেল না।

ছেকানুপ্রাস

৬। পূর্ব্বে যে যে ব্যঞ্জনবর্ণ যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সংস্থাপিত হইয়াছে, পরে সেইরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত পর্য্যায়ক্রমে সেই সেই ব্যঞ্জনবর্ণের পুনরাবৃত্তির নাম ছেকানুপ্রাস। যথা—

"জয় নন্দ-নন্দন ব্রহ্ম-বন্দন কংশদানব-ঘাতন।
জয় গোপ-পালন গোপীমোহন কুঞ্জকানন-রঞ্জন ॥
জয়-কালিয়-দমন কেশি-মর্দ্দন জগন্নাথ জনার্দ্দন।
জয় মধুসূদন বৈরিগঞ্জন বিপত্তি-ভয়-ভঞ্জন ॥

* অনুপ্রাসে স্বরবর্ণের সাদৃশ্যের তাদৃশ আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ছেকানুপ্রাসে সৌসাদৃশ্যে উত্তম হয়।

জয় তাপনাশন পাপমোচন, পতিতাপূত-পাবন।
জয় ভব-তারণ ভব-বারণ ভারত-ভূতভাবন॥” অ, ম,

এখানে নন্দ নন্দন এই পদের শেষস্থ নকার ত্যাগ করিয়া ধরিলে ছেকানুপ্রাস হইল, আর মর্দ্দন—দ্দন, গঞ্জন—ঞ্জন, ভঞ্জন—ঞ্জন, তারণ—রণ, বারণ—রণ ইত্যাদি শব্দগুলি পূর্ব্বেও যেরূপ পরেও সেইরূপ দেখা যাইতেছে।

বৃত্ত্যনুপ্রাস

৭। একবিধ ব্যঞ্জন বর্ণের বারংবার উল্লেখ করাকে বৃত্ত্যনুপ্রাস কহে।* যথা—

“চ্যুত মুকুল-কুল-সঙ্কুল-দলিকুল,
গুন গুন রঞ্জন গানে।
মদকল-কোকিল কলরব সঙ্কুল,
রঞ্জিত বাদন তানে॥
রতিপতি নর্ত্তন বিরস বিকর্ত্তন,
শুভ ঋতুরাজ-সমাজে।
নব নব কুসুমিত বিপিন সুবাসিত,
ধীর সমীর বিরাজে॥” ম, মো, ত,

এখানে ক, ল, ত, ন, স, ইত্যাদি ব্যঞ্জন বর্ণ বারংবার উপস্থিত হইতেছে।

বঙ্গভাষায় মিত্রাক্ষর-বিশিষ্ট যত শ্লোক দৃষ্ট হয়, প্রায় সমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস যুক্ত, এই নিমিত্তই ইহার বিশেষ সূত্র দেওয়া গেল না; অধিক কি উপরি উদাহৃত শ্লোকেই অলিকুল—কুল, সঙ্কুল-কুল, নর্ত্তন—র্ত্তন, বিকর্ত্তন—র্ত্তন ইত্যাদি অন্ত্যানুপ্রাস আছে।

যথা বা—হীরাকে উজ্জ্বল করে হীরাই কেবল।
ভাঙ্গে যে ভেড়ার শিঙে সে বজ্র প্রবল। গোষ্ঠী কথা

* যথা—সর—সর। রস—সর এই স্থলে ক্রম নাই।

যমক (Analogue.)

৮। ভিন্নার্থবোধক একরূপ শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। অর্থ একরূপ হইলে ছেকানুপ্রাস হয়।

যমক নানাপ্রকার, তন্মধ্যে বঙ্গভাষায় আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য যমক অধিক দেখা যায়।

আদ্য—যমক

ভারত ভারত-খ্যাত, আপনার গুণে,
রাজেন্দ্র রাজেন্দ্র প্রায়, তাঁহারই বর্ণনে। অন্নদা মঙ্গল।

অচল অচল অতি, পাষাণ পাষাণমতি,
কি হবে দুর্গার গতি, যেতে নারি জেতে নারি আমি হে।

ইহা উচ্চারণ সাদৃশ্যে—নিকৃষ্ট যমক। প্রভাকরে।

মধ্য—যমক। অন্নদা মঙ্গলে।

পাইয়া চরণতরি, তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধু ভব, ভব সে ভরসা॥ বিশেষানিয়ম দোষ।

অন্ত্য—যমক

"কাতরে কিঙ্করে ডাকে, তার ভব ভব।
হর পাপ হর তাপ, কর শিব শিব॥
শুনি স্তবে কবিরায়, ভারত ভারত।
এমন না দেখি আর, চাহিয়া ভারত" ॥ অ, ম.

"শয়নে স্বপনে, ভাবিয়া তারা।
নিমিষ-নিহত, নয়ন তারা॥"

"দুহিতা আনিয়া, যদি না দেহ,
এখনি আমি হে, ত্যজিব দেহ॥"

"স্তবে প্রবোধিয়া শিবে, আলয়ে আনহ শিবে
নতুবা মরিব আমি প্রাণে।" প্র, ক,

বক্রোক্তি (Equivoque.)

৯। বক্তা যে অর্থাভিপ্রায়ে যে শব্দ প্রয়োগ করে শ্রোতা যদি সেই শব্দের সেই অর্থ গ্রহণ না করিয়া, কাকু (স্বরভঙ্গী-স্বরের বিকার) বা নঞর্থক না, কিংবা শ্লেষদ্বারা ভিন্নার্থ গ্রহণ করে, উহার নাম বক্রোক্তি।

কাকু (Tone of Voice.)

বিদ্বান্ হইলেই কি ধার্ম্মিক হয়? কেবল দরিদ্র হইলেই কি মূর্খ ও গুণহীন হয়? (না)। আঃ তুমি কি ধার্ম্মিক! কি রূপবান্! কি দাতা (বিপরীত অর্থ) তুমি সেখানে গিয়াছিলে—এএ? (যাও নাই)। উত্তর—আজ্ঞে না? (গিয়াছিলাম)। এ গুলিতে বিকৃত—স্বরের দ্বারা বিপরীত অর্থ হইয়াছে। সুতরাং কাকু।

সদ্বংশে জন্মিলেই যে সৎ ও বিনীত হয়, এ কথা অগ্রাহ্য। উর্ব্বরা ভূমিতে কি কণ্টকীবৃক্ষ জন্মে না? (১) চন্দনকাষ্ঠের ঘর্ষণে যে অগ্নি নির্গত হয়, উহার কি দাহশক্তি থাকে না? (২) ভবাদৃশ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরাই উপদেশের যথার্থ পাত্র। মূর্খকে উপদেশ দিলে কোন ফল দর্শে না। দিবাকরের কিরণ কি স্ফটিক মণির ন্যায় মৃৎপিণ্ডে প্রতিফলিত হইতে পারে? (৩)। কাদম্বরী। ইহা কেবল কাকু বাক্যের উদাহরণ।

বিপরীত অর্থ (১) জন্মে। (২) থাকে। (৩) পারে না।

কাকু-বক্রোক্তি যথা ;

রাধার উক্তি—অহে দূতি, এ বসন্তে আসিবে না কান্ত?
দূতীর উত্তর—অরে অবোধ মেয়ে ক্ষণেক হয়ো শান্ত॥
তুয়াবিনা যার এক দিন যায় না,
সে এ সুখের বসন্তে আসিবেক না?

সরল উক্তিতে রাধাকে অপ্রফুল্লমনা দেখিয়া দূতী স্বরভঙ্গীর সহিত পুনরায় আবৃত্তি করিল। "সে এ সুখের বসন্তে আসিবেক না?" অবশ্য আসিবে।

দূতী নিজ বাক্যের প্রথম আবৃত্তি কালে স্বরভঙ্গী করে নাই।

এখানে দূতীর কাকুদ্বারা 'সে কান্ত আসিবেক' এইরূপ বিপরীত অর্থ বোধ করিয়া লইতে হইবে।

শ্লেষবাক্য দ্বারা * বক্রোক্তি যথা;

দ্বিজরাজ (১) হয়ে কেন বারুণী (২) সেবন?
রবির ভয়েতে শশী করে পলায়ন।
বলি এত সুরাসক্ত (৩) কেন মহাশয়?
সুর না সেবিলে তার কিসে মুক্তি হয়।
মধুর (৪) সঙ্গমে কেন এমন আদর?
বসন্তকে হেয় করে সে কোন্ পামর॥ বন্ধু॥

১ চন্দ্র, ব্রাহ্মণ। ২ মদ্য, পশ্চিমদিক। ৩ সুরা, সুর—দেবতা। ৪ মদ্য, বসন্তকাল।

চোর বলে এইবার হল বড় দায়।
বিচার করিয়া দেখ, লক্ষণ লক্ষণা।
জাতি, গুণ, দ্রব্য, কিবা বুঝায় ব্যঞ্জনা। বি, সু,

অনেকার্থক শব্দের শ্লেষ প্রায় বক্রোক্তি মূলক।

এই প্রস্তাবের পূর্ব্বের শ্লোকাদিতে সুন্দরকে জাতি অর্থাৎ তুমি কোন বংশসম্ভূত ইত্যাদিরূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে সুন্দর শব্দশাস্ত্রের লক্ষণা প্রভৃতির উল্লেখপূর্ব্বক জাতি (পরিচয়) অর্থাৎ বংশ মর্য্যাদারূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া শব্দশাস্ত্রের জাতি পদার্থে শ্লেষ করিল।

ভাষাসম (Bilingualism.)

১০। ভাষা বিভিন্ন হইলেও শব্দের সমানত্ব থাকিলে ভাষাসম কহা যায়।

* ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, পরিচয় চায়।

সম্বোধনের ও অধিকরণ কারকের স্থানে স্থানে সংস্কৃত ও বাঙ্গালার একরূপ হয়।

যথা—জয় দেবি জগন্ময়ি দীনদয়াময়ি,
শৈলসুতে, করুণানিকরে,
জয় চণ্ডবিনাশিনি মুণ্ডনিপাতিনি,
দুর্গবিঘাতিনি মুখ্যতরে ॥ অ, ম,

সম্বোধনের একবচনান্ত পদে বাঙ্গালায় ও সংস্কৃতে, এইরূপ উদাহরণ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

পুনরুক্তবদাভাস (Semblauce of Tautology.)

১১। ভিন্নাকার * শব্দের অর্থ পুনরুক্তবৎ প্রতীয়মান হইলেও পর্য্যবসানে অন্যার্থ প্রতীতি হইলে পুনরুক্তবদাভাস হয়।

* ভিন্নাকার শব্দে স্বর ও ব্যঞ্জনের বিভিন্নতা বুঝিতে হইবে, যেমন শিব হর ইত্যাদি।

ভব হর মম দুঃখ হর, হর সর্ব্ব রোগ তাপ,
জয় শিব শঙ্কর হিমকর শেখর, সংহর সর্ব্ব শোক পাপ।

এই স্থানে প্রথমতঃ কয়েক পদে শিবনামের পুনরুক্তি বোধ হইতেছে; কিন্তু অর্থকালে পুনরুক্তি বোধ হইতেছে না। যথা—

হিমকরশেখর—চন্দ্রচূড়; হে শিব জয়, শঙ্কর—মঙ্গল কর, সর্ব্ব—সকল, ভব—জন্ম, হর—নাশ কর। এইরূপ অর্থ হইলে শিব, ভব, শঙ্কর, হিমকরশেখর, সর্ব্ব, হর এইগুলি শিব-নামমালার পুনরুক্তি মাত্র বোধ হইবে না।

প্রহেলিকা (হিঁয়ালী) (Riddle.)

১২। চাতুর্য্য হেতু কেহ কেহ প্রহেলিকাকে অলঙ্কারমধ্যে গণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু উহা রসের অপকর্ষজনক ও তাদৃশমনোহারিণীও নহে; এই নিমিত্ত প্রহেলিকাকে অলঙ্কার মধ্যে গণনা করা যাইতে পারে না।

যথা;—সর্ব্বত্র আমার বাস, ধরণী ভিতরে।
সাগরে নগরে থাকি, পর্ব্বত শিখরে ॥

রমণীর অগ্রে পিছে, অন্তঃপুরে রই।
রন্ধনের সেই মত আমি গণ্য হই॥
সর্ব্ব দ্রব্য আমা ছাড়া, সুরস কি হয়।
রজনীতে পাবে মোরে, দিবসেতে নয়॥
রামের বামেতে থাকি, নহি আমি সীতা।
উড়িষ্যা দেশের মধ্যে, আছে মোর পিতা॥
গরিবের কাছে থাকি ছাড়ি ধনবান।
বালকে আমার করে, বড় অপমান॥
ক্ষীণ কায় হলে উঠি, আত্মীয়ের মাথে।
কভু পদানত হয়ে, থাকি তার সাথে॥
কামারের কাছে রহি লইয়া আশ্রয়।
সহরে থাকি বটে কলিকাতায় নয়॥
বর্ষা শ্রাবণ ভাদ্রে পাবে মোর দর্শন।
বর্ষ আর তিন মাস কর অন্বেষণ॥ উদ্ভট

র এই অক্ষর গুপ্ত। ড, ল, র একার্থক। তদনুসারে উড়িষ্যা, র-ড় মিত্রবর্ণ র বর্ণের ক্ষীণকায় রেফের ফলা। হিঁয়ালীর লক্ষণ নিম্নে দেখ।

১৩। বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যাঙ্গ্যার্থ এই ত্রয় হইতে সহজে যাহার অর্থ পরিস্ফুট হয় না, অথচ বাক্যমধ্যে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা এবং আসত্তির বিচ্ছেদও জন্মে না, তদবস্থায় ঐ সকল বাক্যকে প্রহেলিকা বা হিঁয়ালী কহে। যথা—

হিঁয়ালীকে অনেকার্থ শব্দের একাংশে নিশ্চয়, অপরাংশে সন্দেহ জন্মে, পক্ষান্তরে সর্ব্বাংশে অর্থের সুসঙ্গতি হয় না। কিন্তু শ্লেষালঙ্কার স্থলে অনেকার্থ শব্দের সর্ব্বাংশে অর্থের সুসঙ্গতি হয়। প্রহেলিকা ও শ্লেষের মধ্যে প্রভেদ এই।

১। বিষ্ণুপদ সেবা করে, বৈষ্ণব সে নয়।
গাছের পল্লব নয়, আগে পত্র হয়॥

পণ্ডিত বুঝিতে পারে, দুচারি দিবসে।
মূর্খেতে বুঝিতে নারে, বৎসর চল্লিশে॥ পক্ষী

২। বিধাতা নির্ম্মিত ঘর, নাহিক দুয়ার।
যোগেন্দ্র পুরুষ তায়, আছে নিরাহার॥
যখন পুরুষবর হয় বলবান।
বিধাতার ঘর ভাঙ্গি, করে খান খান॥ ডিম্ব

৩। এক নিবেদন করিতেছি তব স্থানে
বুঝিয়া লইবে সমাদরে।
অষ্টমীতে একাদশী বিধবা রহিল বসি
পূর্ণশশী আকাশ উপরে॥
খাইলে পাতকচয় না খাইলে গর্ভ হয়,
সে নারীর দুদিকে জঞ্জাল।
পাপাশ্রয় ভয়ে নারী না খাইল সে সর্ব্বারি
তাহে গর্ভবতী, সেইত শাল॥
তার গর্ভের সূত্র, প্রসবিল দুই পুত্র,
এক হয় সুত, আর হয় স্বামী।
ইহাতে যে দ্রব্য হবে অরণ্যের মধ্যে পাবে
ত্বরা করি পাঠাও আমায় তুমি॥

৩। নারিকেল ফল। অষ্টমীর দিন নারিকেল খাওয়া নিষিদ্ধ, সুতরাং একাদশী, নারিকেলের মধ্যাংশের শূন্যভাগ আকাশ, নারিকেলের গর্ভস্থ পদ্মটী চন্দ্র পদ বাচ্য, অঙ্কুরটী পুত্র, পদ্মস্থ সূত্রগুলি স্বামী পদে কল্পনা করিয়াছে। সর্ব্বারি = উভয় পক্ষে অরিরূপ নারিকেল।

শব্দালঙ্কারের যে সমুদয় ভেদ প্রদর্শিত হইল, ইহাদিগেরই আবার অনেক প্রভেদ দেখা যায়; এবং এতদ্ভিন্ন চিত্রালঙ্কার নামে একটী অলঙ্কার আছে, তাহার যে কত প্রকার ভেদ হইতে পারে, তাহা বলা যায় না। ইহাদিগের অবান্তরভেদ সকল বঙ্গভাষায় সর্ব্বত্র চমৎকারজনক হয় না বলিয়া শব্দালঙ্কার শেষ করা গেল।

চিত্রালঙ্কার

১৪। শব্দ দ্বারা কোনরূপ চিত্র অঙ্কিত করার নাম চিত্রালঙ্কার

পদ্মবন্ধ

যথা—নন্দন বর কাননে, অনঙ্গের দাস,
সদা রঙ্গে নদে পিক, গায় অলি গান।
নগালি অযত্ন পুষ্পে, আনতা সখেদে.
দেখে সতান-নয়নে, কৌরবনন্দন। নি, ক, ব,

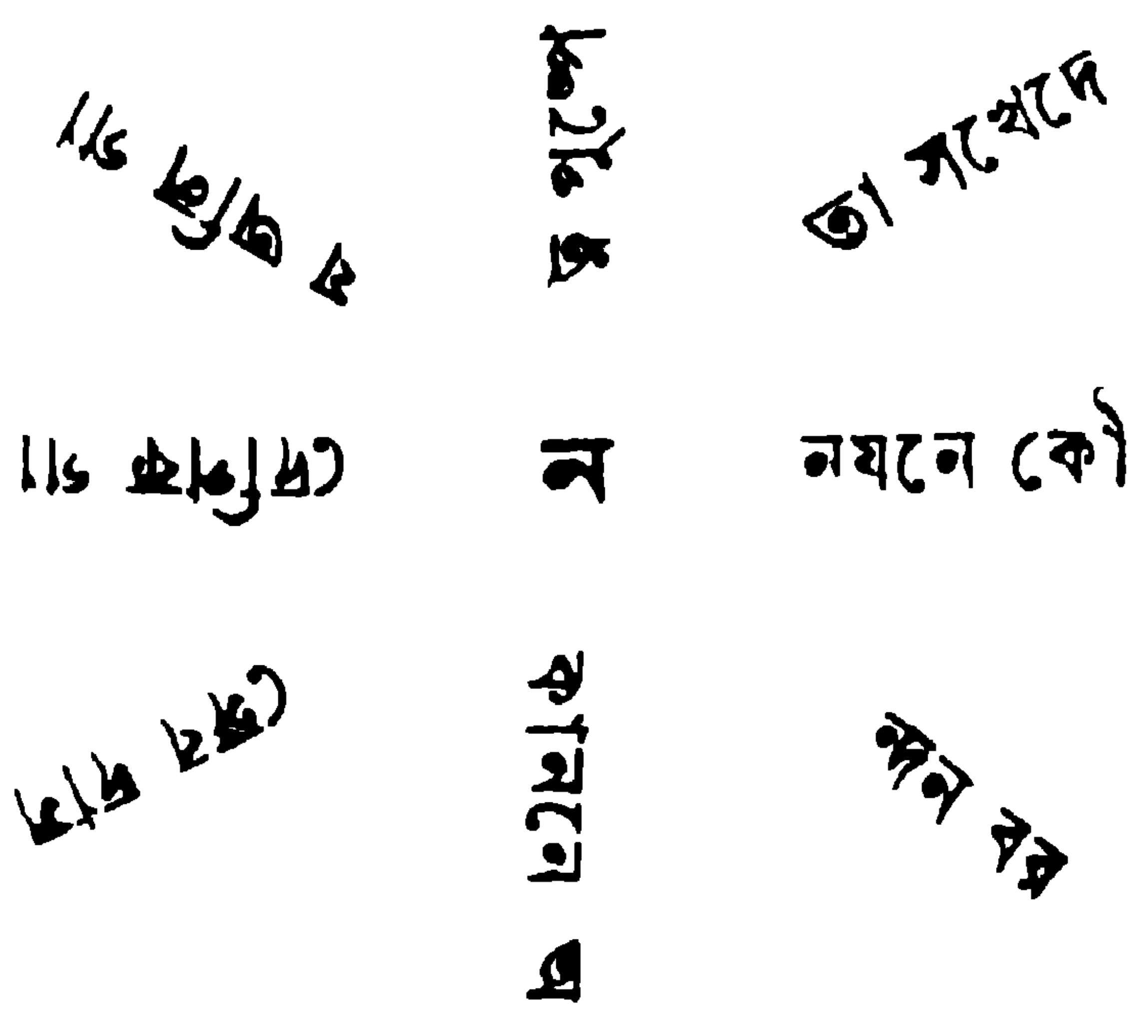

১। নন্দন বর কাননে—নন্দন নামক শ্রেষ্ঠ উপবনে,
অনঙ্গের দাস—কন্দর্পের দূত-স্বরূপ।

২। পিক—কোকিল। নদে—শব্দ করে।

৩। নগালি অযত্ন পুষ্পেআনতা সখেদে—নগালি—তরুশ্রেণী, অযত্ন পুষ্পে—যত্ন ব্যতিরেকে উৎপন্ন পুষ্পের ভারে, সখেদে—খিন্ন হইয়া, আনত—অবনত হইয়াছে।

৪। সতান-নয়নে—বিস্ময়হেতুক বিস্ফারিত-লোচনে।
কৌরবনন্দন—কুরুবংশজাত কৌরব, পাণ্ডু, তাহার পুত্র অর্থাৎ অর্জ্জুন।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে শব্দালঙ্কার পরিচ্ছেদ।

অর্থালঙ্কার

উপমা (Simile or Formal Comparison.)

১৫। এক ধর্ম্মবিশিষ্ট (একরূপ-গুণ-সম্পন্ন) ভিন্নজাতীয় বস্তু-দ্বয়ের (উপমান ও উপমেয়ের) সাদৃশ্য কথনকে উপমা কহে।

যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায় তাহাকে উপমান, আর যাহাকে তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমেয় কহে।

যথা—ইহার মুখ চন্দ্রসদৃশ মনোজ্ঞ। এখানে চন্দ্রের সহিত মুখের সাদৃশ্য বলা যাইতেছে; সুতরাং মুখের উপমান চন্দ্র, এবং মুখকে চন্দ্রের সদৃশ বলা যাইতেছে; অতএব মুখ উপমেয়। আবার যদি এই বলা যাইত যে মুখের সদৃশ চন্দ্র মনোজ্ঞ, তাহা হইলে মুখ উপমান ও চন্দ্র উপমেয় হইত; যেহেতু মুখের সহিত চন্দ্রের তুলনা করা যাইতেছে, এবং চন্দ্রকে মুখের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা গিয়াছে।

এক ধর্ম্মকে (অর্থাৎ উপমান উপমেয় এই উভয়নিষ্ঠ সমান গুণকে) উপমান উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম্ম কহে। যেমন চন্দ্রে ও মুখে আহ্লাদকত্ব ও সৌন্দর্য্যাদি গুণ থাকাতেই চন্দ্রের সহিত মুখের উপমা (সৌসাদৃশ্য) সুসম্পন্ন হয়। এই কারণেই আহ্লাদকত্বাদি ধর্ম্মকে চন্দ্র ও মুখের (উপমান উপমেয়) নিষ্ঠ সাধারণ ধর্ম্ম বলা যায়।

সাধারণধর্ম্ম বহু প্রকার;—কোথাও গুণ, কোথাও বা ক্রিয়া, কোথাও বা কেবল শব্দের ঐক্য প্রভৃতি সাধারণ ধর্ম্ম হয়। যথা;—"মানব দেহ জলবিম্ব-প্রায় ক্ষণবিধ্বংসী" এই স্থলে ক্ষণবিধ্বংসিতা এই গুণ মানবদেহের ও জলবিম্বের সাধারণ। "এই অশ্ব বায়ুর তুল্য গমন করে।" এই স্থলে বেগে গমন করা অশ্বের ও বায়ুর সাধারণ ক্রিয়াগত ধর্ম্ম। "এই রাজা পণ্ডিতগণের মানসে হংসের সমান।" এ স্থলে হংস-পক্ষে মানস শব্দে মানস নামক

সরোবর, ভূপতিপক্ষে মানস শব্দে অন্তঃকরণরূপ অর্থ হইলেও, উভয় অর্থেই মানস শব্দের ঐক্য থাকায় হংসের সহিত রাজার সাদৃশ্য হইল। এইরূপ উপমান উপমেয়ের যে কোনরূপ ধর্ম্মের ঐক্য থাকিলেই উপমা দেওয়া যায়।

কিন্তু একজাতীয় বস্তুর সহিত উপমা হয় না। যথা; "ইন্দীবর ইন্দীবরের ন্যায় কোমল," "মনুষ্য মনুষ্যের মত বুদ্ধিসম্পন্ন," "বাষ্পীয় রথ বাষ্পীয় রথের তুল্য শীঘ্রগামী।" এরূপ স্থানে অনন্বয়োপমা অলঙ্কার বলা যায়। ইহার উদাহরণ পরে দেখান যাইবে।

যথা, প্রায়. তুল্য, সম, সদৃশ, ন্যায় ও 'যেরূপ' শব্দের পর 'সেইরূপ,' 'যেমন' শব্দের পর 'তেমন' ইত্যাদি শব্দ উপমান বাচক (বোধক)। যেখানে উপমেয়, উপমান, সাধারণ ধর্ম্ম ও উপমার বাচক যথাদি শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত থাকে, তথায় পূর্ণোপমা হয়। আর সাধারণ ধর্ম্মাদির কোন একটীর লোপ হইলে লুপ্তোপমা বলা যায়।

পূর্ণোপমা যথা;

"সর্ব্বসুলক্ষণবতী, ধরাধামে যে যুবতী,
লোকে বলে পদ্মিনী তাহারে।
সেই নাম নাম যার, সেরূপ প্রকৃতি র,
কত গুণ কে কহিতে পারে॥
পতিব্রতা পতিরতা, অবিরত সুশীলতা,
আবির্ভূতা হৃৎপদ্মাসনে।
কি কব লজ্জার কথা, লতা লজ্জাবতী যথা, *
মৃত প্রায় পরপরশনে॥" প, উ,

* লজ্জাবতীনাম্নী একরূপ লতা আছে তাহাকে স্পর্শ করিলে সে যেমন ম্রিয়মাণা হয় এই পদ্মিনীও সেইরূপ লজ্জায় মৃতপ্রায় হয়। লজ্জাবতীলতা লজ্জাতেই ম্রিয়মাণা হয়, এই প্রবাদ থাকাতেই লজ্জাগুণটী পদ্মিনীর ও লজ্জাবতীলতার সাধারণ ধর্ম্ম এবং যথা শব্দও উল্লিখিত হইয়াছে, এই কারণে ইহা পূর্ণোপমার উদাহরণ।

"শুকাইল অশ্রুবিন্দু ; যথা—
"শিশির-নীরের বিন্দু, শতদল-দলে,
উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন।" মে, না, ব,

'প্রায়'—"রচিযা মধুর পদ অমৃতেব প্রায়।"

প্রায় শব্দ দ্বারা উপমা অন্নদামঙ্গলে কৃষ্ণচন্দ্রের সভা বর্ণন প্রস্তাবে অনেক আছে।

'যেমন'—"যেমন পরম শোভাকর পূর্ণচন্দ্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত বস্তুকে অত্যাশ্চর্য্য অনির্ব্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ পরমেশ্বর-পরায়ণ পুণ্যাত্মারা সদালাপ ও সদুপদেশ প্রদান করিয়া, পার্শ্ববর্ত্তী পুণ্যার্থীদিগের অন্তঃকরণ পরম রমণীয় ধর্ম্মভূষণে ভূষিত করিতে থাকেন।" চা, পা,

বাঙ্গালা ভাষায় যেমনের পর 'সেইরূপ' ও 'তেমন' এই উভয়েরই ব্যবহার আছে।

'যেন' শব্দ যখন 'যেমন' অর্থে প্রযুক্ত হয়, তখন উপমার বাচক হইয়া থাকে। যথা—

"না ধরিলে রাজা বধে ধরিলে ভুজঙ্গ।
সীতার হরণে যেন মারীচ কুরঙ্গ॥" বি, সু,

মালোপমা

১৬। **এক উপমেয়ের বহু উপমান স্থলে মালোপমা হয়। যথা ;**

"যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘনদরশনে,
যথা কুমুদিনী হিমাংশুমিলনে।
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে দেখে।
হলো তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়॥" বা, দ,

নরপতিরূপ উপমেয়ের চাতকিনী কুমুদিনী ও কমলিনী-রূপ তিনটী উপমান থাকাতে মালোপমা হইল। এখানে যথা শব্দ উপমার বাচক।

"ইন্দ্রের বৃহস্পতি, নলের সুমতি, দশরথের বশিষ্ঠ ও রামচন্দ্রের বিশ্বামিত্র যেরূপ উপদেষ্টা ছিলেন, শুকনাসও সেইরূপ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা বিষয়ে রাজাকে যথার্থ সদুপদেশ দিতেন।" * ক্া, ব,

"মৃগয়া-কোলাহল নিবৃত্ত হইলে অরণ্যানী নিস্তব্ধ হইল। তখন আমি পিতার পক্ষপুট হইতে আস্তে আস্তে বহির্গত হইয়া কোটর হইতে মুখ বাড়াইয়া যেদিকে কোলাহল হইতেছিল, সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম। দেখি কৃতান্তের সহোদরের ন্যায়, পাপের সারথির ন্যায়, নরকের দ্বারপালের ন্যায়, বিকটমূর্ত্তি এক সেনাপতি সমভিব্যাহারে যমদূতের ন্যায় কতকগুলি কুরূপ কদাকার সৈন্য আসিতেছে। তাহাদিগকে দেখিলে ভূতবেষ্টিত ভৈরব ও দূতমধ্যবর্ত্তী কালান্তকের স্মরণ হয়।" † কা, ব,

পূর্ব্বানুভূত সদৃশ বস্তুর স্মৃতিস্থলে স্মরণালঙ্কার ও সদৃশ গুণ ক্রিয়াদির প্রতীতি স্থলে উপমালঙ্কার হয়।

রসনোপমা

১৭। যেখানে প্রথম উপমেয়, দ্বিতীয় উপমেয়ের উপমান ঐরূপে তৃতীয়াদি উপমেয় ক্রমে পরবর্ত্তীর উপমান হয়, অর্থাৎ কাঞ্চীগুণের ন্যায় সংশ্লিষ্ট, তথায় রসনোপমা হয়।

যথা—"লক্ষ্মীর হৃদয়ে যেন শোভে নারায়ণ
তাঁহার হৃদয়ে শোভে কৌস্তুভ যেমন॥

---

* সদুপদেশ দানরূপ ক্রিয়ার সাম্য আছে বলিয়া ক্রিয়াগত।

† মুক্তিরূপ গুণের সাম্য আছে বলিয়া গুণগত উপমা বলা যায় এবং এই দুই উদাহরণেই এক উপমেয়ের বহু উপমান দেখা যাইতেছে বলিয়া এটীও মালোপমার উদাহরণ স্থল।

কৌস্তুভের হৃদে যথা উজ্জ্বল কিরণ।
সাগরের বুকে শোভে এ পুর তেমন ॥" নি, ক,

এখানে তিনটী উপমান আছে, সকলগুলিই পরস্পর সাপেক্ষিক রূপে সংশ্লিষ্ট।

উপমেয়োপমা

১৮। পূর্ব্ববাক্যের উপমান ও উপমেয় উত্তর বাক্যে বিপরীত-ভাবে বর্ণিত হইলে উপমেয়োপমা হয়।

যথা—"বিভবে মহেন্দ্র যথা এ পুর তেমতি।
এ পুর বিভবে যথা মহেন্দ্র তেমতি ॥
এ শুদ্ধান্ত যথা রম্য সুরবধূ তথা।
সুরবধূ যথা রম্য এ শুদ্ধান্ত তথা ॥" নি, ক,

এখানে পূর্ব্ববাক্যের উপমানটী পর বাক্যের উপমেয় ও উপমেয়টী উপমানরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 'যথা' শব্দের অর্থ এখানে যে প্রকার।

লুপ্তোপমা যথা;

"বৎসর তিলেকে, প্রলয় পলকে,
কেমনে বাঁচিবে বালা।" বি, সু,

এস্থলে সম শব্দের লোপ হইয়াছে।

"ঐ যে মৃগাক্ষী যাইতেছে দেখিতেছ, ও অতিসুশীলা।"

'মৃগাক্ষী' এই পদটী মৃগের অক্ষির ন্যায় চঞ্চল অক্ষি যাহার এইরূপ বাক্যে সিদ্ধ হইয়া সমাসে উপমান—'অক্ষি' বাচক-ন্যায় ও সাধারণধর্ম্ম চঞ্চলতা, এই তিনেরই লোপ হইয়াছে। অতএব ইহা লুপ্তোপমা।

রূপক (Metaphor.)

১৯। উপমেয়কে (মুখাদিকে=যে তুলিত হয়) উপমান (চন্দ্রাদি=যাহার সহিত তুলনা করা যায়) রূপে আরোপ (অভেদরূপে নির্দ্দেশ) করাকে রূপক বলে।

উপমা অলঙ্কারের সহিত ইহার কি বিভেদ তাহা দেখান যাইতেছে, যথা ;—"সূর্য্যোদয় হইলে তমঃ যেমন এককালে নষ্ট হয়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইলে মানসিক তমঃ এককালে বিনষ্ট হয়।" এখানে সূর্য্য উপমান ও জ্ঞান উপমেয় এবং তমোনাশরূপ সাধারণধর্ম্ম উপমান ও উপমেয়ে তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে ; আর, উপমার বাচক 'যেমন' ও 'তেমনি' শব্দ স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। অতএব ইহা উপমা। "জ্ঞানরূপ সূর্য্যোদয় হইলে অজ্ঞানরূপ তমঃ কখনই থাকে না।" এখানে রূপক হইয়াছে। কারণ, পূর্ব্বোদাহরণে জ্ঞানকে সূর্য্যের সদৃশ বলা হইয়াছে, এখানে জ্ঞানকেই সূর্য্য বলিয়া স্পষ্ট নির্দ্দেশ করা হইতেছে। অর্থাৎ উপমেয় জ্ঞানে উপমান সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে।

রূপকের বাচক (বোধক) 'রূপ' ও কোন কোন স্থলে 'ময়' শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রূপ শব্দের কখন কখন লোপ হইয়া যায় ; তখন কেবল ভাবার্থ দ্বারা 'রূপ' শব্দের প্রতীতি হইয়া থাকে।

পরম্পরিত, সাঙ্গ ও নিরঙ্গ ভেদে রূপক তিন প্রকার।

পরম্পরিত রূপক

২০। এক বস্তুর আরোপসিদ্ধি-জন্য অন্য বস্তুর আরোপকে পরম্পরিত রূপক কহে।

যথা—"প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি-পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥"

এখানে রাজলক্ষ্মীর বাসজন্য কীর্ত্তিতে পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে, যেহেতু লক্ষ্মীর বাসস্থান কমল ; নিমীলিত পদ্মে বাস করা সুকঠিন বলিয়া পদ্মের প্রফুল্লত্ব সম্পাদনজন্য প্রতাপে সূর্য্যের আরোপ করা হইয়াছে। ঐ প্রতাপ চিরস্থায়ী ; সুতরাং কীর্ত্তি-পদ্মের নিমীলন নাই ; কাজেই রাজলক্ষ্মী অচলা।

"যখন হৃদয়াকাশ বিষম-বিপত্তিরূপ মেঘ দ্বারা ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়, তখন কেবল আশাবায়ু প্রবাহিত হইয়া তাহাকে পরিষ্কৃত করিতে থাকে।"

অক্ষয় দত্ত।

এখানে হৃদয়ে আকাশের আরোপসিদ্ধি জন্য কেবল বিপত্তিকে মেঘ ও আশাকে বায়ুরূপে আরোপ করা হইয়াছে।

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ কবিল। (১) নলিনী দিনমণির বিরহে অলিরূপ অশ্রুজল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কমলরূপ নেত্র নিমীলন করিল।" (২) কা, ব,

(১) ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ দ্বারাই যে সূর্য্যরূপ সিংহের আরোপসিদ্ধি হইতেছে এরূপ নহে; ইহা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ পশু মাত্রেই সিংহের পরাক্রমে ভীত থাকে; অন্ধকারের সহিত যে সকল পশুর উপমা আছে, সে সমস্তই ধ্বান্তের স্থানীয়। যথা,—শূকর, মহিষ, গণ্ডার প্রভৃতি। কৃষ্ণকায় পশুগণের আরোপসিদ্ধিজন্য যে কেবল দন্তীর প্রয়োগই আবশ্যক, তাহা নহে। যাহা থাকিলে যাহা থাকে, তাহাই তাহার অঙ্গ। এখানে গণ্ডার ও শূকরাদি কৃষ্ণকায় পশুর একতম বলিলেও চলিত। অতএব ঐ স্থলে নিরঙ্গ বলা যায়। অন্যত্র; যথা—

"ফলতঃ সকলি ভ্রম, ঘোরতর মোহ-তম,
সদাচ্ছন্ন মানব-নয়নে।
সুখ-সূর্য্য সুবিমল, বিষাদ-বারিদদল,
পরিবর্ত্ত হয় ক্ষণে ক্ষণে।" প, উ,

এখানে মোহকে যেমন তমোরূপে আরোপ করা হইয়াছে, সুখকেও তেমনি সূর্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু সুখকে মোহরূপ-তমোনাশক সূর্য্যরূপে নির্দ্দেশ করা হয় নাই বলিয়া এইটি পরম্পরিত না হইয়া নিরঙ্গ (সাধারণ) রূপক হইল।

(২) অলিতে অশ্রুজলের আরোপ করা হইয়াছে; সেই অশ্রুত্ব-সিদ্ধির জন্য কমল নেত্রের আরোপ করা হইয়াছে; এই কারণে ইহাকে পরম্পরিত বলা যায়।

সাঙ্গ রূপক

২১। অঙ্গীতে (মূলে) কোন বস্তুর আরোপ করায় তাহার অঙ্গভূত (শাখা-প্রশাখাভূত) বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপে সাঙ্গ-রূপক হয়। যথা;

"—শোকের ঝড় বহিল সভায় !
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল ; মুক্ত কেশ মেঘমালা ;
ঘন নিশ্বাস প্রলয়বায়ু ; অশ্রুবারিধারা
আসার ; জীমূতমন্দ্র হাহাকার রব।" মে, না, ব,

বামাকুলে সুরসুন্দরীর (বিদ্যুতের), কেশে মেঘমালার, নিশ্বাসে প্রলয় বায়ুর, অশ্রুবারিধারাতে আসারের ও হাহাকারে জীমূত-মন্দ্রের আরোপ-সিদ্ধির জন্য শোকে ঝড়ের আরোপ করা গিয়াছে। এ নিমিত্ত ইহা সাঙ্গ-রূপক। এই গুলির সহিত পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব আছে বলিয়া ইহাকে সাঙ্গ রূপক ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে ?

অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট রূপক

২২। রূপকস্থলে বস্তুর আরোপ গুণাদি আরোপ্যমাণের গুণ বা দোষ অপেক্ষা অধিক হইলে অধিকারূঢ় বৈশিষ্ট্য রূপক বলা যায়।

যথা ;—"এই মুখ সাক্ষাৎ কলঙ্করহিত শশধর ; এই অধর সুধাপূর্ণ পরিপক বিম্ব ফল ; এই নেত্রদ্বয় অহোরাত্র বিরাজিত কুবলয়।"

"তিলফুল জিনি নাসা, বসন্ত-কোকিল ভাষা,
ভ্রূ-যুগল চাপ-সহোদর।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, অকলঙ্ক শশিমুখী,
শিরোরুহ অসিত চামর ॥
"বদন শারদ ইন্দু, তথি স্বেদ বিন্দু বিন্দু,
সুধাংশুমণ্ডলে পড়ে তারা।
রাহু তোর কেশপাশ, আইসে করিতে গ্রাস,
পূর্ণের সময় হৈল পারা ॥" ক, ক, চ,

উপমেয়ের গুণ অধিক দেখা যাইতেছে, তথাপি ইহা ব্যতিরেক নহে। কারণ ব্যতিরেক স্থলে উপমান ও উপমেয়ের উৎকর্ষাপকর্ষ বোধ হয়। অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট্য রূপকে আরোপ্যমানেরই গুণ-বিশিষ্টতা দেখা যায়। বিশেষতঃ স্বারূপ্য সর্ব্বাবয়বে থাকে।

ভ্রান্তিমান্ (Rhetorical Mistake.)

১৩। অত্যন্ত সৌসাদৃশ্য জ্ঞাপনার্থ সদৃশগুণসম্পন্ন বস্তুতে সদৃশ-বস্তুতে কাল্পনিক * ভ্রমকে ভ্রান্তিমান্ কহে।

যথা,—"দেখ সখে, উৎপলাক্ষী, সরোবরে নিজ অক্ষি,
প্রতিবিম্ব করি দরশন।
জলে কুবলয়-ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে,
ধরিবারে করয়ে যতন॥"

"চন্দ্রমার কিরণপাতে কামিনীগণ ভ্রান্ত হইয়া, কৈরবভ্রমে কুবলয় গ্রহণ করিয়া কর্ণোৎপল করিতেছে এবং পুলিন্দ-সুন্দরী মুক্তাফলভ্রমে অত্যন্ত সমাদরের সহিত ভূমি হইতে বদরীফল উত্তোলন করিতেছে।"

এই দুইটি কবিকল্পিত সুতরাং ভ্রান্তিমান্ হইল।

যেখানে কল্পিত ভ্রম না হয়, তথায় অলঙ্কার হয় না। যথা;—

"স্থানে স্থানে প্রাচীরেতে স্ফটিক মণ্ডন।
দ্বার হেন জানিয়া চলিল দুর্য্যোধন॥
ললাটে প্রাচীর লাগি পড়িল ভূতলে।
দেখিয়া হাসিল পুনঃ সভাস্থ সকলে॥" কাশীদাস,

এখানে দুর্য্যোধনের যথার্থ ভ্রম হইয়াছিল বলিয়া ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হইবে না।

"যথা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠগৃহে।
যমদূত, ভীমবাহু লক্ষ্মণ পশিলা
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্ঝনিল অসি
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তূণীর-ফলকে,
কাঁপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে।

---

* ইহাকে কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ বলে।

চমকি মুদিত আঁখি মেলিলা রাবণি ;
দেখিলা সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রথী,
তেজস্বী মধ্যাহ্নে যথা দেব অংশুমালী !
সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর কৃতাঞ্জলিপুটে,
কহিলা, "হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।" মে, না, ব,

ইন্দ্রজিৎ স্বীয় মন্দিরে উপবেশন করিয়া অগ্নিদেবের আরাধনা করিতেছেন, এমত সময় লক্ষ্মণ মায়াবলে তথায় উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রজিৎ সহসা তাদৃশ তেজস্বী পুরুষকে সমাগত দেখিয়া অগ্নিদেব-ভ্রমে তাঁহাকে বিভাবসু বলিয়া সম্বোধন করিলেন।

ইহাও যথার্থ ভ্রম। যথার্থ ভ্রম স্থলে ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার হয় না।

অসঙ্গতি (Separation of Cause and Effect.)

২৪। একত্র কারণ, অন্যত্র কার্য্য ঘটিলে অসঙ্গতি অলঙ্কার হয়।

যথা ;—"শিবের কপালে রয়ে, প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপালে রহে, আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।" অ, ম,

"অলি করে মধু পান, উন্মত্ত কোকিলগণ,
তরুগণ ঘূর্ণিত।
পথিক পতিত তলে, যুবতী মূর্চ্ছ সকলে,
বিরহী রোদিত ॥ গী, র,

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor.)

২৫। বর্ণনীয় বিষয়ের সহিত অপর বিষয়ের অভেদ কল্পনার নাম উৎপ্রেক্ষা।

ইহার জ্ঞাপক 'যেন' ও 'বুঝি' শব্দ। এই অলঙ্কার আবার বাচ্যা ও প্রতীয়মানা ভেদে দ্বিবিধ। যেখানে 'যেন' ও 'বুঝি' শব্দের উল্লেখ থাকে, সেখানে বাচ্যা ও যেখানে তাহাদিগের উল্লেখ না থাকে, কিন্তু প্রতীতি হয়, তথায় প্রতীয়মানা।

যথা ;—"তরু লতিকায় যেন বচন নিঃসরে।
বেগবতী নদীচয় গ্রন্থভাব ধরে॥" প, উ,

"পূর্ব্বদিকে আরক্তিম অরুণ প্রকাশে,
পশ্চিমে দ্বিজেশ যান রোহিণীর পাশে ;
সারা নিশা গেল তাঁর নক্ষত্র-সভায়,
তাই বুঝি পাণ্ডুবর্ণ সরমের দায়॥" প, উ,

প্রতীয়মানা ও বাচ্যা

"কজ্জল-কিরণে শোভা করিছে নয়ন।
মেঘের আবলী-মাঝে শোভে তারাগণ॥
কেশ তার ক্ষিতিতলে হইয়া পতন। ১
অলিগণ-ভ্রমে যেন করিছে ভ্রমণ॥
অরুণ উদয় যেন হতেছে আকাশে।
এলো কেশ মধ্যে ভালে সিন্দুর প্রকাশে॥ চো, প,

এখানেও যেন শব্দের প্রতীতি হইতেছে। (১) পতিত শুদ্ধ।

"ক্রমে দিবাবসান হইল। মুনিজনেরা রক্তচন্দন-সহিত যে অর্ঘ্য দান করিয়াছিলেন, সেই রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত হইয়াই যেন, রবি রক্তবর্ণ হইলেন। রবির কিরণ ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া কমলবনে, কমল বন পরিত্যাগ করিয়া তরুশিখরে এবং তদনন্তর পর্ব্বত-শৃঙ্গে, আরোহণ করিল। বোধ হইল, যেন পর্ব্বতশিখর সুবর্ণে মণ্ডিত হইয়াছে। রবি অস্তগত হইলে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সন্ধ্যা-সমীরণে তরুগণ বিহগদিগকে নিজ নিজ কুলায়ে আগমন করিবার নিমিত্ত অঙ্গুলী-সঙ্কেতদ্বারা আহ্বান করিল। বিহগকুলও কলরব করিয়া যেন তাহার উত্তর প্রদান করিল। কা, ব,

ব্যতিরেক (Excess of Object and Subject.)

২৬। উপমানাপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনে ব্যতিরেক হয়।

উপমেয়ের উৎকর্ষ—(উপমানের অপকর্ষ) যথা ;

"কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ. সুরেন্দ্র ধরণীমাঝ,
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে, শশী ঝাঁপ দেয় দুখে,
যাঁর যশে করে অভিমানী ॥" অ, ম.

এখানে কৃষ্ণচন্দ্রের যশ উপমেয় ; উপমানভূত শশীর অপকর্ষ বলা হইয়াছে।

"চন্দ্র সবে ষোল কলা" ইত্যাদি। ৫৫ পৃষ্ঠা দেখ। এই অলঙ্কার শ্লেষগতও হইয়া থাকে। যথা ;

"সেই গুণশালিনী সুন্দরীর গুণনিচয় * পদ্মগুণের ন্যায় ভঙ্গুর নহে।"

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা ॥" বি, সু,

উপমানের উৎকর্ষ—(উপমেয়ের অপকর্ষ) যথা ;

"দিনে দিনে শশধর, হয় বটে তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশঃ তনু,
আর ত নূতন নাহি হয় ॥"—বন্ধু

অর্থান্তর ন্যাস (Corroboration.)

২৭। সামান্য-দ্বারা বিশেষ ও বিশেষ দ্বারা সামান্য, কারণ দ্বারা কার্য্য এবং কার্য্য দ্বারা কারণের সমর্থনকে (যৌক্তিকতা প্রতিপাদন করাকে) অর্থান্তর ন্যাস বলে।

---

* গুণনিচয়—নায়িকাপক্ষে বিদ্যা-বিনয়াদি, পদ্মপক্ষে সূত্র সমূহ।

এই চারি প্রকার সমর্থন সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য ভেদে বিভক্ত হইয়া আট প্রকার হয়।

সামান্য দ্বারা বিশেষ সমর্থন সাধর্ম্ম্য যথা; (সামান্য=সাধারণ)।

"যদি ওহে প্রিয়, সামান্যক্ষত্রিয়-গৃহিণী হতো এ দাসী।
তবে হেন বণ, দুরাত্মা যবন, করিত কি হেথা আসি ?
পরিপূর্ণ খনি, কত শত মণি, কে তার সন্ধান্ লয় ?
ধনি-কণ্ঠহারে, নিরখি তাহারে, চোরের লালসা হয়॥" প, উ,

সামান্য—পরিপূর্ণ খনি ইত্যাদি, বিশেষ—ধনি-কণ্ঠহারে ইত্যাদি।

সামান্য দ্বারা বিশেষ সমর্থন যথা;

একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে কোথা মিলিবে রতন॥ বি, সু,

যত্নকরা—সামান্য; রত্নলাভ—বিশেষ।

বিশেষ দ্বারা সামান্য সমর্থন সাধর্ম্ম্য যথা,

অভাগা যদ্যপি চায় সাগর শুকিয়া যায়।
হেদে দেখ লক্ষ্মী হলো লক্ষ্মীছাড়া॥ অ, ম,

অভাগা ও সাগর—সামান্য; লক্ষ্মীর লক্ষ্মীত্ব নাশ—বিশেষ।

বিশেষ দ্বারা সামান্য সমর্থন বৈধর্ম্ম্য। যথা;

"যত দিন ভবে, না হবে না হবে,
তোমার অবস্থা, আমার সম।
ঈষৎ হাসিবে, শুনে না শুনিবে,
বুঝে না বুঝিবে, যাতনা মম;
চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে॥" স, শ,

বিশেষ=আশীবিষ দংশন; সামান্য—যাতনা অনুভব, সুখ ও দুঃখ, ধনী ও দরিদ্র পরস্পর বিরুদ্ধ।

"আজি ধরণি তুমি ধৈর্য্যধর, শান্ত অনন্ত প্রসারিত কর,
সে বিস্তৃত সহস্রশিরে ধরুক তোমায়।
ধর মন্থর সুস্থির তদ্দ্বয়ে, ধররে দিগ্‌গজ তৎ সমুচ্চয়ে,
হবে অধিজ্য হর-কার্ম্মুক রাম প্রভায়॥"

ধরণীর ধৈর্য্যধারণ, অনন্তের পৃথ্বীধারণ. কচ্ছপের তদুভয় গ্রহণ এবং তৎসমুদায়কে দিক্কুঞ্জর কর্ত্তৃক ধারণ-রূপ কার্য্য রামের হরধনুকের জ্যারোপণ-রূপ কারণ দ্বারা সমর্থিত, অর্থাৎ দৃঢ়ীকৃত হইল।

"হঠকারীর কার্য্যে অবিবেকে আপদ।
বিবেচকে স্বয়ং শ্রী যেচে দেন সম্পদ॥"

অবিবেচনার কার্য্য দ্বারা বিবেচনারূপ কারণ সমর্থিত হইতেছে।

স্বভাবোক্তি (Description.)

২৮। পদার্থ সকলের প্রকৃত রূপগুণাদির যথার্থ বর্ণনকে স্বভাবোক্তি বলে ; কিন্তু বৈচিত্র্য না থাকিলে অলঙ্কার হয় না। যথা ;

কৈলাস বর্ণন

কৈলাস ভূধর, অতি মনোহর
কোটি শশী পরকাশ।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ বিদ্যাধর
অপ্সরগণের বাস॥
রজনী বাসর মাস সংবৎসর
দুই পক্ষ সাত বার।
তন্ত্র মন্ত্র বেদ কিছু নাহি ভেদ
সুখ দুঃখ একাকার॥
তরু নানা জাতি লতা নানা ভাতি
ফলে ফুলে বিকসিত।

বিবিধ বিহঙ্গ　　বিবিধ ভুজঙ্গ
নানা পশু সুশোভিত ॥
অতি উচ্চতরে　　শিখরে শিখরে
সিংহ সিংহনাদ করে।
কোকিল হুঙ্কারে　　ভ্রমর ঝঙ্কারে
মুনির মানস হরে ॥
মৃগ পালে পাল　　শার্দ্দূল-রাখাল
কেশরী হস্তী-রাখাল।
ময়ূর-ভুজঙ্গে　　ক্রীড়া করে রঙ্গে
ইন্দুরে পোষে বিড়াল ॥
সবে পিয়ে সুধা　　নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা
কেহ না হিংসয়ে কারে।

পদার্থসমূহের প্রকৃত রূপ গুণাদির যথার্থ বর্ণন হইয়াছে। এবং বিচিত্রতাও দেখা যাইতেছে। অন্যত্র যথা—

"কিবা রঙ্গে গ্রীবা ভঙ্গে　　মুহুর্মুহুঃ এ কুরঙ্গে
স্যন্দনে দৃষ্টি করে রে,
শর-পতন-শঙ্কায়　　লুকায় পশ্চার্দ্ধ-কায়,
অপূর্ব্ব পূর্ব্ব শরীরে,
শ্রমে বিবৃত মুখে　　অর্দ্ধলীঢ় তৃণ ক্রমে
স্খলিত গলিত পথোপরি রে,
উদগ্র লম্ফনে পায়,　　স্পর্শে মাত্র মৃত্তিকায়,
শূন্যেই প্রায় ধায় উড়িয়ে।"

শকুন্তলার অনুবাদ—শ্যামাচরণ শর্ম্মা সরকার কৃত। উক্ত উদাহরণে রূপগুণাদির যথার্থ প্রকৃতি বর্ণন হইয়াছে এবং চমৎকারিত্বও আছে। সুতরাং স্বভাবোক্তি।

অতিশয়োক্তি (Hyperbole.)

২৯। উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ স্থলে অর্থাৎ উপমেয় মুখাদিতে উপমান চন্দ্রাদি-রূপে অভিন্ন জ্ঞানের নাম অতিশয়োক্তি।

"মুখ হইতে সুমধুর বচন নিঃসৃত হইতেছে", এই অর্থে "মুখ হইতে সুধাবর্ষণ হইতেছে" বলিলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হয়।—সুধা উপমান, কথা উপমেয়। উহা অভিন্নরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্যত্র যথা;

"বসিয়া চতুর কহে চাতুরীর সার।
অপরূপ দেখিনু বিদ্যার দরবার॥
তড়িৎ ধরিয়া রাখে কাপড়ের ফাঁদে।
তারাগণ লুকাইতে চাহে পূর্ণ চাঁদে॥
অঞ্চলে ঢাকিতে চাহে কমলের গন্ধ,
মাণিকের ছটা কি কাপড়ে হয় বন্ধ॥" বি, সু,

মাণিক, তড়িৎ, তারাগণ, পূর্ণচাঁদ ও কমল এই কয়টি বিদ্যার রূপের উপমান; সখীগণ ও বিদ্যা উপমেয়স্বরূপে অর্থাৎ তারকাদির সহিত অভিন্নরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং অতিশয়োক্তি হইল।

ইহা ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ, সম্বন্ধে অসম্বন্ধ, অসম্বন্ধে সম্বন্ধ এবং কার্য্যকারণের পৌর্ব্বাপর্য্য-বিপর্য্যয় ক্রমে পাঁচপ্রকার।

ভেদে=ভিন্নবিষয়ে; অভেদ=অভিন্ন জ্ঞান; যথা,—

"হায় রে, সে জন ধন্য, কত পুণ্য তার,
হেন অপরূপ রূপ দুয়ারে যাহার।
হারাইয়া হরিণেরে যমুনার কূলে,
খসিয়া পড়েছে শশী লতিকার মূলে।
তারকার জল ঝরে কুবলয় হতে;
কাঁপিছে বন্ধুক ফুল তিলফুল-বাতে॥" ১—বন্ধু

রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দরে অসম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে।

যথা—"ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু সুধায়।
লুপ্তগাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥" ২

১। ২। এখানে উপমানরূপে একেবারে নিশ্চয় হইতেছে।

উপমেয়ের উল্লেখপূর্ব্বক ভেদ=ভিন্ন বিষয়ে; অভেদ=অভিন্ন জ্ঞান, যথা—

"নয়ন কেবল　　　　নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্ত পাঁতি,　　　　রাখিয়াছে গাঁথি,
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল,　　　　চম্পকের দল,
দিয়া অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে,　　　　তবে কি কারণে,
পাষাণেতে তব মন গঠিল॥" ম, মো, ত,

বস্তুতঃ হৃদয় পাষাণ নহে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গও উৎপলাদিতে গঠিত নহে; সুতরাং ভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন জ্ঞান হইল।

অসম্বন্ধে=অবাস্তবিকে; সম্বন্ধ=বাস্তবিক জ্ঞান; যথা;

"দেবাসুরে সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া
ভয়ে বিধি বিদ্যামুখে থুলা লুকাইয়া॥" ॥ বি, সু,
"শশাঙ্ক সশঙ্ক হেরি সে মুখসুষমা,
ভাবি দিন দিন ক্ষীণ, অন্তরে কালিমা।" শ্যামাচরণ

শশীর সহিত হরিণের নিয়ত সম্বন্ধ; কারণ শশী মৃগাঙ্ক নামে প্রসিদ্ধ। তদ্রূপ কলঙ্কশূন্য হওয়া শশীর পক্ষে অসম্ভব; সুতরাং মুখের সাদৃশ্য বিষয়ে সম্বন্ধ অর্থাৎ সংস্রব নাই। সেই কারণে বাস্তবিকে অবাস্তবিক কথা আরোপিত হইতেছে বলা যায়।

অভেদে ভেদ যথা ;

"যে বিধু দেখেছি সখি নাথের পার্শ্বে বসি।
আরে, সে বিধু নহে এ যে হবে অন্য শশী ॥
সে অতি শীতল এ যে খরতর-ছবি।
কিম্বা আমি রে সেই নহি, এ হবে রবি ॥" কৃষ্ণানন্দ

বিধু ও আমি বিভিন্ন না হইলেও বিভিন্নপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বাস্তবিক শশীকে অবাস্তবিকরূপে বর্ণিত করা হইয়াছে বলিয়া ইহা সম্বন্ধে অসম্বন্ধের উদাহরণস্থল।

'যদি' শব্দের পরে 'তবে' তথাপি শব্দ বাচক হইলে সম্বন্ধে অসম্বন্ধ অতিশয়োক্তি হইয়া থাকে। (অর্থাৎ অসম্ভব) যথা ;

"রাকাতে যদি সুধাংশু হরিণহীন হয়।
তবে সেই সুবদন সৌসাদৃশ্য পায়।" কৃষ্ণানন্দ
"ভূধর যদ্যপি ঘুরে দাঁড়ায় শিখরে,
তটিনী যদি বা ফেরে ছাড়িয়া সাগরে,
যদি বা সিন্ধুর জল নিমেষে শুকায়,
দিবসের মাঝে যদি নিশা হয়ে যায়,
সলিলে যদি বা করে শরীর দাহন,
শরীর ধারণ যদি করে বা পবন,
তথাপি আমার কথা থাকিবে সমান,
থাকিবে আমার কথা থাকিবে সমান।" নির্ব্বাসিতের বিলাপ

পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয়। যথা—

"আগে প্রাণ হলো তার পর হলো চৈতন্য ঘটনা।
বিধাতার একি বিবেচনা চৈতন্য গেল প্রাণ ত গেল না ॥"

যদি প্রাণ অগ্রে জন্মিল, তবে প্রাণেরই অগ্রে গমন করা উচিত। এখানে পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যতিক্রম হইয়াছে।

বিরোধ (Rhetorical Contradiction.)

৩০। বাস্তবিক বিরোধ নাই, কিন্তু আপাততঃ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান বিষয়কে বিরোধালঙ্কার কহে।

যথা—চাঁদের মণ্ডল, বরিষে গরল, চন্দন আগুনকণা।
কর্পূর তাম্বুল, লাগে যেন শূল, গীতনাট ঝন্‌ঝনা। বি, সু,

চন্দনাদির শৈত্যাদি গুণ থাকিলেও তদ্বিপরীত গুণের প্রতীতি হইতেছে বলিয়া এখানে বিরোধালঙ্কার হইল।

"অন্নপূর্ণা মহামায়া, সংসার যাহার ছায়া,
পরাৎপরা পরমা প্রকৃতি।
অনির্ব্বাচ্যা নিরুপমা, (আপনি-আপন সমা) *
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-আকৃতি।
অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।" ইত্যাদি অ, ম,
"সদা কটিতট পটবিহীন। (অর্থাৎ দিগম্বর)
দীননাথ পদে অথচ দীন॥" (দরিদ্র)

এখানে অপাততঃ অসংলগ্ন হইলেও দেবতার সকলই সম্ভবে বলিয়া বিরোধ ভঞ্জন হইয়াছে।

নিশ্চয় (Rhetorical Certainty.)

৩১। উপমানের অপহ্নব করিয়া উপমেয়ের স্থাপনকে নিশ্চয় অলঙ্কার কহে।

যথা ;—"আমি নারী, হর নই, শুন রে মদন,
বিনা অপরাধে কেন বধ রে জীবন ;
এ যে বেণী, ফণী নয়, নহে জটাজূট,

---

* এই অংশে অনন্বয়োপমা অলঙ্কার আছে।

কণ্ঠে নীলকান্ত-আভা নহে কালকূট;
কপালে চন্দন-বিন্দু সিন্দুর দেখিয়ে,
ভ্রমেতে ভেবেছ মদন ! শশী হুতাশন ॥" রা, ব,

শিব ও তাঁহার বেশভূষাদি উপমান। ঐ সমস্ত গোপন করিয়া নারী ও তাহার বেশ ভূষাদি উপমেয়রূপে স্থাপিত করা হইয়াছে।

নিদর্শনা Transference of attributes.)

৩২। সাদৃশ্যহেতু কাহারও উপরে কোন অবাস্তবিক (ধর্ম্মগুণ) কিংবা অসম্ভব কার্য্যকল্পনা করাকে নিদর্শনা বলে।

যথা—"নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা,
রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে,
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ-রণে ? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?" মে, না, ব,

ফুলদল দিয়া শাল্মলী তরুর ছেদন অবাস্তবিক ধর্ম্ম।

অসম্ভব-বস্তু সম্বন্ধীয় নিদর্শনা যথা;

"রাজা প্রিয়ংবদার পরিহাস-বাক্য শ্রবণে সাতিশয় পরিতোষ লাভ করিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ংবদা যথার্থ কহিয়াছে; কেন-না শকুন্তলার অধরে নব-পল্লব-শোভার আবির্ভাব; বাহুযুগল কোমল-বিটপ-শোভা ধারণ করিয়াছে। আর নবযৌবন বিকসিতকুসুমরাশির ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।" শ, ত,

বস্তুতঃ এইগুলি সম্ভবপর নহে; কারণ ঐ সকল বস্তুতে যে গুণ আছে, বস্তুতঃ সেই গুলিই শকুন্তলাতে নাই, কিন্তু তৎসদৃশ গুণ আছে মাত্র।

অসম্ভব কার্য্য সম্বন্ধীয় নিদর্শনা।

"বামনের ইচ্ছা করে চাঁদে দিতে হাত।
অজ্ঞের বেদ ব্যাখ্যা নিশাগমে প্রভাত ॥

কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার।
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার?" ॥ ১ উদ্ভট

অ　বস্তুসম্বন্ধীয় নিদর্শনা।

"এদিকে কুশ ও লব উপাধ্যায় বাল্মীকির আদেশক্রমে ইতস্ততঃ তৎপ্রণীত রামায়ণ গান করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকে শুনিয়া সাতিশয় চমৎকৃত হইল। কেনই বা চমৎকৃত না হইবে। একেত রামের চরিত্রই অতি পবিত্র, কেবল কথায় বলিলেও মন হরণ করে। তাহাতে আবার মহাকবি বাল্মীকি গ্রন্থকর্ত্তা। গায়ক দুটি অতি অল্পবয়স্ক; তাহাদের রূপ দেখিলেই লোকের মন মোহিত হইয়া যায়; আবার তাহাদের স্বর কিন্নর-স্বরের ন্যায় অতিশয় মধুর।" ২　　চন্দ্রকান্তের রঘুবংশ।

এখানে সমুদায় অসম্ভব (আশ্চর্য্য) বস্তুর সমাবেশ হইয়াছে।

ব্যাঘাত (Counter-action.)

৩৩। যে উপায় দ্বারা যে কার্য্য সাধিত হয়, সেই উপায় দ্বারা সেই কার্য্য অন্যথা করার নাম ব্যাঘাত।

যথা—"হর-নেত্রে কাম হত হইয়াছে বলে,
নেত্রেই বাঁচায় যারা তায়ে কুতূহলে।
কামে বাঁচাইয়া যারা শিবে করে জয়;
সেই নারীগণে স্তুতি উপযুক্ত হয়॥"　র, ত,

এখানে দেখা যাইতেছে, যে নেত্রদ্বারা মদন একবারে ভস্মীভূত হইয়াছে, কামিনীগণ সেই নেত্ররূপ উপায় দ্বারা মৃত কন্দর্পকে পুনর্জীবিত করিতেছে।

"আপনার ঘর আর শ্বশুরের ঘর।
ভাবিয়া দেখহ প্রভু বিশেষ বিস্তর॥
হাসিয়া সুন্দর কহে এযুক্তি সুন্দর।
তাই বলি পাকে চল শ্বশুরের ঘর॥"　বি, সু,

কাব্যলিঙ্গ (Implied causality.)

৩৪। কোন পদার্থ অথবা বাক্যার্থ কারণরূপে অনুমান করিয়া লইলে কাব্যলিঙ্গ হয়।

যথা ;—"সহজে প্রতাপী এই দানব-নিকর ॥
পাইল ব্রহ্মার স্থানে পুনঃ ইষ্টবর ॥
থাকুক অন্যের কথা ইন্দ্রেও না ডরে।
তৃণ জ্ঞানে গণ্য করে ক্ষীণজীবি নরে ॥"—১ নি, ক, ব,

১ এখানে পূর্ব্ববর্ত্তী পদদ্বয়ের অর্থ পরবর্ত্তী পদদ্বয়ের হেতু হইয়াছে।

"তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
ছাড়যে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥"—২মা, সি,

"সরোবরেবিকসিত কুমুদিনী ফুল,
কিবা রূপ মনোহর নাহি সমতুল।
রাজহংস-অত্যাচারে নাহি আর ভয় ;
মৃণাল-আসনে বসি গর্ব্ব অতিশয়।
কাল পেয়ে হয়েছে কি এত অহঙ্কার,
দিবাগমে পুনঃ তব হবে অন্ধকার।
অতএব বাড়াবাড়ি কর কার কাছে ;
সময়ের গতি প্রতি কি বিশ্বাস আছে ?
যার তেজে এত তেজ করি নিরীক্ষণ।
সেই শশী হইতেছে ম্লান প্রতিক্ষণ ॥"—৩ র, ত,

২ বাক্যার্থ হেতু হইয়াছে। ৩ শরীর ম্লান হওয়া —এই পদার্থটি হেতু।

যেখানে হেতু না থাকিয়া সামান্যদ্বারা বিশেষ-সমর্থন হয়, তথায় অর্থান্তরন্যাস থাকে। (অলঙ্কার পরিচ্ছেদের ২৭ সূত্র দেখ)

পর্য্যায়োক্ত (Innuendo.)

৩৫। বর্ণনীয় বিষয়টি পরিস্ফুটরূপে উল্লিখিত না থাকিলে, যে স্থলে বাক্য-ভঙ্গি দ্বারা তাহার প্রতীতি হয়, তথায় পর্য্যায়োক্ত অলঙ্কার হয়।

যথা ; "এইরূপে দুজনে কথার পাঁচাপাঁচি।
কি করি দুজনে করে মনে আঁচাআঁচি ॥
হেন কালে ময়ূর ডাকিল গৃহ-পাশে।
কি ডাকে বলিয়া বিদ্যা সখীরে জিজ্ঞাসে ॥" বি, সু,

সখী উপলক্ষমাত্র ; কিন্তু সুন্দরকে জিজ্ঞাসা করাই বাক্যভঙ্গি।

"লজ্জা যেন আমার হস্ত ধরিয়া তাম্বুল দিতে বারণ করিতেছে। অতএব আমার হইয়া, তুমি রাজকুমারের করে তাম্বুল প্রদান কর। মহাশ্বেতা পরিহাসপূর্ব্বক কহিলেন, আমি তোমার প্রতিনিধি হইতে পারিব না। আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম আপনিই সম্পাদন কর।" কা, ব,

"প্রতিনিধি হইতে পারিব না" এই বাক্য-ভঙ্গি দ্বারা চন্দ্রাপীড়ের সহিত কাদম্বরীর গান্ধর্ব্ব-বিবাহ অর্থাৎ কাদম্বরী যে চন্দ্রাপীড়কে পতিত্বে বরণ করিবেন, তাহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

অপহ্নুতি (Denial.)

৩৬। উপমেয় গোপনে উপমানের স্থাপন বা পূর্ব্বেই কোন প্রকারে প্রকাশ, পুনরায় প্রকারান্তরে গোপনের নাম অপহ্নুতি।

এই অলঙ্কারের জ্ঞাপক (প্রকাশক) ব্যাজ, ছল ও বুঝি প্রভৃতি শব্দ। যথা ;

"একি অপরূপ রূপ তরুতলে,
হেন মনে সাধ করি, তুলে পরি গলে।
মোহন চিকণ কালা,　　　　নানা ফুলে বনমালা
কিবা মনোহর তরুণর গুঞ্জা ফুলে।

বরণ কালিম ছাঁদে, বৃষ্টিছলে মেঘ কাঁদে,
তড়িৎ তোর পায়, ধড়ার আঁচলে।
কস্তুরি মিশালে মাখি, কবরীমাঝারে রাখি,
অঞ্জন করিয়া মাজি আঁখির কাজলে॥
ভারত দেখিয়া যারে, ধৈরজ ধরিতে নারে,
রমণী কি তায় যায় মুনি মন টলে।—১ বি, সু,
"সৌধপরি আরোহিয়া, দেখিছ বে দাঁড়াইয়া,
সারি সারি পুরনারীগণ।
আলু থালু কেশপাশ, আলু থালু নীল বাস,
কেঁদে কেঁদে লোহিত নয়ন।
আমি ত না নারী বলি, শ্যামল জলদাবলী,
নারী-রূপে উঠেছে উপরে।
ঐ দৃষ্টি দৃষ্টি নয়, সৌদামিনী বোধ হয়,
চঞ্চলতা হেরে ভয় করে॥
বলিছে যে হায় হায়, বিলাপ না বলি তায়,
প্রলয়ের বজ্র বোধ হয়।
ঐ অশ্রু অশ্রু নয়, সৃষ্টিনাশী বৃষ্টি হয়,
বুঝি বিনাশিল সমুদয়॥"—২ য়
"ওলো পূর্ণ বিধুমুখি, মোরে ভেঙ্গে বল দেখি,
ইহারে বলয় বলে কে তোমারে বলেছে।
কার হেন কথা শুনে, বিশ্বাস করেছ মনে,
তুমিও যেমন ধনি, সে তোমারে ছলেছে।
সত্য তবে শুন অহে, এ তব বলয় নহে,
তোমা প্রীতি রতিপতি পরিতুষ্ট হয়েছে।
ইথে কাম মহাশয়, জগৎ করিতে জয়,
তব হাতে গুণযুক্ত ফুলধনুঃ দিয়েছে।"—৩ য় ত,

১ম ও ২য় স্থলে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন, এবং ছল ও বুঝি শব্দও দেখা যাইতেছে। ৩য় স্থলে স্বয়ং প্রকাশ করিয়া স্বয়ংই প্রকারান্তরে গোপন করিতেছে।

উক্তি { হায় সখি একি দেখি বিধাতার কল।
বাঁড়াগাছে ফলেছে অকালে মিষ্টফল ॥

প্রত্যুক্তি { সতিনী গর্ভিণী হেরি খেদ করিছে।
না, না, মোর মূর্খ ভাই পাঠে মন দিয়েছে ॥

এখানে প্রথমতঃ বন্ধ্যাবৃক্ষের ফলোদ্গম বর্ণন করিয়া সপত্নীর গর্ভ দর্শনে নিজের বিষাদ-বর্ণন-পূর্ব্বক নিজের মূর্খ ভ্রাতার বিদ্যানুরাগ-কীর্ত্তন করিয়া প্রকারান্তরে উহা ঢাকিতেছে।

পরিবৃত্তি (Rhetorical Exchange.)

৩৭। পদার্থের বিনিময়* অর্থাৎ এক পদার্থ দ্বারা অপর পদার্থ গ্রহণের নাম পরিবৃত্তি।

যথা ;—"মনে মনে মনোমালা বদল করিয়া।
ঘরে গেলা দোঁহে দোঁহা হৃদয় লইয়া ॥" বি, সু,

এখানে সমানে সমানে বিনিময় হইল।

অল্পবস্তু বিনিময়ে অধিকলাভ যথা ;

"অনিত্য শরীর করি বিতরণ।
লভেছে জটায়ু সুকৃত-রতন ॥
কাষ্ঠ আন ভাই করি সৎকার।
করিব পাখীর শেষ উপকার ॥" উদ্ভট,

এখানে অনিত্য বস্তুদ্বারা নিত্য বস্তু পুণ্য বিনিময় করা হইল।

ব্যাজস্তুতি (Irony.)

৩৮। নিন্দাচ্ছলে স্তুতি ও স্তুতিচ্ছলে নিন্দার নাম ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার।

---

* কবিকল্পিত বস্তু ও বিনিময় বুঝিতে হইবে।

নিন্দাচ্ছলে স্তুতি যথা ;

"অতিবড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥" অ, ম,

"সভাজন শুন, জামাতার গুণ, বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই, যেথা সেথা ঠাঁই সিদ্ধিতে নিপুণ দড়॥
সুখে দুখ জানে, দুখে সুখ মানে, পরলোকে নাহি ভয়।
কি জাতি কে জানে, কারে নাহি মানে, সদা কদাচারময়॥" অ, ম,

স্তুতিচ্ছলে নিন্দা যথা ;

"বিবাহ করিয়া সীতারে লয়ে,
আসিছেন রাম নিজ আলয়ে ;
শুনিয়া যতেক বালক সবে,
আসিয়া হাসিয়া কহে রাঘবে ;
শুন হে কুমার! তোমারি আজ,
কুলের উচিত হইল কাজ ;
তব হে জনম অতি বিপুলে
ভুবন-বিদিত অজের কুলে ;
জনক-দুহিতা বিবাহ করি.
তাহাতে ভাসালে যশের তরি॥"—বন্ধু।

নিন্দাপক্ষে অজ—ছাগ। জনক-দুহিতা—ভগিনী।

সূক্ষ্ম (Pantomime.)

৩৯। কোন সূক্ষ্ম (অপরিস্ফুট) অর্থ শরীরের ভাব ভঙ্গী কিংবা অন্য কোন সঙ্কেত দ্বারা প্রকটীকৃত করার নাম সূক্ষ্ম। যথা ;

"অনতিদূরে এক মহাদেবের মন্দির ছিল। বজ্র-মুকুট সমীপবর্ত্তী বকুল বৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ব বন্ধনপূর্ব্বক মন্দিরমধ্যে প্রবেশ ও দর্শন প্রণামাদি করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যা স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত সেই সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, স্নান পূজা সমাপনপূর্ব্বক বৃক্ষের ছায়াতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; দৈবযোগে তাঁহার ও নৃপতনয়ের চারি চক্ষু একত্রিত হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজপুত্রীও নৃপকুমারকে নয়নগোচর করিয়া কৃতার্থম্মন্যা হইয়া শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন। অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া দন্তদ্বারা ছেদন পূর্ব্বক পদতলে নিক্ষেপ করিলেন। পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের প্রতি সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে স্বীয় প্রিয়বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। বে, প, বি,

এই উদাহরণে পদ্মপুষ্প মস্তক হইতে নামাইয়া কর্ণে সংলগ্ন করিয়াছিল, তদ্দ্বারা এই কহিয়াছে, আমি কর্ণাট নগর-নিবাসিনী। দন্তদ্বারা খণ্ডন করিয়া ইহা ব্যক্ত করিয়াছে যে আমি দন্তবাট রাজার কন্যা। তৎপরে ঐ পদ্ম পদতলে নিক্ষিপ্ত করিয়া এই সঙ্কেত করিয়াছে যে আমার নাম পদ্মাবতী। আর হৃদয়ে স্থাপন করিয়া এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছে যে, তুমি আমার হৃদয়বল্লভ।

সমাসোক্তি (Personification.)

৪০। **প্রস্তাবিত বিষয়ে অপ্রস্তাবিতের ব্যবহার আরোপিত হইলে, সমাসোক্তি বলা যায়। ইহা শ্লিষ্ট ও অশ্লিষ্ট-শব্দভেদে দুই প্রকার। সমান কার্য্য, সমান লিঙ্গ বা সমান বিশেষণ না থাকিলে সমাসোক্তি হয় না।**

প্রাসঙ্গিক বর্ণনীয় বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আরোপ করিলে সমাসোক্তি হয়। আর অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আরোপ

হইলে অপ্রস্তুত-প্রশংসা হয়। উভয় পক্ষ প্রাসঙ্গিক হইলে শ্লেষ। এই কয় অলঙ্কারের বিশেষ প্রভেদ এই।

শ্লিষ্টক যথা—"শর্বরীর লোহিতাম্বর" ইত্যাদি ও "দ্বিজরাজ সমান" ইত্যাদিতে প্রস্তুত সূর্য্য ও চন্দ্র বর্ণনে অপ্রস্তাবিত সন্ন্যাসী ও যাচক ব্রাহ্মণের সমান কাষায়াদিরূপ ব্যবহার সমারোপিত হইয়াছে; ১৭০ পৃষ্ঠায় দেখ। অন্নপূর্ণার পরিচয়টিও উভয় পক্ষে প্রাসঙ্গিক সুতরাং শ্লেষ।

"দিবস হইল শেষ, শশধরে করি দেশ,
আপনার রাজ্যভার দিয়া।
সন্ধ্যা করিবার তরে, অন্দরে প্রবেশ করে,
স্বীয় জায়া ছায়াকে লইয়া॥
জগতের প্রজাগণে, বসিয়া সচিবাসনে,
দ্বিগুণ করিয়া শাসন।
যামিনীর প্রাণপতি, কাতর হইয়া অতি,
চলিলেন করিতে শয়ন॥"—১ সু, ব.

সমান কার্য্য—"চায় রে তোমারে কেন দুষি অপ্সরীতে?
তিনিই বরণ রাধা এবে—তুমি রাজরাণী।
হরপ্রিয়া মন্দাকিনী, সুভগে তব সঙ্গিনী,
অংশে সাগর-করে তিনি তব পাণি!
সাগর-বাসরে তব তাঁর সহ গতি!"—২ ব্র. স.

সমান বিশেষণ—"বাসরেতে আসন্ন হেতু বিকশিত মুখী,
রবিকরে স্পৃষ্ট হয়ে আজি পুলকিতাঙ্গনা;
গলিত তিমিরাবৃতি হয়েছে দেখিয়া,
অস্তাচলে যায় শশী পাণ্ডুবর্ণ হয়ে।"—৩

১ম-টিতে প্রস্তাবিত সূর্য্য ও চন্দ্রে অপ্রস্তাবিত নৃপ ও [illegible] ব্যবহার সমারোপিত হইয়াছে। ইহা সমান লিঙ্গ। ২য় টিতে দেখা যাইতেছে [illegible] নদী-সঙ্গিনী হওয়া

প্রতিপাদ্য গমন করেন, তাহার দেহ সারত্ব না…রূপ সুন্দর তত্ত্ব আরোপ হইয়াছে। যেটিতে পশ্চিম দিক তাহাতে, অপস্থানিক কামিনীর আরোপ হইয়াছে এবং বিশেষণের গুণগুলি দুই পক্ষে সমান। যথা, রাগ—রক্তিমা, অনুরাগ। বিকশিত—সুপ্রকাশিত, প্রসন্ন। কর কিরণ হস্ত। তিমিরাবৃতি—অন্ধকাররূপ আবরণ, নীলবস্ত্র।

প্রতিবস্তূপমা (Paralel Simile.)

৪১। পদার্থদ্বয়ের সাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা বোধগম্য ও সাধারণ ধর্ম্ম ফলিতার্থে (তাৎপর্য্যে) একরূপ হইলে ও পৃথক্ আকারে বিন্যাস স্থলে প্রতিবস্তূপমা হয়।

ইহাতে সাদৃশ্য জ্ঞাপক যথাদি শব্দ থাকে না।

যথা —"ধন্য বলি দময়ন্তি! তব গুণগণ,

যে গুণে নলের মন করিলে হরণ।

কৌমুদী জলধিজল করে আকর্ষণ,

তাহে কি বিচিত্র আর বলহ এখন।"—বঙ্ক।

প্রণিধান (মনোযোগ) দ্বারা দময়ন্তী ও কৌমুদীর সাদৃশ্য স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। হরণ-করণ ও আকর্ষণ-করণ বস্তুতঃ ভিন্ন নহে; পৌনরুক্ত ভয়ে ভিন্নাকার শব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ফলিতার্থে (তাৎপর্য্যার্থে) এক সাদৃশ্য জ্ঞাপক যথাদি শব্দও নাই।

তুল্যযোগিতা (Identity of attribute.)

৪২। প্রাসঙ্গিক কিংবা অপ্রাসঙ্গিক পদার্থসমূহের পৃথক্রূপে সাধারণ ধর্ম্মের (গুণ-ক্রিয়াদির) সহিত সম্বন্ধের (অন্বয়ের নাম) তুল্যযোগিতা অলঙ্কার।

অপ্রস্তাবিত পদার্থ সমূহের একক্রিয়া সম্বন্ধ (অন্বয়) যথা,

"যে জন না দেখিয়াছে বিদ্যার চলন।

সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ॥"—১ বি. সু,

প্রস্তাবিত—"কথায় যে জিনে সুধা, মুখে সুধাকর।

হাসিতে তড়িত জিনে পয়োধরে হর॥"—২ বি, সু'

অপ্রস্তাবিত—"লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়।
পশু, পক্ষী, সাপ, মাছ কে কোথা এড়ায়॥"—৩ বি, সু,

অপ্রস্তাবিত পদার্থ সমূহের এক গুণ সম্বন্ধ (অন্বয়) যথা।

"যদি কোনজন করে দরশন, মদনমোহন বদন তার।
নব ইন্দীবর, পূর্ণ শশধর, নাহি মনোহর, বলে সে আর॥"—৪
তীর তারা উল্কা বায় শীঘ্রগামী যেবা।
বেগ শিখিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা॥"—৫ বি, সু,

১। যে ব্যক্তি বিশ্যার চলন না দেখিয়াছে সে কহিবে যে মরাল ও বারণ ভাল চলে। সুতরাং চলে ক্রিয়ার সহিত প্রাসঙ্গিক বিশ্যার চলন ও অপ্রাসঙ্গিক মরাল ও বারণের চলনের অন্বয় হইয়াছে।

২। প্রাসঙ্গিক-কথা, মধু, হাসি ও পয়োধর। অপ্রাসঙ্গিক সুধা, সুধাকর, তড়িৎ ও হর।

১ম-চলে। ২য়-জিনে। ৩য়-এড়ায় এই কয়েকটি এক ক্রিয়া। ১ম-ভাল চলন। ২য়-গরিমা। ৩য়-লোভ এই কয়েকটি এক ধর্ম্ম।

৪। ইন্দীবর ও পূর্ণ শশধর—চন্দ্রের মনোহর গুণের সহিত সমান দেখা যাইতেছে। আর 'নাহি বলে' এক ক্রিয়া। ৫। 'বেগে' এক গুণ, 'যাবে' এক ক্রিয়া।

"বাজিল সমর-বাদ্য, চমকিলা দিবে।
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে॥" মে, না, ব,
প্রাসঙ্গিক—চমকিলা একক্রিয়া সম্বন্ধ।

প্রতীপ (Reversed Simile.)

৪৩। প্রসিদ্ধ উপমানকে উপমেয়রূপে নির্দ্দেশ কিংবা ঐ প্রসিদ্ধ উপমানের নিষ্ফলত্ব বর্ণনকে প্রতীপ অলঙ্কার কহে। যথা;

"তোমার নয়ন-সম ছিল ইন্দীবর,
সলিলে নিমগ্ন হৈল আমার গোচর।

তব মুখতুল্য শশী জগতে বিদিত
কালবশে কালমেঘে হৈল আচ্ছাদিত!
গমনানুকারি-গতি রাজ-হংস বরে
গিয়াছে প্রিয়ে তারা মান সরোবরে। ১
তোমার তুলনা দিতে এ সকল স্থান।
গেল দৈববশে কিসে বাঁচিবে পরাণ?" কৃত্তিবাস

১। ইহা শ্লেষ মূলক রূপকগর্ভ প্রতীপ অলঙ্কার। এক পক্ষে মানস-রূপ সরোবর অর্থাৎ মনোমধ্যে; অন্য পক্ষে মানস নামক প্রসিদ্ধ সরোবরে।

উপমানের বৈফল্য যথা;

"দুর্জ্জন যথায় তথা কেন হলাহল।
জ্ঞাতি যথা কেন তথা প্রদীপ্ত অনল॥" ২। ক্ষেমানন্দ।

২। হলাহল ও অনলের নিষ্ফলত্ব কথিত হইয়াছে।

বিনোক্তি (Anything without something.)

৪৪। বিনার্থ-বাচক শব্দ বিন্যাস পূর্ব্বক কোন বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণন স্থলে বিনোক্তি অলঙ্কার বলা যায়।

যথা;—"পঙ্কবিনা প্রসন্ন যেখানে জলাশয়।
বিরহ বিহনে প্রেমে মগ্ন যুবদ্বয়॥
তিমিরসঞ্চার বিনা প্রবর্ত্তে রজনী।
কণ্টকবিটপী বিনা রমণীর বনী॥" নি; কং,

এখানে বিনা শব্দের উপন্যাস দ্বারা ভদিতরের উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে।

"ধনীর সম্মুখে বাঞ্ছা বিনা যেই জন।
শাক ভোজী সুখী সেও দীন, মানধন॥" ১
"না করিল সরস্বতী লক্ষ্মী সহ বাস।
স্পর্শ না করিল লক্ষ্মী বাণীর নিবাস॥

বৃথা জন্ম তাদের দুয়ের হলো মিলন।
যে শোভা হইত, তাহা অশক্য বর্ণন ॥" ২

১। এখানে ভাবার্থে ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে। এবং ...য বিনা/অবর্ক প্রতীতি হইতেছে।

৷ দৃষ্টান্ত (Parallel.)

৪৫। দৃষ্টান্ত উপন্যাসের (অর্থাৎ পরস্পর সমানধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থদ্বয়ের) সাদৃশ্য-বর্ণনের নাম দৃষ্টান্ত।

কিন্তু ঐ বস্তুদ্বয়ের কার্য্যসাদৃশ্য প্রণিধান দ্বারা জানা যায়। যেস্থলে যথাদি শব্দ থাকে, সেই স্থলে উপমা। যেস্থলে সাধারণ ধর্ম্ম এক হয় সেই স্থলে প্রতিবস্তূপমা। (৪১ সূত্র)। যে স্থলে যথাদি ব্যতিরেকে দৃষ্টান্ত উপন্যস্ত হইয়া থাকে এবং সাধারণ ধর্ম্ম এক না হয়; সেই স্থলেই দৃষ্টান্ত।

যথা—"গুণ দোষ কেবা আগে করে অবগতি।
শ্রুতি মাত্র মন হরে সুকবি ভারতী ॥
দৃষ্টিমাত্র কেবা লভে পরিমল ধন।
তথাপি মালতি-মালা হরে বিলোকন ॥"

সুকবি-ভারতী ও মালতী-মালার মনোহারিত্বের সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু দর্শন ও শ্রবণ কার্য্যদ্বারা মনোহরণ গুণ, প্রণিধান দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়; যেহেতু নয়নানন্দ ও শ্রুতিসুখ-জনিত চিত্ত-বিনোদ তুল্য পদার্থ নহে। উপমার বাচক যথাদি শব্দও নাই; সুতরাং দৃষ্টান্ত।

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার ॥"—১ বি, সু,

"যোগ্যপাত্রে মিলে যোগ্য সুধা সুরগণ ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে; অলি আসি উড়ে বসে,
ভেকভাগ্যে কেবল চীৎকার ॥"—২ প, উ

"সখী বলে মহাশয় তুমি কবিবর।
আমার কি সাধ্য, দিতে তোমার উত্তর॥
উত্তমে উত্তমে মিলে, অধমে অধম।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তম॥
আমি যদি কথা কহি একে হবে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার॥"—৩বি, সু,

১ম, এখানে চন্দ্র ও সুন্দরের সাদৃশ্য, রাহু ও কোটালের নিষ্ঠুর ব্যবহারের সাদৃশ্য সমানরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ২য়, সুরগণের সহিত অলির ও অসুরের সহিত ভেকের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে। প্রহার ও আহার—এবং শুক ও ক্ষুধিত, সুধাপ্রাপ্তি ও তামরসে উড়ে বস। এবং পরিশ্রম ও চীৎকার এইগুলি কার্য্যতঃ একরূপ নহে। কিন্তু প্রণিধান দ্বারা উভয় পদার্থেরই সাদৃশ্য প্রতীতি হইতেছে। ৩য়, উত্তম অধমের সহিত ও ভেড়ার শৃঙ্গের সহিত হীরার, অধমের সহিত উত্তমের প্রণিধান দ্বারা বুঝিতে হয়।

বিভাবনা (Effect without cause.)

৪৬। কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তির নাম বিভাবনা।

বিশেষোক্তি অলঙ্কারে কারণ সত্ত্বে কার্য্য হয় না; ইহাতে কারণ ব্যতীত কার্য্য হয়।

যথা:—"আয়াস নাহিক কিছু তবু কটি তনু।
ভূষণ নাহিক কিছু তবু শোভে তনু।
ভয় নাহি তবু আঁখি সতত চঞ্চল।
সকলি কেবল নব যৌবনের ফল॥"

এস্থলে বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে, অকারণে কার্য্যোৎপত্তি কোনপ্রকারেই সম্ভবে না। অতএব এরূপ স্থলে কারণান্তর অপেক্ষা করিয়া কার্য্য সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এই অলঙ্কারে হয় নির্দ্দিষ্ট না হয় একটি কারণান্তর থাকে।

যথা—"ত্রাস নাই আত্মরক্ষা করে নিরন্তর।
রোগ নাই তবু ধর্ম্ম সেবনে তৎপর॥
অর্থের সঞ্চয় আছে কিন্তু নাহি লোভ।
বাসনী নহেন তবু বিষয় সম্ভোগ॥"

এস্থলে কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যোৎপত্তি হইতেছে।

সন্দেহ (Rhetorical Doubt.)

৪৭। উপমেয় পদার্থে উপমান বস্তুর কবি প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ সংশয়কে সন্দেহ কহে। কাল্পনিক সংশয় স্থলেই সন্দেহালঙ্কার হয়, বাস্তবিক সংশয়স্থলে হয় না।

কি, বা, কিংবা, অথবা ও কিনা শব্দ ইহার বাচক। ইহা শুদ্ধ, নিশ্চয়ান্ত ও নিশ্চয়গর্ভ ভেদে ত্রিবিধ।

প্রতিভা দ্বারা উত্থিত সংশয়ের নাম কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ সংশয়।

ভ্রান্তিমান্ স্থলে একেবারে উভয় পক্ষের সংশয় হয়; সন্দেহ স্থলে কেবল একাংশে বিতর্ক সংযুক্ত সংশয় জন্মে, তাহাও আবার প্রস্তাবের মধ্যে কিংবা অন্তে নিশ্চয়রূপে প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, ভ্রান্তিমান্ স্থলে তাহা হয় না। যথা;

"করিতেছে ছায়া দরশন, যেন সব মায়ার রচন,
কাঁচেতে কাঞ্চন-কান্তি, চিত্ররূপে হয় ভ্রান্তি,
মোহিনী মূরতি বিমোহন।"—১
কভু ভাবে এমন কি হয়, চিত্র-চক্ষে পলক উদয়,
নয়নে চাঞ্চল্য আছে, কমলে খঞ্জন নাচে
বিম্বাধর খাইতে আশয়।"—২ প, উ,

শুদ্ধ (অর্থাৎ যেখানে কেবল সন্দেহ) যথা ;

"বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিংবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিংবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥"—৩ অ, ম,

"ইনি কি হে মদনের রথের পতাকা ?
কিংবা তারুণ্য তরুর কুসুমিত শাখা ?
অথবা লাবণ্য-বারি নিধির লহরী ?
কিংবা মনবিমোহন বিদ্যা রূপধরী॥" হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।

নিশ্চয়গর্ভ (অর্থাৎ যেখানে প্রথম সংশয় পরে সংশয়চ্ছেদ ; পুনঃ সংশয় জন্মে। যথা ;

"কো-কহু অপরূপ প্রেমসুধানিধি, কোই কহত রসগেহ।
কোই কহত ইহ সোই কল্পতরু, মঝু মনে হওত সন্দেহ।
যো এক সিন্ধু বিন্দু নাহি বরিখয়ে, পরবশ জলদসঞ্চার।
মানস অবধি বহত কল্পতরু, কো অছু করুণা অপার।
পেখনু গৌরচন্দ্র অনুপাম,
যাচত যাকমূল নাহি ত্রিভুবনে ঐছে রতন হরিনাম।
যছু চরিতামৃত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পূর।
উগড়য়ি নয়নযে অধম মরুভূময়ি, হোয়ত পুলক অঙ্কুর।
যা কর নাম তাব সব মিটই, তাহে কি চাঁদ উপাম।
কহে ঘনশ্যাম দাস, কভু নাহি হোয়ত কোটি২ একঠাম॥

ভক্তিরত্নামৃত (সংস্কৃত ভক্তি রত্নাবলী গ্রন্থের অনুবাদ)। গৌরাঙ্গে কল্পতরু, মেঘ ও সিন্ধুরূপে সংশয় হইতেছে। পরে এ সংশয় প্রস্তাবের মধ্যেই নিশ্চয় হইয়া যাইতেছে, শেষে "আর তাহে কি চাঁদ উপাম" বলিয়া আবার বিতর্ক ও নিশ্চয় হইতেছে, সুতরাং ইহা নিশ্চয়গর্ভ ও নিশ্চয়ান্ত সন্দেহের উদাহরণ।

-সুন্দর হেন সময়
সুড়ঙ্গ হইতে, উঠিলা ত্বরিতে, ভূমিতে চাঁদ উদয়॥
দেখি সখীগণ, চমকিত মন, বিস্তার হইল ভয়।
হংসীর-মণ্ডল, যেমন চঞ্চল, রাজহংস দেখি হয়॥
একিলো একিলো, একি কি দেখি লো, এ চাহে উহার পানে।
দেব কি দানব, নাগ কি মানব; কেমনে এল এখানে॥"

এখানে সুন্দরকে দেব ও মানবাদি বলিয়া সকলের যথার্থ সংশয় হইয়াছিল, এই হেতু এইটি সন্দেহালঙ্কার বলিয়া গণ্য হইবে না।

বিষম (Contrariety.)

৪৮। অ-সদৃশ বস্তুর বর্ণন-বিশেষকে বিষম অলঙ্কার কহা যায়।

বিষম অলঙ্কার ত্রিবিধ, ১ম—কারণে যেরূপ গুণ বা ক্রিয়া থাকে, কার্য্যে যদি তদ্বীপরীত গুণ বা ক্রিয়া হয়, সেস্থলে প্রথম বিষম; আর পরস্পর ফলতঃ বিরুদ্ধ (অহি-নকুলের ন্যায়) বস্তুদ্বয়ের একত্র সম্বন্ধরূপে বর্ণনকে দ্বিতীয় বিষম; এবং আরব্ধ কার্য্যের বৈফল্য ও অনিষ্টের সম্ভবস্থলে তৃতীয় বিষম হয়। যথা—

১ম—"তব যশ-ইন্দু ভুবন করে আলো।
বৈরি-বনিতার বক্ত্রের রুচি করে কাল॥" —১

২য়—"অঙ্গনাজনের অন্তঃকরণ কি বিমূঢ়। অনুরাগের পাত্রাপাত্র কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তেজঃপুঞ্জ তপোরাশি মুনি-কুমারই বা কোথায়, সামান্যজন-সুলভ চিত্তবিকারই বা কোথায়।" ২—কা, ব,

২। পরস্পর বস্তুদ্বয়ের বিরুদ্ধ ভাব প্রকাশ হইয়াছে।

৩য়—"সৌরভে আকৃষ্ট চম্পক তোমায়।
আশ্রয় করেছি আমি রসের আশায়॥
রস দূরে থাক তব অন্তরস্থ শূল।
হৃদয়ে হয়েছে বিদ্ধ, হয়েছি আকুল॥"—৩

১—কার্য্য-কারণের গুণের বৈষম্য। ১। ২—পরস্পর বস্তুদ্বয়ের বিরুদ্ধ ভাব। ৩—আরব্ধ কার্য্যের বৈফল্য ও অনর্থের সম্ভব।

বিরুদ্ধফলোপধায়িনী ক্রিয়া যথা ;—

"জুড়াইতে চন্দন লেপিলে অহর্নিশ।
বিধির বিপাকে তাহা হয়ে উঠে বিষ॥" উদ্ভট

"চিকন গাঁথনে বাড়িল বেলা।
তোমার কাজে কি আমার হেলা॥
বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভাল যে হইল মন্দ॥
ভ্রম ছাড়িবারে করিনু শ্রম।
শ্রম বৃথা হৈল ঘটিল ভ্রম॥" বি, সু,

দীপক (Identity of action or agent.)

৪৯। প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত এই উভয়ের একমাত্র ক্রিয়া কিংবা অনেক ক্রিয়াপদের সহিত একমাত্র কারকের সম্বন্ধকে (অন্বয়কে) দীপক বলে।

যথা—"ঘটিলে খলের সঙ্গ সকলে শঙ্কিত।
খলে আর বিষধরে ধরে এক রীত॥"

'খল' প্রস্তাবিত, 'বিষধর' অপ্রস্তাবিত, 'ধরে' একক্রিয়ার সহিত অন্বয় হইয়াছে।

এক কারকের অনেক ক্রিয়া সম্বন্ধ। যথা বিদ্যাসুন্দরে—

"ক্ষণেক শয্যায়, ক্ষণেক ধরায়, ক্ষণেক সখীর কোলে।
ক্ষণে মোহ যায়, সখীরা জাগায়, বঁধু এলো এই বোলে॥"

"——হায়, সখি কেমনে বর্ণিব,
সে কান্তার-কান্তি, আমি? * * * *
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে!)
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘতরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায়; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি!
নব লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ
তরুসহ; চুম্বিতাম মঞ্জরিত যবে
দম্পতী মঞ্জরীবৃন্দে আনন্দে সম্ভাষি,
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি,
নাতিনী জামাই বলি বরিতাম তারে।" মে, না, ব,

এখানে এক "আমি"—কর্তার সঙ্গে সকল ক্রিয়ার অন্বয় দেখা যাইতেছে।

"জগজ্জিগীষু শিশুপাল অদ্যাপি পূর্বজন্মের ন্যায় বলদর্পে দর্পিত হইয়া জগৎ পীড়ন করিতেছে; সাধ্বী স্ত্রী ও নিশ্চলা প্রকৃতি জন্মান্তরেও পুরুষের অনুগামিনী হয়।"

এই উদাহরণে প্রস্তাবিত নিশ্চলাপ্রকৃতি এবং অপ্রস্তাবিত সাধ্বী স্ত্রী এই উভয়ের এক অনুগমন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে।

মালাদীপক

৫০। পরবর্ত্তী পদার্থের প্রতি পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থ সমূহের পরস্পর একধর্ম্মসম্বন্ধকে (গুণের যোগকে) মালাদীপক বলা যায়।

যথা—"পার্থে আকর্ষণ করিল ক্রোধ।
গাণ্ডীব টানিল সে মহাযোধ॥
গাণ্ডীবে আকৃষ্ট হইল বাণ।
বাণ আকর্ষিল অরির প্রাণ॥" নি, ক, ব,

এস্থলে আকর্ষণ ক্রিয়া পরস্পরের সাধারণ ধর্ম্ম।

তদ্গুণ (Exchange of quality.)

৫১। আপনার গুণ পরিত্যাগ করিয়া কবিকল্পিত অন্যদীয় অতি উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণের নাম তদ্গুণ অলঙ্কার। যথা—

"স্থূলতা উদরে ছিল, বলে তা লুঠিয়া নিল,
উরুস্থল জঘন ভুজন।
চরণ-চঞ্চলভাব, লোচন করিল লাভ,
নবনৃপ আসিতে যৌবন॥" ক, ক, চ,

স্বীয় গুণ ত্যাগ করিয়া অন্যদীয় উৎকৃষ্ট গুণ-লাভ হইয়াছে।

"তিনি কথা কহিবার সময়ে মুখপদ্মের নিকটবর্ত্তী ভ্রমরগণকে দশনাংশু দ্বারা শুক্লবর্ণ করিয়া কথা কহিয়াছিলেন।"

এখানে স্বীয় গুণের ত্যাগ ও শুক্লিমার উৎকৃষ্ট গুণ গ্রহণ বুঝাইতেছে। এজন্য তদগুণ অলঙ্কার হইল।

স্মরণ (Rhetorical Recollection.)

৫২। সদৃশ পদার্থের অনুভব জন্য সদৃশ বস্তুর যে স্মৃতি তাহাকে স্মরণ কহে। যথা,

"সহাস্য বদন তব দেখিয়া রাজন।
বিকসিত সিত পদ্ম হতেছে স্মরণ॥"

বিষম ধর্ম্মে স্মরণ যথা ;

"চন্দ্রকান্ত মণিগণ,　　দীপ্ত তব নিকেতন,
দেখিয়ে আমার গৃহ পড়ে মনে।
দীপ্ত নিশাকর-করে,　　যার মধ্য দীপ্ত করে,
ঘনাগমে যার তল যায় কোণে॥"

এক পক্ষে সুখকর, অপর পক্ষে দুঃখকর ; সুতরাং বিষম ধর্ম্ম স্মরণ হইল।

অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory.)

৫৩। বর্ণনীয় বিষয়টি গূঢ় রাখিয়া অপ্রস্তাবিত কোন বিষয়ের বর্ণনার দ্বারা উহার প্রতীতি স্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হয়।

এই অলঙ্কারে অপ্রস্তুত* সামান্যার্থ হইতে প্রস্তাবিত† বিশেষ অর্থ, অপ্রস্তাবিত বিশেষ হইতে প্রস্তাবিত সামান্য অর্থ, অপ্রস্তাবিত কার্য্য হইতে প্রস্তাবিত কারণ, অপ্রস্তাবিত কারণ হইতে প্রস্তাবিত কার্য্য এবং অপ্রস্তাবিত সামান্য অর্থ হইতে প্রস্তাবিত সামান্য অর্থের প্রতীতি হয়।

যথা—"যে ব্যক্তি অপমানিত হইয়াও প্রতিকার-বিধানে নিশ্চেষ্ট থাকে, তাহার অপেক্ষা ধূলিও বরং ভাল ; কেন-না, উহা পদাহত হইবামাত্র মস্তকে আরোহণ করে।"

* যাহা বর্ণনার বিষয় নহে।　　† বর্ণনীয়।

এখানে যাহারা অপমানিত হইয়া, প্রতিকারবিধানে নিশ্চেষ্ট থাকে, এই অপ্রাসঙ্গিক সামান্য অর্থ হইতে তাহাদিগের অপেক্ষা ধূলিও বরং ভাল, এই প্রাসঙ্গিক বিশেষ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

"যদি এই মালাই প্রাণহারিণী হয়, তাহা হইলে, আমি ইহা হৃদয়ে ধারণ করিতেছি, আমার প্রাণ বিনষ্ট হইল না কেন? বুঝিলাম, ঈশ্বরের ইচ্ছায় কোন স্থানে বিষ, অমৃত ও কোন স্থানে অমৃতও বিষ হইয়া থাকে।" র. ব,

"সুয়া যদি নিম দেয় সেও হয় চিনি
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি॥" অ, ম.

এখানে ঈশ্বরেচ্ছায় অহিতকারীও হিতকারী, হিতকারীও অহিতকারী হয়, এইরূপ বক্তব্য বিষয়ে অমৃত-বিষ হয়, বিষও অমৃত হয়, নিমও চিনি হয়, চিনিও নিম হয়, এইরূপ বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক অর্থ নিবদ্ধ হইয়াছে। অপ্রাণি-বাচকে যিনি তিনি এরূপ সর্ব্বনামের প্রয়োগ হয় না সুতরাং ইহা চ্যুত-সংস্কৃতি দোষ দুষ্ট।

"মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার।
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার॥
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন।
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ॥
কাক কারো করে নাই সম্পদ হরণ।
কোকিল করেনি কারে ধন বিতরণ॥
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে।
কোকিল অখিল-প্রিয় সুমধুর গানে॥
গুণময় হইলেই মান সব ঠাঁই।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই॥
শারী আর শুক পাখী অনেকেই রাখে।
যত্ন করি কে কোথায় কাক পুষে থাকে॥
অধমে রতন পেলে কি হইবে ফল?
উপদেশে কখন কি সাধু হয় খল?*

* বিধেয়াবিমর্ষ দোষ-দুষ্ট।

ভাল মন্দ দোষ গুণ আধারেতে ধরে।
ভুজঙ্গ অমৃত খেয়ে গরল উগারে ॥
লবণ জলধি জল করিয়া ভক্ষণ।
জলধর করিতেছে সুধা বরিষণ ॥
সুজনে সুযশ গায় কুযশ ঢাকিয়া।
কুজনে কুরব করে সুরব নাশিয়া ॥"

এখানে কাক কোকিলাদি বিশেষ অর্থ দ্বারা কোন নির্দ্দিষ্ট সুজন ও দুর্জ্জনের নিন্দা করাই প্রস্তাবিত। ইহাই সামান্যার্থ।

মৃত্যুরূপ কারণ দ্বারা শোক করা রূপ কার্য্য সমর্থিত হইতেছে। যথা—

"সে দিন দেখেছি তব সহাস্য বদন।
সহসা কিসের লাগি হইলে এমন?
উঠ উঠ বিধুমুখি কেঁদো না লো আর।
বিশেষ করিয়া বল শুনি সমাচার ॥
তোমার নয়ননীর হেরিয়া নয়নে।
বিষম বিষাদানল দহিতেছে মনে ॥" সু, ব,

উত্তর

"কাঁদিয়া কহেন দিদি! বিমুখ আমারে বিধি,
মাথামুণ্ড কি আর বলিব।
কি কব বিপদ ঘোর, মরণ হোলনা মোর,
নাহি জানি কযুগ জ্বলিব ॥
বড় আশা ছিল মনে, ভালবাসা সুতগণে,
কৃতী হোয়ে সুনাম কিনিবে।
প্রাচীনা হইলে পর, করি মহা সমাদর,
সবে মোরে যতনে রাখিবে ॥

প্রথমে যুগল সুত, অশেষ সুগুণযুত,
কিরণে করিল আলো দেশ।
কিবা দিব পরিচয়, জান তুমি সমুদয়,
নাম ধরে অম্বিকা উমেশ॥
অম্বিকার গুণ যত, একাননে কব কত,
এমন হবে না বুঝি আর।
সুশীল সুবুদ্ধি অতি, সদা সত্যপথে মতি,
কলিযুগে দেব-অবতার॥
অমিয় বচন তার, যে শুনেছে একবার,
সুধায় সুধায় কি সে কভু।
শারীরিক রিপু সব, ক্রমে করি পরাভব,
হইলেক তা সবার প্রভু॥
পাইয়া এমন ধন, সতত প্রফুল্ল মন,
মনে মনে কত অভিলাষ।
বাঞ্ছার বসন্ত কালে, বিষম বসন্ত কালে,
সব সাধ করিল বিনাশ॥
তাহার মরণ-রবে, মিত্র কি বিপক্ষ সবে,
বহুবিধ আক্ষেপ করিল।
শরীরজ শোকানল, একেবারে, সুপ্রবল,
দুঃখিনীর হৃদয় দহিল॥
বাঁধিয়া পাষাণ গলে, ডুবিয়া মরিব জলে,
মনে এই করিলাম স্থির।
অকস্মাৎ কি বিপদ, চলিতে না পারে পদ,
বলহীন হইল শরীর॥
পাথর রহিল বুকে, বিষম কাতর দুঃখে,
মুখে আর না সরিল রব।

নেত্র-বিগলিত নীরে,　　　　সে পাষাণে ধীরে ধীরে,
লিখে তার নাম গুণ সব ॥
মনে করিলাম পণ,　　　　যত দিন এ জীবন,
নাহি যাবে রাখিব পাষাণ।
এই দেখ আছে গলে,　　　　লোকে ‘ট্যেবলেট’বলে,
মম প্রিয় পুত্রের নিশান ॥
পুত্র শোকে জর জর,　　　　দেহ কাঁপে থর থর,
কি আর বলিব মোর মাথা ॥” স্থ, র,

অনেক দিনের পর দর্শনে আত্মীয়গণের মধ্যে পরস্পর শুভাশুভ বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করা, সামান্য অর্থাৎ স্বাভাবিক; কিন্তু কলেজদ্বয়ের পরস্পর ভগিনীরূপে জিজ্ঞাসায় কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র অম্বিকার মৃত্যুহেতু তাহার খেদ প্রস্তাবিত। কলেজ ও কলেজের ছাত্র ভাবটি গূঢ়; উহা অপ্রস্তাবিত বিশেষ অর্থ অর্থাৎ উভয় ভগিনীর একের পুত্রের নামোল্লেখ পূর্ব্বক তাহার মৃত্যু হেতু দুঃখ প্রকাশরূপ বিশেষ অর্থ, উহা গূঢ়, অর্থাৎ অম্বিকাচরণ ঘোষ এবং উমেশচন্দ্র দত্তের গুণ বর্ণন দ্বারা কৃষ্ণনগর কলেজের ক্ষতির বিষয়টি সমর্থিত হইতেছে।

এখানে হিন্দু কলেজ কৃষ্ণনগর কলেজকে জিজ্ঞাসা করাতে, কৃষ্ণনগর কলেজ নিজ ছাত্র অম্বিকার মৃত্যুহেতু খেদ করিতেছে ইহাই প্রাসঙ্গিক। প্রস্তাবিত কলেজদ্বয়কে স্ত্রী-স্বরূপে কথন অপ্রাসঙ্গিক। অপ্রস্তাবিত বিশেষ অর্থ দ্বারা সামান্য অর্থ প্রকাশ হইয়াছে।

প্রস্তুত বিষয়গুলির স্পষ্ট নামোল্লেখ থাকিলে অপ্রস্তুত প্রশংসা হয় না। যথা;

“তথা হইতে প্রস্থানানন্তর আমার সমভিব্যাহারিণী পথ-প্রদর্শিকা বনদেবী সানুগ্রহ-বচনে বলিলেন “সর্ব্বদেশীয় বৃক্ষলতাদি আনয়ন করিয়া এ কাননে রোপণ করা গিয়াছে। জ্যোতিষ ও গণিতের এক একটা কলম তোমাদের দেশ হইতে আহরণ করা গিয়াছে। দেখ ভিন্নজাতীয় লোকে এই কাননে

অবস্থিতি করিয়া উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক তাহার কেমন পারিপাট্য ও উন্নতি করিয়াছে। আর তোমার স্বদেশীয় লোকদিগকে ধিক্কার করিতে হয়; কারণ যতগুলি বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কেবল তাঁহাদিগের উপরে সমর্পিত আছে, প্রায় তাহার সমুদায় ভগ্ন ও শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে যত বৃক্ষ দেখিতেছ, সমস্তই এক জাতীয়; তাহার নাম স্মৃতি; আর বাম দিকে যত দৃষ্ট হইতেছে, তাহার নাম দর্শন। আমি এই জাতীয় বৃক্ষ অবলোকন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইলাম। দেখিলাম দক্ষিণ দিকের সমুদায় বৃক্ষ অদ্যাপি সম্যক্‌রূপে নষ্ট হয় নাই, কতকগুলি শুষ্ক ও ভগ্নশাখ হইয়াছে; কিছুই পারিপাট্য নাই। (বোধ হইল, যেন এক প্রবল ঝঞ্ঝা-বাত দ্বারা সমুদয় বিপ্লুত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।) বাম দিকের কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্র আছে, কোনটার বা সমুদয় গিয়া এক দিকের একমাত্র শাখা আছে, তদ্ভিন্ন কোন কোন বৃক্ষের স্কন্ধমাত্রও দৃষ্টিগোচর হইল না। এই দুঃসহ দুঃখের সময়ে এক পরম কৌতুক দেখিলাম, কতকগুলি অভিমানী মনুষ্য উভয়পার্শ্বস্থ বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া অত্যন্ত দম্ভ ও ব্যাপকতা সহকারে মহা কোলাহল ও বিষম কলহ আরম্ভ করিয়াছে।" চা, পা, তৃ, ভা,

এই প্রস্তাবে জ্যোতিষ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র প্রাসঙ্গিক এবং বৃক্ষাদিরূপে সেই সকল প্রদর্শিত করা হইয়াছে। অতএব ইহাকে অবশ্যই রূপক বলিতে হইবে ও এক স্থানে একটি উৎপ্রেক্ষাও আছে। (ঐ দুই অলঙ্কারের সূত্র দেখ।)

প্রাসঙ্গিক বিষয় গোপন থাকা আবশ্যক। উদাহরণ যথা—

"চাতক যাচিলে জল হইয়ে কাতর।
মৌনভাবে কভু কি থাকয়ে জলধর॥" উদ্ভট।

অপ্রাসঙ্গিক চাতক ও জলধরের ব্যবহাররূপ সামান্য অর্থ দ্বারা প্রকৃত দয়ালু ব্যক্তির নিকট যাচকের আশা অপূর্ণ থাকে না। ইহাই প্রাসঙ্গিক বিশেষার্থ।

অতদ্‌গুণ

৫৪। যেখানে কারণ সত্ত্বে গুণ গ্রহণ দেখা যায় না, তথায় অতদ্‌গুণ অলঙ্কার হয়। যথা,—

"অহে রাজহংস! তুমি কখন গঙ্গার সিত সলিলে এবং কখন কজ্জল সদৃশ যমুনার জলে মজ্জন করিয়া থাক; কিন্তু তোমার শুক্লিমার ত কিছুমাত্র তারতম্য দেখিতেছি না; না গঙ্গার শুক্লিমার অপেক্ষা অধিক শুক্ল হইয়াছ, না যমুনার নীলিমার কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে।"

এখানে স্বগুণ-ত্যাগের প্রতি যমুনা হেতু আছেন বটে, কিন্তু হংসের শুক্লিমার অন্যথা হয় নাই বলিয়া অতদ্‌গুণ অলঙ্কার হইল। এবং কারণ সত্ত্বে কার্য্যের অভাব হইয়াছে বলিয়া, এখানে বিশেষোক্তি অলঙ্কারও হইতে পারে।

বিশেষোক্তি (Cause without effect.)

৫৫। যেখানে কারণ আছে অথচ কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। (১) এই অলঙ্কারে কখন কখন কারণটি অনুক্তও হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতীতিজন্মে; (২) কচিত অচিন্ত্য হেতু কারণ রূপে অনির্দ্দিষ্ট থাকে। ক্রমে দেখ—

"যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায় মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই॥" অ, ম, ১

এখানে মরণের হেতু আছে কিন্তু মৃত্যু ঘটিতেছে না। চিরজীবিত্ব কারণটি উক্ত হইয়াছে।

"একাই ভুবনজয়ী, স্মর অতি খল।
তনুহীন কৈল তারে, না হরিল বল॥" ১
"ভার্য্যালাভহেতু শম্ভু তপযোগে স্থিত।
করেছেন পঞ্চবাণ বহ্নি নির্ব্বাপিত॥

তথাপি দাহিকা শক্তি তার ভুবনেতে।
রাখিলেন মাত্র বিয়োগিনী মাথা খেতে॥" ২

"এইরূপ লোকত্তরবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও নিউটন স্বভাবতঃ এমত বিনীত ছিলেন যে, আপন বিদ্যার কিঞ্চিন্মাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার এই এক সুপ্রসিদ্ধ কথা ধরাতলে জাগরূক আছে যে, আমি বালকের ন্যায় বেলাভূমি হইতে উপলখণ্ড সঙ্কলন করিতেছি কিন্তু জ্ঞানমহার্ণব পুরোভাগে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।" জী, চ,—১

প্রথম ও দ্বিতীয় স্থলে বিয়োগিনীর দুরবস্থা কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। স্মরের তনু-হরণ করিলেও তাঁহার বল হরণ না করার কারণ নির্দ্দিষ্ট নাই। ৩য়, বিদ্যাশালী ব্যক্তির বিনয়াদি গুণের প্রতি মনের উদারতাই কারণ, ইহা অনির্দ্দিষ্ট।

মীলিত

৫৬। স্বাভাবিক অথবা কৃত্রিম লক্ষণ দ্বারা এক পদার্থে অপর পদার্থের তিরোধানে চমৎকার বিধানের নাম মীলিত।

স্বাভাবিক যথা ;

প্রশ্ন—"ওই দেখ রূপসীর লাবণ্য কেমন।
অপাঙ্গের রঙ্গভঙ্গ চঞ্চল গমন॥
মধুর মধুর হাসি, আধ আধ বাণী।
স্ফুরিত তড়িত মত, হেলে অঙ্গখানি॥
দেমাকের গুণ বটে, বঙ্গ ভঙ্গগুলি।
কিন্তু এ সহজ দেখি, নাহি দোষ বলি॥"

একের উক্তির, অপরের উত্তরে অহঙ্কারাদি দোষ তিরোহিত হইয়াছে।

কৃত্রিম লক্ষণ যথা ;

"যত ছিল তব অরি, এবে গুহাগত।
সবে দেখি নৃপবর, ধর্ম্মকর্ম্মে রত॥

যদা তত্র তব নাম, হয়ে ম্রিয়মাণ।
নিমীলিত চক্ষুদ্বয়, ঈশে করে গান॥
গিরির তুষার পাতে, কাঁপে কলেবর।
লোকে বলে ভক্তি-ভাবে, পুলকিত নর॥
ইহাকেই হেতু বলি, নাহি আমি গণি।
বাস্তব তোমার ভয়ে, বুঝ নৃপমণি।”

বিকল্প

৫৭। বিরুদ্ধ গুণাক্রান্ত পদার্থদ্বয়ের তুল্যবল কথন দ্বারা এক ক্রিয়াদির সহিত অন্বয়ের নাম বিকল্প। যথা ;

“অদ্য আসিয়াছে কৌরব বীর,
ধনু নম্র কর অথবা শির,
প্রাণ ছাড় কিংবা ছাড়হ মান,
অন্যথা তোদের না দেখি ত্রাণ॥” নি, ক,

সন্ধি ও যুদ্ধ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, কিন্তু সমান বল প্রদর্শন পূর্ব্বক ধনু ও শির নমনরূপ এক ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

“কোকিলের কলরব, অসহ্য নিতান্ত!
এ দুখ নাশিবে কান্ত, অথবা কৃতান্ত॥”

প্রিয়সমাগম-সুখ ও মরণ বিরুদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত পদার্থ, কিন্তু দুঃখশান্তিরূপ এক ক্রিয়ার সহিত অন্বিত, তাপিত কান্ত ও কৃতান্তের সহিত তুল্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনুমান

৫৮। যেখানে অনুমাপকের জ্ঞানাধান অনুমেয়ের জ্ঞানটি চমৎকৃতি সম্পাদন করে, তথায় অনুমান কহা যায়। উৎপ্রেক্ষায় অনুমাপকের অনিশ্চিততার প্রতীতি হয়। অনুমান অলঙ্কারে অনুমাপক ও অনুমেয়ের নিশ্চয়তা জ্ঞান থাকে।

"যার দরশন মাত্র, আনন্দ অপার।
সেই পুণ্যবান্ জন, অসার সংসার॥
যারে দেখি লাগে ব্যথা, অন্তরে অন্তর।
সেই নরে পাপী বলি, চিন্তি নিরন্তর॥"
"তব তেজ প্রাদুর্ভাবে, কবি অনুমান।
দৈত্য আঁধারের আজি নিশা অবসান॥
মহেন্দ্রের দশশত, নেত্র-পদ্মবন।
অবশ্য বিকাশ-শোভা, লভিবে এখন॥" নি, ক.

এখানে স্তুতি প্রকাশক ব্যক্তি অনুমাপক; তাহার জ্ঞান জন্য পুণ্যবান্ জনেতে পুণ্যবত্তা অনুমিত হইতেছে। ২যটীতে বিকাশ-শোভা অনুমেয়।

পরিসংখ্যা

৫৯। প্রশ্নপূর্ব্বক অথবা প্রশ্ন ব্যাতিরেকেই যেখানে কথিত পদার্থটী তৎসদৃশ বস্তুর ব্যাবর্ত্তক (প্রতিবাদযোগ্য) হয়, তথায় পরিসংখ্যা অলঙ্কার হয়। অর্থগত ও শব্দগত ভেদে ইহা চারি প্রকার। যথা;

প্রশ্ন—"বল দেখি কিবা সেব্য, সংসার-মাঝারে?
উত্তর—সাধু জনে সৎ বলে, সদাই যাহারে॥
প্রশ্ন—ত্যাজ্য বল কোন্ বস্তু, শুনি মহাশয়?
উত্তর—যার দোষে অধোমুখে, করি অনুশয়॥
প্রশ্ন—দান ভোগ বিনা কেবা, করয়ে সঞ্চয়?
উত্তর—মৌমাছি আর কৃপণ, ভিন্ন অন্য নয়॥" ১—শব্দগত

প্রশ্ন—"বল দেখি ভাই কি হয় মোলে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে॥
উত্তর—কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি;
কেউ বলে সালোক্য পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মিলে॥

ভেদের আভাস তুই ঘটাকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে ;
ওরে শূন্যেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্য করে সব খোয়ালে ॥
প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই, তাই হবি রে নিদান কালে ;
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, লয় হয়ে সে মিশায় জলে ॥"—২

১ম স্থলে প্রশ্নপূর্ব্বক উত্তর দ্বারা সদৃশ পদার্থে ব্যাবৃত্তি (খণ্ডন) দেখাইতেছে। ২য় স্থলে সদৃশ পদার্থটি প্রকারান্তরে অন্য পদার্থের প্রতিশোধক হইতেছে ।

"ভক্তি তাঁর ভবপদে, ধনে কভু নয়।
ব্যসন কেবল শাস্ত্রে, স্ত্রীজনে না রয় ॥
যশোমাত্র চিন্তা তাঁর, তনুচিন্তা ক্ষীণ।
এ সকল গুণ প্রায়, ঔদাস্য অধীন ॥—৩

৩য় স্থলে প্রশ্ন নাই অথচ সদৃশ পদার্থের প্রতিবাদ হইতেছে।

মহৎ ব্যক্তির ভবপ্রতি ভক্তি থাকে, বিভবের প্রতি ভক্তি থাকে না। শাস্ত্রেই আশক্তি থাকে, যুবতীজনের প্রতি আসক্তি থাকে না। ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে তাহাদিগের শরীরের প্রতি লক্ষ্য থাকে না, কেবল যশেই লক্ষ্য থাকে। এইখানে প্রশ্ন নাই অথচ শব্দ ব্যাবর্ত্তক আছে।

"সেই রঘুরাজের তেজঃ, আর্ত্তগণের ত্রাণ ও ভয় শান্তির নিমিত্ত ছিল। পণ্ডিতবর্গের সম্মান রক্ষা জন্যই তাঁহার বেদবেদাঙ্গের অধ্যয়ন ছিল। পরের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য তাঁহার ধনই যে কেবল ব্যয়িত হইত তাহা নহে, তাঁহার গুণবত্তা ও পরের প্রয়োজনে নির্দ্দিষ্ট ছিল।"—রঘুবংশ,

তেজ থাকিলে পরপীড়া হয়, শ্রুতশীলতা থাকিলে দম্ভ হয় কিন্তু এখানে তাহার ব্যাবর্ত্তক গুণ অর্থগত দেখা যাইতেছে।

কারণমালা

৬০। পূর্ব্ববর্ত্তী পদার্থগুলি পরবর্ত্তী পদার্থ সমূহের প্রতি হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে কারণমালা বলা যায়। যথা ;

"বিদ্যা হতে জ্ঞান হয়, জ্ঞানে হয় ভক্তি।
ভক্তি হতে মুক্তি হয়, এই সার যুক্তি ॥" ম, ভা,

রণে যদি মর ঘুষিবে যশ,
যশ যার, তার দেবতা বশ,
বশ হোলে দেব, যাইবে দিবে.
দিবে গেলে সদা সুখ ভুঞ্জিবে ॥” নি, ক.

উদাত্ত

৬১। লোকাতিশয়-সম্পদ্বর্ণন এবং উপক্রান্ত বিষয়ের আনুষঙ্গিক মহত্তের চরিত্র কথন-বৈচিত্র্যকে উদাত্ত কহা যায়। যথা ;

“দ্বারকা নির্ম্মাণ-হেতু, যাদব নন্দন।
নিজাশ্রয় রত্নাকর, করেছে নির্ধন ॥
স্বয়ং উৎপাদিত বংশ, করিল নিপাত।
সর্ব্বস্বদ বলির করিল অধঃপাত ॥”—নি, ক,

এখানে দ্বারকাপুরীর লোকাতিশয়-সম্পত্তি ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রগত বৈচিত্র্যবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে।

সমাধি

৬২। কারণান্তরের সাহায্য দ্বারা অভিলষিত কার্য্য অনায়াস-সাধ্য রূপে বর্ণন স্থলে সমাধি অলঙ্কার হয়। যথা ;—

“হেন বাণী শুনি কৌরবমণি।
যুড়িল যেমন চাপে অশনি ॥
খর বাত সহ অমনি রড়ে।
দানবনগরে উল্কা পড়ে ॥” নি, ক,

দানবদমন অভিলষিত, তৎসিদ্ধির জন্য ধনুকে যেমন অশনি যোজনা করা হইল, অমনি তৎসহ উল্কাপাত হওয়াতে দানব-দমন অনায়াসে সাধ্য হইয়া আসিল।

একাবলী

৬৩। যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্যার্থের বিশেষণগুলি উত্তরোত্তর বাক্যার্থের বিশেষ্যরূপে স্থাপিত বা পরিত্যক্ত হয়, তথায় একাবলী অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা ;

"মরি এই সরোবর, কমল-ভূষিত।
কমল কুসুম সব, ভৃঙ্গ-সুশোভিত ॥
ভৃঙ্গগণ ঝঙ্কারিছে, সঙ্গীত চতুর।
সঙ্গীত হরিছে মন, মূর্চ্ছনা মধুর ॥"—১ নি, ক,
"পার্থ নহে, হেন নিরস্ত্র হয়,
অস্ত্র নহে, যাতে বৈরী অক্ষয়,
বৈরী নহে, যেই বীর্য্যেতে ক্ষীণ,
বীর্য্য নহে, যাহা খ্যাতিবিহীন ॥—২ নি, ক,

১ম স্থলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের বিশেষণগুলি বিশেষ্যরূপে স্থাপিত, ২য় স্থলে পরিত্যক্ত।

আক্ষেপ

৬৪। বিবক্ষিত বিষয়ের বিশেষ চমৎকারিত্ব সম্পাদনার্থ তদ্বিষয়ের নিষেধাভাস বা বিধির নাম আক্ষেপ অলঙ্কার।

ইহা চারিপ্রকার—কোন স্থলে বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সামান্য কথনের সর্ব্বাংশের নিষেধ (১), কোথাও অংশবিশেষের নিষেধ (২) এবং কোন স্থলে কথিত বিষয়ের নিষেধ দ্বারা বিধিবাক্যকথন (৩) ও কোন স্থলে কথিত বিষয়ের একাংশের বিধান দ্বারাই শেষাংশ-সমাধান (৪)। যথা—

"কিবা সুখ কিবা দুঃখ, কি কহিব আর।
যায় যাবে যাক প্রাণ, কহি কত বার ॥
অথবা তোমার পাশে, কহিলে কি হবে।
রসিক নৈলে কভু কি, কথা গুপ্ত রবে ॥"—১
"এবে অস্ত দন্তহীন, কি সুখ সংসারে।
বলিত পলিত অঙ্গ, বাক্য নাহি সরে ॥
ভবে মাত্র বিড়ম্বনা, জীবন কেবল।
আবার কি বাকি আছে সবে হরি বল ॥—২

"শ্যাম, আমি দূতী নহি, সখী সে জনার।
এস, ওহে একবার, বলি কিছু সার ॥
সে এখনও বেঁচে আছে, ক্ষণেকে মরিবে।
সাবধান এই বেলা, অযশ ঘুষিবে ॥—৩
"আজি কালি সে জনার, যেইরূপ দশা।
বৈদ্যের বিদিত আছে, ছিন্নমূল আশা ॥"—৪ সংবাদ
"কিণাঙ্ক পিতার হাতে, মিশুক এখন।
বজ্র নিতে আর তাঁর, নাহি প্রয়োজন ॥
গাণ্ডীবসহায় এই একাকী পাণ্ডব।
রিপুদলে দেখাইবে, মৃত্যুর তাণ্ডব ॥—৫ নি, ক,

১ম স্থলে প্রাণনাশ হইলেও অরসিক জনে প্রণয় বিজ্ঞাপন করা যুক্তিযুক্ত নহে, ইহাই বিবক্ষিত, সেইটি আক্ষেপ করিয়া লইতে হইবে। সেই টুকুই বলে নাই। ২য় স্থলে কেবল মরণই শ্রেয়ঃ, এই অংশটি আক্ষেপ করিতে হয়, উহা কহিবার সময় ইচ্ছার নিবৃত্তি দেখা যাইতেছে। ৩য় স্থলে আমি মিথ্যাবাদিনী দূতী নহি, আমি সত্যবাদিনী, অতএব যাহা বলি শুন, এইটি বিধান করিতেছে। ৪র্থ স্থলে বৈদ্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া কর্ত্তব্য স্থির কর। এইটি বিধি। ৫ম স্থলে পিতার যুদ্ধ প্রয়োজনাভাব, আমারই যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, এইরূপে নিষেধ ও বিধি দেখান হইয়াছে।

অধিক

৬৫। আধার বা আধেয়ের আধিক্য বুঝাইলে অধিক অলঙ্কার হয়। যথা;

"যাহার কুক্ষিতে বিশ্ব, রহে তিলমানে।
সেই হরি সিন্ধুগর্ভে, তিলমাত্র স্থানে ॥"—১
"গগনের কত বড় মহিমা।
কে বা পারে তার কহিতে সীমা ॥
দনুজদিগের অসংখ্য বাণ।
অনায়াসে যথা পাইল স্থান ॥"—২ নি, ক,

"ভক্তিভাবে ঈশ্বরের, যে প্রীতি সঞ্চরে।
যাহে বিশ্ব ধরে তাহে, তাহা নাহি ধরে॥"—৩

১।২। আধার আধিক্য। ৩। আধেয় আধিক্য।

অন্যোন্য

৬৬। বস্তুদ্বয় পরস্পর এক ক্রিয়ার কারণ হইলে অন্যোন্য নামক অলঙ্কার কহা যায়।

যথা,—"নিশাতে শশীর শোভা, শশীতে নিশার।
রাজাতে প্রজার সুখ, প্রজায় রাজার॥"

ভাবিক

৬৭। পরোক্ষ বিষয় প্রত্যক্ষবৎ, কিংবা ভূত অথবা ভাবী কোন অদ্ভুত পদার্থের প্রত্যক্ষবদ্বর্ণনকে ভাবিক অলঙ্কার কহা যায়।

যথা,—"এতদিন তোরা সুখেতে ছিলি,
বিষম সঙ্কটে এবে পড়িলি ;
ডাকিছে তোমাকে ভাবি-মরণে,
দেখিতেছি আমি দিব্য নয়নে।"—১ নি, ক,
"এখনও বিজন বনে, ভাবি শুনি
আমি, যেন সে মধুর বাণী"—২ মে, না, ব,
"——কার ভয়ে কাঁদিস্, জানকি ;
সাজিছে সুগ্রীব রাজা উদ্ধারিতে তোরে।"—৩ মে, না, ব,

১ম ভাবিস্মরণ প্রত্যক্ষবৎ। ২য় অতীত ঘটনার বর্ত্তমানতা। ৩য় ভাবি ঘটনার বর্ত্তমানতা।

ব্যাজোক্তি

৬৮। প্রকাশোন্মুখ পদার্থের ছলক্রমে গোপনকে ব্যাজোক্তি অলঙ্কার বলে।

যথা;—"ভয় উপজিল দানবগণে,
শরীর ঘামিয়া কাঁপে সঘনে ;
আঃ মার্ মার্ পামর্ নরে,
হেন কহি তাহা গোপন করে ॥" নি, ক,

এখানে ভয়নিমিত্ত কম্পাদি ক্রোধের ছল দ্বারা গোপন হইতেছে। এখানে প্রকৃত বিষয়ের অপহ্নব নাই, সুতরাং ইহার সহিত অপহ্নুতির বিশেষ বিভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। অপহ্নুতিতে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন হয়।

অর্থাপত্তি

৬৯। অর্থবশতঃ ব্যাপক বস্তুর কার্য্যদ্বারা ব্যাপ্য বস্তুর কার্য্য-সিদ্ধির স্থিরনিশ্চয়তা জন্মিলে অর্থাপত্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে।

ইহাকে দণ্ডাপূপিক ন্যায়ও কহিয়া থাকে। মূষিক কর্ত্তৃক দণ্ডভক্ষণে দণ্ডস্থিত অপূপের ভক্ষণ যেমন নিশ্চযরূপে প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়, তদ্রূপ বাগ্বৈচিত্র্যকে অর্থাপত্তি কহা যায়। যথা ;—

"জান না মোদের বল বিক্রম,
বৃথা তুঁহি গর্ব্ব পিশুনসম।
ইন্দ্র তোর পিতা জিনিছি তায়,
নর তুই তোরে জিনা কি দায় ॥" নি, ক, ব,

দেবরাজ ইন্দ্র যখন পরাজিত, তখন তুই অতিতুচ্ছ নর যে পরাজিত হইবি তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে।

সম

৭০। গৌরবান্বিত বস্তুর পরস্পর সঙ্ঘটনে সমালঙ্কার হইয়া থাকে। যথা ;

"হর সনে উমা, হরির রমা,
শশধর বর সনে ত্রিযামা।
এইরূপে যেবা যাহার সম ;
তার সনে ঘটে এই সে ক্রম ॥" বা, দ,

গঙ্গা, সরস্বতী ও রোহিণ্যাদি তারকাগণ পরস্পরে পত্নী থাকিলেও গৌরী, লক্ষ্মী ও ত্রিযামার সহিত একত্র সমাবেশে ইহাদিগের পরস্পরের গৌরব অধিক হইয়াছে।

উত্তর

৭১। উত্তরবাক্যভঙ্গিতেই যেখানে প্রশ্নের অনুমান হয়, তথায় উত্তর নামক অলঙ্কার হয়। যথা;

"কেমনে থাকিবে শ্যাম, আমার আগারে।
স্বামী মোর গিয়াছেন যমুনার পারে॥
আমি একাকিনী বালা,　　শ্বশ্রূ অন্ধ কাণে কালা,
অতএব ক্ষমা কর, যাও স্থানান্তরে॥　উদ্ভট

এই কবিতার উত্তরার্দ্ধদ্বারা তাহার সহিত কৃষ্ণের রাত্রিযাপন-রূপ প্রশ্ন হইতেছে।

বিচিত্র

৭২। ইষ্টফললাভ প্রত্যাশায় অনিষ্ট-অনুষ্ঠানের নাম বিচিত্র। যথা;

"উন্নত হইবে বলি, নত হও আগে।
দুঃখের শৃঙ্খল পর, সুখ অনুরাগে॥
জীবন-রক্ষার হেতু, দিতে চাহ প্রাণ।
সম্মান রাখিতে হও, আগে হতমান॥"

প্রত্যনীক

৭৩। অপকার নিবারণে অসমর্থব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রতিপক্ষের তিরস্কার হইলে যেখানে প্রতিপক্ষের শ্লাঘা বর্ণিত হয়, তথায় প্রত্যনীক কহে। যথা;

"মম প্রিয় করিয়াছে, তব রূপ জয়।
তারি প্রতি জিগীষা, তব উচিত হয়॥

স্মর, যাও বাণে তারে, কর বিদারণ।

অবলা নারীরে বধ কেন অকারণ ॥

অবলার প্রিয় ব্যক্তি, কন্দর্পের প্রতি-পক্ষ এখানে কন্দর্পের রূপের জয়দ্বারা অবলার যে প্রিয় সে কন্দর্পের জেতা হইয়াছে। কন্দর্প প্রতিপক্ষ, তাহার প্রতিকারে অশক্ত, কিন্তু তদীয়া প্রণয়িনীকে কন্দর্প নিজ শর দ্বারা আঘাত করিতেছে, সুতরাং অবলার নায়কের শ্লাঘা বর্ণিত হইল।

সামান্য

৭৪। তুল্য গুণ দ্বারা প্রস্তুত পদার্থের সহিত অপ্রস্তুত পদার্থের অভেদ কথনের নাম সামান্য অলঙ্কার।

যথা,—কুন্দকুসুম কুরু কবরীক ভার।
হৃদয় বিরাজিত মোতিম হার ॥
চন্দনে চরচিত রুচির কর্পূর।
অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
চাঁদনি রজনী উজোরল গোরী।
হরি অভিসরে রভস রসে ভরি ॥
ধবল বিভূষণ অম্বর বলই।
ধবলিম কৌমুদী মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন লোচন ভূল।
রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহ ঢুল ॥
পূরতি মনোরথ গতি অনিবার।
গুরুকুলকণ্টক কি করয়ে পার ॥ প, ক, ত,

মীলিত অলঙ্কারে উত্তম গুণ অথবা অধম গুণের তিরোধান হয়, সামান্য অলঙ্কারের প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয়েরই তুল্য গুণ থাকে।

সহোক্তি

৭৫। সহ শব্দবাচক উভয় অর্থের বাচক হইলে চমৎকারিত্ব হেতু সহোক্তি হয়। যথা;

ত্যজেছে আমাকে দ্রবিণ দ্রবিণ সহিত।
জীর্ণ হয়েছে ধাম ধামের সহিত॥
বাড়িয়াছে কেবল মন্যু মন্যুর সহিত।
হইয়াছে আমার এই দশা উপস্থিত॥—১

মম যৌবন সহায় করিয়া অনঙ্গ আমাকে জয় করিয়াছিল। এক্ষণে আমি জরাকে সহায় করিয়া অনঙ্গকে রতির সহিত জয় করিয়াছি।—২

দ্রবিণ শব্দে বিত্ত ও তেজ, ধাম শব্দে শরীর ও গৃহ, মন্যু শব্দে ক্রোধ ও দৈন্য বুঝাইতেছে; সুতরাং সহোক্তি। এখানে উভয় অর্থের বাচক হইয়াছে, দ্বিতীয় স্থলেও বিপরীত ভাবে সহোক্তির চমৎকারিত্ব আছে।

বিশেষ

৭৬। প্রসিদ্ধ আধার পরিত্যাগপূর্ব্বক আধেয়ের বর্ণন কিংবা এক বস্তুর নানা স্থানে অবস্থিতি বা এক কার্য্যকরণ দ্বারা দৈবাৎ অনেক কার্য্যের উৎপত্তির নাম বিশেষ অলঙ্কার।

যদবধি আনন্দময় কাব্যের সৃষ্টি হইল, তদবধি লোকমণ্ডলী আর সুধার জন্য লালায়িত হয় না, ইহা দেখিয়া সুধাদেবী আপনার মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবতীর্ণা হইয়া সুকবির ভারতীমধ্যেই প্রবিষ্ট হইলেন। সহৃদয়গণ সেই জন্যই সুধাকরকে অনাদর করিয়া অবিরত কাব্যালোচনা করিয়া থাকেন এবং উহা হইতেই সুধাময় ফল লাভ করিয়া আপনাকে সার্থকজন্মা জ্ঞান করেন।

এখানে সুধার স্বীয়াশ্রয় ত্যাগ, উত্তম স্থল যে কাব্য তাহাতেই আশ্রয় হইতেছে।

নাস্তিক কৃপণ নীচ চোরের নিকেতনে।
হরিপ্রিয়া থাকেন স্পৃহা না করেন অর্চ্চনে।
সপত্নীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংস্পরশন ডরে।
নাহি আইসেন তিনি বিদ্বানের ঘরে॥

এক হরিপ্রিয়ার একদা অনেকস্থলে অবস্থানরূপ এক কার্য্য করণ দ্বারা অনেক কার্য্যের উৎপত্তি হইতেছে।

বিধাতা সৃষ্টি-কামনায় মনঃসংযোগ করিলে পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি হইল। ঐ পঞ্চমহাভূতের সংযোগ ও বিয়োগে জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইয়া থাকে।

এখানে বিধাতার মনঃসংযোগ মাত্র কার্য্য দ্বারা অনেক কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যাইতেছে।

পরিকর

৭৭। ব্যঙ্গ্যার্থসূচক বহুবিশেষণ-যুক্ত বিচিত্র বর্ণনকে পরিকর অলঙ্কার কহা যায়। যথা,

"মহারাজ! পুনশ্চ শ্রবণ করুন। যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে এক গুণ, মুখে দশ গুণ, পৃষ্ঠে শত গুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে ও বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে তিনিই বাবু।"—ব, দ,

এখানে এক বাবুর নানাবিধ বিশেষণ দ্বারা বক্তার অভিপ্রায়টী বিশেষ চমৎকারজনক হইয়াছে।

যথাসংখ্য

৭৮। পূর্ব্ববর্ণিত পদার্থের সহিত পরবর্ত্তী পদার্থের যথাক্রমে বিশেষণ বা অন্বয়সংস্থাপনার নাম যথাসংখ্য অলঙ্কার।

যথা—তুমিই ইন্দ্র, তুমিই চন্দ্র, তুমিই বায়ু, তুমিই বরুণ, তুমিই দিবাকর, তুমিই অগ্নি এবং তুমিই যম। হে ইংরাজ দেখ কামান তোমার বজ্র; ইন্‌কম্‌ট্যাক্স তোমার কলঙ্ক; রেলওয়ে তোমার যান; সমুদ্র তোমার রাজ্য; তোমার আলোকে আমাদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর হইতেছে; সমস্ত দ্রব্যই তোমার খাদ্য; আমাদিগের প্রাণনাশেও তোমার ক্ষমতা আছে, বিশেষ আমলাবর্গের; হে ইংরাজ আমি তোমাকে প্রণাম করি।" ব, দ,

যে বিশেষণ দ্বারা যাহা প্রসিদ্ধ, পূর্ব্ব বর্ণিত পদগুলির সঙ্গে যথাক্রমে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্বয়োপমা (Reflexive Simile.)

৭৯। যেখানে এক বস্তুতেই উপমান ও উপমেয় উভয় ধর্ম্ম পর্য্যবসিত হয়, সেইখানে অনন্বয়োপমা অলঙ্কার বলা যায়। যথা ;

"অনির্ব্বাচ্য নিরুপমা, আপনি আপন সমা,
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়-আকৃতি ॥" অ, ম,

"সর্ব্বংসহার ক্ষমাতুল্য সর্ব্বংসহার ক্ষমা।
যুধিষ্ঠিরের ক্ষমাতুল্য যুধিষ্ঠিরের ক্ষমা।
সর্ব্বংসহার ধৈর্য্যতুল্য সর্ব্বংসহার ধৈর্য্য।
যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্যতুল্য যুধিষ্ঠিরের ধৈর্য্য ॥" সুরেশ

বিরোধাভাস

৮০। যে শব্দে আপাততঃ অর্থ বিরুদ্ধবৎ প্রতীয়মান হয়, কিন্তু যদি পর্য্যবসানে ঐ শব্দার্থেই বিরোধভঞ্জন করে, তবে তথায় বিরোধাভাস অলঙ্কার কহা যায়। যথা ;

ধ্রু—"একি মনোহর, দেখিতে সুন্দর,
গাঁথয়ে সুন্দর মালিকা।
গাঁথে বিনা গুণে, শোভে নানা গুণে
কামমধু-ব্রত পালিকা ॥' বি, সু,

গুণ বিরহিত বস্তু নানা গুণসম্পন্ন হইয়া শোভা পাওয়া অসম্ভব। গুণ এইটী শ্লিষ্ট শব্দ। মালাপক্ষে সূত্র। বিনিসূতের হার প্রসিদ্ধ। তাহাতে নানা শিল্পনৈপুণ্য থাকে ইহাও অপ্রসিদ্ধ নহে।

বিধ্যাভাস

৮১। বিধিবাক্যের, নিষেধে পর্য্যবসানকে বিধ্যাভাস অলঙ্কার কহা যায়। যথা;

"বিদেশে যদি যাবে যাও হউক শিব!
যাবৎ বাঁচিব তাবৎ পথ নিরখিব;
কিন্তু তব অনুগত মম পঞ্চ প্রাণ,
সমুদ্যত তব সঙ্গে করিতে প্রয়াণ॥"

তুমি বিদেশে গেলে আমার প্রাণ নষ্ট হইবে, এই বাক্য দ্বারা গমনের প্রতি নিষেধ বুঝাইতেছে।

উল্লেখ (Manifold Predication.)

৮২। এক বস্তুর অনেক প্রকারে নির্দ্দেশ করার নাম উল্লেখ অলঙ্কার।

উল্লেখ অলঙ্কার গ্রাহক ও বিষয় ভেদে দুই প্রকার হয়। গ্রাহকভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, গ্রাহকেরা ভিন্ন ভিন্ন উপাধির উল্লেখ পূর্ব্বক গ্রাহ্যবস্তু পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। বিষয়ভেদে উল্লেখ অলঙ্কারের স্বরূপ এই যে, জ্ঞেয় বিষয়টি ভিন্ন ভিন্ন উপাধির দ্বারা গ্রাহ্য হইয়া থাকে। গ্রাহকভেদে উল্লেখ। যথা;

"চারি বেদ যাঁর ভেদ, বুঝিতে না পারে।
বৌদ্ধের বুদ্ধিতে যাঁরে ধরিবারে নারে॥
বাইবেলে যাঁরে বলে সর্ব্ব-শক্তিময়।
কোরাণে মুসলমানে যাঁরে আল্লা কয়॥
ভুবন-ভবনে যাঁর, মহিমা অপার।
স্থাবর জঙ্গমে গায়,গুণগান যাঁর॥
সেই সে অনাদি এই সংসারের সার।
মানস-সরসে আসি, বসুন আমার॥"—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

এখানে একমাত্র পরমাত্মার কেবল গ্রাহক ভেদে এই সকল উপাধি হইতেছে। বিষয়ভেদে উল্লেখ যথা,

"বিদ্যা নামে তার কন্যা, আছিলা পরম ধন্যা,
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী।" বি, সু,

এই উদাহরণে গ্রাহকের ভেদ নাই, কিন্তু লক্ষ্মী ও সরস্বতীরূপ বিষয়ের ভেদ প্রতীয়মান হইতেছে।

"যেমন পদ্মিনী সতী, মিলিল তেমনি পতি
রাজকুলচক্রবর্ত্তী ভীম।
ধর্ম্মে ধর্ম্মপুত্র-সম, রূপে সহদেবোপম,
বীর্য্যে পার্থ, বিক্রমেতে ভীম॥" প, উ,

এখানে বিষয়ের ভেদ থাকিলেও উপমাবাচক 'সম' ও 'উপম' শব্দ উল্লিখিত থাকায় ইহা না লাপমা হইল। তথায় ভিন্নতা দেখ।

সমুচ্চয় (Plurality of causes.)

৮৩। কার্য্যটি একমাত্র কারণ দ্বারা সিদ্ধ হইলে, দুই কিংবা বহু কারণ সন্নিবেশ স্থলে সমুচ্চয় অলঙ্কার হয়।

যথা—"আলয় মলয়াচলে, তব সমীরণ।
গোদাবরীবারি সহ, সতত রমণ॥
পলাশান্ত বসন্ত সঙ্গে, তব পরিচয়।
জগৎ-পরাণ তোমা ত্রিজগতে কয়॥
তুমি হে, উদ্দাম দাবদহনের প্রায়।
দহিলে মদীয় দেহ, কি আছে উপায়॥"—বন্ধু

এখানে দেহের অদাহে একটি কারণ বলিলেই হইত।

"যখন শুনিলাম, অর্জ্জুন বিচিত্র শরাসন সমাকর্ষণপূর্ব্বক লক্ষ্য বিদ্ধ ও ভূতলে পাতিত করিয়া সমবেত রাজগণ-সমক্ষে দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া আনিয়াছে, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই। যখন শুনিলাম

অর্জ্জুন দ্বারকাতে সুভদ্রারে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৃষ্ণিকুলাবতংস কৃষ্ণ ও বলরাম মিত্রভাবে ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন করিয়াছেন, তখন আর আমি জয়ের আশা করি নাই।” ইত্যাদি, বিদ্যাসাগর লিখিত মহাভারতের উপক্রমণিকার ১৫পৃষ্ঠা হইতে ২১পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

এখানে দ্রৌপদী-হরণ পরাজয়ের কারণ হইলেও নানা বিষয় তাহার কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অনুকূল

৮৪। প্রতিকূলতার কারণটি আনুকূল্যের কারণ হইলে, ‘অনুকূল’ অলঙ্কার হয়। যথা ;

অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।” বি, সু,

শাস্তি দান প্রতিকূল বটে ; কিন্তু এরূপ দণ্ডকে অনুকূল গলহস্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

“তুষিতে তোমায় প্রভু নানা বেশ ধরি।
এ জগতে জগদীশ যাতায়াত করি॥
ইথে যদি নাহি হয় সন্তোষ সঞ্চার।
নিবার নিবার যাতায়াত বার বার॥”

যাতায়াত নিবারণরূপ কারণটি প্রতিকূলাচরণ মুক্তিরূপে পরিণত বলিয়া অনুকূল।

অভাব বৃত্তি

৮৫। নঞ্ অর্থের সহিত অন্য পদার্থসন্নিবিষ্ট হইয়া পূর্ব্ব পদার্থের হেয়ত্ববিধানে অভাববৃত্তি (নঞর্থক) একাবলী কহা যায়।

যথা—“সে সরোবর সরোবরই নয়, যাহা প্রফুল্ল কমল দ্বারা পরিশোভিত হয় নাই ; সে কমল কমলই নয়, যাহার মকরন্দ অলিতে আস্বাদন করে নাই ; সে ষট্‌পদ ষট্‌পদই নয়, যাহার গুন্ গুন্ রব নাই; সে গুন্ গুন্ ধ্বনি ধ্বনিই নয়, যাহা লোকের মন হরণ করিতে পারে না।”

সার (Climax)

৮৬। প্রস্তাবের আরম্ভাবধি শেষ পর্য্যন্ত ক্রমে অপেক্ষাকৃত উৎকর্ষ বর্ণিত হইলে সার অলঙ্কার বলা যায়। সার শব্দ ইহার জ্ঞাপক। যথা—

"সংসার-ভিতর সার, যে বস্তু চেতন।
চেতনের মধ্যে সার, মনুষ্য হওন।
মনুষ্যের সার সেই, বিদ্যা আছে যার।
পণ্ডিত-মণ্ডলী-মাঝে বিনয়ীই সার॥" হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন

এখানে পূর্ব্বাবধি পর পর্য্যন্ত ক্রমে উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং 'সার' শব্দও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।

সংসৃষ্টি

৮৭। শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার উভয়েরই প্রাধান্য থাকিলে সংসৃষ্টি অলঙ্কার কহা যায়। যথা,

যথা—"যার শিরে শোভে 'চোর' কিরণ চিকুর।
'ময়ূর' যাহার কর্ণে মণি 'কর্ণপুর'॥"
'হাস' যাহার হাস 'হর্ষ' হর্ষের প্রকাশ।
কবীন্দ্র কালিদাস যাহার বিলাস॥
পঞ্চবাণ 'বাণ' যার হৃদয়মাঝারে।
কবিতা কামিনী হেন না ভুলায় কারে॥ র, ত,

এখানে অনুপ্রাস, যমক, শব্দশ্লেষ, অর্থশ্লেষ ও রূপক এই সকলেরই একত্রাবস্থান ও প্রধান্য আছে; সুতরাং এই কবিতাটি সংসৃষ্টির উদাহরণ।

সঙ্কর

৮৮। একটি কবিতায় অনেকগুলি অলঙ্কারের সন্দেহ উপস্থিত হইলে অলঙ্কার-সঙ্কর বলা যায়। যথা—

"অলঙ্কৃতি শোভা—পদবিন্যাস-চাতুরী।
শ্রবণ-রঞ্জনকর বাক্যের মাধুরী॥
বিতয় সহকারে কবির ভারতী।
ভাবুকের মন হরে কান্তা বা প্রকৃতি॥"

এখানে 'বা' শব্দটি সাদৃশ্যার্থক ধরিলে উপমালঙ্কার হইতে পারে। বা শব্দটী সমুচ্চয়ার্থক 'এবং' 'ও' ধরিলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয়। যদি কবিতা ও কান্তা ইহাদিগের মধ্যে একতর প্রস্তুত হয়, তবে অন্যটী অপ্রস্তুত; সুতরাং উভয় পক্ষের এক ক্রিয়ার সহিত অন্বয় হওয়াতে দীপক হইতে পারে। কান্তা শব্দটি কবি ভারতীর বিশেষণ হইলে প্রকৃতির সহিত সমান বিশেষণ ও সমান বাক্য দ্বারা অপ্রস্তুত কবিতাটী অর্থগম্য হয়, সুতরাং কবি ভারতীতে তাহার ব্যবহার আরোপ হেতু এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কারেরও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

পাদপূরণ

৮৯। কবিতার একটিমাত্র পাদ প্রশ্ন হইলে তৎপাদের সহিত সঙ্গতার্থ অন্যান্য পাদবিন্যাসকে পাদপূরণ কহে। কখন কখন ইহাকে সমস্যাপূরণও কহিয়া থাকে।

প্রশ্ন—তোমার আশাতে এ চারিজন।

গীত দ্বারা প্রথমাংশে পূরণ করণ যথা—

উত্তর—"তোমার আশাতে এ চারিজন।
মোর মনো প্রাণো শ্রবণো নয়নো,
দরশো পরশো শুনিতে সুভাষো,
করিতেছে আরাধন॥" ভ-চা.

কবিতার শেষ-পদ পূরণ কর। —

প্রশ্ন—নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে।

উত্তর—"জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা প'লো মনে।
শ্রীকান্ত করিল চক্রী, চক্র আচ্ছাদনে;
আকাশেতে কাল নিশি, উভয়ে না জানে,
নিশিতে প্রকাশ পদ্ম কুমুদিনী দিনে॥" ব, সা,

৯০। উক্তি-প্রত্যুক্তি। প্রভাকরে যথা;—

"কোন্ দেমাকী অহঙ্কারী গরব করে যায়?
দেখিস যেন চলে যেতে, জল লাগে না গায়॥"—১

"অবাক হলাম দেখে-শুনে চলে যেতে মানা।
দেখিস যেন ঘা হয় না, লেগে জলের কণা॥"—২

"আসুন আগে আমার তিনি, আমি বলে দিব তাঁরে।
পাতের কুকুর লাই পেয়েছে, এত বাড়ায় তারে॥"—৩

"আসুন না কেন তোমার তিনি, তাঁয় কি আমার ডর?"
সাত পুরুষের তোমার তিনি, আমার কি তিনি পর? —৪

১ম ও ৩য় সুয়ার উক্তি। ২য় ও ৪র্থ দুয়ার উক্তি। এই কবিতাগুলির সমালোচনা দোষ পরিচ্ছেদে দেখ।

অনিগূঢ়-বাচ্য

৯১। যে স্থলে গূঢ়ার্থ বাক্যভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ পায়, তথায় অনিগূঢ়-বাচ্য হয়। ইহা গুণীভূত ব্যঙ্গের অন্তর্গত।—যথা;

প্রশ্ন—রাম রাম শিব শিব তার পর কি?—ক্ষ
উত্তর—ভাগের সময় ভুলো তুমি আমরা জানব কি?
প্রত্যুত্তর—আজ অবধি ভাগ হ'ল সমান সমান।
প্রতিপ্রত্যুত্তর—লঙ্কায় গিয়াছিল বীর, নাম হনুমান॥

বাক্যভঙ্গীতে যে নিগূঢ়ার্থ শ্রোতার নিকট গোপন ছিল, উহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইয়াছে।

৯২। প্রশ্নের অর্থ-সমাধান

প্রশ্ন—"কুমুদিনী কমলিনীনায়ক দ্বিপক্ষ।
এর মধ্যে বল দেখি শ্রেষ্ঠ কার সখ্য ?"

উত্তর—"শ্রেষ্ঠ গুণ তার, যার স্বভাব সরল।
সে নহে উত্তম, যার হৃদয়ে গরল॥
সুশীতল সুধাকর, নায়ক প্রধান।
কৃশানু-পূরিত ভানু, কৃতান্ত সমান॥" প্র, ক,

প্রসিদ্ধ সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা অর্থ নিরূপণ। যথা ;

"বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা॥ ১ম, অ, ম,
"শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।"
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥—২য়, ক,ক, চ,

অঙ্কের গতি দক্ষিণদিক হইতে বামদিকে হইয়া থাকে, তদনুসারে ১মটি,—ব্রহ্ম=১, রস=৬, ঋষি=৭, বেদ=৪। ১৬৭৪ শক।

২য়টি—শশাঙ্ক=১, বেদ=৪, রস=৯। ১৪৯৯ শক।

অনেকে কবিকঙ্কণের কবিতা রচনার সময় ১৪৬৬ শক বলেন। তদনুসারে রস শব্দে ৬ বুঝায়।

ইতি কাব্যনির্ণয়ে অলঙ্কার পরিচ্ছেদ।

দোষ-পরিচ্ছেদ

দোষ বিচার (Criticism,)

১। মুখ্যশব্দার্থ ও রসাদির অপকর্ষসাধক বর্ণনকে দোষ বলে। ইহা প্রধানতঃ শব্দগত, অর্থগত ও রসগত। অলঙ্কারগত ও ছন্দোগত দোষ ঐ সকলেরই অন্তর্ভূত।

শব্দদোষ (Faults affecting the words)

২। শ্রুতিকটুতা, চ্যুতসংস্কৃতি, অপ্রযুক্ততা, অসমর্থতা, নিরর্থকতা, অবাচকতা, অশ্লীলতা, নিহতার্থতা, ক্লিষ্টতা, প্রতিকূল-বর্ণতা, অনবীকৃততা, প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা, ন্যূনপদতা, অধিকপদতা ও সমাপ্তপুনরাত্তা প্রভৃতি ভেদে শব্দদোষ নানাপ্রকার।

শ্রুতিকটুতা (Unmelodiousness.)

৩। যেখানে শব্দসকল শ্রুতিসুখাবহ না হয়, তথায় শ্রুতিকটুতা নামক দোষ হয়।

যথা,—"যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।" মে, না,

"ক্ষমাধ্রেশাত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্যমাতা।" ছুছুন্দরী,

"ঝঞ্ঝারূপা ঝড়রূপে ঝাঁপ গো ঝটিতি।
ঝর ঝর মুণ্ডমালে ঝর্ঝর শোণিতি॥
ঞকার ঘর্ঘর ধ্বনি গায়ন ঞকার।
ঞকাব করিয়া এস ঞকারে আমার॥" বি, সু,

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরের মশানে কালীস্তুতিতে দেখ। এবিষয়টি বীর বীভৎস বা রৌদ্ররস নহে; করুণ রস, কিন্তু বীর রসাদির ন্যায় বর্ণরচনা হইয়াছে বলিয়া শ্রুতিকটু দোষ হইল, এবং প্রতিকূলবর্ণও ঘটিল। করুণরসব্যঞ্জক বর্ণ ৬০ পৃষ্ঠায় দেখ।

শ্রুতিকটুতা—সন্ধিকষ্টতা

'ভূরিভূর্য্যুপর্য্যুপর্যধোধশ্চারি শ্রেণীর শাখা প্রশাখা' এখানে সন্ধি বিচ্ছেদ করাই উচিত।

কর্ত্তার ইচ্ছা হইলেই সন্ধি করা যায় বটে; কিন্তু একথা সর্ব্বত্র রক্ষা হয় না যথা;—

"অভিমানে সাগরেতে ঝাঁপ দিল ভাই
যে মোরে আপন ভাবে তারি কাছে যাই॥" অ, ম,

এখানে মোরে+আপন এই দুই পদের সন্ধি করিলে কেমন অসুন্দর হয় তাহা সন্ধি করিয়া দেখ।

চ্যুতসংস্কৃতি (Solecism.)

৪। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ-প্রয়োগে চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ঘটে।

যথা,—"শুনি স্বপ্ন-দেবী হাসি—শশী যেন হাসে—
কহিলা শ্যাম-অঙ্গিনী রজনীর প্রতি
মিছে খেদ, কেন সখি করগো আপনি? মে, না, ব,
"নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠভ্রাতা, হলেন পতন।" নী, দ,
"যথা চাতকিনী কুতুকিনী, ঘনদরশনে।" ম, ম, ত,

সততা, সতীত্ব ও অনাথিনী পদ পদ্যে প্রচলিত আছে বটে কিন্তু ঐ গুলি ব্যাকরণ দুষ্ট।

কেবল দেশ-ভাষামূলক অথবা প্রচলিত-কথামূলক কিংবা একটি ভাষামূলক ও অপরটি সংস্কৃতমূলক শব্দ লইয়া সন্ধি করিলে, পদগুলি যে কি পর্য্যন্ত শ্রুতিকটু ও উপহাসজনক হইয়া উঠে তাহা বলিতে পারা যায় না; যেমন—আপনাপন, বুকোপর, গাছাডালে, টাকোপার্জ্জন, বাঘিন্যাগমন, লাঠ্যাঘাত, গোর্ব্বন্বেষণ ইত্যাদি।

লোকে যে সকল পদ সর্ব্বদাই সন্ধি করিয়া ব্যবহার করে, সেইগুলি সন্ধি না করিয়া প্রয়োগ করা বিধেয় নহে; যথা—নরাধম, গৃহাভিমুখে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, পিত্রালয়, মুখাবলোকন, নিয়মানুযায়ী ইত্যাদি। এই সকল

স্থলে সন্ধি না করিলে পদগুলি বিকৃত বোধ হয়, যথা—নর অধম, গৃহ অভিমুখে ইত্যাদি।

যেখানে সন্ধি করিলে পদগুলি শ্রুতিসুখাবহ হয় তথায় সন্ধি করা কর্ত্তব্য। যথা—পাপাত্মা, দুরাচার, নরাধম, ক্ষীরোদ, গীষ্পতি, অন্তঃকরণ ইত্যাদি।

চ্যুতসংস্কৃতি—বিভক্তির স্থিতি বিপর্য্যয় যথা;
"উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর।
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর।
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ।
মার্হাট্টা তৈলঙ্গী উড়ে বাঙ্গালী অশেষ॥" দ্বা, ক,

ব্যাকরণ লক্ষণানুসারে শ্যাম-অঙ্গিনী পদটি শ্যামাঙ্গী হইবে, পতন স্থলে পতিত, চাতকিনী না হইয়া চাতকী হওয়া উচিত, 'হতে নানা দেশ' ইহার পরিবর্ত্তে 'নানা দেশ হতে' বলা বিধেয়। হইতের অপভ্রংশ হতে, ইহা অপাদান বিভক্তির চিহ্ন। অন্য বিভক্তির চিহ্ন যথা—কে, রা, তে, রে, দ্বারা, এরা, কর্তৃক ইত্যাদি।

চ্যুতসংস্কৃতি—অর্দ্ধান্তরৈকপদতা যথা;
"ঘনকুহুরবে পিককুলকুহু-
রিছে শাখারে প্রদানি অভয় যেন
সুহৃদ পবনে। সম্বর-বিজয়।"

"কুহুরিছে" এই শব্দটি দুই চরণে অর্দ্ধার্দ্ধ বিভক্ত হইয়াছে।

অপ্রযুক্ততা (Non-current words.)

৫। যে শব্দ অভিধানে আছে, কিন্তু সাধারণতঃ যাহার প্রয়োগ অপ্রচলিত সেই সেই শব্দের প্রয়োগে অপ্রযুক্ততা দোষ হয়।

যথা,—"ঈশাক্ষের উষর্বুধে মারা গেল মার।
নাকেতে নির্জ্জরগণ করে হাহাকার।" উদ্ভট

উষর্বুধ—অগ্নি, মার—কন্দর্প, নাকেতে—স্বর্গেতে, নির্জ্জরগণ—দেবতাগণ। অভিধানে এই সমুদায় অর্থে এই সকল শব্দ প্রযুক্ত আছে; কিন্তু সাধারণতঃ প্রয়োগ দেখা যায় না।

জীবনচরিত, চারুপাঠ, মেঘনাদবধ ও তিলোত্তমাসম্ভব প্রভৃতি নব্য কাব্যে এই দোষ অনেক আছে।

অপ্রযুক্ততা—বিধেয়াবিমর্শ দোষ (Non-discrimination of the predicate.)

৬। প্রথমে উদ্দেশ্য পদ, পরে উহার বিধেয় পদ বসাইতে হয়। যথায় এই রীতির ব্যাতিক্রম ঘটে, তথায় বিধেয়াবিমর্শ অর্থাৎ বিধেয়ের অপ্রাধান্যে নির্দ্দেশ নামক দোষ হয়।৷ যথা ;

পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা।
তরিবারে সিন্ধুভব ভব সে ভরসা ॥

সিন্ধুভব পদে বিধেয়াবিমর্শ দোষ হইয়াছে। ভবসিন্ধু হওয়া উচিত ছিল। অপিচ—

"স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।" বি, সু,

এখানে 'নীর' রুধির হইল এরূপ অর্থের প্রতিতী হইতেছে। কিন্তু তদ্বিপরীত অর্থাৎ 'রুধির' নীর হইল এইরূপ হওয়া উচিত ছিল। এখানে রুধির উদ্দেশ্য, নীর বিধেয়।

অসমর্থতা (False application.)

৭। যে শব্দে যে অর্থ বোধ হয় না, সেই অর্থে সেই শব্দ প্রয়োগে অসমর্থতা নামক দোষ হয়।

যথা,—"আমায় লপিতে দাও কুন্তীর নন্দন।
মৎস্যরাজপুত্র পরে করহ অর্পণ।
তমিনাথ লপনেরে প্রকাশ করিলে।
তোমার গোরসে গো পাইব করতলে॥" কা, কৌ.

কুন্তীর নন্দন শব্দে কর্ণ অর্থে শ্রবণেন্দ্রিয় ও মৎস্যরাজপুত্র বিরাটপুত্র উত্তর শব্দে প্রত্যুত্তর কখনই বুঝাইতে৺ পারে না। অতএব এই দুই অংশে অসমর্থতা দোষ হইয়াছে। শেষাংশ অপ্রযুক্ত দোষ সংস্পৃষ্ট।

নিরর্থকতা (Expletives.)

৮। যে শব্দ কেবল শ্লোকের পাদপূরণার্থ প্রযুক্ত হয়, এবং যাহার প্রয়োগ তথায় নিষ্প্রয়োজন, এরূপ অর্থশূন্য শব্দের প্রয়োগে নিরর্থকতা দোষ হয়।

যথা;—"এ কি কহ গো কুমারী,　　এ কি কহ গো কুমারী!
কেমন তোমার কর্ম্ম বুঝিতে না পারি॥
কহ বাগ্‌দত্তা যেই,　　কহ বাগ্‌দত্তা যেই।
কেমনে অপরে আর বরিবেক সেই॥
তাহে চণ্ডদেব রায়,　　তাহে চণ্ডদেব রায়।
দ্বিতীয় প্রচণ্ড চণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রায়॥"—১ ক, দে,

"তবে তাহার স্থূল তাৎপর্য্য ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দৃষ্টি করিয়াছি, তাহাই যথাবদ্বর্ণন করি॥"চা, পা,

'যৎকিঞ্চিৎ' বা 'যাহা' একটি নিরর্থক।

"সকলেই সমভাবে সদা সর্ব্বক্ষণ।
আমার হৃদয়-সুখ করিছে সাধন॥" —২ স, শ,

"শরতের সুপ্রকাশে, বরষা বিক্রমনাশে,
দশ দিকে দশদিগ্ সুনির্ম্মল হইল।"
"মরি মরি হায় হায়, খেদে প্রাণ যায় যায়,
আমার হৃদয়ে কেন মলিনতা রহিল।"—৩ স, শ,

১ম—চণ্ড শব্দ নিরর্থক হইয়াছে। ২য় ও ৩য়—সদা সর্ব্বক্ষণ, দশ দিকে দশ দিক্ ইহাদিগের এক একটি শব্দ নিরর্থক। এ দোষও বৃত্রসংহার ও মেঘনাদবধাদিতে বিস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি? অথবা অন্য কেহ প্রজ্বলিত অনল শিখায় হস্তক্ষেপ করিয়া থাকিবেক। যাহা হউক শোকের কারণ বর্ণন করিয়া আমার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর কর।" কা, ব,

উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ ইহার একটি নিরর্থক।

অবাচকতা (False analogy of meanings.)

৯। অর্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য না দেখিয়া শব্দ প্রয়োগে অবাচকতা দোষ ঘটে। যথা;

"কত যে বয়স তার, কিরূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশু আসি দেখ, নরমণি!
আইস মলয়রূপে, গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইবে তখনি।
আইস ভ্রমররূপে, না যোগায় যদি
মধু এ যৌবন ফুল, যাইও উড়িয়া,
গুঞ্জরি বিরাগ-রাগে কি আর কহিব।, বী, অ,

এখানে মলয় শব্দের লক্ষ্যার্থ দ্বারা মলয়জ দ্রব্য চন্দন ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য পর্য্যন্ত কিঞ্চিৎ বুঝাইতে পারে, কিন্তু মলয় শব্দে বায়ু কোন প্রকারেই বুঝাইতে পারে না। সুতরাং অবাচকতাদোষ ঘটিল।

"কাঞ্চন-সৌধ-কিরিটিনী লঙ্কা মনোহরা পুরী!
হেম হর্ম্ম্য সারি সারি পুষ্প বন মাঝে;
কমল আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছটা।" মে, না, ব,

রজত শব্দের রজত রৌপ্য অবাচক।

"ফলতঃ অভিমত প্রারম্ভের পূর্ব্ব মন্ত্রণার সময় সহস্রলোচনের মত সহস্র লোচনে চতুর্দ্দিক আলোচনা করা উচিত। কিন্তু সমাপনার সময় কার্ত্তবীর্য্যের মত সহস্র বাহু ধারণ করা কর্ত্তব্য।"

বেকনের অনুবাদের এই লেখাটীর 'সহস্র লোচনের' মত অথবা 'সহস্র লোচনে' ইহার একটী পদ অধিক হইয়াছে, একটী পরিত্যাগ করা উচিত। ইন্দ্র শব্দ দিলেই ঠিক হইত। 'কিন্তু' শব্দ বৈপরীত্যবোধক অথবা পূর্ব্ব বাক্যের সঙ্কোচন-বোধক, সমুচ্চয়-বোধক নহে। এখানে সমুচ্চয়-বোধক শব্দ দেওয়াই উচিত। এবং অর্থে 'কিন্তু' শব্দ অবাচক।

অপিচ—"যাইতে যাইতে সেই পরমাসুন্দরী গন্ধর্ব্বকুমারীকে কেবল অন্তঃকরণ মধ্যে অবলোকন করিতেছিলেন, এমন নহে কিন্তু চতুর্দ্দিক তন্ময়ী দেখিলেন।" কা, ব,

কিন্তু শব্দ 'এবং' এই সমুচ্চয়-বোধক শব্দের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে। ইহাও অবাচক দোষের উদাহরণ স্থল।

অশ্লীলতা (Indecency.)

১০। যাহা লোকের নিকট পাঠ করিতে বা বলিতে মন সঙ্কুচিত হয়, তাহাকে অশ্লীলতা দোষ কহে। ইহা ঘৃণা, লজ্জা ও অমঙ্গল ভেদে ত্রিবিধ।

যথা—"অনম্বর পথে সুকেশিনী
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে ॥" মে, না, ব,

ঘৃণা ও লজ্জার উদাহরণ বিদ্যাসুন্দরের বিহারাদি প্রস্তাবে ও বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থাদিতে অনেক আছে

"তাই তোমার পুত্রকে নাই দেখি এবে।
কি করিব থাকিলেই রত্ন পেতো তবে ॥"

এখানে 'উপস্থিত নাই' এই অর্থে বক্তার অভিপ্রেত নাই—কিন্তু মরিয়াছে এইরূপ অর্থের অমঙ্গল জনক প্রতীতি হইতেছে; সুতরাং অশ্লীলতা দোষ হইয়াছে।

কখন কখন স্থান শব্দের পূর্ব্বে নঞের 'অ' ব্যবহৃত হইলেই পদটি চলিত কথায় অশ্লীল হয়। উহা ঘৃণার উদাহরণ। 'স্থান অস্থান জ্ঞান নাই' এখানে নঞের পূর্ব্বে স্থান শব্দ থাকায় দোষ হইল না।

নিহতার্থতা (Non current meanings.)

১১। অনেকার্থ শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে প্রয়োগের নাম নিহতার্থতা।

যথা—"তোমার গোরসে গো পাইব করতলে।"
প্রথম গো শব্দে বাক্য, দ্বিতীয় গো শব্দে স্বর্গ, ইহা অপ্রসিদ্ধ অর্থ।

ক্লিষ্টতা (Involved construction.)

১২। অনেক শব্দের অর্থ প্রতীতির পর কষ্টসৃষ্টে প্রস্তুতার্থ বোধ হইলে ক্লিষ্টতা নামক দোষ হয়।

যথা,—"অত্রিলোচন-সম্ভূত জ্যোতিঃ-প্রভাব প্রভাবতী তোমাদিগের শোকে ম্লান হইতেছে।"

এখানে অত্রি-লোচন-সম্ভূত-চন্দ্র, তাঁহার জ্যোতি—কিরণ, তাহার প্রভাব—প্রকাশ,তাহা দ্বারা প্রভাবিশিষ্ট হয় যে—কুমুদিনী। এই অর্থটী অনেক কষ্টে বোধ হইতেছে।

প্রতিকূলবর্ণতা (Use of wrong letters.)

১৩। যে রসে যে বর্ণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহার বিপরীত বর্ণ ব্যবহারে প্রতিকূলবর্ণতা দোষ ঘটে।

গুণ পরিচ্ছেদ বর্ণবিন্যাসে দেখ। যুদ্ধ সময়ে যথা ;

"শ্রাবণের ধারা সম ধারা অনিবার।
বুরুজ হইতে পড়ে গোলা একধার॥
যেন ঘোরতর শিলাবৃষ্টির পতনে।
ফল ফুল দলে দলে দলিত সঘনে॥
অথবা কর্ত্তনীমুখে শস্যের ছেদন।
অথবা হেমন্ত শেষে পাতার ঝরণ॥
সেইরূপ দলে দলে পড়ে শত্রু ঠাট।
শুধু এই শব্দ মার মার কাট কাট॥"

ইত্যাদি পদ্মিনী উপাখ্যানের ১৮ ও ১৯ পৃঃ দেখ।

এখানে যুদ্ধ বর্ণনা হইয়াছে, কিন্তু বীররস-ব্যঞ্জক ওজোগুণশালী বর্ণ-রচনা হয় নাই, এই হেতু প্রতিকূলবর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে।

শিবের দক্ষযজ্ঞে যাত্রা—

বীররসের অনুকূল যথা,

"মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভবম্ভম্ ভবম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট্ জটাজুট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল্ টলট্টল্ কলক্কল্ তরঙ্গা॥

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফন্ন গাজে ॥
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক্ ধকধ্বক্ জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে॥" অ, ম,

অনবীকৃততা (Repetition)

১৪। একশব্দ বারংবার উল্লেখ করায় অনবীকৃততা নামক দোষ হয়।

যথা—"শস্তলোভি বৃষে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
পরস্ত্রী-রসিকে বাধা দিয়ে রাখা যায় না॥
জুয়াভক্ত জনে বাধা দিয়ে রাখা যায় না।
স্বাভাবিক দোষে বাধা দিয়ে রাখা যায় না॥" ব, সে,

এখানে বাধা দিয়ে রাখা যায় না—এইটী বারংবার বলাতে অনবীকৃততা দোষ ঘটিয়াছে।

১৫। বাক্য রচনা-সময়ে একার্থক শব্দের যত নূতন প্রতিবাক্য দেওয়া যায়, ততই সুন্দর হয়। এই নিমিত্ত ঐ স্থলে উহাকে নবীকৃত গুণ-শব্দে নির্দ্দেশ করে। যথা;

"ব্রাহ্মণ আসন পরিগ্রহ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি এই জগন্মণ্ডল প্রলয়-পয়োধি জলে নিমগ্ন হইলে মীনরূপ ধারণ করিয়া বদ্ধমূল অপৌরুষেয় বেদের রক্ষা করিয়াছেন; যিনি বরাহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিশাল দশনাগ্রভাগ দ্বারা প্রলয়-জল-নিমগ্ন মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার করিয়াছেন; যিনি কূর্ম্মরূপ অবলম্বন করিয়া পৃষ্ঠে এই সসাগরা ধরা ধারণ করিয়াছেন। ইত্যাদি ৬৮ পৃষ্ঠায় দেখ।

এখানে পৃথিবী নামের নবীকৃত প্রতিবাক্য যথা—জগন্মণ্ডল, মেদিনীমণ্ডল, ধরা ইত্যাদি। জন্মগ্রহণের নবীকৃত প্রতিবাক্য যথা—রূপ-ধারণ, মূর্ত্তি-পরিগ্রহ, রূপ-অবলম্বন। ইত্যাদি-প্রকার দশাবতার-বর্ণনে দশবিধ নূতন শব্দ রচনাচাতুর্য্যে ইহা কেমন চমৎকারজনক হইয়াছে।

যেখানে পৃথক পদার্থের বৈচিত্র্যসম্পাদন হয়, তথায় অনবীকৃত শব্দ দোষ হয় না, বরং গুণে পরিণত হয়।

যথা—তারে নাহি বলি জল। যাতে নাহিক কমল॥
চারু কমল সে নয়। যাতে মধুপ না রয়॥
তারে মধুপ কে ধরে। যেবা ফুলে না গুঞ্জরে॥
তাহা গুঞ্জন কে কয়। যাহা মনোহর নয়॥ ছ, মা,

এখানে প্রত্যেক পদার্থের বিচিত্রতা সম্পাদন হইয়াছে।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা (Violation of poetical convention)

১৬। আকাশে ও পাপে মলিনতা, যশে ধবলতা, ক্রোধে রক্তিমা, বর্ষাকালে হংসদিগের মানস-সরোবরে গমন, কন্দর্পের কুসুমময় ধনু, ভ্রমরপঙ্ক্তি জ্যা, পঞ্চসংখ্যক বাণ, কামশরে ও স্ত্রীদিগের কটাক্ষে যুবজন-হৃদয়ভেদ, দিবসে পদ্মোন্মেষ ও কুমুদিনীনিমীলন, নিশাকালে পদ্মের নিমীলন ও কুমুদের প্রকাশ, সূর্য্যের প্রিয়া পদ্মিনী ও ছায়া, চন্দ্রের প্রণয়িনী কুমুদিনী ও তারকাবলী, মেঘগর্জ্জনে ময়ূরদিগের নৃত্য, চক্রবাক মিথুনের রাত্রিবিরহ, কামিনীর চরণাঘাতে অশোক পুষ্পের বিকাশ ও তাহাদিগের মুখামৃতে বকুলের উদ্গম, বসন্তকালে জাতী ফুলের অপ্রকাশ, চন্দনতরু ফলপুষ্প হীন, ইত্যাদি কবিপ্রসিদ্ধ বিষয়ের ব্যাতিক্রম অথবা ব্যবহার বিরুদ্ধ বিষয় বর্ণনায় প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা নামক দোষ কহা হয়।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রসিদ্ধ শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যথা:—জনতার কল কল, সিংহের ও মেঘের গর্জ্জন, অশ্বের হ্রেষা, গজের বৃংহিত বা বৃংহণ, গোরুর হাম্বা, মেষ ও ছাগের ভ্যা, ভ্যা, কুকুরের ভেউ ভেউ, ঘেউ ঘেউ, কাকের কাকা, ফেরুর ফেউ ফেউ, বিড়ালের মেও মেও বা মিউ মিউ, ষণ্ডের গাঁ গাঁ, ভ্রমরের গুঞ্জন বা গুণ গুণ, ঝিঁঝির ঝিঁ ঝিঁ কোকিলের কুহু কুহু, অন্যান্য উত্তম পক্ষীর কলরব, পত্রের শর শর শব্দ, নূপুরের সিঞ্জন বা রুণু ঝনু, অসির ঝন্ ঝন্, ঝড়ের সোঁ সোঁ, বজ্রের কড়্ মড়্, ভগ্ন বৃক্ষাদির মড় মড় ইত্যাদি।

১৭। মাতুলালয়ে মাতৃপরিচয়ে এবং বিশিষ্টতা হেতু বহুমাতৃক স্থলেও পুত্রকর্ত্তৃক পিতার পরিচয় পরিত্যাগে দোষ ধরা যায় না।

আদিত্য	কাশ্যপ	অদিতি সন্তান।
দৈত্য		দিতি সন্তান।
দানব		দনু সন্তান।
কাদ্রবেয়		কদ্রু ঐ।
বৈনতেয়		বিনতা ঐ।
সৈংহিকা	সিংহিকায়।	রাহু ও কেতু।
কৌন্তেয়		কুন্তী সন্তান।
সৌমিত্রেয		সুমিত্রা সন্তান।
কার্ত্তিকেয়		কৃত্তিকা সন্তান।
রৌহিণেয়		রোহিণী সন্তান। ইত্যাদি

প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ যথা।

কাকের বাসায় কোকিলের বাছা,
সে ভয়ে না করে কুহু ডাকে কা কা,
করে গাঁ গাঁ কভু কি খরের হ্রেষা।
তেমনি যে খর গর্ভে অশ্বতর,
নহে পিতৃ মাতৃ জাতি সে স্বতন্ত্র
এরূপ যার যেমন আছে ভাষা। উদ্ভট।

কোকিলের কা কা শব্দ এবং অশ্বতরের গাঁ গাঁ ও হ্রেষা অর্থাৎ (চ্যাঁ হাঁ) রব অপ্রসিদ্ধ।

শুন বাছা রাম মনোগত। এমায়ের আশা ছিল যত॥
রেণুকাতনয় তুল্য হবে। সকলে তোমাকে বীর কবে॥
এই আশে রাম নাম তব। রেখে ছিনু হয়ে ছিল সব॥
কে জানে সে পিতার আদেশে। জননীরে বধে ছিল শেষে॥ ছ,মা,

পুত্রের নিজ পরিচয় স্থলে পিতৃ পরিচয় দেওয়াই প্রসিদ্ধ, মাতৃ পরিচয়ে পুত্রের পরিচয় হয় না। 'রেণুকাতনয়' প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ, কিন্তু স্ত্রীজাতির উক্তি স্থলে স্ত্রীজাতির পরিচয় দোষাবহ নহে। সুতরাং দোষ হইল না।

"————নাচে তারাবলী
বেড়ি দেব দিবাকরে মৃদুমন্দ পদে,
করে পুরস্কারেন হাসিয়া প্রভাকর
তা সবারে, রত্নদানে যথা মহীপতি
সুন্দরী কিঙ্করী দলে তোষে তুষ্ট হয়ে।" তি, স.

তারাবলী শশধরপার্শ্বে নৃত্য করে; সূর্য্যপার্শ্বে নৃত্য করে না। অতএব প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতা দোষ হইল।

"এড়াইয়া মেঘমালা মাতলি সারথি
চালাইলা বিমান। নাদিল দেবরথ।
শুনিয়া ভৈরব রব দিগ্বারণগণ
ভীষণ-মূরতি ধর, রুষি হুঙ্কারিলা
চারি দিকে। চমকিলা জগৎ, বাসুকি
অস্থির হৈলা ত্রাসে।" মে, না, ব,

রথের নাদ ও হস্তীর হুঙ্কার অপ্রসিদ্ধ।

কবি-প্রয়োগ।

কুসুমমালা, শিরঃশেখর, ধনুর্জ্জ্যা, কর্ণাবতংস ও মুক্তাহার প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ পুনরুক্ত হইলেও কেবলমাত্র পুষ্পমালা, শিরঃস্থিত চূড়া, ধনুঃস্থিত শিঞ্জিনী, কর্ণস্থিত ভূষণ এবং মুক্তাময় হার অর্থে, এই শব্দ গুলি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্থলে এতদ্রূপ প্রয়োগ অপ্রযুক্ত ও পুনরুক্ত দোষে দুষ্ট হয়।

ন্যূনপদতা (Verbal Deficiency.)

১৮। পদমাত্রের অভাববশতঃ ন্যূনপদতা বা সাকাঙ্ক্ষ নামে দোষ ঘটে।

যথা,—"নেত্র নাই বাঞ্ছা হেরি বিধুর বদন।
কর্ণ নাই চাই শুনি ভ্রমর গুঞ্জন॥
নাসা নাই আশা করি সুবাস গ্রহণে।
রসনা বিহীন সুধা বাসনা বদনে॥" স, শ,

এখানে 'আমার' সম্বন্ধ ও 'আমি' এই কর্ত্তৃপদদ্বয় ন্যূন হইয়াছে

যথা,—উঠিয়া আমি যে দিকে নয়ন ফিরাই।
সে দিক আলোকময় দেখিবারে পাই॥

এখানে 'জগৎ" এইবিশেষ্য পদ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

গীতাদিতে ন্যূনপদতা ধর্ত্তব্য নহে।

চিতেন, মহড়া ও ধুয়াতে ন্যূনপদতা দোষের পরিহার করা হয়। যথা

রাগিনী মেঘ মল্লার। তাল আড়াঠেকা।

দেওয়ান মহাশয় কৃত গীত। উদারতা নামক ওজোগুণ ও গৌড়ীরীতি—

অবিদ্যা ঘনে করিল (১) নিবিড় অন্ধকার।
অহমেতি মমেতি নাদে গর্জ্জয়ে বারম্বার॥
ধনাশা বায়ু প্রচণ্ড, বহে প্রতিক্ষণ দণ্ড,
সশোকা করকা বর্ষে মোহ বারিধার॥
পড়িয়ে দুর্য্যোগে হরি, অন্ধবৎ কিছু না হেরি,
দেখি ক্বচিৎ যদা হয় চিত তাড়িত সঞ্চার।
দুঃখাশনিতে মূর্চ্ছিত, তবু ভ্রমে মদান্বিত,
এ যন্ত্রণা আকিঞ্চনে দিওনা কৃষ্ণ আর॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল তিওট।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় কৃত গীত।

তব বিচিত্র মায়ার কি রস, বিষ কি পীযুষ,
না হয় অনুভব দুর্গে। (২)

(১) 'মম মানস' এইটুকু ন্যূন হইয়াছে।
(২) না হয় অনুভব দুর্গে এখানে 'কাহারও' এই পদটী ন্যূন হইয়াছে।

যদি হয় মা সুখ, মিলিত তায় দুঃখ,
হৈয়ে কৃপা মুখ নিস্তার এ উপসর্গে ॥
স্বদাস মননে, গণি দীন জনে,
আর অকিঞ্চনে ভ্রমায়োনা মাতৃ-গর্ভে ॥ *

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালী।

রাজা—রামকৃষ্ণ কৃত গীত। ওজোগুণ গৌড়ী রীতি—

শঙ্করি সুরেশি শুভঙ্করি, সর্ব্বাণি
সর্ব্বেশ্বরি সুরেশ্বরি শিশু-শশধর-শির শোভিনি,
শরণাগত সাধক জনে সকল সম্পদ সাধিনি।
সিংহবাহিনি, শূলশক্তিধারিণি,
শত সৌদামিনী জিনি সুন্দর বরণি।
শারদা সুখদা সদা শিব-সুখ-সাধিনি ॥
শৈল-সুতে সদানন্দ-সরূপিণি
স্বকৃত অকিঞ্চনে হত স্বীয় গুণে,
সদয়া শিবে শমন সাধ্বস শমনি ॥ (৩)

রাগিণী বেহাগ। তাল ঢিমেতেতালা।

দেওয়ান রঘুনাথ কৃত গীত। গৌড়ী রীতি এবং ওজোগুণ—

সুর তরু মূলে কে বিহরে বামা হর উরে
একাকিনি বিবসনি হ্রীরূপিণি।
গলিত চিকুর ভার, ভালে বাল সুধাকর;
গলে নর শির হার, অসিধারিণী ॥
শ্রম জল মুখে ঝরে, চাঁদ যেন সুধা ক্ষরে;
লোল রসনে কালি করাল-বদনি।

---

(৩) নিস্তার অকিঞ্চনে এই পদটী ন্যূন হইয়াছে।

চরণ-পঙ্কজে প্রতি দলে কত বিধু সাজে ;
(৪) নাশে অকিঞ্চন (৫) মন তিমির শ্রেণী ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট। তাল ঝাঁপতাল।

রাজা গিরিশচন্দ্র কৃত গীত। প্রসাদ গুণ এবং পঞ্চালীরীতি—

হরগৌরী মিলিতাঙ্গ হইয়ে কে বিহরে।
কাঞ্চনে জড়িত যেন হীরক মণি শোভা করে ॥
আধ মৌলে জটা পর বেষ্টিত ফণি, কুলুকুলু
ধ্বনি তাহে করিছে মন্দাকিনী ;
চঞ্চল চিকুর বেণী কি শোভে আধ শিরে।
লোহিত বরণ ; এক নয়নে ঢর ঢর, অপর
লোল খঞ্জন না-চন-জিনি রচিত কাজরে।
গলে অক্ষ মালা দোলে, মাণিক মুক্তাহারে।
রতন কঙ্কণ বলয় অঙ্গুরী বাম ভুজে ;
অঙ্গুলি দলেতে নখর ছলে কত বিধু সাজে ;
অন্য কর শোভিছে বিষাণ ডম্বুরে।
নীল পট অজিন পরিধান অতি সুন্দর ;
বামপদ-কমলে বাজিছে ঘুঙ্গুর মঞ্জীর ;
দক্ষিণ চরণে নৃত্য করে তান ধরে।
আধ ভালে কিবা, ঝলকিছে বালকেন্দু ;
প্রকাশে অরুণ কিরণ অর্দ্ধসিন্দূরবিন্দু ;
সদা অকিঞ্চন ভাবে (৬) এরূপ অন্তরে।

রাগিণী ললিত। তাল আড়া।

দেওয়ান রঘুনাথ রায় কৃত গীত। ওজোগুণ—

এখানে (৪) মা তোর সেই চরণপঙ্কজে এবং (৫) মম এই ২ পদ ন্যূন হইয়াছে।
(৬) এখানে তবরূপ এইটী ন্যূন হইয়াছে।

মনোবুদ্ধির অগোচর, নিরঞ্জন নিরাকার,
নিরূপ না হয় যারো, কি আশ্চর্য্য তারে বাঞ্ছা করে বিশ্বজন।
সচ্চিদানন্দ পদার্থ, বাক্যে মাত্র রচিতার্থ ;
সে তত্ত্ব যথার্থ, কেবা পেয়েছে কখন।
নির্গুণ ব্যক্ত সাধন, স্থূল প্রসার খাতন।
স্বগুণ সাধন সদা করবে যতন ॥
কৃষ্ণ পদ ধ্যান গুণে, চরণে নির্ম্মল জ্ঞানে ;
অখণ্ডানন্দ প্রাপ্তি হইবে অকিঞ্চনে ॥ (৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল রূপক।

দেওয়ান মহাশয় কৃত গীত। সুকুমারগুণ ও লাটী রীতি—

কে জানে হে তব তত্ত্ব নিরুপম, অদ্ভুত অপরূপ,
রূপ কর ধারণ।
হরি কে জানে হে তব মায়া, অনন্ত অন্তহয়া,
বিশ্বরূপ বিশ্ব কায়া ভুলালে বিশ্বজন ॥
সত্য যুগেতে হরি, দৈত্যাদি সংহারি,
দেবাদিগণে করেছ পালন।
শেষে ভূভার হরণ জন্য নানারূপে অবতীর্ণ,
বলি ছলিবার জন্য হৈলে ব্রহ্ম বামন ॥
ত্রেতায় রাম অবতারে, অহল্যা পাষাণীরে,
মানবী করিলে দিয়ে শ্রীচরণ।
কৃপাসিন্ধু সিন্ধুজলে, রাম নামে ভাসে শিলে,
স্বকার্য্য উদ্ধারিলে নিধন করে রাবণ।
দ্বাপরে বৃন্দাবনে, ফিরিতে গোচারণে,
ভুলাতে বাঁশরি গানে গোপীগণ করিয়ে নানা কেলী।

(৭) হে ঈশ্বর তোমার তত্ত্ব বুঝাভার এইটুকু ন্যূন হইয়াছে।

আমাদের মন ছলি,   হইয়ে কৃষ্ণ কালী,
ভুলালে বৃন্দাবন ॥
কলিতে কল্পতরু   জগন্নাথ জগদ্গুরু,
হরি নাম করিতেছে বিতরণ।
রাখি গয়ায় শ্রীপাদপদ্ম   ত্রিভুবন করিলে বাধ্য,
সুসাধ্য অকিঞ্চনে ভবাব্ধিনিস্তারণ ॥ (৮)

অধিকপদতা (Verbal redundancy.)

১৯। যেখানে দুই একটি পদ অধিক থাকে (অর্থাৎ অনাবশ্যক), তথায় অধিক পদতা নামে দোষ হয়। যথা—

সরট শরীর-সম দীর্ঘ ক্ষীণ কায়।
মীনতুল্য শির জিহ্বা ভুজঙ্গের প্রায় ॥
বদনে দশন তার তিন পংক্তি হয়।
সুদীর্ঘ সুরূপ পুচ্ছ পশ্চাতেতে রয় ॥
মন্দ মন্দ গতি অতি সুন্দর বরণ।
কে করেছে হেন নীল বর্ণ বিলোকন ?” বি, ক, দ্রু,

এখানে বদনে ও পশ্চাতে এই দুইটী শব্দ অধিক হইয়াছে।

“তিনি বাক্য বলিলেন।”

এখানে বাক্য পদটি অধিক ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে একটি বিশেষণ পদ থাকিলে উহা অধিকপদ হইত না। যথা—তিনি মধুর বাক্য বলিলেন, কুবাক্য বলিলেন, সুবাক্য বলিলেন ইত্যাদি।

যেখানে অধিক পদটি রাখিলেও কথঞ্চিৎ অর্থ হয়, সেখানে অধিকপদতা দোষ হইবে। আর যেখানে অধিক পদটি পরিত্যাগ না করিলে কোন ক্রমেই অর্থ করা যায় না, তথায় নিরর্থক কহে। যথা—

(৮) আমার নিস্তার এই পদটি ন্যূন হইয়াছে। সমস্ত গীতগুলিই দেওয়ান মহাশয়ের সুরে রচিত।

অথবা বর্জ্জিত হবে দেবত্ব আপন,
থাকিতে, হইবে স্বর্গে মার আছে যথা।
অসুর উচ্ছিষ্ট গ্রাসি পুষ্ট কলেবর,
অসুর পদাব্জরজঃ ভূষণ মস্তকে॥

এখানে অব্জ শব্দটি অধিকপদতা এবং মার শব্দটি অপ্রযুক্ততা দোষে দুষিত।

সমাপ্তপুনরাত্তভা (Disregard of close.)

২০। বাক্য (অর্থাৎ কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়াদি) শেষ করিয়া পুনর্ব্বার পদ বা বাক্য গ্রহণে সমাপ্তপুনরাত্ততা নামক দোষ হয়। যথা;

"চলিলা পালিতে কাম দেবেন্দ্রনিদেশ—
ফুলধনুঃ— ষষ্ঠ শব সম্বল পার্ব্বতী—
যেখানে তপেন রুদ্র—অব্যর্থ ধানুকী"

এখানে 'অব্যর্থ-ধানুকী' এই বাক্যটী কামের বিশেষণ, কিন্তু কাম এই কর্ত্তাপদটীর ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া পরে অব্যর্থ ধানুকী বলায় সমাপ্তপুনরাত্ততা দোষ হইল।

পদাংশ দোষ

২১। শব্দপরিবৃত্তি-অসহত্ব।—বাচস্পতি, গীষ্পতি, গীর্ব্বাণ, পয়োনিধি, জলধি, বারিধি, জলনিধি, বাড়বানল, বাড়বাগ্নি, দাবদাহ, দাবাগ্নি ও দাবানল প্রভৃতি কতিপয় শব্দের পূর্ব্ব বা পর পদ এবং স্থলবিশেষে উভয় পদের পরিবর্ত্তন করিলে শব্দের পরিবৃত্তিটি দুষ্প্রযুক্ত ও অসমর্থ প্রভৃতি দোষে দূষিত হয়। যথা;

বাক্যপতি, শব্দপতি, বাক্যবাণ, বাক্যশর, জলাধার, জলাশয়, পয়োরত্ন ও বনবহ্নি প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিলে উপরি উল্লিখিত শব্দের প্রকৃত অর্থে অভিধাশক্তি যায় না। সুতরাং বাচ্যার্থপ্রতীতি দুর্ঘট হয়। সুতরাং এ গুলি শব্দপরিবৃত্তি-অসহত্বের উদাহরণ স্থল।

অর্থদোষ (Faults affecting meaning.)

২২। দুষ্ক্রমতা, সন্দিগ্ধতা, গ্রাম্যতা, নির্হেতুত্ব, ব্যাহতত্তা, প্রকাশিতবিরুদ্ধত্ব, অনৌচিত্য, সহচরভিন্নতা, অর্থপুনরুক্ততা প্রভৃতি দোষ ভেদে অর্থদোষ নানাবিধ।

এখানে কতিপয় মাত্র দেখান গেল।

দুষ্ক্রমতা (Violation of order.)

২৩। ক্রমবিপর্য্যয-স্থলে দুষ্ক্রমতা-নামক দোষ হয়।

যথা,—কোন ভিক্ষুক কহিল "মহারাজ! আমাকে একটি উত্তম অশ্ব, অথবা একটি অত্যুত্তম গজেন্দ্র দান করুন, নতুবা উহার পরিবর্ত্তে রাজ্যের চতুর্থাংশ বা রাজসিংহাসনের আধিপত্য দিউন।"

এখানে যাচকের কর্ত্তব্য এই,—অগ্রে সিংহাসনাধিপত্য, না হয় রাজ্যের চতুর্থাংশ, না হয় গজ, শেষ পক্ষে একটী অশ্ব প্রার্থনা মাত্র করা। কিন্তু তাহার বিপরীত হইয়াছে বলিয়াই দুষ্ক্রমতা হইল।

অথবা   "দেব, মণিহার দেও পরির গলায়।
নতুবা রাজার্দ্ধ দ্বারা তোষ হে আমায়॥" উদ্ভট

সন্দিগ্ধতা (Ambiguity.)

২৪। অর্থবোধকালে যেখানে নিশ্চয়রূপে অর্থ প্রতীতি না হয়, তথায় সন্দিগ্ধতা কহে। যথা,

"নাদিল দানববালা। হুহুঙ্কার রবে
নাদিল অশ্ব হস্তী উচ্চ তোরণ দ্বারে।"—১

"————ঘনস্বনে বহেন পবন,
মহাকোপে লয়রূপে তমোগুণান্বিত,
নিশ্বাস ছাড়েন যেন সর্ব্বনাশকারী!"—২ তি, স,

"মহামহীপালগণ সভার ভিতর।
মহারত্ন রূপে খ্যাত দেশদেশান্তর ॥
কিন্তু তাঁরা সেই সব সভার বর্ণনে।
কটা কথা লিখেছেন ভাব-আকর্ণনে ॥"—৩ প, উ,

১মটীতে নাদিল অশ্ব হস্তী, ইহাদ্বারা পুরীষ পরিত্যাগ ও শব্দ করা অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে।

২য়, 'লয়রূপে' শব্দে লয়কারী অর্থ—আকর্ণন ইহাও সন্দেহ স্থল। যেহেতু লয় শব্দে নাশ, আকর্ণন শব্দে শ্রবণমাত্র বুঝায়।

কি ছার মিছার কামধনু রাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে ॥

এখানে কামদেবের নিজ ধনুর প্রতি রাগ অনুরাগ অর্থাৎ নিজের ধনুকের প্রতি পক্ষপাত জন্য যে গর্ব্ব তাহা নিষ্ফল; অথবা ফুল দ্বারা কামধনুর যে রাগ বক্রতা অর্থাৎ ফুলনির্ম্মিত কামধনুর যে বক্রতা তাহা নিষ্ফল। এই উভয় অর্থের সন্দেহ হইতেছে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকার অর্থও হইতে পারে। যথা—কামের ধনুকই মিথ্যা ফুলের ধনুক ছার বস্তু অর্থাৎ অপদার্থ মধ্যে গণ্য। তাহাতে অনুরাগের প্রয়োজন কি? কারণ এই ভ্রূর সমান কাম ধনুক নহে, এই ভ্রূর ভঙ্গিমাতে যখন কাম নিজেই মোহিত হইয়া যান, তখন তাহার ফুল ধনুকের বক্রতার গৌরব কি, এবং তাহাতে অনুরাগ দেখান অনাবশ্যক।

"তাঁহার প্রশান্ত আকৃতি দেখিয়া বোধ হইল যেন পরম কারুণিক ভূতভাবন ভগবান্ 'ভবানী পতি' আমার রক্ষার নিমিত্ত তরুতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।" কাদম্বরী! ভবের পত্নী তাঁহার পতি 'ভবানীপতি' শব্দে সুতরাং গৌরীর পত্যন্তরের সন্দেহ উপস্থিত হয়।

গ্রাম্যতা (Vulgarity.)

২৫। অপকৃষ্ট ভাষা অথবা যাহা সাধারণের প্রচলিত কথায় প্রযুক্ত হয়, তাহাকে গ্রাম্য শব্দ বলে এবং

যেখানে গ্রাম্য-ভাব-জ্ঞাপক কিংবা গ্রাম্যার্থবোধক পদ-রচনা থাকে, অর্থাৎ চমৎকারিত্বের অভাবে কেবল অশন-বসনাদির চিন্তাদিতেই পর্য্যবসিত হয় তথায় গ্রাম্যতা দোষ বলে।

গ্রাম্য শব্দ যথা—

ভবের দেখে হোলাম বোকা, আর যায়নাকো এ কুল রাখা।
মরি, দুখের কথা বলবো কি হারিয়ে গেলে পায় না কি,
দেখে শুনে হোলাম বোকা ॥
ভাঙা ঘরে পাঁচীর পড়ে শিরে জল রোখা চোখা, তা দেখে
বুড়ো কাঁদে, চেঁচিয়ে উঠে কচি খোকা।
কুশো বলে, চোর পালালো, প্রাণ যায়, পোঁকায় থাকা ;
নাইকো নরেশ বিনে, ঐ বিপিনে, বীণাতে আর মধু মাখা ॥

বাউলের গান।

এখানে গ্রাম্য শব্দ। অপিচ—

রাত ভিখারির ধামা ধরা পাছে পাছে থাকে এক একজন।
হরিনাম বলে না মুখে পিছে হতে চাল কড়ি কুড়াতে মন।

প্রবাদ বাক্য।

এখানে গ্রাম্য ভাব গ্রাম্যার্থ ও গ্রাম্য শব্দ।

২৬। প্রাদেশিক ও ইতর জাতির ব্যবহারিক কথায় ও ভাবে গ্রাম্য শব্দ ও অর্থ তত্তৎ স্থলে দোষাবহ হয় না।

গ্রাম্য শব্দ ও অর্থ যথা। রাখালের গান।

"কাল আত্ পোয়ালে আজা হব।
আজ-গিংহাসনে বসে ধামা পূরে মুড়ি খাব।
আবার হাতীর মাথায় চড়ে সোনার
কেস্তে দিয়ে ধান কেটে ভাঁড়ারে বোঝাই দেব।"

আত্ = রাত্, আজা = রাজা।

শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর সামাজিক ব্যক্তির মধ্যে বক্তা ও শ্রোতার পক্ষে গ্রাম্যতা দোষাবহ। যথা—

"চাঁদে দেখে সোহাগে শালুক ফুটে জলে। (গ্রাম্য শব্দ)
আখু-আশে মার্জ্জারে যেমন মুখ মেলে ॥" (গ্রাম্য ভাব)

যথা বা

'তুহি পঙ্কজিনী মুহি ভাস্কর লো।' বি, সু,
"অঙ্গদ বলয় সর্প, সর্পের পইতা।
চক্ষু খেয়ে হেন বরে দিলেক দুহিতা ॥
গৌরীর কপালে ছিল বাদিয়ার পো।
কপালে তিলক দিতে সাধে যাবে ছোঁ ॥" ক, ক, চ,

এখানে 'তুহি' 'মুহি' 'পইতা' 'খেয়ে' 'ছোঁ' ইত্যাদি শব্দ গ্রাম্য।—গ্রাম্যার্থের উদাহরণ অপ্রাপ্য নহে, এ নিমিত্ত দেওয়া গেল না। এই দোষটি স্থান বিশেষে গুণও হয়। তাহা পরে দেখান যাইবে।

নির্হেতুত্ব

২৭। প্রস্তাবিত বিষয়ের হেতু নির্দ্দিষ্ট না থাকিলেই নির্হেতুত্ব দোষ ঘটে। যথা;

"বিশাল বারিধি মাঝে বহিত্র বাহিয়া,
কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায়,
সুস্থচিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া
নিরখিতে সেই ভূমি চিত সদা চায়।" পদ্যপাঠ

কর্ণধার কি নিমিত্ত সাগরে যাইতেছে তাহার হেতু কথিত হয় নাই।

"রুদ্ধ ক্রোধ মানিনীর, সত্য সত্য নেত্র নীর, বহিল নিরবে, দুই যমুনার ধারায়' করকণ্ডুয়নে, মান রাখা হ'ল দায়। নবীনসেন কৃত রৈবতক কাব্য।

করকণ্ডুয়নে দুই নেত্র হইতে দুই ধারা নীর বাহির হইল কবির মনের ভাব এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু তাহার হেতু নির্দ্দেশ নাই—আবার কহিতেছেন 'মান রাখা হ'ল দায়' সুতরাং

কবি এখানে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিয়াছেন। ইহা নির্হেতু, দুরন্বয়, গর্ভিতপদত্ব অপুষ্টার্থ প্রভৃতি দোষের উদাহরণ স্থল। গদ্য কি পদ্য তাহার সন্দেহ স্থল। *

ব্যাহততা (Inconsistency.)

১৮। প্রথমে কোন বিষয়ের উৎকর্ষ কিংবা অপকর্ষ বর্ণন করিয়া পরে তাহার অন্যথা প্রতিপাদনে ব্যাহতত্ব নামক দোষ ঘটে।

যথা।—"অদূরে হেরিলা এবে দেবেন্দ্র বসিব
কাঞ্চনতোরণ রাজতোরণ যেমন
আভাময় ; তাহে জ্বলে আদিত্য-আকৃতি,
আদিত্য জিনি প্রতাপে, রতনানিকর।" তি, স,

পূর্বে আদিত্য-আকৃতি বলিয়া আদিত্যের উৎকর্ষ বলা হইয়াছে, পরে আবার আদিত্য জিনি প্রতাপে বলিয়া আদিত্যের অপকর্ষ বর্ণিত হইতেছে, অতএব এই স্থানে ব্যাহত এবং দেবেন্দ্র বিশেষণটি অধিক হইয়াছে। কাঞ্চনতোরণ ও রাজতোরণ, এই স্থানে অনবীকৃত দোষ হইয়াছে।

ব্যাহততা—স্থলবিশেষে দোষ হয় না। যথা ;

"অনাদি কারণ তুমি জ্ঞানের অতীত।
রেখেছ আমার বোধ করে আচ্ছাদিত॥
এইমাত্র জানি আমি তুমি শিবময়।
স্বভাবতঃ অন্ধ আমি নাহি জ্ঞানোদয়॥
যদিও করেছ হেন অবস্থা আমার।
তবু পারি ভাল মন্দ করিতে বিচার॥

* একটি বাক্য বহুবিধ উদাহরণের স্থল হইতে পারে, কিন্তু সেই সমুদয়গুলি না বলিয়া যে স্থলে যাহার প্রসঙ্গ হইবে তাহাই প্রায় বলা যাইবে। অপরগুলি সামাজিকবর্গ বুঝিয়া লইবেন।

নিতান্তই জীব যদি ভাগ্যের অধীন।
তথাপি মানব-মন সদাই স্বাধীন ॥” প্রভাকর

প্রথমে মনুষ্যকে স্বভাবতঃ অন্ধ বলিয়া অপকৃষ্ট করা হইয়াছিল, পরে ভালমন্দ বিচারক পদ দ্বারা উৎকৃষ্ট বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে ব্যাহত দোষ হইত, ‘যদিও’ ‘যদি’ এবং ‘তথাপি’ এই শব্দত্রয়দ্বারা সে দোষের পরিহার হইয়াছে। এই শব্দত্রয় পূর্ব্ব বাক্যের সঙ্কোচক।

প্রকাশিতবিরুদ্ধত্ব

২৯। যেখানে বিরুদ্ধবিষয় শব্দে প্রকাশিত না হইলেও ভাবার্থে প্রকাশিত হয়, তথায় প্রকাশিত বিরুদ্ধত্ব দোষ ঘটে।

যথা—“আশীষ করিছে ভূপ তোমার কুমারে।
রাজশ্রী বসুন শীঘ্র তাঁহার আগারে।”

এখানে রাজার মৃত্যু শব্দে প্রকাশিত নাই বটে, কিন্তু ভাবার্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

“আধখানি পতি, যদি সত্যভামা বারেক দেখিত, সে রূপরাশি, দেড় খানি পতি হইত তাহার।” রৈবতক।

পূর্ব্বে পতির একত্ব বর্ণন হইয়াছে পরে আধখানি, পুনর্ব্বার দেড়খানি বলা হইল। সুতরাং ব্যাহত। কবির ভাবে বোধ হয় অর্জ্জুনের ভৃত্যকে আর একখানি পতিত্বে নির্দ্দেশ হইতেছে; অতএব ইহা সুরুচি বিরুদ্ধ; ‘আধখানি পতি’ ও ‘দেড়খানি পতি’ ইহার ক্রিয়া নাই, সাকাঙ্ক্ষ দোষে দূষিত। সন্দিগ্ধ, গ্রাম্য রসভাব বিরুদ্ধ এবং প্রকাশিত বিরুদ্ধত্বের প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। এবং বিরুদ্ধমতিকারিতারও উদাহরণ বটে! কবির মতে পতি অর্দ্ধাঙ্গ, পরপুরুষ সংপূর্ণাঙ্গ; সুতরাং দেড় খানি। বাঙ্গালা ভাষায় প্রাণিবাচকে খানি প্রয়োগ হয় না। চ্যুতসংস্কৃতি।

“জ্বলিছে সুগন্ধ দীপ সুবর্ণ আধারে
সুবর্ণ পর্য্যঙ্ক অঙ্কে সুবর্ণ প্রতিমা
সুষুপ্তা সুভদ্রা দেবী নীল মণিময়
বীর মূর্ত্তি নিরুপম সুপ্ত ধনঞ্জয়।
শোভিতেছে সুভদ্রার অতুল বদন
পতি বক্ষে নীলাকাশে পূর্ণ শশধর—

মানস সরসে যেন একটি কমল।
আলিঙ্গিয়া পরস্পরে মেঘ জ্যোৎস্নায়
উভয়ে উভয় মুখ চাহিয়া চাহিয়া
নিদ্রাগত। নিদ্রাতেও অধরে অধরে
ধরেছে ঈষৎ হাসি চারু চিত্রাঙ্কিত।" কুরুক্ষেত্র।

শোকের বিরুদ্ধ আচরণ। শোকের সময় তাহাই প্রকাশ হইতেছে। ইহা প্রকাশিত-বিরুদ্ধ। নিদ্রার সময় পরস্পরের মুখ চাহা অসম্ভব। পুত্র শোকে সুখে নিদ্রা হয় না। ইহা অপ্রাকৃতিক।

অনৌচিত্য (Anachronism .)

৩০। দেশ কাল পাত্র ব্যাবহারাদির বিপরীত বর্ণন স্থলে অনৌচিত্য কহা যায়।

ব্যক্তিবিরুদ্ধত্ব বা পাত্রানৌচিত্য

"প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে
কহিলা, "অভয়দান কর যারে তুমি,
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে ?
কিন্তু নিবেদন করি ও কমল-পদে—
কেমনে মন্দির হতে নগেন্দ্রনন্দিনী
বাহির হইবা, কহ এ মোহিনী-বেশে ?
মুহূর্ত্তে মাতিবে মাতঃ জগত হেরিয়া—
ও রূপ-মাধুরী ; সত্য কহিনু তোমারে।
হিতে বিপরীত দেখি, সত্বরে ঘটিবে।
সুরাসুরবৃন্দ যবে মথিয়া সিন্ধুরে
লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত
বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু-হেতু।

মোহিনী-মূরতি ধরি আইলা কেশব।
ছদ্মবেশী হৃষীকেশে হেরি ত্রিভুবন
কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তার পানে।
অধর-অমৃত-আশে ভুলিলা অমৃত
দেব দৈত্য। নাগদল নম্রশির লাজে,
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচযুগ।
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি, আসে মুখে।
মলিন অম্বরে তাম্র এত শোভা যদি
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন—
কান্তি কত মনোহর।——” মে, না, ব,

এখানে মাতঃ বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার রূপযৌবনাদি ও তাহা সম্বন্ধে পুত্রের কামাতুরত্ব বর্ণন করায় অনুচিত, তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য। অনুচিত বিষয় বর্ণন বিষয়ে ৭১ সূত্র রস পরিচ্ছেদ দেখ।

কালানৌচিত্য

৩১। ভাবি-কালের ঘটনাকে অতীত বা বর্ত্তমানকালের ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করাকে কালানৌচিত্য কহে। যথা;

বীরাঙ্গনা কাব্যে—তারা চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিয়া পত্র লিখিতেছেন, কিন্তু চন্দ্রের এই কলঙ্কটি তাঁহারই সংস্রব জন্য ঘটিয়াছিল; বস্তুতঃ যে সময়ে তিনি এই পত্র লিখিতেছেন, তখন চন্দ্রের ঐ দোষ ঘটে নাই। কিন্তু তারা তৎকালে চন্দ্রকে কলঙ্কী বলিতেছেন বলিয়া ভাবী বিষয়টি ভূতকালের বিষয়রূপে বর্ণিত হওয়ায় কালানৌচিত্য দোষ ঘটিল। যথা;

“কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব্বজনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।

এস, হে তারার বাঞ্ছা পোড়ে বিরহিণী—
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে !
চকোরী সেবিলে তোমা দেহ সুধা তারে
সুধাময় ; কোন দোষে দোষী তব পদে
অভাগিনী ? কুমুদিনী কোন্ তপোবলে
পায় তোমা নিত্য, কহ ? আরম্ভি সত্বরে
সে তপ, আহার নিদ্রা ত্যজি একাসনে।”
“কিন্তু যদি থাকে দয়া, এস, শীঘ্র, করি ;
এ নব যৌবন, বিধু, অর্পিব গোপনে
তোমায়, গোপনে, যথা অর্পেন আনিয়া
সিন্ধুপদে মন্দাকিনী স্বর্ণ, হীরা, মণি।”

শব্দানৌচিত্য

“যশে যেন দ্বিজরাজ, বিক্রমেতে পশুরাজ,
মহারাজ ভীম নরপতি।
ভয়ানক শত্রুগণে, নিধন করিয়া রণে,
পালিছেন রাজ্য শান্তমতি ॥” প, উ,

এখানে পশুরাজ না বলিয়া মৃগরাজ বলা উচিত ছিল।

সহচরভিন্নতা (Disregard of context.)

৩২। উত্তম বস্তুর পর্য্যায়ে অধম বস্তুর সন্নিবেশকে, সহচরভিন্নতা বলে। যথা ;

“নিশা শশাঙ্ক দ্বারা, কুঞ্জবন সুগন্ধময় পুষ্প সম্পর্কে, পণ্ডিতগণ শাস্ত্রালাপপ্রসঙ্গে, বিদ্যালয় সুশিক্ষক ও সুশিষ্য বিদ্যমানে, পিতা আপন অপেক্ষা গুণবান্ পুত্রের পরমুখে গুণানুবাদ শ্রবণে, নৃপতি সুদূরদৃক্ অমাত্যের বুদ্ধিকৌশলে, জননী নিজ শিশুদিগের অর্দ্ধবিনির্গত মৃদু মধুর বাক্য শ্রবণে ও ঘোর মূর্খ

কুক্রিয়াশালী ব্যক্তির উচ্ছৃঙ্খলতার কার্য্যে যেরূপ পরিতৃপ্ত হয়, সেইরূপ সুসভ্য লোক জ্ঞানালোকে সন্তুষ্ট হয়েন।" বিদ্যা-কল্পদ্রুম।

এখানে সমুদয় সৎসংযোগ স্থলে 'ঘোর মূর্খ ইত্যাদি' অসৎসংযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া সহচরভিন্নতা দোষ হইল। অপিচ—

"অতএব অবগত হওয়া যাইতেছে যে, কবি বিদ্যাপতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। প্রাচীন পণ্ডিতদিগেরমধ্যে, যাঁহারা সারা জীবন বিদ্যাচর্চ্চা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা অনেকে দীর্ঘায়ুঃ হইতেন। সেদিন কৃষ্ণানন্দ বিদ্যাবাচস্পতি ভট্টাচার্য্য প্রায় শত বর্ষ বয়সে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত তাঁহার বুদ্ধি সতেজ ছিল।

রাজকৃষ্ণ কৃত নানা প্রবন্ধ -

এখানে সমুদয় সাধু শব্দের মধ্যে সারা জীবন, পদ প্রয়োগ গ্রাম্য ও সহচরভিন্ন দোষে দূষিত। 'আজীবন' বলা উচিত ছিল।

অনিয়মে নিয়ম

তুমিই শশাঙ্ক তুমিই কৌমুদী
আমি নাথ কুমুদিনী।
তুমিই তরণী তুমি সরোবর
আমি নাথ পদ্মিনী। রাধামোহন দাস।

নিশ্চয়ার্থ 'ই' দেওয়াতে অনিশ্চয়ে নিশ্চয় হইল।

প্রকৃতি বিপর্য্যয

নায়ক বা নায়িকা যে প্রকৃতির (অর্থাৎ ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরললিত ও ধীরপ্রশান্ত) তদ্রূপ নায়কের ব্যবহারানুরূপ কার্য্য বর্ণন না হইলে দোষ ঘটে। যেমন রামের বালিবধ ধীরোদাত্ত নায়কের তুল্য হয় নাই; ধীরোদ্ধত নায়কের গুণে পরিণত হইয়াছে।

প্রকৃতি বিপর্য্যয়ের উদাহরণ যথা;

কি ঘোর সঙ্কট দিদি হল এবে সজ্ঘটন

কিছুই যে ভাবিয়া না পাই।
দেখি সুভদ্রার মুখ মরমে যে পাই ব্যথা
সুভদ্রা সুভদ্রা আর নাই ॥
যদিও প্রসন্ন মুখ রাখে ভদ্রা পূর্ব মত
সেইরূপ শান্তির প্রতিমা।
তথাপি হৃদয় তার কি যে করিতেছে আহা
সে দুঃখের নাহি বুঝি সীমা ॥ রৈবতক।

স্ববচন বিরোধ দোষ—যে শান্তির প্রতিমা তাহার হৃদয়ে অশান্তির আবেশ হৃদয়তার পরিচায়ক নহে। শোকে মুখ প্রসন্ন থাকে না, থাকা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। শান্তির প্রতিমা নিশ্চয় করিয়া আবার নাহি দুঃখের সীমা বলিয়া নিশ্চয়ে অনিশ্চয় হইতেছে। অন্তরে মালিন্য জন্মিলে বাহ্য অবয়বে তাহা অবশ্য প্রকাশ পায় ইহা স্বাভাবিক।

লুপ্তাহত বিসর্গতা

৩৩। সন্ধিসূত্রে বিসর্গ লোপ বা সন্ধিহেতু বিসর্গস্থানে ওকার হইলে যদি দুঃশ্রবত্ব দোষ জন্মে, কিংবা পাঠ মাত্র বুঝিতে না পারা যায়, তবে লুপ্তাহত বিসর্গতা দোষ হয়।

যথা—"মত আত্মজ্ঞানত আবিলতা ইত অহতা।" ১

আহত-বিসর্গতা। যথা—

"ক্রমশো বহুশো দূরতো ভভিতো অন্ধকারতো।" ২

অনৌচিত্য—দেখিলেন ধনঞ্জয় ভদ্রার বদন
শান্তির বিচিত্র ছবি, রেখাটীও তার
হয় নাই রূপান্তর। —রৈবতক।
সতত প্রসন্ন শান্ত স্থির চিন্তাশীল।
চমকিলা সব্যসাচী ভাবিলেন, এ কি ?
আলোড়িত এ হৃদয়, সেই রুচি কার,

একটি হিল্লোল ও কোমল হৃদয়ে
তোলে নাহি? তবে অনুরাগিণী আমার
নহে কি সুভদ্রা?

দুর্য্যোধনের সহিত বিবাহ হইবে শুনিয়াও সুভদ্রার মনের বিকার হইল না, কবির মনের ভাব এইরূপ কিন্তু ভারতীয় আর্য্য নারীগণ সুখ অপেক্ষা পাতিব্রত্য ধর্ম্ম অধিক প্রার্থনীয় মনে করেন। সুতরাং এখানে রসাভাস হইয়াছে। ভারতীয় রমণীগণ মনোদত্তা, বাগ্দত্তা অথবা কৃতকৌতুকবন্ধনা হইলে, যাহার সহিত সম্বন্ধবন্ধন হইয়াছে জানেন, তাহারই পত্নী বলিয়া আপনাকে জ্ঞান করেন, তৎকালে আর অন্য ব্যক্তিকে পতিত্বে হৃদয়ে স্থান দেন না। ইহাই সতীর লক্ষণ। এখানে ভারতীয় আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহা বিরুদ্ধ-মতিকারিতা প্রভৃতি দোষের দৃষ্টান্তস্থল এবং ভগিনীর বিবাহে ন্যায় দেবতের অর্জ্জুন অসহৃদয়, কারণ সুভদ্রার পাতিব্রত্য সন্দিহান।

ধীরপ্রশান্ত নায়কে যথা ;

বিভীষণ বলে, শুন বৈদেহী-রমণ
মাতুলের অগ্রজ মোর সম দুর্য্যোধন।—১
হেরি জামদগ্ন্য ক্রোধ, ভীষ্মদেব মহা ক্রোধ,
ভয়েতে ব্যাকুল হয় চিত।—২

১। দুর্য্যোধন ও বিভীষণ এক সময়ের ব্যক্তি নহেন। ত্রেতা ও দ্বাপরের ব্যক্তি—সুতরাং কালানৌচিত্য।

২। ভীষ্মের ভয় অসম্ভব। সুতরাং পাত্রানৌচিত্য দোষে দূষিত হইয়াছে।

অর্থপুনরুক্ততা (Tautology)

৩৪। **এক বিষয়ের বারংবার বর্ণনকে অর্থপুনরুক্ততা নামে দোষ কহে।**

ইহার উদাহরণ সদ্ভাবশতকে অনেক আছে। ঐ গ্রন্থে সংসার অনিত্য—এইটি বারংবার বর্ণিত হইয়াছে। অপিচ

যথা—"ললাটেতে বারংবার প্রহারে কঙ্কণ।
বারংবার ধ্বনি তার, শব্দ ঝন ঝন॥" প, উ,

পুনঃ পুনঃ ললাটে আঘাত করায় ঝণৎকার শব্দ হইয়াছে। তাহার বার বার প্রয়োগ শব্দ ও তদর্থ উভয়েরই পুনরুক্তি হইল।

গর্ভিত পদতা

"———— তার পৃষ্ঠ দেশে

শোভে বাঞ্ছা প্রসাদ : বিভায় যাহার

(অনন্ত আলোক) ধাঁধিল সবার আঁখি।" সদ্ভাব বিলাস।

'অনন্ত আলোক' এই পদটী বাক্য মধ্যে পতিত হইয়াছে।

রসদোষ (Faults affecting flavour.)

৩৫। করুণাদি রস, শোকাদি স্থায়িভাব ও নির্বেদাদি-ব্যভিচারি-ভাব স্বীয় নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক স্বীয় রসাদিতে বর্ণিত স্থানে স্বশব্দবাচ্য রস দোষ হয়।

স্বশব্দ-বাচ্য রস-দোষ। যথা ;

আবার সে ভঙ্গি গত, যেন রৌদ্ররসে রত,
উগ্রভঙ্গি অপাঙ্গ-যুগলে।
কপালে অনল জ্বলে, মধ্যাহ্ন ময়ূখচ্ছলে,
রক্ত ছটা স্বর্ণ কমলে ॥—১
মদ-গর্ব্বে মত্ত মন, যেন করি আগমন
প্রেয়সী-সন্নিধানে মহোল্লাস।
অরণ্য কমল বনে, ছত্র ভঙ্গ সেনা সনে,
একবারে নির্বোধ বিনাশ ॥"—২ ক, দে,

১ম কবিতায় 'রৌদ্ররস' স্বশব্দবাচ্য রসদোষ। ২য় কবিতায় মদগর্ব্ব স্বশব্দবাচ্য ব্যভিচারি ভাব দোষ হইয়াছে। কিন্তু যদি এই দুইটি বিষয় ভাবভঙ্গী দ্বারা প্রকাশ হইত, তাহা হইলে দোষ না হইয়া চমৎকারজনক হইত। যথা,

"আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো।
বিয়ার বেলা এয়োর মাঝে হৈল দিগম্বর লো ॥

উমার কেশ চামর ছটা, তামার শলা বুড়ার জটা,
তার বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী দেখে আসে জ্বর গো।
উমার মুখ চাঁদের চূড়া, বুড়ার দাড়ী শণের নুড়া,
ছার কপালে ছাই কপালে, দেখে পায় ডর লো॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার,
কেমন করে ওমা উমা করবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া, তাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো॥"

এখানে বীভৎস রস। ঈশ্বরীর উক্তিতেও কোন স্থানেই অশ্লীলবাচ্য বলা দোষদুষ্ট হয় নাই। শব্দের ও অর্থের মধ্যে বাক্যে এমন মাধুর্য হইয়াছে। এখানে গ্রাম্য শব্দ ও অর্থ গুণে পরিণত হইল।

নবীন কবি প্রাচীন আচার্যের সময় এমন সব দ্বারা রসাদির বিচার করাই উচিত।

বিরুদ্ধ-রস-ভাব

৩৬। যে রসে যে স্থায়িভাবাদি প্রতিকূল, সেই রসে তাহার বিরুদ্ধ-রসভাব নামক দোষ হয়।

যথা—মাইকেলের মেঘনাদবধ-কাব্যে—প্রমীলা বীররসে উদ্দীপ্ত হইয়া বীর-স্ত্রীর ন্যায় উৎসাহ বাক্য বলিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ রতিরঙ্গে মোহিত হইয়া রসিকতা আরম্ভ করিলেন। ইহা আদিরসের বিভাব। এই নিমিত্ত এই স্থানে বীররসটি অতি জঘন্য হইয়াছে। যথা—

"——পশিব নগরে,——
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে.
রঘুশ্রেষ্ঠ, এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে;
দানবকুল-সম্ভবা আমরা দানবী;

দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে,
দ্বিষৎ-শোণিত-নদে, নতুবা ডুবিতে।
অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে,
আমরা ; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে !
চল সবে হেরি রাঘবের বীরপণা।
দেখিব, যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী,
মাতিলা মদন-মদে পঞ্চবটী বনে,
দেখিব লক্ষ্মণ শূরে, নাগপাশ দিয়া,
বাঁধি লব বিভীষণে রক্ষঃ কুলাঙ্গারে,
দলিব বিপক্ষ দল মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুৎ-আকৃতি ;
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি মাঝে।"
নাদিল দানব বালা হুহুঙ্কার রবে,
মাতঙ্গিনী যূথ যথা মত্ত মধু কালে।
নৃমুণ্ড মালিনী সখী (উগ্রচণ্ডা ধনী)
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হুঙ্কারে ;
ডাকি শীঘ্র আন হেথা তোর সীতানাথে—
বর্ব্বর ; কে চাহে তোরে তুই ক্ষুদ্রজীবী।
নাহি মারি অস্ত্র মোরা তোর সম জনে,
ইচ্ছায়। শৃগাল সহ সিংহী কি বিবাদে !
দিনু ছাড়ি, প্রাণ লয়ে পলা বনবাসী।
কি ফল বধিলে তোরে অবোধ ? যা চলি ;
ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষ্মণ ঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক, ডাক বিভীষণে।
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, প্রমীলা সুন্দরী,

পত্নী তাঁর; বাহুবলে প্রবেশিবে এবে
লঙ্কাপুরে পতিপদ পূজিতে যুবতী।
কোন্ যোধসাধ্য, মূঢ় রোধিতে তাঁহারে!"

দ্বিষৎ শব্দের পরিবর্ত্তে দ্বিষত করা হইয়াছে। ব্যাকরণানুসারে দ্বিষচ্ছোণিত হইত। তন্নিবারণ জন্য 'দ্বিষত' চ্যুতসংস্কৃতি।

বেণীসংহারের দ্বিতীয় অঙ্কে বীরসজ্জয়কালে বীরত্বপ্রসঙ্গে ভানুমতীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে দুর্য্যোধনের আদিরস প্রকাশ হইয়াছিল, এ নিমিত্ত তথায় অকাণ্ডে প্রকাশ দোষ বলা যায়।

কুমারসম্ভবে রতিবিলাপে শোকের পুনঃপুনরুদ্দীপ্তি হইয়াছে বলিয়া তথায় পুনর্দ্দীপ্তি দোষ বলা যায়।

"অর্জ্জুনের মানবত্ব দেবীত্ব ভদ্রার"—কুরুক্ষেত্র।

অর্জ্জুনের নরনারায়ণত্ব হেতু দেবত্ব শোভা পায়। সুভদ্রার দেবীত্ব অপ্রাকৃতিক। অধিকন্তু ইহা চ্যুতসংস্কৃতির উদাহরণ—দেবীত্ব পদ হয় না; দেবত্ব এইরূপ পদ হইবে।

অর্জ্জুনের উক্তি। যথা—

"পশু বলে বলী আমি দুরাচার,
নাহি সাধ্য, হব যোগ্য পতি সুভদ্রার।
হৃদয়ে তাহারে মাত্র করিয়া স্থাপন পূজিব।" রৈবতক কাব্য।

এখানে দেশ, কাল ও পাত্র বিরুদ্ধ হইয়াছে। অর্জ্জুন ধীরোদাত্ত নায়ক; তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধকালে অসামাজিক এবং দেশ, কাল ও পাত্রের অযোগ্য করা হইয়াছে। প্রতিযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা প্রদর্শন স্থলে আত্ম অযোগ্যতা প্রকাশ অতীব দূষ্য। ইহা কাপুরুষত্বের লক্ষণ।

কেন্দ্র স্থলে অভিমন্যু শরের শয্যায়,
সিদ্ধ-কাম মহা-শিশু! ক্ষত কলেবর
রক্ত জবা সমাবৃত, সস্মিত বদন
মায়ের পবিত্র অঙ্কে করিয়া স্থাপিত,
—সন্ধ্যাকালে যেন স্থির নক্ষত্র উজ্জ্বল—

নিদ্রা যাইতেছে সুখে। বক্ষে সুলোচনা
মূর্চ্ছিতা, মূর্চ্ছিতা পদে পড়িয়া উত্তরা,
সহকার সহ ছিন্না ব্রততীর মত।
কেবল দুইটি নেত্র শুষ্ক বিস্ফারিত
এই মহাশোক-ক্ষেত্রে একটি হৃদয়!
সেই নেত্র সেই বুক মাতা সুভদ্রার।
চাপি মৃত পুত্র-মুখ মায়ের হৃদয়ে।
দুই করে বিস্ফারিত নেত্রে প্রীতিময়
যোগস্থা জননী চাহি আকাশের পানে।" কুরুক্ষেত্র কাব্য।

সুভদ্রা কি নির্ব্বেদের আদর্শ হইয়াছেন? পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন। যেখানে শোক করিতে হয়, তথায় তদ্বিরুদ্ধ কৃত্রিম অবস্থা অর্থাৎ প্রীতিময় নেত্রে আকাশের বিচিত্রতা দর্শন শোভা পায় না এবং জননীর পক্ষে ইহা রসভাব-বিরুদ্ধ; মহাশিশু এবং রক্তজবা-সমাবৃত পদের অর্থ শূন্যতা স্পষ্টীকৃত; এই জন্য কবিপ্রবর আলঙ্কারিক চূড়ামণি দণ্ডী নিজ গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন; তাহা উদ্ধৃত করিয়া না দেওয়া দোষ জ্ঞানে উদ্ধৃত করা গেল। *

অশক্তিকৃত পদ্য সূত্র

যে সকল পদ্য স্বাভাবিক-কবিত্ব-শক্তি বিরহিত তাহা অশক্তিকৃত বলিয়া গণ্য। যথা:—

জিহ্বার বিশ্রাম স্থান যতি নাম ধরে।
সুকবি সফলতায় পদচ্ছেদ করে॥
চরণান্তে সেই যতি সততই রয়।
পদ্য ভেদে চরণের মধ্যে কভু হয়॥
ছন্দোগত অর্থগত ব্যবহার তার।
সমাসের মধ্যে কভু আছে অঙ্গীকার॥

---

* গো গৌঃ কামদুঘা সম্যক্ প্রযুক্তা স্মর্য্যতে বুধৈঃ।
দুষ্প্রযুক্তা পুনর্গোত্বং প্রযোক্তুঃ সৈব শংসতি॥ ৬।
তদল্পমপি নোপেক্ষ্যং কাব্যে দুষ্টং কথঞ্চন।
স্যাদ্বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগং॥ ৭।

সংস্কৃতে যে সব ছন্দ আছে নিরূপিত।
লঘুগুরু গণ ভেদে তাহা বিরচিত॥
এ ভাষায় পদ্যে দেখি তার ব্যতিক্রম।
হ্রস্ব দীর্ঘ প্রয়োগের নাহিক নিয়ম॥
হ্রস্ব প্রয়োগের স্থলে দীর্ঘের প্রয়োগ।
কোথাও বা বিপরীত নানা গোলযোগ॥
ছন্দোগত হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ মত।
শব্দের প্রয়োগ প্রায় দুর্লভ সতত॥
বর্ণের সমান সংখ্যা যেমন সাধন।
তায় ভর দিয়া করে শব্দের স্থাপন॥
হসন্ত স্বরান্ত পাঠ ছন্দ অনুসারে।
স্বরান্ত যে পদ করে হসন্ত তাহারে॥
স্থল ভেদে হলবর্ণ একবর্ণ বলি।
কভু তাহা বর্ণ নহে ব্যবহার বলি॥
চ, বা, তু, হি, হা, হৈ বাঙ্গালায় না চলে।
রে, হে, যে নিরর্থক অশক্তিকৃত বলে॥ ছ, মা,

অপুষ্টার্থতা

৩৭। যে শব্দ যে অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করা যায়, তাহার অর্থ তথায় প্রকৃষ্টরূপে পুষ্টিবর্দ্ধক না হইলে, উহা অপুষ্টতা দোষে দূষিত হয়। যথা—

"যে দিন, কুদিন তারে বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তার চন্দ্রমুখ,—অতুল জগতে।
যে দিনে প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে

প্রবেশিলা, নিশিকান্ত সহসা ফুটিল
উল্লাসে, ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।” ১—বী, অ,

“ক্রমে ক্রমে গত দিবা আগত তমসী।
কি হেতু উদিত নয় নিশানাথ শশী ॥
বিধুর বদন বিধু অনবলোকনে।
বিধুর চকোর চয় চঞ্চল নয়নে ॥
সরসী সদন হতে কুমুদিনী করে।
প্রতিক্ষণ প্রিয় আশা প্রতিক্ষণ করে ॥” ১—স, শ,

এখানে চন্দ্র ও চন্দ্রমুখ অভিন্ন পদার্থ সুতরাং—

১।২ কবিতায় চন্দ্রকে চন্দ্রমুখ ও বিধুবদন বলিয়া অবিশেষে বিশেষ করা হইল। এইরূপ বাক্য ও ক্রিয়াতে দোষ ঘটে। কুমুদিনী করে শব্দ কুমুদিনী বলে অবাচক। চন্দ্রমুখ ও বিধুবদন বলায় চন্দ্রের বিষয়ে কোন অর্থ স্পষ্ট হয় নাই বলিয়া অপুষ্টার্থ।

এইটি অবিশেষে বিশেষ নামক দোষ; যেখানে কোন অংশে বিভিন্নতা নাই, অথচ বিভিন্নরূপে বর্ণন অথবা পরস্পর ইতর বিশেষ থাকিলেও তাহার বিশেষ বর্ণন, কিংবা সামান্যের বিশেষরূপে কথন দেখা যায়, তথায় অবিশেষে বিশেষ এবং বিশেষে অবিশেষ নামক দোষ ঘটে।

শব্দ ও অর্থদোষ-পর্য্যায়ের শেষে ‘ইত্যাদি’ শব্দ প্রয়োগ করা গিয়াছে, তাহাতেই দোষ অসংখ্য হইতে পারে ইহা বুঝিতে হইবে।

৩৮। অলঙ্কার সূত্রানুসারে কবিত্ব নির্ণয়।

সৃষ্টি কার্য্যে বিধাতা নিয়ম বশীভূত;
তাঁর সৃষ্ট বস্তু কটু তিক্তে কলুষিত ॥
ভাবুক কবির বাক্যে রসের মাধুরী।
নহে অন্য-পরতন্ত্রা নির্ম্মাণ চাতুরী ॥
বিধাতার বস্তু নহে সর্ব্ব মনোহর।
কবি বাক্য নব ভাবে সর্ব্ব রুচিকর ॥

রসিক রহস্য জানে সুবাক্যে কেমন।
ভবানী ভ্রূকুটি-ভঙ্গী গিরিশ যেমন ॥
ব্যাকরণ অভিধান বিশ্বস্তের বাক্য।
দেশ কাল ব্যবহার পাত্রে থাকে ঐক্য ॥
সদাচার সুনিয়ম অবিরুদ্ধ যাহা।
শক্তি গ্রহে কলায় প্রকাশ আছে তাহা ॥
বিরুদ্ধাসঙ্গত বাক্যে গোত্বের প্রকাশ।
বাধতি পদে বাহক নৃপে করে হাস ॥
সুপ্রযুক্ত শব্দ গুণে কবির সম্পদ।
দুষ্প্রয়োগ মাত্র বুদ্ধি আর দুই পদ ॥
কীটক্ষত মণির মণিত্ব নাহি যায়।
গুণ দোষে উপাদেয় তারতম্য পায় ॥
সুশ্রী দেহ একমাত্র শ্বিত্র চিহ্ন দোষে।
অধম অস্পৃশ্য হেয়, পাপ বলি ঘোষে ॥
ইন্দুর সুধায় বটে কলঙ্ক নিমগ্ন!
কিন্তু বিন্দু বিষে ক্ষণে দেহ প্রাণ ভগ্ন ॥
কাব্যাঙ্গে কুপদ তাই বিষতুল্য ঘৃণ্য।
তাহাই সুবাক্যে গ্রাহ্য যাহা দোষ শূন্য ॥

অঙ্গীর অননুসন্ধান দোষ যথা—রত্নাবলীর চতুর্থ অঙ্কে যে স্থলে বাভ্রব্য নামক কঞ্চুকীর আগমনে সাগরিকার বিস্মৃতি হইয়াছিল; অতএব ঐ স্থলে অঙ্গীর অননুসন্ধান নামক দোষ বলা যাইতে পারে।

অকাণ্ডে রস প্রকাশ

"প্রণত পদ্মিনী সতী পতির চরণে।
গলিত সহস্র ধারা রাজার নয়নে ॥

সাদরে লইয়া কোলে মৃগলোচনায়।
তুষিছেন কত মত মধুর কথায় ॥
রাণী কন "হে রাজন্ নাই হে সময়।
এ স্থানে তিলেক আর বিলম্ব না সয় ॥
অনুরাগ সোহাগ সময়ে ভাল লাগে।
চল নাথ শত্রুহস্ত-মুক্ত করি আগে ॥" প, উ,

এখানে বীররস প্রকাশ না হইয়া আদিরসের ভাব প্রকাশ হওয়াতে অকাণ্ডে রস-প্রকাশ দোষ ঘটিল।

৩৮। ছন্দের অনুরোধে বা দুঃশ্রবত্ব পরিহারনিমিত্ত সম্প্রসারণ ও বিপ্রকর্ষণাদি দ্বারা সাধুশব্দের অপভ্রংশীকরণ, চারি চরণের তিন চরণ যমকবিশিষ্ট ; উপমালঙ্কারে উপমান ও উপমেয়গত জাতি প্রমাণ ও গুণাদির ন্যূনতা, অধিকতা বা অনৌচিত্যাদি এবং যতিভঙ্গ প্রভৃতি দোষে প্রায় সর্ব্বত্র ছন্দ, রস ও অলঙ্কার দুষ্ট হয় ; সুতরাং ছন্দ ও অলঙ্কার-দুষ্ট পদ শব্দ ও অর্থদোষেরই অন্তর্গত। পৃথক্ নহে।

এইপ্রকার সকল অলঙ্কারেরই দোষ হইতে পারে ; সুতরাং সেগুলির নামানুসারে পৃথক্ দোষ বলা যায় না। কিন্তু শব্দালঙ্কারস্থলে পতৎপ্রকর্ষ, ভগ্নপ্রক্রম প্রভৃতি ; অর্থালঙ্কার স্থলে অপুষ্টত্ব, ক্লিষ্টত্ব ও দুষ্ক্রমত্বাদির অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

সমাসোক্তি স্থলে বিশেষণ দ্বারা অন্যার্থের প্রতীতি হইলেও যদি শব্দান্তর দ্বারা তাহার প্রতিপাদন করা হয়, তথায় পুনরুক্ত দোষ হয়।

অপ্রস্তুত প্রশংসাস্থলে ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রস্তুতার্থের বোধ হইলেও যদি শব্দান্তর দ্বারা অর্থ প্রতিপাদন করা হয়, সে স্থলে পুনরুক্ত দোষ হয়।

উপমার দোষ যথা ;—

"মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশেখর
আভাময় ; তার শিরে ভবের ভবন,
শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে ;
শ্যাম-অঙ্গ শৃঙ্গধর ; স্বর্ণফুলশ্রেণী
শোভে তাহে, আহামরি, পীতধড়া যথা।
নির্ঝর ঝরিত বারিরাশি স্থানে স্থানে
বিশদ চন্দনে যেন চর্চ্চিত সে বপু।" তি, স,

এখানে উপমেয় অপেক্ষা উপমানের জাতি প্রমাণ ও গুণাদির ন্যূনতা দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া (উপমার দোষ। দুষ্ক্রমতা দোষ দুষ্ট।

"কনকবরণী তরুণী চারু।
কোন খানে দৃশ্য না হয় দারু॥
অপরূপ এই প্রমদাতরী।
যৌবন-সাগরে শোভন করি।
ইহার ধনিক বণিক কই।
কহ না আমায় কতেক সই॥" প, উ,

যুবতীর সহিত নৌকার উপমা দিতে গিয়া তরুণী শব্দে তরণী মনে করিয়া দারু শব্দ ব্যবহার করাতে এই উপমাটি বিসদৃশ হইয়াছে। কিন্তু যদি তরণী শব্দে নৌকা বুঝাইত তাহা হইলে উত্তম শ্লেষস্থল হইত। সুতরাং ইহা অবাচকতা দোষের উদাহরণ।

"ব্রহ্মশাপে বল কে কে পায় পরিত্রাণ ?
কে দিবে বল ইহার যথার্থ বিধান।
ইন্দ্র ভগাঙ্গ পায়, চন্দ্রে শশাঙ্ক কয়। (১)
কে কোথা রক্ষা পায় নিরুপায় ভবার্ণবে। (২)
ব্রহ্ম ভুজঙ্গ অঙ্গে যদি পারে দংশিতে। (৩)
কতক্ষণ লাগে বল সে বংশ ধ্বংসিতে॥ (৪)

নারায়ণ লক্ষ্মীতে না পারে রক্ষিতে।
দেখ তার প্রমাণ পরীক্ষা পরীক্ষিতে॥ (৫) নীলকণ্ঠ।

(১) অশ্লীল পতৎপকর্ষ ও ভগ্নপ্রক্রম ও অপুষ্টার্থ দোষ। ইন্দ্রকে ভগাঙ্গ বলায় লজ্জাজনক অশ্লীলতা দোষে দূষিত হইতেছে। কিন্তু ভগবান্ ভগবতী ও ভগিনী প্রভৃতি শব্দের ভগশব্দে ঐশ্বর্য্য-বোধকতা হেতু মনের বিকার জন্মে না; সুতরাং এরূপ স্থলে দোষ হয় না। যথায় শ্রবণ মাত্র অন্তঃকরণের বিকৃতাবস্থা জন্মে, তথায় দোষ হয়। লিঙ্গ ও যোনি প্রভৃতি শব্দ অসদভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হইলেই দোষ হয়; কিন্তু কোন শব্দের যোগে দোষ হয় না। যথা—পদ্মযোনি, অধমযোনি, পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ, সুর্ভগা দুর্ভগা স্ত্রী ইত্যাদি।

(২) নিরুপায় ভবার্ণবে অপুষ্টার্থ (৩) ও ভগ্নপ্রক্রম। (৪) ভুজঙ্গ দংশনে বংশ এককালে লোপ হয় না; কিন্তু ব্রহ্মশাপে এককালে বংশ ধ্বংস হইতে পারে। 'যদি' শব্দদ্বারা অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারের পুষ্টি হয় না। (৫) নারায়ণ ও লক্ষ্মী অভিন্ন, উভয়ের ভেদ প্রতীতি দ্বারা তাঁহাদিগের শক্তির তারতম্য করা হইতেছে সুতরাং অভেদে ভেদ কল্পনা, অতএব অর্থান্তরন্যাসের প্রকর্ষ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সমস্ত অংশ পতৎপ্রকর্ষ দোষে দূষিত।

অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারের অসঙ্গতি যথা—

ত্রিধারা কাব্যে—সুখের হাটের সৌন্দর্য্যের মেলা।

"এই অসংখ্য দ্রব্যপূর্ণ হাটের বিশালতা ভাবিয়া দেখিতে গেলে, মন স্তম্ভিত হইয়া যায়, অন্তঃকরণ আনন্দ মাখা গাম্ভীর্য্যে ভরিয়া উঠে। এই অসীম অনন্ত হাটের অসংখ্য দ্রব্যের মধ্যে প্রত্যেক দ্রব্য অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। অভ্রভেদী অসীমকায় হিমালয়ও যেমন অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে, ক্ষুদ্রতম বালুকা কণাও তেমনি অসীম অনন্ত অপূর্ব্ব সুখ বিক্রয় করিতেছে। কথাটা কিছু অসঙ্গত বোধ হইল?"

সুখের হাটের সৌন্দর্য্যের অর্থ সংসারের সুখ; এই সংসারের প্রত্যেক পদার্থই যদি অসীম অনন্ত সুখ বিতরণ করিত, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ড একটি পদার্থের সুখেই আচ্ছন্ন হইত, তথায় দ্বিতীয় পদার্থের সুখের স্থান সমাবেশ হইত না। হাটের একটি একটি পদার্থের অসীমত্ব ধরিলে, উহা অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষে দূষিত হয়। হাটও অসীম হইতে পারে না;

হাটের প্রত্যেক বস্তুই যদি অসীম অনন্ত সুখপ্রদ হয়, তবে দর্শক ক্রেতা ও বিক্রেতা একটি বস্তু ব্যতীত অপর বস্তুর সুখ দেখিতে পারিতেন না। তাঁহাকে শেষে দুঃখিত হইতে হইত। সুতরাং স্থিতিবিরোধ ও অনবচ্ছেদ জন্য অসঙ্গতি হইল ; অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কারের লক্ষ্য, ভবের হাটের সুসঙ্গতি হইল না। ব্যক্তিবিশেষের রুচি-বিভিন্নতা হেতু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগত আসক্তি জন্মিতে পারে সত্য বটে, কিন্তু তাহা পরিষ্কার করিয়া লেখা উচিত।

কথিতপদতা-দোষে দূষিত

ত্রিধারায় দ্বিতীয়ধারা—"যাহাদের দর্শন লোকে সুফলপ্রদ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদিগকে প্রকৃত পক্ষে ধীর ও শান্তস্বভাব-বিশিষ্ট দেখা যায়। অন্ততঃ এমন কথা বলা যাইতে পারে যে, যাহাদিগকে দেখা লোকে মঙ্গলকর বলিয়া বুঝিয়া থাকে, তাহাদের আকারে উগ্রতা, ঔদ্ধত্য বা চপলতা লক্ষিত হয় না। ধীরতা সংযম ও শান্তি যাহার মূর্ত্তিতে ব্যক্ত, সে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, লোকে কেবল তাহারই দর্শনের সহিত সিদ্ধির প্রত্যাশা সংযুক্ত করিয়া থাকে।"

শুভ ফল প্রাপ্তি হেতু শুভদর্শন, শুভদর্শনের লক্ষণে ধৈর্য্য ও শান্তির প্রতিমা নির্ণীত হইয়াছে। তদ্বিপরীত গুণসম্পন্ন প্রতিমার নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই ; সুতরাং উগ্রতা এবং ঔদ্ধত্যশালী আকৃতি নির্দ্দেশ দ্বারা অবিষয় বিষয়ন্যাস হইতেছে। সেই ব্যক্তির প্রতি বলিলেই স্ত্রী পুরুষ পাওয়া যায়। সুতরাং স্ত্রী, পুরুষ এইরূপ বিশেষ পদে সুস্পষ্ট করিলে কথিতপদতা দোষে দূষিত হয়। 'যাহাদিগকে দেখা' এখানে 'যাহাদিগের দর্শন' এই পাঠ হইবে। স্ত্রী পুরুষ এই দুইটি পদ ব্যক্তি হইতে বিভিন্ন নহে। ব্যক্তি পদ সামান্য (অবিশেষ) স্ত্রী পুরুষ বিশেষ ; সুতরাং অবিশেষে বিশেষ কল্পনা করা হইয়াছে।

কথিত-পদতার গুণত্ব। যথা—

আর্য্য ধর্ম্ম

আর্য্য ধর্ম্মের অপেক্ষা উদারতর ধর্ম্ম মনুষ্যের মনে উদিত হয় নাই—হইতেও পারে না। এ ধর্ম্ম কোন একটি বাক্যে অথবা কোন ঘটনা বিশেষের প্রতি প্রতীতি খ্যাপনে অথবা কোন বিশেষ মতবাদে সম্বন্ধ নহে। ইহার প্রদত্ত শিক্ষা অধিকারি-ভেদে পৃথিবীর সকল জাতির উপযোগী হইতে

পারে। ইহাতে ভীতি-প্রণোদিত বর্ব্বর জাতীয়দিগের অর্চ্চন-বন্দনাদি, বশ্যতাপ্রবণ এবং সম্মিলনপটু যুদ্ধকুশল লোকদিগের দাস্য-সখ্যাদি, ভক্তি-পরিষিক্ত ভাবুক জনের প্রেমবাৎসল্যাদি এবং অধ্যাত্ম-দর্শনোন্মুখ মানবগণের আত্মনিবেদন এবং অভেদ-ভাবাদি অতি প্রোজ্জ্বল রূপেই বিদ্যমান্। আর্য্য ধর্ম্মে যাহা নাই, তাহা অপর কোথাও নাই।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত সামাজিক প্রবন্ধ।

'এ ধর্ম্ম' 'ইহার প্রদত্ত' এবং 'ইহাতে ভীতি' এইরূপ কথিত পদ থাকায় ধর্ম্ম ব্যাখ্যা—বিশেষ প্রসাদ-গুণ-সম্পন্ন হইয়াছে বলিয়া দোষ হইল না।

উদারতা

একজন ব্রাহ্মণ একজন মুসলমানকে বলিতেছেন,—"যে রাম সেই রহিম, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।" মুসলমান বলিতেছেন,—"ঠাকুর যথার্থ কহিয়াছেন, সমস্ত জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের বিভূতিমাত্র, মানুষ ভেদে যেমন আচারভেদ, পরিচ্ছদভেদ, ভাষাভেদ, তেমনি উপাসনার প্রণালীভেদও হইয়া থাকে। সকলেই এক পিতার পুত্র। সেই পিতা ভিন্ন ভিন্ন পুত্রকে ভিন্ন ভিন্ন পোষাক পরাইয়া দেখিতেছেন।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

জাতীয় উক্তিতে গুরুচাণ্ডালী দোষ—দোষ না হইয়া গুণে পরিণত হয়। এখানে মুসলমানের উক্তিতে পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে পোষাক শব্দ প্রযোগ অতি উত্তম হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দের পরিবর্ত্তে 'রকম রকম' শব্দ দিলে গুরুচাণ্ডালী দোষ হইত না বটে, কিন্তু মুসলমানের কথায় জাতীয়তা থাকিত না এবং মুসলমানের ভাষায় পোষাক অপরিবৃত্তিসহ।

নিষেধ ও প্রশ্নবোধক নঞ্‌ ব্যবহার

শাস্ত্রাচার

"কেহ কেহ বলেন, যে শাস্ত্রীয় বিধি সকল আমাদিগকে অশেষবন্ধনে সম্বদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। উহা একবারেই আমাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিয়াছে; কিন্তু শাস্ত্রাচার স্বাধীনতা নষ্ট করে না, উহার দ্বারা জড়তার হ্রাস হওয়াতে প্রকৃত স্বাধীনতার বৃদ্ধিই হয়। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া

যাইতেছে। * * * যাঁহারা শাস্ত্রের বিধি পালন পূর্ব্বক নিদ্রাভঙ্গ হইলেই ঈশ্বর স্মরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করেন এবং প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করতঃ স্নান করিয়া আইসেন, তাঁহাদের শীত ভীতি থাকে না, জড়তা থাকে না, কার্য্য ক্ষমতা উদ্রিক্ত হয় এবং সমস্ত দিন স্বচ্ছন্দে যায়। কাহারা স্বাধীন? শীত-ভীতেরা? না প্রাতঃস্নায়ীরা?

বিশেষ ভাবিয়া দেখিলে পৃথিবীর কোথাও সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুষ্য হয় সামান্য প্রবৃত্তির, না হয় বিধি ব্যবস্থার বাধ্য হইয়া থাকে। এ দু'য়ের মধ্যে অবিচারিত প্রবৃত্তির বশ হওয়া অপেক্ষা, বিচারিত বিধির বশ হওয়া শ্রেয়ঃ।"

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত আচার প্রবন্ধ।

একস্থানে দুটি নঞ্ থাকিলে শব্দের প্রকৃতার্থ বুঝাইয়া দেয়, একটী নঞ্ থাকিলে বিপরীত অর্থ বুঝায়। 'কিন্তু' বাচক শব্দের পর না হয় 'কিংবা' প্রশ্নার্থক না এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইলে প্রশ্ন অথবা সমুচ্চয় বা পরার্থ বুঝায়। এখানে তাহাই হইয়াছে।

৩৯। একটী ক্রিয়ার সহিত সমুচ্চয়ের অন্বয় স্থানে প্রত্যেক পদে সমুচ্চয়-বোধক ও এবং বা দিতে হয় না। শেষ পদের পূর্ব্বে দিতে হয়। যথায় এই রীতির বিরুদ্ধ হয়, তথায় সমুচ্চয়ভঙ্গ দোষ কহে। নির্দ্দোষিতার উদাহরণ এই।

সাত্ত্বিক বীরতা

আর্য্য হিন্দুর বীরতা এইরূপ। ধৃষ্টতায় উপেক্ষা, অপকর্ম্মে ঘৃণা, সত্যে নিষ্ঠা, শরণাগতদের প্রতিপালন, মরণে নির্ভীকতা, যশোরক্ষায় যত্ন, ধর্ম্ম-প্রভাবে বিশ্বাস, এবং পরম অপরাধীর প্রতি ক্ষমা। এই সাত্ত্বিক বীরতা। এই বীরতার প্রকৃতি আর কোন জাতি এমন সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে সমর্থ হয় নাই। ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ।

গর্ভিত পদতাদি দোষ

"শচী কহে চপলারে গঞ্জনা দিয়োনা মারে * (১)
সুখে আছে সুখে থাক কাম।* (১)
এ পীড়া হৃদয়ে ধরি স্বর্গপুরী পরিহরি
পুরাইতে কিবা মনস্কাম॥
ভাবনা যাতনা নাই সদা সুখী সর্ব্ব ঠাঁই
চিরজীবী হউক সেজন।
রতির কপাল ভাল সুখে আছে চিরকাল
সহেনা সে এ পোড়া যাতন॥ * * (২)
প্রদ্যুম্ন কৌশল কিবা আমারে শিখায়ে দিবা
সদা সুখ চিত্তে কিসে হয়।
কিরূপে ভুলিব সব তুমি যথা মনোভব
নিত্য সুখী নিত্য হাস্যময়॥
কন্দর্প অপাঙ্গঠারে শাসাইয়া চপলারে
সসম্ভ্রমে শচী প্রতি কয়। * * * (৩)
সুখ দুঃখ ইন্দ্রিয়ায় সকলি বাসনা নিয়া
সুকৃতির আয়ত্ত সে নয়॥
ছাড়িয়া নন্দন বনে কোথায় সে ত্রিভুবনে
জুড়াইবে কন্দর্পের প্রাণ।
কামের বাঞ্ছিত যাহা নন্দনে ভিতরে তাহা
না পাইব গিয়া অন্য স্থান॥
সেবি সে অসুর নর, কিবা দেবী কি অমর
তাই স্বর্গ না পারি ছাড়িতে।
যার যেথা ভালবাসা তার সেথা চির আশা
সুখ দুঃখ মনের খনিতে॥

সে কথা বৃথা এখন আসিয়াছি যে কারণ
শুন আগে বাসব-রমণি। (৩)
আসন্ন বিপদ জানি আপন কর্ত্তব্য মানি
জানাইতে এসেছি অবনি॥
নির্দ্দয় অদৃষ্ট অতি এখনো তোমার প্রতি
শুনে চিত্তে ঘুচিল হরিষ।
কর্ত্তব্য যা হয় কর না থাক অবনিপর
নিকটে আসিছে আশীবিষ॥
শচীর অদৃষ্ট মন্দ আছে কি শচীর ধন্দ (৪)
সে কথা জানাতে আইলা মার।
স্বর্গ তেজি ধরাবাস ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব নাশ
ইহা হ'তে অভাগ্য কি আর॥
শুনিয়া কন্দর্প কয় এই যদি কষ্ট হয়
না জানি সে কি বলিবে তায়।
ঐন্দ্রিলা সেবিতে যবে রতি সহচরী হবে (৪)
অর্ঘ্য দিবে বৃত্রাসুর পায়॥
ক্ষমা কর সুরেশ্বরি একথা বদনে ধরি
চেতাইতে বলিতে সে হয়।
স্বকর্ণে শুনেছি যত ঐন্দ্রিলার মনোরথ
তাই মনে পাই এত ভয়॥" বৃত্রসংহার।

(১) মার ও কন্দর্প ইহা নবীকৃত হইলেও সন্দিগ্ধদোষে দূষিত। একপ স্থলে সর্ব্বনাম পদপ্রয়োগ উচিত।

* * 'প্রদ্যুম্ন কৌশল কিবা' এই বাক্য আরম্ভের পূর্ব্বে চপলার কথা প্রতিরোধ করিয়া কন্দর্পকে সম্বোধন পূর্ব্বক শচীর বাক্য আরম্ভ করা উচিত ছিল। এজন্য এখানে প্রক্রমভঙ্গ এবং গর্ভিতপদতা দোষ ঘটিয়াছে।

(২) এই স্থানে শচীর উক্তি। তিনি কন্দর্পের প্রতি চপলার বিদ্রূপ বাক্য শুনিয়া তাহাকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু নিজের উক্তির বিরাম অথবা কন্দর্পের বাক্যারম্ভের কোন প্রকার সূচনা করিলেন না। সুতরাং এখানে একজনের একটা উক্তি প্রত্যুক্তির সূচনা আবশ্যক। নতুবা পুনর্ব্বার শচীর উক্তির শোভা পায় না। এখানে আর একটা বাক্যের আকাঙ্ক্ষা করিতেছে; সুতরাং সাকাঙ্ক্ষদোষ দুষ্ট। শচী যেন চপলার হাস্য পরিহাস অগ্রাহ্য করিয়াই কন্দর্পকে কহিতেছেন, 'প্রদ্যুম্ন কৌশল কিবা আমারে শিখায়ে দিবা' ইত্যাদি দেখ। অনবসরে অবসরত্ব এবং গর্ভিত পদতা দোষও আছে।

৩। শচীর সহিত কন্দর্পের জ্যেষ্ঠপিতৃব্যপত্নীত্ব (অর্থাৎ মাতৃত্ব) সম্বন্ধ। কন্দর্প তাঁহাকে ইন্দ্রপ্রিয়া অথবা বাসবপত্নী বলিয়া সম্ভাষণ করিতে অসমর্থ। ইহা অনৌচিত্যের উদাহরণ।

(৪) অসামাজিকতা।

উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব—

৪০। যে উদ্দেশ্য পদের যেটি বিধেয় পদ, যদি তাহার সহিত সেই উদ্দেশ্য পদের অন্বয় না ঘটে, তাহাকে উদ্দেশ্য প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব কহে। যথা—

"কাঁন্দিতে, কাঁন্দিতে ক্রমে ভাবাবেশে মূরছিত হইলা।
পার্থের বক্ষে দুই বক্ষ সম্মিলিত কি শক্রর, কি কঠোর॥"

নবীন সেন কৃত (প্রভাস কাব্য)।

কি শক্রর কি কঠোর এই বিধেয় পদের উদ্দেশ্য পদ নাই। কাহার সহিত অন্বয় হইবে? এখানে হৃদয় উহ্য করিলে অর্থ ব্যাখ্যা যায় না। কারণ 'দুই বক্ষ সম্মিলিত' এইরূপ প্রয়োগ আছে।

অঙ্গীর অননুসন্ধান

৪১। যে ব্যক্তির বা যে বিষয়ের বর্ণন হয়, তাহা পরিত্যাগ করিয়া, অন্যের আক্ষেপকে অঙ্গীর অননুসন্ধান দোষ কহে। যথা—

"নিরখিয়া সে সৌন্দর্য্য নিরখিয়া সে আলোক
নাথ! সেইরূপ সুধা নেত্রে করি পান,

জীবন সৌন্দর্য্যময়, জীবন আলোকময়,
জীবন সে সুধাময়, করিবে প্রদান
সুধাময়ে সুধাপূর্ণ কর মনস্কাম।"

নবীন সেন কৃত (প্রভাস কাব্য)।

এখানে কে কাহাকে কি প্রদান করিবে, তাহার নির্দ্দেশ নাই। কে সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছে? এখানে জরৎকারুকে আক্ষেপ করিলেও অর্থ সঙ্গতি হয় না। সুতরাং অঙ্গীর অননুসন্ধান দোষ হইল।

যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি বিরহিত বাক্যের উদাহরণ। চ্যুত-সংস্কৃতির আদর্শ। যথা—

"আমরা অবলাগণে দেয় বলিদান।" রৈবকক।
"আমি নারি—অনার্য্যা আমার ছায়া।" কুরুক্ষেত্র।
"পড়েছিলি, আমি ক্ষুদ্র শুক্তির হৃদয়ে।" কুরুক্ষেত্র।
"হায়! নিদারুণ বিধি, করি পিতৃহীন
অকালে আমরা তিনজন"। প্রভাস।

বলিদান দেওবার কর্ম্ম 'আমরা' কখনই হইতে পারে না। ইহা যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষা বিরহিত। ছায়া—অনার্য্যা এই বিশেষণ পদটি কাহার সহিত অন্বিত তাহা বুঝা যায় না; সুতরাং আকাঙ্ক্ষা-বিরহিত। 'আমি' কর্ত্তার ক্রিয়া পড়েছিলি হয় না। আমাদিগের তিন জনকে কর্ম্ম না বলিয়া 'আমরা তিন জন' বলায় দোষ হইয়াছে। কর্ম্মপদ স্থলে কর্ত্তৃপদের প্রয়োগ হয় না।

সম্বন্ধে	অসম্বন্ধ	ইত্যাদি অসঙ্গত কথার বর্ণন স্থলে শ্লেষ, অতিশয়োক্তি, অর্থান্তরন্যাস, অপ্রস্তুত-প্রশংসা বিশেষোক্তি, বিরোধ এবং অসঙ্গতি প্রভৃতি অলঙ্কারের সন্নিবেশ দ্বারা ব্যঙ্গার্থের চমৎকারিত্ব বিধান করিতে হয়। উহার বিপরীত স্থল সঙ্গতি বিরহিত দুষ্ট বাক্য বলিয়া পরিগণিত।
অসম্বন্ধে	সম্বন্ধ	
ভেদে	অভেদ	
নিয়মে	অনিয়ম	
অনিয়মে	নিয়ম	
পাত্রে	অপাত্রতা	
অপাত্রে	পাত্রতা	
অবাস্তবিকে	বাস্তবজ্ঞান	
অবিষয়ে	বিষয়	
বিশেষে	অবিশেষ	

এলাম এ ভবহাটে হাটক কিনিতে।
কাচ পেয়ে ভুলিলাম নারিনু চিনিতে॥
ছিন্নবাসে তালি দিতে দুখ কত কব।
খণ্ড খণ্ড করিলাম কাশ্মীর বাঙ্কব॥ কৃষ্ণকিশোর।

অবিশেষে বিশেষ সমর্থন অপ্রস্তুত প্রশংসা।

অর্থান্তরন্যাসের সুসঙ্গতি—পারিবারিক সুখ

আমাদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা আমার চক্ষে ভাল লাগিয়াছে। যে জন্য এবং যেরূপ ভাল লাগিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। যদি প্রবন্ধগুলিতে মনের কথা ঠিক করিয়া বলিতে পারিয়া থাকি, তবে স্বজাতীয় অন্য ব্যক্তির মনেও স্ব স্ব পারিবারিক অবস্থা ভাল বলিয়া বোধ হইতে পারে এবং তাহা বোধ হইলে এই পরাধীন, হীনবীর্য্য, অবজ্ঞাত-জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করা চিরন্তন বিড়ম্বনা বলিয়া বোধ হইবে না। কারণ উপাসনাপ্রণালীই বল, আর ধর্ম্মপ্রণালীই বল, আর সামাজিক প্রণালীই বল, আর শাসনপ্রণালীই বল, এক পারিবারিক ব্যবস্থা সকলের নিদানভূত।

আমাদের পারিবারিক সুখ অধিক—এটি নিতান্ত অল্প কথা নয়। যদি পারিবারিক সুখ অধিক তবে ধর্ম্মও অধিক; এবং ধর্ম্ম অধিক থাকিলে কখন না কখন অবশ্যই মহিমশালিতা জন্মিতে পারে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত পারিবারিক প্রবন্ধ।

বিরুদ্ধ বাক্যের গুণত্ব

(সহিষ্ণুতা)

"কষ্টস্বীকার সর্ব্বধর্ম্মের মূলধর্ম্ম। সহিষ্ণুতা সকল শক্তির প্রধান শক্তি।" যে ক্লেশ স্বীকার করিতে পারে, তাহার অসাধ্য কিছুই থাকে না। ভূতনাথ দেবাদিদেব চিরতপস্বী, এই জন্য মহাশক্তি ভগবতী তাঁহার

চিরসঙ্গিনী। রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিলোকবিজয়ী, দ্বীপনিবাসী পরস্বাপহারী রাক্ষসের হস্ত হইতে মহা-লক্ষ্মীর উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত পুষ্পাঞ্জলি।

দৃষ্টান্তের দৃঢ়ীকরণে ক্রিয়া না থাকিলেও পরবর্ত্তী সমর্থন বাক্যের দ্বারা পূর্ব্ব বাক্য সংরক্ষিত হয়।

শব্দ পরিবৃত্তি-অসহত্বের উদাহরণ। যথা,

হে বাবা ত তুমি বহুদিন ধরি—
পুতুলগুলি আমার—
দেখ নাই।— কুরুক্ষেত্রে ৩৮ পৃঃ।

হায় মা ত ধীরে ধীরে নিবিছে এ চিতাগণ
আমাদের বক্ষচিতা কি এরূপে নির্ব্বাপণ
হইবে মা! নবীন সেন কৃত কুরুক্ষেত্র।

তুমি ত স্থানে 'ত তুমি' এরূপ পদ্যাংশ দোষ দুষ্প্রযুক্তের উদাহরণ। দণ্ডীর মতে ইহা কবিত্ব নহে, গোত্র। চিতাগণ এরূপ পদ বঙ্গভাষায় প্রয়োগ হয় না। গণ শব্দ বহুত্ববোধক হইলেও ইহা নির্জ্জীব পদার্থের প্রতি ব্যবহৃত হয় না। চিতাগণের পরিবর্ত্তে চিতাসমূহ দেওয়া উচিত ছিল। (অপরিবৃত্তি-সহত্ব দোষ)।

বিশেষণের ভিন্ন লিঙ্গত্ব

(সংস্কৃত মাতৃকতা)

বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সহিত সংস্কৃত রত্নাকর হইতে বহুপরিমাণে শব্দরত্নের উদ্ধার হইয়া চলিত ভাষায় মিশিয়া যাইবে। এইরূপ হইতে হইতে আমাদের বিভিন্ন ভাষাগুলি পরস্পর সমীপবর্ত্তী বই দূরবর্ত্তী হইবে না, অর্থাৎ ভাষা সমস্ত একতার দিকেই চলিবে। ভারতবাসীর চলিত ভাষা-গুলির মধ্যে হিন্দি—হিন্দুস্থানীই প্রধান এবং মুসলমানদিগের কল্যাণে উহা সমস্ত মহাদেশব্যাপক। অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে.

উহাকে অবলম্বন করিয়াই কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যকালে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষা সম্মিলিত থাকিবে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত সামাজিক প্রবন্ধ।

'ভাষা' শব্দের পর গুলি শব্দ থাকায় সমীপবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী বিশেষণদ্বয় বিভিন্ন লিঙ্গ হইলেও চ্যুতসংস্কৃতি দোষে দূষিত হয় নাই।

অনবীকৃতের দোষ-শূন্যতা

(দেশীয় শিল্প)

দেশীয় শিল্পনাশ হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধনক্ষয় হইতেছে। দেশীয় শিল্পীরা সমাজের আশ্রিত বলিয়া আমাদের অবশ্য পোষ্যের মধ্যে গণনীয়। দেশীয় শিল্প দেখিতে কিছু অপকৃষ্ট বা অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য হইলেও আমাদের কিছু ক্লেশ ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তাহাই ক্রয় করা উচিত। বিদেশপ্রসূত শিল্পদ্রব্য একেবারেই কেনা উচিত নয়।

ঐ ঐ। সামাজিক প্রবন্ধ।

এই প্রস্তাবে শব্দের অনবীকৃত দোষ থাকিলেও সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ তাদৃশ প্রয়োগ দুষ্ট নহে।

ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কথা—

কোথা ব্রহ্মা কোথা বিষ্ণু কোথায় বা শিব
বৈদিক দেবতাগণ? কাহার আশ্রয়
লইব? আশ্রয় আজি কে দিবে আমার?
ওই আসে। ওই আসে? আবার চীৎকার
করিলা দুর্ব্বাসা ভয়ে। (১)

* * * *

হে রাজর্ষি! মহাদেব! কে তুমি! কে তুমি!
দিবে না, দিবে না, না, না, দুর্ব্বাসা তোমায়
পশিতে হৃদয়ে তার! পশিলে হৃদয়ে!
কে তুমি? কে তুমি? কৃ—ষ্ণ সুমধুর নাম

গাইলেন ভদ্রা পার্থ। সুমধুর নাম
উচ্চারিতে ধীরে ধীরে সেই বিকৃত বদন
হইল প্রশান্ত স্থির। পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত
পাপমুক্ত ঋষি চলি গেল শান্তিধাম।

ইহা পদ্য কি গদ্য তাহাতে সংশয় জন্মে, সুতরাং অশক্তিকৃতের উদাহরণ। (ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথার জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্তস্থল)। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের নামে মুক্তি হয় না, এ কথা আর্য্য-শাস্ত্রের একান্ত বিরুদ্ধ। কৃষ্ণ কি বিষ্ণুমূর্ত্তি হইতে পৃথক্? আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য এই যে, স্বধর্ম্মের আশ্রয় করিয়া বা অভিষ্ট দেবতার নাম উচ্চারণ বা মনন বা শ্রবণ করিতে করিতে যদি কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তাহাতেই তাহার মঙ্গল ও মুক্তি হয়। পরধর্ম্ম আশ্রয় করিলে অশুভ নরক প্রাপ্তি ঘটে। ধর্ম্মের পথ পৃথক্ পৃথক ঋজু ও কুটিল হইলেও নদীসকল যেমন নানা পথগামিনী হইয়াও শেষে মহাসমুদ্র প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণ অবসানে সেই একমাত্র পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হন।

ধর্ম্মে রক্ষা

ধর্ম্মের সহিত সুখের যে সম্পর্ক তাহা দূর সম্পর্ক। কখন কখন বহু অনুসন্ধানেও তাহা দেখা যায় না। অতএব ধর্ম্মে সুখ, তাই ধর্ম্ম করিবে, আর অধর্ম্মে দুঃখ, তাই অধর্ম্ম করিবে না, একথা না বলিয়া, বলিতে হইবে যে, ধর্ম্ম হইতেই রক্ষা হয়, তাই ধর্ম্ম করিবে; আর অধর্ম্ম হইতে বিনাশ হয়, তাই অধর্ম্ম করিবে না। ধর্ম্ম ধারণ করে বা রক্ষা করে। হাতে হাতে সুখ দেয় না।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সি, আই, ই, প্রণীত সামাজিক প্রবন্ধ।

'তদ্' এই সর্ব্বনামের গ্রাম্য প্রয়োগ 'তাই' বলায় গ্রাম্যতা দোষ দুষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ উহা তাদৃশ দুষ্ট নহে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, এখানে ঐহিক সুখের কথাই বলা হইতেছে।

ধর্ম্মে বলবৃদ্ধি

সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই দেখা যায় যে, যে সময়ে যে জাতির হৃদয়ে ধর্ম্ম ভাবের প্রাবল্য হইয়াছে অর্থাৎ যে সময়ে যে জাতি স্বকীয় শাস্ত্রবিধি পালনে একাগ্রচিত্ত হইয়াছে, সেই সময়ে সেই জাতির ভোগসুখাভিলাষ

ন্যূন হইয়াছে, আত্মসংযম দৃঢ় হইয়াছে এবং সেই সময়েই সেই জাতির বল সংবর্দ্ধিত হইয়াছে। ঐ ঐ সামাজিক প্রবন্ধ।

যদ্ তদ্ শব্দের সাকাঙ্ক্ষতা হেতু যদ্ শব্দের বহুবার প্রয়োগেও কথিতপদত্ব দোষ হয় নাই।

যদ্ শব্দের কালবাচকতার পরে আবার তদ্ শব্দের কালবাচকতা আবশ্যক

(সম্মিলন)

যখন কোন শুভ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত স্বয়ং ইচ্ছা করিতেছ, যদি অপর কাহাকেও সেই বা তাদৃশ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত ইচ্ছুক দেখ, তবে অন্যান্য বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও (১) তাঁহার সহিত সম্মিলিত হও। ৺জগন্নাথ দেবের রথরজ্জুতে অনেকের সহিত একমন হইয়া হাত দিতে হয়, নচেৎ রথ চলে না। —সামাজিক প্রবন্ধ।

(১) এখানে 'তাঁহার' শব্দের পূর্ব্বে 'তখন' এই শব্দ প্রয়োগ করা উচিত।

সর্ব্বনামের অসঙ্গতি

(অসূয়া)

স্বজাতীয়ের নিন্দা করা, স্বজাতীয়ের দোষ ধরা, স্বজাতীয়ের অনুবর্ত্তন না করা, ইহাই আমাদের মর্ম্মগত মহাপাপ এবং আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফল ও তাহার প্রায়শ্চিত্ত। যখন আমাদের প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হইবে (২), তখনই আমরা স্বদেশীয় মহাত্মাদিগের গুণগরিমা দেখিতে পাইব। —সামাজিক প্রবন্ধ।

(২) প্রায়শ্চিত্তের নাম নির্দ্দেশ নাই। পাপের হেতু ও নাম নির্দ্দেশ হইয়াছে, কিন্তু নিষ্কৃতিজনক প্রায়শ্চিত্তের নাম নির্দ্দেশ হয় নাই। এখানে হেতুর ফলসাধকতা দেখান উচিত ছিল। 'ঐ পাপের অবশ্যম্ভাবী ফলও প্রায়শ্চিত্ত' 'ঐ সর্ব্বনাম' ও এই দুই পদের সহিত বিশেষ সঙ্গত হয় নাই।

প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতার উদাহরণ

আদিম অসভ্য বাবুই, মধুমক্ষিকা বা বীবর যে এ প্রকার কৌশল একেকালে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা সম্ভাবিত নহে। বাবুই পক্ষীর নীড়, মধুমক্ষিকার মধুচক্র ও বীবরের বাসগৃহ বহুকালের অভিজ্ঞতার

ফল এবং ভবিষ্যতে যে আরও উত্তম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে ? নীলমণি ন্যায়ালঙ্কারের নীতিমঞ্জরী—

'আদিম অসভ্য বাবুই' বলায় এখনকার বাবুই প্রভৃতি যেন সভ্য হইয়াছে বোধ হয়, কিন্তু তাহারা সভ্য হয় নাই। সুতরাং প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধ দোষ হইয়াছে। বাবুই, মধুমক্ষিকা বা বীবর পভৃতির শিক্ষা স্বাভাবিক বা ঈশ্বরদত্ত। গতানুগতিক ন্যায় নহে। এখানে হাস্যাদি নহে। প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধ দোষ।—অর্থাৎ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কথা—কারণ সদ্যঃপ্রসূত গোবৎসের চলন ও স্তন্য-দুগ্ধ পান, সদ্যঃপ্রসূত বানর-শিশুর বৃক্ষশাখা ধারণ ও সিংহ শাবকের হস্তীর কুম্ভবিদারণ কেহই শিক্ষা দেয় না। উহা প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতার উদাহরণে কেবল অদ্ভুতরস ও স্বপ্ন শোভা পায়।

হেতুগর্ভ বচনের নিষ্ফলত্ব

সহিতে নারিবে ভার বাজিবে শরীরে ;
স্নিগ্ধ হও কিছুকাল মহীর সমীরে ,
স্বর্গের অনিল তুল্য নহে এ সমীর,
তথাপি জুড়াবে, বৎস হইবে সুস্থির। বৃত্রসংহার।

এখানে দ্বিতীয় সমীর কথিতপদতা দোষে দূষিত, 'এ সমীর' স্থলে 'উহা' এইরূপ সর্ব্বনামের প্রয়োগ আবশ্যক। 'মহীর সমীরে স্নিগ্ধ হও' বলাতেই স্নিগ্ধত্বের সম্ভাব আছে। 'তথাপি জুড়াবে বৎস, হইবে সুস্থির' এই হেতুগর্ভ বিশেষণেরও সফলতা দেখা যায় না।

নঞের পর্য্যুদাস (অবাচকতা ও অপুষ্টার্থত্ব।)

অন্য অস্ত্রে দেব অঙ্গ বিভিন্ন না হয়।
শবের ত্রিশূল চিহ্ন অচিহ্ন এ নয়॥ বৃত্রসংহার।

নঞর্থে না এইরূপ বিপরীত অর্থ হয়। যথা—অব্রাহ্মণ যে ব্রাহ্মণ নয়।

কবির মনের ভাব এই যে, অচিহ্ন অর্থাৎ কুচিহ্ন নহে। যেমন অকাজ অর্থে কুকাজ এখানে বাঙ্গালা শব্দ নহে, সংস্কৃত নঞের সহিত সমাস হওয়াতে কুৎসিত অর্থের প্রতীতি হইতেছে না। অপুষ্টার্থত্ব ও অবাচকতা বশতঃ নঞ্ প্রতিষেধ হেতু (পর্য্যুদাস) হইল।

পাত্রানৌচিত্য ও গ্রাম্য

চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননি ;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসব ঘরণি

পারিব ধরিতে বক্ষে আরো শতবার
তব আশীর্ব্বাদে শিব-ত্রিশূল-প্রহার। বৃত্রসংহার।

জননীকে 'বাসবঘরণী' একপ নাম নির্দ্দেশপূর্ব্বক সামান্য লোকের কথোপকথন পুত্রের পক্ষে নিতান্ত উপহাস ও অবজ্ঞার পরিচয়।

অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ও নির্হেতুত্ব

স্বর্গের নন্দন তুল্য পূর্ণ পুষ্পাস্রাণ ;
চারু মনোহর লতা, পল্লব মধুর ;
পক্ষী কল কাকলিত নিকুঞ্জ মঞ্জুর ;
মোহকর মনোহর সুস্নিগ্ধ বাতাস ;
কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূরণ প্রকাশ বৃত্রসংহার।

এখানে পূর্ণপদের সার্থকতা নাই। চারু বা মনোহর এই দুই পদের একটি অধিক, পক্ষী কল-কাকলিত পদদ্বারা কাকলির বিশেষার্থে কিছু পুষ্ট হয় নাই। 'কিরণ জিনিয়া চন্দ্র পূর্ণ-প্রকাশ?' এই পদের সহিত কাহার কি সম্বন্ধ আছে, তাহার নির্দ্দেশ নাই সুতরাং অসম্বন্ধে সম্বন্ধ।

সামান্য-বিশেষের অভিন্নতা—

কহ মাতঃ শ্বেতভুজে স্বয়ম্ভুনন্দিনি
কি হইল অতঃপর বৈজয়ন্ত ধামে ?

শ্বেতভুজ বলায় অসাধারণ গুণ বুঝাইল ; উহা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গশুভ্রা সরস্বতীকে বুঝানই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু বিশেষদ্বারা সামান্যের প্রতীতি হয় না। যেমন বুদ্বুদশ্রেণী পদে সমুদ্র বুঝায় না। নীলকণ্ঠ, মদিরাক্ষী ও কৃষ্ণকেশী বলিলে কি সর্ব্বাঙ্গ নীল, সর্ব্বাঙ্গ লোহিত ও সর্ব্বাঙ্গ কৃষ্ণ বুঝায় ?

অসঙ্গতিত্ব ও অপ্রাকৃতিক বিষয়বস্তু—

প্রবাহিল শ্বেতস্বচ্ছ, অমর-শোণিত
দেব অঙ্গে বহিল তরঙ্গাকারে ধারা
মনোহর সৌরভে পূরিয়া অপরূপ।
অক্ষত দেবের তনু অস্ত্রের আঘাতে

(অশরীরী মারুত যেমন) ছিন্ন নহে
ক্ষণকাল সে ভীম প্রহারে ; কিন্তু দেহ
দহে অস্ত্র দাহে ! দহে যথা নরদেহ
কূট হলাহলে ঘোরতর। বৃত্রসংহার।

রক্ত শ্বেত নহে, দেবতার গাত্রের রক্ত যে শ্বেত, তাহাও কোন পুরাণে লিখিত নাই, ইহা অপ্রাকৃতিক ঘটনা। সৌরভে পুরিয়া 'অপরূপ' পদের সহিত কোন পদের সুসঙ্গতি হয় না। সৌরভ শব্দে সম্বন্ধ, তাহার রূপ প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। রক্তের লৌহিত্য প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তাহারও অপলাপ হইয়াছে ; সুতরাং প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ অপ্রাকৃতিক বিষয় সম্বন্ধ দোষে দূষিত।

রীতিবিপরীত (Violation of style.)

৪২। যে রীতি অনুসারে সচরাচর প্রয়োগ দেখা যায়, তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইলে, রীতিবিপরীত নামে দোষ বলা যায়।

যথা ;—"তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় আনয়ন কর। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশানুসারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। (রাজা প্রত্যেক ফল ভাঙ্গিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমন করিয়া এক মণিকারকে ডাকাইয়া রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ) অতএব তুমি ধর্ম্মপ্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নিরূপণ করিয়া দাও।" বে. প, বি,

( ) এই বন্ধনীর মধ্যস্থিত বাক্যে ভাঙ্গিয়া, ডাকাইয়া আজ্ঞা দিয়া—এবংবিধ অসমাপিকা ক্রিয়া বার বার না দিয়া বিভিন্নরূপ ক্রিয়া বা বাক্যভঙ্গী করা উচিত। অনেকবার অসমাপিকা ক্রিয়া দিলে ভাল হয় না।

দিলীপ অলঙ্কৃত হইয়া গলে মাল্য ধারণ করিয়া এবং হংসচিত্রিত বিচিত্র দুকূল-যুগল পরিধান করিয়া, রাজলক্ষ্মী বধূর বরের ন্যায় দর্শনীয় হইয়া সুসজ্জিত হইলেন। হিরণ্ময় আদর্শতলে নেপথ্য-শোভা সন্দর্শন কালে তাঁহার মুকুট-প্রবিষ্ট প্রতিবিম্ব অবলোকন করিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন রবিকর-স্পৃষ্ট সুমেরু পর্ব্বতে কল্পতরু প্রতিফলিত হইয়াছে। চন্দ্রকান্ত কৃত রঘুবংশ।

এখানেও 'হইয়া' 'হইয়া' এইরূপ অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ অনেকবার হইয়াছে। অতএব রীতি বিরুদ্ধ।

অনবীকৃত দোষ একটি সম্পূর্ণ শব্দ ব্যতিরিক্তে হয় না; কিন্তু রীতি-বিপরীত দোষ একটী বর্ণগত হইতেও পারে।

অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধের ভাণ

নদী তীরে আমার সে সুরম্য আরাম।
তথা এক তালবৃক্ষ আছে অভিরাম ॥
আষাঢের দ্বিপ্রহরে সেই বৃক্ষোপরি।
রাখিলাম বহুধন মহাযত্ন করি ॥
মম উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত ব্যবহারে।
অনায়াসে গ্রহণ করিতে তাহা পারে ॥ বিদ্যাকল্পদ্রুম।

অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধের ভাণ হইলেও ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা এই বুঝাইতেছে যে, আষাঢ মাসের দ্বিপহর বেলায় মস্তকের ছায়া বস্তু মাত্রের পদতলে পতিত হয়; সুতরাং ধনরাশি বৃক্ষমূলে নিহিত আছে, মস্তকে নাই, এই বিপরীত অর্থ করিয়া লইতে হইবে;

ইহার বক্তৃবোদ্ধব্যবাচকাদি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা।—আষাঢ, দ্বিপ্রহর ও বৃক্ষের উপরি এই কয় শব্দের সংযোগে 'রাখিলাম' এই অর্থের বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, উত্তরাধিকারিগণের পক্ষে ধন সংস্থাপনের দিন ও ক্ষণ নির্দ্দেশের আবশ্যকতা নাই; প্রাপ্তির সময় ও স্থান নির্দ্দেশ করাই শ্লোকের তাৎপর্য্য। এই কবিতাটী দ্বারা ভোজরাজের সভাসদগণ মহাকবি কালীদাসের বিদ্যা পরীক্ষা করিতেছেন; সুতরাং ইহাতে ক্লিষ্টত্ব, নিহতার্থত্ব, অসমর্থত্ব প্রভৃতি দোষ বক্তৃবোদ্ধব্য বৈশিষ্ট্য স্থল হেতু দুষ্ট বলিয়া গণ্য হয় না। বরং গুণেই পরিণত হয়। ইহা ভোজপ্রবন্ধের সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ।

অপ্রযুক্ততা ও ক্লিষ্টত্বের গুণত্ব—

"মথিলে মকরধ্বজ আমার কারণ,
মমাগ্রে উচিত বহুমার্গগা বহন?
সেই ভাব-কুটিলারে কর অনুনয়,
আলিঙ্গন দানে তার বাড়াও প্রণয় ॥"
এতবলি রোষে যাঁরে তিরস্কার করি।
"কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহ ছাড়" কহে রমাগৌরী ॥

লজ্জাহীন সেই দেব হয়ে কৃপাবান্।
নিয়ত করুন তব মঙ্গল-বিধান ॥

দুর্গাদাস রায় কৃত রত্নাবলী নাটিকার সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ।

মকরধ্বজ=কন্দর্প ও সমুদ্র। বহুমার্গগা=সরস্বতী ও গঙ্গা (অর্থাৎ ত্রিপথগা) ভাবকুটিলা বক্রোক্তিচতুরা, স্বভাবতঃ বক্রগামিনী, কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহ—রমাপক্ষে—কৃষ্ণ সম্বোধন পদ, কণ্ঠগ্রহ কণ্ঠাশ্লেষ, গৌরীপক্ষে কৃষ্ণকণ্ঠ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ সম্বোধন পদ, গ্রহ=আগ্রহ; বহুমার্গগা ও ভাবকুটিলা পদে সরস্বতী ও গঙ্গা অর্থ বুঝিতে ক্লিষ্টতা দোষ উপস্থিত হয় বটে কিন্তু রমা ও গৌরীর বাক্য ভঙ্গীতে সরস্বতী ও ত্রিপথগা অর্থ অনায়াসে বোধ হয়; অধিকন্তু বহুমার্গগা এবং ভাবকুটিলা পদদ্বয়ে ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিত্ব হেতু ক্লিষ্টতা দোষ গুণে পরিণত হইয়াছে।

কৃষ্ণকণ্ঠগ্রহ এই পদে শ্লেষালঙ্কারের চমৎকারিত্ব থাকায় রমার পক্ষে প্রথম পদ সম্বোধন রাখিয়া কণ্ঠগ্রহপদে তৎপুরুষ সমাস। গৌরীপক্ষে গ্রহ পদটি বিচ্ছেদ করিয়া পূর্ব্বপদদ্বয়ে সম্বোধন রাখিয়া বহুব্রীহি সমাস করায় বরং কবিতার মাধুর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। কৃষ্ণকণ্ঠ শব্দে নীলকণ্ঠ এইরূপ অর্থ ঝটিতি বোধ হেতু অপ্রযুক্ততা দোষে দূষিত হয় নাই।

বিশেষণাভাবে অর্থের অসঙ্গতি

মহা সমারোহে রাজা দশদিন পরে
সাধিলা ক্রিয়া সেই উপবনে;
মিশি গেলা ইন্দুমতী কালের সাগরে,
স্মরি তাঁর গুণরাশি কাঁদে সর্ব্বজনে।

নবীনচন্দ্র দাস কৃত রঘুবংশ

ক্রিয়া শব্দের পূর্ব্বে একটি বিশেষণ দেওয়া আবশ্যক, নতুবা শ্রাদ্ধ এই অর্থ স্পষ্ট বুঝায় না। ইহা রূঢ় অর্থ নহে।

উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্বের প্রকারভেদ

৪৩। এক বিধেয় পদের কর্ত্তা কর্ম্ম অন্য বিধেয় পদের সহিত অন্বিত হইলে ১ম প্রকার উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব হয়। ৪০ অনু দেখ।

৪৪। এক বিধেয় পদের যেটি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য পদের সহিত যদি অভিধেয়ের অন্বয় না হয়, তথায় দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্য-প্রতি-নির্দ্দেশ্যত্ব হয়।

৪৫। এক উদ্দেশ্য পদের যেটি বিধেয় যদি সেই উদ্দেশ্য পদের সহিত বিধেয় পদের যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা অথবা আশক্তি ইহার একতরের অভাব থাকে, তথায় ৩য় প্রকার উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব কহে।

হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণান্ গোকুলকুলসেবিতান্।

এতদ্রূপ গ্রামসমূহ দৃষ্টিগোচর হইত। বসুমতী তখন নবীনা মনোহারিণী অলঙ্কারবিভূষণা নিয়ত হরিত-শোভায় মণ্ডিত। গ্রামান্তভাগে সুরভি পুষ্প-খচিত এবং বিহঙ্গকুল-কূজিত পরিসর উদ্যানাম্রবনসমূহ দুর্গের ন্যায় বেষ্টন করিয়া আশ্রিত জনপদকে নিরন্তর শক্রনয়ন হইতে লুক্কাইত করিয়া রাখিয়াছে। বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।

'লুক্কায়িত করিয়া রাখিয়াছে' এই ক্রিয়ার সহিত সমস্ত উদ্দেশ্যর বিধেয় ভাবে অন্বয় হয় না। ১ম উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব দোষ।

যখন স্থিরমূর্ত্তি অবিচলিতচিত্ত পেরিক্লিস সেই একই কারণে চলচ্চিত্ত ও বিগলিতলোচন হইয়া আপন প্রিয়তমা আস্পেসিয়ার নিমিত্ত বিচার স্থলে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন, যখন সত্যের অনুরোধে একজন জগদ্‌গুরু বিষ পানে দেহত্যাগ করিতেছেন, যাঁহার নামে যাবৎ জগৎ তাবৎ ঋণী থাকিবে, ভাবতাবেরা তাহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পূজনীয় ভাবে তত্ত্বান্বেষি মানবচিত্তের অনেক উচ্চতম আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গ্রীক ও হিন্দু ১৮৬ পৃঃ।

বিধেয়ের সহিত উদ্দেশ্য পদের অভিধেয় অন্বিত হয় নাই। সে জন্য দ্বিতীয় প্রকার উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব দোষ ঘটিয়াছে।

'অবশ্য বলা বাহুল্য যে, এই গ্রীক কেবল একজন বাহ্যদর্শী মাত্র, সমাজের অন্তস্তলের নিগূঢ় কথা কিছুই তাহার জানা সম্ভব নহে এবং জানিতও না; সুতরাং তেমন নিগূঢ় কথা সম্বন্ধে যাহা কিছু তাহার দ্বারা উক্ত, তাহা যে একটু দেখিয়া শুনিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, এই মাত্র সাবধান করিয়া দিই। অতঃপর শুন গ্রীকদর্শক ক বলিতেছে।

উপরে বলিয়াছি যে, গ্রীকদিগের ধর্ম্মবিদ্যা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত ভাবেই মানবীয় উপায়ে উৎপন্ন; কবির মুখে, লোকের মুখে এবং কতক পরিমাণে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারীদিগের স্ব স্ব মনেও বটে। গ্রীক ও হিন্দু ১২৫পৃঃ।

উদ্ধৃতাংশ দ্বারা উদ্দেশ্য পদের ক্রিয়ার সহিত বিধেয় পদের ক্রিয়ার অন্বয় হয় নাই এবং কোন প্রকার উল্লেখও নাই। কিন্তু উদ্দেশ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। সুতরাং ইহা উদ্দেশ্য প্রতিনির্দ্দেশ্যত্বের তৃতীয় প্রকার উদাহরণ স্থল।

এই পৃথিবীতলে যে যে স্থলে মনুষ্য বলিয়া জীবের সঞ্চার আছে, তথায়ই যে কোন আকারে হউক ধর্ম্মের অস্তিত্ব দেখিতে পাইবে। দব্রিজকার আদি বহুতর পরিব্রাজক কহিয়া থাকেন, তাঁহারা এই জগতে আবিপোণ আদি এমন অনেক জাতি দেখিয়াছেন যে, যাহাদের কোনরূপ ধর্ম্মতত্ত্ব নাই, সে কথা শুনিও না। তাঁহারা যে ধর্ম্মতত্ত্বের অভাব দেখিয়া সেরূপ ঘটনা করিয়া থাকেন, তাহা সেই তাঁহাদিগের আপন আপন ধারণার বিষয়ীভূত ধর্ম্মের। নতুবা আমি যতদূর জ্ঞাত আছি, অদ্যাপি পর্য্যন্ত এমন কথা কেহ আসিয়া শুনাইতে পারে নাই যে, যথায় মানবজীবনে কোন না কোন প্রকার লোকাতীত শক্তির প্রতি বিশ্বাস, বিশ্বাসে নির্ভরতা এবং নির্ভরতার ভাবানুরূপ নীতির অভাব দৃষ্ট হয়। তবে এ কথা সত্য বটে যে, বিভিন্ন ব্যক্তি এবং বিভিন্ন জাতি বিশেষে পালনীয় ধর্ম্মের আকার প্রকার হীনতা বা উৎকর্ষভাব, গভীরতা ও প্রশস্ততা ইত্যাদি বিষয়ে বহুতর প্রভেদ লক্ষিত হয়। গ্রীক ও হিন্দু ১১৩ পৃঃ।

এই প্রস্তাবটী ত্রিবিধ উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব দোষের উদাহরণ স্থল।

কারণ পূর্ব্বগত দেবতত্ত্বে তোমার নিন্দা করিবার কারণ যাহা যাহা, তোমার অবলম্বিত দেবতত্ত্বে নিন্দা করিবার কারণ সকলও অবিকল তাহাই। যে সকল দেবতত্ত্বাদি দেখিয়া নিন্দা করিতে চাও বা করিয়া থাক, তাহা উন্নতি পর্ব্বে দেশকালপাত্র অনুসারে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পর্য্যায় ভেদ মাত্র, তদ্ভিন্ন উহাতে আর কিছুই নাই এবং তুমি সে পর্য্যায় পরিত্যাগ করিয়া আর এক পর্য্যায়ে আসিয়াছ, এই মাত্র তোমার সহ তাহার প্রভেদ।

প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গ্রীক ও হিন্দু।

এখানে বিধেয় উক্ত হইয়াছে, কিন্তু উদ্দেশ্য বলা হয় নাই। সুতরাং এইটিও উদ্দেশ্য-প্রতিনির্দ্দেশ্যত্বের উদাহরণ স্থল।

বিধ্যনুবাদ

৪৬। যেহেতু যে বস্তু অথবা কার্য্যের উৎপত্তি হয়, অগ্রে যদি সেই বস্তুর ফল অথবা কারণ বর্ণন করিয়া পরে বস্তু বা কার্য্যের নির্দ্দেশ করা যায়, তবে বিধ্যনুবাদ হয়।

"তিনি জ্ঞানী, মানী, ধনী ও যশস্বী কারণ তিনি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।"

কিন্তু মেঘের যত কেন প্রতাপ হউক না, মেঘ অশ্ব, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি যে কোন ভয়ানক মূর্ত্তি ধরুক না কেন পরিশেষে সূর্য্যের যেরূপ নিশ্চিত জয়লাভ হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণ যত কেন প্রবল হউক না তাহারা মায়া বলে যত কেন ভীষণাকার ধারণ করুক না অবশেষে প্রভাবশালী অমর নির্জ্জর দেবগণের জয়লাভ হইবেই হইবে।

দেবশব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ যাহার দ্যুতি আছে। অমর=যে মরে না। অজর=যে জীর্ণ হয় না, যাহার জরা থাকে না। অমরত্ব ও নির্জ্জরত্ব আছে বলিয়াই সুরগণ নিশ্চয়রূপে দেবপদবাচ্য, অমর ও নির্জ্জরত্ব বিশেষণের বিপক্ষ পক্ষে বিপরীত সাদৃশ্য না থাকায় সার্থকতা নাই, সুতরাং অনিশ্চয়ে নিশ্চয় ও অধিক পদতা। এখানে অগ্রে ফল বলা হইয়াছে। পরে হেতু নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছে।

মেঘের প্রতাপ ও দৈত্যগণের ভীষণাকার জয়ের হেতু হইলেও যথাক্রমে এই উভয় পক্ষকে সূর্য্য ও দেবপক্ষ নিঃসংশয়ে পরাভব করিবে। এখানে হেতু স্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট হয় নাই অথচ মেঘ ও সূর্য্যের জয়লাভ নিশ্চিত (এইটী ফল)। প্রতি পক্ষের পরাক্রমের তুলনায় বৈষম্য দ্বারা ইতর বিশেষ বোধ হইলে দোষ হইত না। বস্তুতঃ এখানে অভ্যুপগমও হইয়াছে।

সৃষ্টি কার্য্যে বিধাতা নিয়ম বশীভূত।
তাঁর সৃষ্ট বস্তু কটূক্তিতে কলুষিত ॥
কবি নিরঙ্কুশ বটে, বাক্যের মাধুরী।
না থাকিলে বাক্যভঙ্গী বৃথা সে চাতুরী ॥

বিধাতার বস্তু নহে সর্ব্ব মনোহর।
কবি বাক্য নবরসে হয় চমৎকার॥
ভাবুক ভাবতী জানে কবির কেমন।
ভবানী-ভ্রূকুটীভঙ্গী গিরিশ যেমন॥

এখানে সমুদায় বিশেষণের অভিধেয় এবং বিধেয় পদ স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে, সুতরাং দোষ হইল না।

অভিধেয়ের নিষ্ফলতা

সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিতের সুখের তারতম্য

"জ্ঞানের কি আশ্চর্য্য প্রভাব! বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি। বিদ্যাহীন মনুষ্য মনুষ্যই নহে। বিদ্যাহীন মনের গৌরব নাই। মানব জাতি পশু জাতি অপেক্ষা যত উৎকৃষ্ট, জ্ঞানজনিত বিশুদ্ধসুখ ইন্দ্রিয়জনিত সামান্যসুখ অপেক্ষা তত উৎকৃষ্ট। পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী শুক্লযামিনীর সহিত অমাবস্যার তামসী নিশার যেরূপ প্রভেদ, সুশিক্ষিত ব্যক্তির বিদ্যালোকসম্পন্ন সুচারুচিত্ত-প্রাসাদের সহিত অশিক্ষিত ব্যক্তির অজ্ঞান-তিমিরাবৃত হৃদয়কুটীরের সেইরূপ প্রভেদ প্রতীয়মান হয়। অশিক্ষিত ব্যক্তি নিকৃষ্ট সুখে ও নিকৃষ্টকার্য্যে নিবৃত্ত থাকিয়া, নিকৃষ্ট সুখাধিকারী নিকৃষ্ট জীবের মধ্যে গণনীয় হয়, সুশিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানজনিত ও ধর্ম্মোৎপাদ্য পবিশুদ্ধ সুখসম্ভোগ করিয়া আপনাকে ভূলোক অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর ভুবনাধিবাসের উপযুক্ত করিয়া থাকেন। এই উভয়ের মনের অবস্থা ও সুখের তারতম্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে উভয়কে এক জাতীয় প্রাণী বলিয়া প্রত্যয় হওয়া সুকঠিন।"

৺অক্ষয় দত্তের ৩য় ভাগ চারুপাঠ।

অর্থকরী বিদ্যা ও নিঃশ্রেয়া জ্ঞান পৃথক্ পদার্থ। লোকে ঐরূপ বিদ্যা না থাকিলেও জ্ঞানী হইতে পারে। গ্রন্থকার বিদ্যা ও জ্ঞান এই দুইটীকে এক মনে করিয়া বিদ্যাহীন মানুষকে পশুবৎ বলিয়া বর্ণনা করিতে কিঞ্চিৎমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। লোকে ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে অনেক মহাপুরুষের লৌকিক বিদ্যাবত্তা ছিল না অথচ কার্য্যক্ষেত্রে এবং যথার্থ নির্দ্ধারণে তাঁহাদিগে প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছিল। প্রাকৃতিক জ্ঞানালোকে সেই সকল মহাপুরুষের চিত্তক্ষেত্র

যেরূপ নির্ম্মলজ্যোতিঃ হইয়াছিল সচরাচর তেমন কি কোন বিদ্বানের হৃদয়ে এতাবৎকাল মধ্যে লক্ষিত হইয়াছে? সুতরাং আমরা নিরক্ষর লৌকিক বিদ্যাহীন মহাপুরুষদিগকে পশু বলিলে অতীব দুঃখিত হই। বরং আমরা তাঁহাদিগকে দেবত্ব দিতেও কুণ্ঠিত হই না, অপিতু পরমানন্দ অনুভব করি। অধুনাতন কালের লোকমধ্যেও, মহম্মদ, শিবাজী, রণজিৎসিংহ ও রামকৃষ্ণ পরমহংস সমাধিক্ষেত্রোত্থিত পরিব্রাজক হরিদাস প্রভৃতির ন্যায় মহামতিদিগকে কি কেহ পশু কহিবেন? অথবা পুরুষোত্তম কহিবেন? সুতরাং এই প্রস্তাবে গ্রন্থকারের অভিপ্রায় ব্যর্থ হইল। প্রস্তাবটী উপমালঙ্কারে বিভূষিত বলিয়াই অতি চমৎকার-জনক জ্ঞান হয়। সামান্যতঃ ইহার দোষ লক্ষিত হয় না, বস্তুত তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দোষ লক্ষিত হয়। হরিদাসের বিষয় গ্রন্থকার স্বরচিত 'উপাসক সম্প্রদায়ে' অলৌকিক মাহাত্ম্য ও ক্ষমতা বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং স্ববচনবিরোধ দোষ।

অসামঞ্জস্য ও নির্হেতু

দূরস্থিত সন্নিহিত যত শৈলরাজি
অস্তোদয় গিরিশৃঙ্গ প্রভায় উজ্জ্বল
অতএব সমুদায় নক্ষত্র বা সব।
বিস্তীর্ণ হইয়া দীপ্তি ধরে চতুর্দ্দিক। [illegible]

এখানে 'বা' শব্দ নিরর্থক। কাহারও সহিত কি সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ, তাহার নির্দ্দেশ না থাকায় সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না এবং হেতুও নাই, সুতরাং নির্হেতু।

বিভক্তি বিপরিণাম ও উদ্দেশ্যপ্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব।

নিরুপায় কোন মতে সম্মত করিতে
না পারিয়া অন্য পথে প্রবর্ত্তিতে রথ
অগত্যা সম্মতি দিলা হৈতে বিনির্গত
অন্য কোন বিধানেতে বিহিত যদ্রূপ।

'অন্য কোন বিধানেতে বিহিত যদ্রূপ' এই বাক্যের সমন্বয় হয় না। 'হৈতে বিনির্গত' 'বিনির্গত হইতে' বলা উচিত।

অসমর্থ এবং নিহতার্থের প্রভেদ

৪৭। যে শব্দের যে অর্থ সেই শব্দে সেই অর্থের শক্তি (অর্থাৎ অভিধা, লক্ষণা অথবা ব্যঞ্জনার) অপ্রবেশ স্থলে অসমর্থতা হয়। কিন্তু বিপরীত অর্থে অসমর্থতা হয় না।

অনেকার্থক শব্দের অপ্রসিদ্ধ অর্থে শব্দ প্রয়োগের নাম নিহতার্থতা, রচনাপ্রণালীর ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলে, রীতিবিপরীত নামে দোষ বলা যায়। যথা;—

"তখন রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইয়া কহিলেন, তোমাকে যত শ্রীফল রাখিতে দিয়াছি, সমুদয় আনয়ন কর। কোষাধ্যক্ষ রাজার আদেশানুসারে সমস্ত ফল আনয়ন করিল। (রাজা প্রত্যেক ফল ভাঙ্গিয়া সকলের মধ্যেই এক এক রত্ন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজসভায় আগমনপূর্ব্বক এক মণিকারকে ডাকাইয়া রত্নের পরীক্ষা করিতে আজ্ঞা দিয়া কহিলেন, অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ।) অতএব তুমি ধর্ম্ম প্রমাণ প্রত্যেক রত্নের মূল্য নিরূপণ করিয়া দাও।" বে, প, বি।

( ) এই বন্ধনীর মধ্যস্থিত বাক্যে ভাঙ্গিয়া, ডাকাইয়া আজ্ঞা দিয়া—এবংবিধ অসমাপিকা ক্রিয়া বার বার না দিয়া বিভিন্নরূপ ক্রিয়া বা বাক্যভঙ্গী করা উচিত। অনেকবার অসমাপিকা ক্রিয়া দিলে ভাল হয় না।

অনবীকৃত দোষ একটি সম্পূর্ণ শব্দ ব্যতিরেকে হয় না, কিন্তু রীতিবিপরীত দোষ একটি বর্ণগত হইলেও হয়। যেমন—গোরু = গরু, কাইল = কালি, চাইল = চাল, ডাইল = ডাল ইত্যাদি।

৪৮। কিম্ শব্দ পূর্ব্ববর্ত্তী হইলে যদ্ শব্দের পরে তদ্ শব্দ দিতে হয় না। যথা—

কে দিল অনলে হাত কে ধ'রল ফণী।
অষ্টম মঙ্গল যার রন্ধ্রগত শনি॥

খনার বচন মিলন কর।

যথা—কৃত্তিবাস কৃত রামায়ণ দেখ।

এখানে কিম শব্দে প্রশ্ন, যদ্ শব্দে উত্তর; এই হেতু তদ্ শব্দ না দিলেও তাহার উপলব্ধি হইতেছে। দোষ হইল না।

পতৎপ্রকর্ষ

৪৯। যেখানে ক্রমে ক্রমে প্রকর্ষের পতন দেখা যায়, তথায় পতৎপ্রকর্ষ নামক দোষ হয়। যথা;—

"পরদল কল কল, ভূতল টল টল,
সাজল দলবল অটল সোয়ারা।

দামিনী তক তক, ঝামকী ধক ধক,
ঝকমক চকমক খর তরবারা।
ব্রাহ্মণ রজপুত ক্ষত্রিয় রাহুত,
মোগল মাহুত রণ অনিবারা।" মা, সি,

এখানে ক্রমে অনুপ্রাসছটার প্রকর্ষ বিনষ্ট হইয়াছে।

৫০। তদ্ শব্দ থাকিলে যদ্ শব্দ দিতে হয়; না দিলে উৎকর্ষ থাকে না।' যথা;—

"সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর॥" বি, সু,
"যে জন বিপদকালে করে উপকার।
প্রকৃত পরম বন্ধু এ তিন সংসার॥"

এখানে সেই অথবা সে জন পরম বন্ধু এইরূপ হইবে।

৫১। তদ্ শব্দ মাত্র উদ্দেশ্য হইলে, যদ শব্দ আবশ্যক করে না। যথা;—

"এতেক বলিয়া তিনি গেলেন চলিয়া।" (কেবল রাম)
"রাজার হইল পুত্র তাঁর নাম রাম।" (রাম মাণিক্য)।

এখানে যদ শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন নাই তথাপি তাৎপর্য্যার্থে যদ শব্দ আসিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

৫২। যদ্ শব্দ উদ্দেশ্য হইলে তদ্ শব্দ দিতে হইবে, না দিলে বাক্য শেষ হইবে না। যথা:—

"ভুবন-ভবনে যাঁর মহিমা অপার।
তাঁর সীমা করে এত সাধ্য আছে কার॥" হরিশ্চন্দ্র।

৫৩। যে স্থলে যদ্শব্দের অব্যবহিত পরেই তদ্শব্দ দেখা যায়, সে স্থলে তদ্শব্দের অব্যবহিত পরেই আর একটি তদ্শব্দ প্রয়োগ করিতে হইবে।

যথা—"যে তিনি তেমনরূপ ধর্ম্মকর্ম্মে রত।
সে তিনি এমন কাজে কেন দেন মত ॥"

৫৪। ইদম্ বা এতদ্ থাকিলে যদ্ শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা ;—

"ইনি কি লো রামচন্দ্র যাঁর বিমাতায়।
নবীন বয়সে জটা পরালে মাতায় ॥" হরিশ্চন্দ্র।

অথবা 'এই কি লো রামচন্দ্র' এইরূপও হইতে পারে। এখানে ইহাও দেখা যাইতেছে যে ইদম্ বা এতদ্ শব্দের পর তদ্শব্দও প্রযুক্ত হইতে পারে। যথা 'ইনি সেই রামচন্দ্র' অথবা 'এই সেই রামচন্দ্র'। এখানে মাতায় অর্থে মাথায়।

৫৫। যদ্ শব্দের অব্যবহিত পরে ইদম্ বা এতদ্ শব্দ থাকিলে তদ্ শব্দের অব্যবহিত পরেও ইদম্ বা এতদ্ শব্দ, দেওয়া আবশ্যক।

"যেই ইনি সুকুমারী জানকী কুলের নারী,
না জানেন দুঃখ কারে বলে।
সেই ইনি পতিপরা, তাপসিনী বেশধরা,
থাকিবেন কেমনে জঙ্গলে।"

অথবা 'যেই এই সুকুমারী' 'সেই এই পতিপরা' এরূপও হয়।

দুরন্বয় ও গর্ভিত-পদতা

(Violation of construction.)

৫৬। যেখানে কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি কারক স্বীয় ক্রিয়ার সন্নিহিত না হইয়া অন্য বাক্যান্তরে প্রবিষ্ট হয়, তথায় দুরন্বয় (দুষ্টান্বয়) অথবা দূরান্বয় (অন্বয় ব্যবধানতা) নামক দোষ গণ্য হয়। কোন বাক্য বাক্যান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা তদবস্থায় গর্ভিতপদতা (দুরন্বয়) নামক দোষ বলিয়া গণ্য হয়।

দুরন্বয় যথা—"তেজিয়া ত্রিদিব, দেবেশ্বর পুরন্দর
হিমাচলে মহাবল চলিলা একাকী ;
যথা পক্ষরাজ বাজ, নির্দ্দয় কিরাত
লুঠিলে কুলায় তার পর্ব্বত কন্দরে,
শোকে অভিমানে মনে প্রমাদ গণিয়া,
আকুল বিহঙ্গ, তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গোপরি,
কিংবা বিশাল রসালতরু শাখা পাশে
বসে উড়ি ; হিমাচলে আইলা বাসব।" তি, স,

এখানে 'বসে উড়ি' এই ক্রিয়াপদটীর কর্ত্তা পক্ষরাজ বাজ, কিন্তু তাহা অনেক দূরগত হইয়াছে ; এ নিমিত্ত দুরন্বয় ও পরান্বয় (অন্বয়-ব্যবধানতা) এই উভয়বিধ দোষ বলা যায়। 'হিমাচলে আইলা বাসব' এই টুক সমাপ্ত-পুনরাত্ততা দোষদুষ্ট।পক্ষরাজ বাজ এ স্থলে পক্ষির জ হওয়া উচিত। অসমগতাদোষ দুষ্ট।

" ———— ——তাঁর পৃষ্ঠদেশে
শোভে কাঞ্চন প্রাসাদ ; বিভায় যাহার
(অনন্ত আলোক) ধাঁধিল ধবার আঁখি ॥" সম্বর-বিজয়।

দুরন্বয়স্থলে বিশেষ্যবিমর্ষ দোষ থাকে।
এখানে 'যাহার অনন্ত আলোক বিভায়' এইরূপ অন্বয় আবশ্যক।

৫৭। ক্রুদ্ধবক্তাতে, উৎকট এবং ঔদ্ধত্যশালী বর্ণনীয় বিষয়ে এবং রৌদ্র, বীর, বীভৎসরসে শ্রুতিকটু দোষ, গুণ বলিয়া গণ্য হয়। নিহতার্থতা ও অপ্রযুক্ততা দোষ, শ্লেষাদি স্থলে দোষরূপে ধৃত হয় না। বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই যদি প্রক্রান্ত বিষয়ের অভিজ্ঞ হয়েন, তবে নিহতার্থতাদোষ, গুণরূপে খ্যাত হয়। স্বগতবাক্যে এবং কোন বিষয়ের অবধারণ-প্রসঙ্গে হেতুগর্ভবচনে অনবীকৃততা-দোষও গুণ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দৈন্য, প্রসাদন, অনুকম্পা, হর্ষ ও অবধারণীয় বিষয়ে সন্দিগ্ধ ও পুনরুক্ত দোষকেও

গুণ বলা যায়। নীচ জাতির বাক্যে গ্রাম্য শব্দ বা গ্রাম্যার্থ দোষ না হইয়া গুণ হয়। ইহাদিগের তুই একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে।

ক্রুদ্ধ বক্তা যথা ;

"রাজা কন শুনরে কোটাল।
নিমকহারাম বেটা, আজি বাঁচাইবে কেটা,
দেখিবি করিব যেই হাল॥" ইত্যাদি।

বিদ্যাসুন্দরে কোটালের শাসন-নামক প্রস্তাব দেখ।

এই কবিতাটিতে কোটাল, বেটা, কেটা ও হারাম এই কয়েকটী শব্দ শ্রুতিকটু হইলেও গুণসম্পন্ন হইল ; কারণ রৌদ্রাদি রসে এইরূপ মহাপ্রাণ বর্ণ ও দীর্ঘসমাসাদিযুক্ত বর্ণ যোজনা করা বিধেয়। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

ঔদ্ধত্যবর্ণনা যথা ;

"মার মার ঘের ঘার হান হান হাঁকিছে।
হুপ হাপ দুপ দাপ আশ পাশ ঝাঁকিছে॥
অট্ট অট্ট ঘট্ট ঘট্ট ঘোর হাস হাসিছে।
হুম হাম খুম খাম ভীম শব্দ ভাষিছে॥
উর্দ্ধ বাহু যেন রাহু চন্দ্র সূর্য্য পাড়িছে।
লম্ফ ঝম্প ভূমিকম্প নাগকূর্ম্ম নাড়িছে॥
অগ্নি জ্বালি সর্পি ঢালি দক্ষদেহ পুড়িছে।
ভস্মশেষ হৈল দেশ রেণু-রেণু উড়িছে॥" অ, ম,

এখানে দক্ষযজ্ঞনাশ বর্ণনাটী ঔদ্ধত্যশালী হওয়া উচিত, এ নিমিত্ত অত্যন্ত শ্রুতিকটু রচনাও দুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত গুণসম্পন্ন হইল। রৌদ্র রসাদিতে শ্রুতিকটু দোষ, গুণ বলিয়া গণ্য হয় ; ইহার উদাহরণ রৌদ্র রসাদিতে দেখ।

বিষাদ-স্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণে পরিণত হয়। যথা ;

"আহা আহা হরি হরি, উহু উহু মরি মরি,
হায় হায় গোসাঁই গোসাঁই॥" ভারতচন্দ্র।

এইটী রতির বিলাপস্থল, এ নিমিত্ত পুনরুক্ত দোষও গুণ হইল। করুণরসব্যঞ্জক শব্দগুলি বারংবার বলায় বিষাদটী স্পষ্টরূপে অনুভূত হইতেছে।

বিস্ময়-স্থলে পুনরুক্ত যথা ;

"এ কি লো, এ কি লো, এ কি কি দেখি লো,"

ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে সুন্দরকে দেখিয়া নারীগণের বিস্ময় হইয়াছিল ; অতএব এখানেও দোষ না হইয়া বরং গুণ হইল।

অনুকম্পার উদাহরণ যথা ;

"প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বর দান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥" অ, ম,

এখানে তথাস্তু বলাতেই সমুদায় স্বীকার করা হইয়াছিল, কিন্তু পাটনী সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দেবী অনুকম্পাপ্রকাশ পূর্ব্বক আবার তাহার বোধ-সৌকর্য্যার্থে তোমার সন্তান দুধে ভাতে থাকিবে, ইহা স্পষ্টরূপে বলিলেন ; এই নিমিত্ত পুনরুক্ত বাক্যটীর দোষ না হইয়া গুণ হইল।

দৈন্যস্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণে পরিণত হয়। যথা ;—

"নাহি জানি স্তব স্তুতি ভকতি-বিহীন।
দয়া করি কর মুক্ত আমি অতি দীন॥" অ. ম,

এখানে স্তব স্তুতি পুনরুক্ত। যথা বা,

উদ্বেগ-বিকারে ঘোর পড়িয়াছে দাঁত।
অন্ন বিনা অন্ন বিনা শুখাইয়াছে আঁত॥ অ, ম,

দীনতাদি হেতু বারংবার দৈন্যসূচকবাক্যে অভিধেয় সুস্পষ্ট হয়।

অবধারণ স্থলে—

সেই বটে এই চোর, সেই বটে এই চোর
মানুষ ত নয়॥ (বিদ্যাসুন্দর)

প্রসন্নতা (প্রসাদন) স্থলে—

আমারে শঙ্কর দয়া করহে।
শরণ লয়েছি শুনি দয়া করহে॥ অ, ম,

স্থলস্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণে পরিণত হয়। যথা ;—

"চেত রে চেত রে চেত ডাকে চিদানন্দ।
চেতনা যাহার চিত্তে সেই চিদানন্দ॥" অ, ম.

গ্রাম্য-দোষ অধম জাতির বাক্যস্থলে গুণত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা ;—

"ব্যারাল-চকো হাঁদা হেমদো, নীলকুটীর নীলমেমদো"
"জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে, ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।" নী. দ.
"মোগার কপালে ছুক্ নেকেচে গোঁসাই।
খাট্‌তি খাট্‌তি মন্নু এট্টু বসতি পান্নু নাই॥" কৃ, কু, স,

৫৮। যে সকল শব্দ সাধারণ জনগণের প্রতীতিযোগ্য নহে, অথচ ভ্রমাত্মক কিংবা অন্য কোন দোষাশ্রিত নহে তাহাকে অপ্রতীততা নামক দোষ কহে।

যথা ;—দ্রুহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া
প্রদানি সুপুচ্ছ মোরে দাও চিত্রিবারে
কিম্বিধ কৌশল বলে শকুন্ত দুর্জ্জয়,
পললাশী বজ্রনখ আশু-গতি আসি
পদ্মগন্ধা ছুছুন্দরী সতীরে হানিল ?
কিরূপে কাঁপিল ধনী নখর প্রহারে
যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।
অর্ক-ক্ষীরুহের তলে বিদ্রুত গমনে—
(অন্তরীক্ষ অশ্বে যথা কলম্বলাঞ্ছিত,
সু আশুগ-ইরম্মদ গমে সন্ সনে)
চতুষ্পাদ ছুছুন্দরী মর্ম্মরিয়া পাতা,
অটচে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম
নড়িচে পশ্চাৎভাগে। হায়রে যেমতি

সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শবদে,
বিশ্বপ্রসূ-বিশ্বম্ভরা দশভূজা কাছে,—
(ক্ষাত্রীশ আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাস্য-মাতা)
ব্যজেন চামর লয়ে ঋত্বিক মণ্ডলী।

ছুছুন্দরীবধ কাব্য।

এই রচনা মেঘনাদ বধ কাব্যের দোষপ্রদর্শনার্থ রচিত বলিয়া দোষ মধ্যে গণ্য বিশেষ নহে।

অপ্রতীততা দোষ কোথাও গুণত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা ;

"গঙ্গা কহো গুণসিন্ধু মহীপতি নন্দন সুন্দর
কোঁ নহি আয়া।
যো সব ভেদ বুঝায় কহা কি কোঁ নহি তঁহা
সমুঝায় শুনায়া॥
কাম লিয়ে তুঝে ভেজ দিয়া সবি ভূল গয়া
অরু মোহি ভুলায়া।
ভট্ট হো আব ভণ্ড ভয়া কবি তাই ভাটাইমে
দাগ চঢ়ায়া॥ ইত্যাদি (ভারতচন্দ্র)

বিদ্যাসুন্দরে ভাটের প্রতি রাজার উক্তিতে দেখ।

এখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয় ব্যক্তিই হিন্দী ভাষায় পণ্ডিত ; সুতরাং হিন্দী শব্দ প্রয়োগে অপ্রতীতিদোষ হইলেও দোষ হইল না।

৫৯। স্বায় বিদ্যাবত্তাদির পরিচয়স্থলে ও প্রহেলিকা বর্ণনে ক্লিষ্ট শব্দ ও শ্রুতিকটুদোষ গুণে পরিণত হয়। যথা ;—

"আপনার জন্মস্থান ভক্ষয়ে অনল।
তার ধ্বজ ধূম উঠে গগনমণ্ডল॥
তাহাতে জনমে মেঘ শুনি তার নাদ।
পর্ব্বত গহ্বরে বিবহীর পরমাদ॥

পবন অশন করে জানহ ভুজঙ্গ।
তাহারে আহার করে স্বরূপ বিহঙ্গ॥
তম অন্ধকার তার অরি চাঁদ এই।
যার পুচ্ছে চাঁদ ছাঁদ ডাকিলেক সেই॥" বি, সু,

বিদ্যাবত্তার পরিচয় স্থল—

সন্ধিতে চতুর পুত্র ধাতু-বিভূষিত।
বহুব্রীহিকার রত্নগুণে সুপণ্ডিত॥
সমাস বচনে কেবা তোমার সমান।
পাণি নিপীড়ন করি রাখ বংশমান॥

এখানে বৈয়াকরণের বিদ্যাবত্তা।

বিবাহ-সম্বন্ধ কর্ত্তার নিকট শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধ জানাইলেন; কিন্তু পুত্র প্রস্থানোদ্যত হইলে, তখন তাহাকে আবার পরার্দ্ধ বলিলেন।

ব্যঞ্জনাবৃত্তি-গম্য অভিধেয় নিরূপণ;

যথা—"যে বিধি করিল চাঁদে রাহুর আহার,
সেই বুঝি ঘটাইল সন্ন্যাসী তোমার॥
ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায়।"

(১) উৎপ্রেক্ষালঙ্কার, (২) দৃষ্টান্ত অলঙ্কার; রাজকন্যা বিদ্যা রাজপুত্রের ভোগ্যা হইল না একজন সন্ন্যাসী তাহাকে হারাইয়া সন্ন্যাসিনী করিবে। ইহাই ব্যঙ্গ্যার্থ; বস্তুত ময়ূর, চকোর, শুক ও চাতকাদি বিহঙ্গ শব্দ প্রয়োগদ্বারা রাজপুত্রাদির অর্থ গূঢ় আছে; ইহাই তাৎপর্য্য। বিদ্যা, রাজগণের ভোগ্যা, তদ্রূপ পাকা আম ময়ূরাদি উত্তম পক্ষীর ভোগ্য; তাহারা উপযুক্ত সেব্য বস্তু পাইল না, দাঁড়কাকে খাইল, অর্থাৎ সন্ন্যাসী বিদ্যা পাইল, ইহা রসিকজনের অসহ্য। কাকের স্বাদু অথবা বিস্বাদু দ্রব্যের বিচার জ্ঞান নাই, অর্থাৎ মধু ও বিষ্ঠা সমান জ্ঞান। সন্ন্যাসীর পক্ষে পরম রূপলাবণ্যবতী কমনীয়া কামিনীও যেমন অতি অপকৃষ্টা কুরূপা নারীও তদ্রূপ। সে সুরসিকা ও অরসিকা রমণীর রসমাধুরীর বিচারে অসমর্থ। ইহাই অপ্রস্তুত-প্রশংসা অলঙ্কারের গম্যার্থ।

এখানে অপ্রস্তুত প্রশংসার ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিত্ব হেতু অপ্রাসঙ্গিক ময়ূরাদির উল্লেখ দ্বারা প্রাসঙ্গিক বিদ্যা ও সুন্দরের রসাস্বাদ সামান্য; বিরহবিধুরা মালিনীর খেদটী বিশেষ; উহা প্রস্তাবিত হইলেও গূঢ়। ময়ূর ও চকোরাদির পাকা আম খাওয়ার কথা স্পষ্ট থাকায় নিগূঢ়

ভাবটী দৃষ্ট না হইয়া আচ্ছন্ন ও অপস্তুত অলঙ্কারে পরিণত হইয়াছে। . . . প্রস্তাবিত ও অপ্রস্তাবিত উভয় পক্ষে সমান এবং অ . . . . . সুতরাং দীপক অলঙ্কারের স্থলও বটে।

দাড়কাকের পাকা আম খাওয়া ও . . . . . উভয় সমান . . . উত্তম পক্ষীর আমের অপ্রাপ্তির সহিত রাজপুত্রাদির . . . . . তুল্য। সুতরাং . . . অলঙ্কারের উদাহরণের স্থানও স্পষ্ট বটে।

'হায়' এই খেদ সূচক বাক্যভঙ্গী দ্বারা করুণ রস প্রকাশ হইতেছে। করুণ রস . . . বিরোধী, কিন্তু বিদ্যার প্রতি মালিনীর উক্তিটী পরিহাস হইতেও বিদ্যাপক্ষে . . . . . নামক আত্ম রসে পরিণতি জন্য চমৎকৃতি বিধান করিয়াছে সুতরাং দোষ হয় নাই, . . . পাকা আম গ্রাম্য শব্দ এবং সহচর ভিন্ন দোষ দূষিত হইলেও . . . . . মালিনীর বাক্য বলিয়া সমস্ত দোষ আচ্ছন্ন করিয়াছে। দোষ দূষ্য . .।

সমাপ্ত পুনরাত্তার গুণত্ব

মালা মাঝে পত্র দিয়ে তাহে বুঝা . . ।
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা।
বুঝিলে তাহার ভাব তবে কবি . .
বিক্রমে কি কাজ, ক্রমে ক্রমে কবি . . । . . সুন্দর॥

চোর যেমন চুরি করিবার আগে গৃহস্থ ব্যক্তি অবহিত কিংবা . . . . বুঝিয়া লয় . . তৎপরে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করে, সুন্দরের মালামধ্যে . . . . বিদ্যার মনোমন্দিরে এই কুহকে ছিদ্র করিতে সমর্থ কি না? . . . . . হইলে মন চুরির পক্ষে কোন প্রতিবন্ধক ঘটিবে না। ইহাই তাৎপর্য্য (অর্থাৎ ব্যঙ্গার্থ) উহাতে কিন্তু . . . . . . ভাব বুঝা সহজ। ইহাই বাচ্যার্থ।

মালা মধ্যে পত্র রচনার চাতুর্য্যে বিদ্যার মনের ভাব জানায় . . . . ইহাই বিশেষ। বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা ইহা সাধারণ। . . . . সমর্পিত হইয়াছে, সুতরাং অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে। "বিক্রমে কি কাজ . . . . কবি ক্রম" ইহা সমাপ্ত পুনরাত্তা দোষে দূষিত, যেহেতু বুঝিলে . . . . . . "তবে কি . ম" এই বাক্য দ্বারাই প্রতিপাদ্য বিষয়ের . . . . পরিসমাপ্ত হইয়াছে . . . . বাক্য বিন্যাস বিশেষরূপে দূষিত হইয়াছে। সুতরাং দোষ না হইয়া গুণে পরিণত হইয়াছে এবং অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কারটী বিশেষরূপে সমর্পিত হইয়াছে, ইহ . . . . বুঝা যায়। . . পুনরাত্তা দোষটি উহাতেই আচ্ছন্ন।

হঠকারিতা ও ব্যস্ততার প্রয়োজন নাই, ... হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হয়।—ইহাও ব্যঙ্গ্যার্থ। . . . . মালিনীকে . . . আবশ্যক।

৬০। যাহা লক্ষ্য, তদ্বিষয়ে লক্ষণের অপ্রবেশস্থলে অব্যাপ্তি দোষ হয়।

অব্যাপ্তি ও চ্যুতসংস্কৃতি প্রভৃতি

ইতিহাস অথবা মানবজনীন স্মৃতি তৃতীয় এক প্রকারে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর করিতেছে এবং উহা মনুষ্যের আত্মাকে বিজ্ঞানের ন্যায় অন্ধকারে না ডুবাইয়া এবং হৃদয়োদ্ভূত আশার ন্যায় লোকান্তরের অপার্থিব জগতেও প্রেরণ না করিয়া ইহলোকেই অমরতার আশ্বাস দিতেছে।

(কালীপ্রসন্ন ঘোষ)—নিভৃতচিন্তা।

মানব-জনীন পদটী ব্যাকরণানুসারে সিদ্ধ হয় না। বিশ্বজনীন পদ দেখিয়া কি ঐ প্রকার প্রয়োগ হইবে? ঐ পদটি আবার স্মৃতির বিশেষণ হইয়াছে। সুতরাং অর্থ করিতে গেল ইহাই বুঝায় যে স্মৃতি মানবকে জন্মাইয়া দেয়। ইহা খ-পুষ্পবৎ অলীক। 'তৃতীয় একপ্রকারে প্রস্তাবিত প্রশ্নের উত্তর" এই বাক্যটি যোগ্যতা বিরহিত। 'তৃতীয়' এই পদটি 'উত্তর' এই বিশেষ্যের বিধেয় বিশেষণ; অতএব 'উহা' উত্তর এই পদের অব্যবধানে সংস্থাপিত হওয়া উচিত। বিধেয়বিমর্ষ দোষে দুষ্ট। 'উহা' অর্থাৎ ইতিহাস অথবা স্মৃতি মনুষ্যের আত্মাকে বিজ্ঞান যেমন অন্ধকারে ডুবাইয়া থাকে, সেই প্রকার ডুবায় এবং হৃদয়োদ্ভূত আশা মনুষ্যের আত্মাকে অপার্থিব জগতে প্রেরণ না করিয়া অর্থাৎ হয় স্বর্গে না হয় নরকে না পাঠাইয়া ইহলোকেই অমরতার আশ্বাস দিতেছে। ইহাই কি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য? এ স্থলে 'অপার্থিব' সন্দিগ্ধপদতা দোষে দূষিত। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান, উহাতে আত্মাকে অন্ধকারে ডুবায় না। বিজ্ঞান জ্যোতিঃস্বরূপ; উহার আলোকে আত্মার প্রকাশ হয়। এখানে যোগ্যতা-বিরহিত বাক্য। ইহা অযৌক্তিক। 'হৃদয়োদ্ভূত আশা,' আশার আশ্রয় হৃদয়, তদ্ভিন্ন অন্য স্থান নাই; সুতরং হৃদয়োদ্ভূত পদের সার্থকতা নাই।

'আশ্বাস দিতেছে আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের লিখনে অমরত্বের নিশ্চয়তা আছে। অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। সুতরাং এখানে নিশ্চয়ে অনিশ্চয়তা হেতু অব্যাপ্তি। এরূপ লিখন-ভঙ্গী ইংরাজীর উচ্ছিষ্ট মাত্র।

কোথায় ঐন্দ্রিলার কথা।
বুঝি দাসীর সে দাসী
তুলনায় নহে এব, চিতে হেন বাসি॥

বাসি অর্থাৎ আশা করি অর্থাৎ মনে ভাবি। বাসনা করি এই অর্থে বাসি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু বাসি বলিলে কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। বাসি শব্দের অর্থ-পর্য্যুষিত। সুতরাং অবাচক ও অপ্রযুক্ত প্রয়োগ হইয়াছে। বাঙ্গালাভাষায় ভালবাসি এরূপ একটি প্রয়োগ

আছে বটে, কিন্তু 'বাদি' এই ইতর পদের অন্য পদ নাই। [illegible] উভয় অর্থের অপ্রসিদ্ধ অর্থে শব্দ প্রয়োগের নাম নিহতার্থ। এখানে তাহাই হইয়াছে।

অনবীকৃতত্ব গুণত্ব এবং যদশব্দের প্রাবাল্য।

বদরিকাশ্রমেতে শুনিলাম সমাচার
ব্রাহ্মণ হিংসন কর কিসের আচার ॥
সর্ব্বধর্ম্মে বিজ্ঞ তুমি পরীক্ষিত সুত
তবে কেন হেন কর্ম্মে প্রবর্ত্তিলা তাত।
যার ক্রোধে যদুকুল হইল নির্ব্বংশ। (১)
যার ক্রোধে নষ্ট হয় সগর বংশ ॥ (২)
যার ক্রোধে কলঙ্কী হইল শশধর। (৩)
যার ক্রোধে লবণাম্বু হইল সাগর
যার ক্রোধে অনল হইল সর্ব্বভক্ষ। (৪)
যার ক্রোধে ভগাঙ্গ হইল সহস্রাক্ষ। (৫)
পূর্ব্বেতে যাজক তব পিতামহগণ।
যার সেবী বিজয়ী হইল ত্রিভুবন ॥ (৬)

কাশীদাসী মহাভারত আদিপর্ব্ব।

আস্তিক দর্শনে জনমেজয়ের খেদ। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের দ্বারাই সর্পকুল ধ্বংস হইল। অভিলাষ সিদ্ধ হইল না।

ব্রাহ্মণের ক্রোধে সর্ব্বদায় ধ্বংস হয় ইহাই অভিপ্রায়। এখানে 'যার ক্রোধে হইল' এই অংশটুকু অনবীকৃত। বস্তুতঃ এই অংশকে পাতাকে না পরিবর্ত্তিত করিয়া নবীকৃত করিলে ষড়্‌দর্শ্য ঋষিদের জনমেজয়ের কথা হইতেছে, তদ্ব্যতীত অন্যপ্রকার আকাঙ্ক্ষা জন্মে না, সুতরাং যদশব্দের পুনঃপুনঃ প্রয়োগ 'ক্রোধ' এবং 'হইল' শব্দের বারংবার আবৃত্তিতে অর্থের পুষ্টি এবং অভিপ্রায় প্রতীত হইয়াছে। যদশব্দের পরে তদশব্দের প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় নাই। ১ অষ্টাবক্র ২ কপিল, ৩ বৃহস্পতি, ৪ অত্রি, ৫ গৌতম ৬ ধৌম্য।

ছন্দোদোষ (Faults of metre)

৬১। ছন্দোদোষ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে অধিকমাত্রা, ন্যূনমাত্রা, অধিকাক্ষর, ন্যূনাক্ষর ও যতিভঙ্গ প্রভৃতি সচরাচর দেখা যায়।

অধিক মাত্রা যথা ;

"অন্তরে অঙ্কিত তার মুরতি।
সরসে বিম্বিত যেমন নিশাপতি॥"

এটি পজ্‌ঝটিকা ছন্দের উদাহরণ। এই উদাহরণের শেষার্দ্ধ নয়ের মাত্রা আছে। সুতরাং এক মাত্রা অধিক।

ন্যূনমাত্রা যথা—"বল কি হইবে কলিকা দলিলে।" ভারতচন্দ্র।

এটি তোটক ছন্দের উদাহরণ, উহার প্রত্যেক তৃতীয়াক্ষর গুরু হওয়া উচিত। এখানে 'কি' এইটি তৃতীয়াক্ষর। ইহা হ্রস্ব।

আনন্দস্থলে ন্যূনপদতা ও অধিকপদতা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। অর্থের বৈচিত্র্য থাকিলে, অধিকপদতা গুণরূপে পরিণত হয়। যথা ;

হৃদয়ে উদয় অতি নব পয়োধর।
বোধ হয় রসবৃষ্টি হইবে সত্বর॥ ব, ত।

এখানে হৃদয় ও রস শব্দদ্বয় অধিক। পয়োধর শব্দের অর্থ বৈচিত্র্য আছে।

বিভাবাদির অনুল্লেখ স্থলে স্বশব্দ সঞ্চারিভাব দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। যথা ;

কত সুখ স্বপ্নোদয়, হৃদয়মাঝারে হয়
কভু হাস্য ছটা বিম্বাধরে।
বোধ হয় প্রিয়সহ, বিলাসিত অহরহ,
সঞ্চরিত সুখ-সরোবরে॥ প, উ,

বিরোধিরসে বিভাবশূন্যতাস্থলে প্রতিবন্ধিরসের বিভাবাদি ক্ষণকাল মধ্যে থাকিয়া যদি প্রক্রান্ত রসেই পরিণত হয়, তাহা হইলে দোষ হয় না।

যথা ;—অনেক যতনে কেহ নিজপতি পায়।
স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া দিতে মহা ব্যগ্র তায়॥
দুই হস্তে কেহ ধরে পতির চরণ।
বিলপয়ে মুখে মুখ করিয়া মিলন॥

পাশরিলা পূর্ব্বকার প্রেমরস যত।
চন্দ্র পরিহাস তাহা পাশরিবে কত।
স্মরণ করিতে গেলা কেমন কুক্ষণে।
পুনঃ না হ'ল দেখা এ অভাগী সনে॥ কাশীদাসী মহাভারত।

এখানে অঙ্গরসের বিরোধী; কিন্তু বিভাবকল্পনা হেতু শোকেই পরিণত। এ নিমিত্ত দোষ হইল না।

বিশেষে অবিশেষ

যেখানে বিশেষরূপে বিষয় নির্দ্দেশ করা আবশ্যক, তথায় যদি অবিশেষরূপে বিষয়টি কথিত হয়, তাহা হইলে বিশেষে অবিশেষ নামক দোষ বলা যায়।

যথা :—নব অভিসার নিকুঞ্জ কাননে কত নব অনুরাগে।
নীল অম্বর পরি ব্রজবনিতা চলিলা যামিনী ভাগে।

এখানে যামিনীকে বিশেষরূপে বর্ণন করা উচিত; যেহেতু তমিস্রা যামিনী অভিসারের প্রকৃত সময়—এখানে যামিনীর বিশেষণ তমিস্রা দেওয়া আবশ্যক।

অবিশেষে বিশেষ

অবিশেষরূপে বর্ণন করিবার প্রয়োজন থাকিলে, যথায় বিশেষরূপে বিষয়টি বর্ণিত হয়, তথায় অবিশেষে বিশেষ নামক দোষ কহা যায়। যথা ;

দরিদ্র কে কোথা হয় ধনী জন।
চিররোগী কোথা হয় সুস্থমন॥
হীরার আকর সাগর সিঞ্চিয়া।
যা লভিলে তরি বিদারয়ে হিয়া॥
বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণ না দেখিয়া।
কি ধন আনিলা বাছিয়া বাছিয়া॥ গোবিন্দ দাস।

সামান্যতঃ সাগরকে রত্নাকর বলিলে, অবিশেষ থাকিত। সাগরকে হীরার আকররূপে বিশেষরূপে বর্ণন করায় অবিশেষে বিশেষ দোষ ঘটিল।

বাচ্যানভিধানতা

যেখানে বক্তব্য ক্রিয়াদির নির্দ্দেশ না থাকে, তথায় বাচ্যের অনভিধানতা নামক দোষ হয়।

নানাজাতি বিহঙ্গে সুরঙ্গে গান করে।
সন্তাপীর তাপ দূর, মনঃপ্রাণ হরে ॥

এখানে সন্তাপীর তাপ দূর করে, অথবা দূর হয়, ইহার একতর ক্রিয়ার উল্লেখ করা উচিত ছিল। তাহা না হওয়াতেই বাচ্যের অনভিধানতা ঘটিয়াছে। কারণ 'হরে' এই ক্রিয়াপদের সহিত তাপ-দূর এই পদের কোন সম্পর্ক নাই।

বিরুদ্ধ রসভাব

"যৌবন অনিত্য ধন ত্যজ প্রিয়ে মান।
দুরন্ত শমন শিরে কর না সন্ধান ॥"

এখানে আদিরসে শান্তরসের বিভাবাদি কথিত হইয়াছে।

"বাক্য সুধাসিক্ত কর নিশা বৃথা যায়।
সুখে কাল কর ক্ষয় তুচ্ছ ভাব কায় ॥

এখানে আদ্যরসের বিরোধী শান্তরসের অনুভাব নির্ব্বেদাদি বর্ণিত হইয়াছে।

অধিকাক্ষর যথা ;

"এমন গর্ত্তের সাপ না জানি কেমন।
এতদিনে ধরে খা(ই)ত কত লোক জন ॥" বি, সু,
"ধরিতে এ কালসাপে পারে কার বাপে।
আমি এই পথে যাব ধরি খা(উ)ক সাপে ॥" বি, সু,

"ধরিতে নারিয়া চোরে আমি হৈনু চোর।
রাজার হুজুরে যাওয়া সাধ্য নহে মোর॥" বি, সু,

ন্যূনাক্ষর যথা;

অলিন্দসম ধনী ধৈরজ না রহ
ধরণী সুতল ভরমে!
মুকুতা কবরীক ভার ছার তেয়াগল,
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নাহ,
ধনী ন্যাস্থতা স্রবে নয়নে।
না বোলযি ধনী ধরণীতলে,
মুরছিল প্রাণ প্রবোধ না মানে॥
কমল নয়ন জল মুখকমলে,
গঙ্গাধারা নয়ন বর নয়নে।
কহই চতুরা ধনী আর কিয়ে জানি,
গোবিন্দ দাস পরমাণে॥" প. ক. ত,

যতিভঙ্গ (Faults regarding Cesural pause.)

"কুন্তলে চলে আভরণ গলে দোলে।
ঝক ঝক চক চক ঝাক ঝাক জ্বলে॥" বা, দ,
"পশ্চাতে কামিনী, চলিলা মৃদুগতি।
যথা বসেছিলা কুন্তলের অধিপতি॥" বা, দ,
"দেব কি গন্ধর্ব্ব বুঝি হইবে আপনে।
অধিনীর বাটী আগমন কি কারণে॥" বা, দ,
"আসি গুণরাশি ওমালিক, প্রতি কয়।
কোথায় আনিলে এবে দেহ পরিচয়॥" বা, দ,

মিত্রাক্ষর-ভঙ্গ যথা ;

"দেখি সাধু শশিমুখী, কর্ণধারে করে সাক্ষী,
কর্ণধার করে নিবেদন।
করে পদ্ম শশিমুখী; আমি কিছু নাহি দেখি,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

৬২। **কতকগুলি অপ্রসিদ্ধ শব্দ কেবল পদ্যেই ব্যবহৃত হয় ; গদ্যে ব্যবহার ক'রলে দোষ বলিয়া গণ্য হয়।**

ঐ শব্দগুলির কোন স্থলে প্রকৃত শব্দ অপেক্ষা কোন বর্ণ অধিক কোন বর্ণ ন্যূন দেখা যায়। ইহাও আবার মধ্যবর্ণলোপী, মধ্যবর্ণাধিক ও অন্ত্যবর্ণাধিক এবং শব্দ-পরিবর্ত্ত ভেদে নানাবিধ। যথা—কৈল, হৈতে পরাণ, কৈব, কৈতে, তারা, দুয়ার, জনম, যতেক, এতেক, ততেক, হেন, হিয়া ইত্যাদি। প্রকৃত শব্দ যথাক্রমে—করিল, হইতে, প্রাণ, কহিব, কহিতে, তাহারা, দ্বার জন্ম, যত্ন, এত, তত, ঈদৃশ, হৃদয় ইত্যাদি।

মধ্যবর্ণলোপী যথা ;

নাগর হে গিয়াছিনু নাগরীর হাটে।
তারা কথায় মনের গাঁটি কাটে।" বি, সু.
"যে লাজ পেয়েছি আজি কৈতে লাজ পায়।" বি, সু.
"বুঝিতে তোমার আচার বিচার।"
"সে কেল এ ফুল খেলা।" বি, সু,

মধ্যবর্ণাধিক যথা—রতন, যতন, মগন, জনম, ভকতি উতপল, পরাণ, মরম, দুয়ার। ইহাদিগের প্রকৃত শব্দ যথাক্রমে—রত্ন, যত্ন, মগ্ন, জন্ম, ভক্তি, উৎপল, প্রাণ, মর্ম্ম, দ্বার। উদাহরণ যথা ;

"দুয়ারে কপাট দিয়া, বিদ্যা আছে ঘুমাইয়া।"
"মাতালে কোটালী দিয়া, পাইনু আপন কিয়া,
দূর গেল ধরম ভরম।" বি, সু,

"জলেতে কাটয়ে জল বিষে বিষক্ষয় লো।" ম, মো, ত,

অন্ত্যবর্ণাধিক (Paragogue.)

যথা ;—"দুয়ার যতেক,		দুয়ারী ততেক,
পাখী এড়াইতে নারে!" বি, সু,

নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যবহার বিশেষরূপে পদ্যেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হের,ভণ, পয়ান, হেন, হিয়া, যেবা, এবে, নট, উচ, ভাই, মোসবার, তোমা, ধন, ভাল, বিমরিষ, অমিয় ইত্যাদি। দলিয়া মর্দ্দিয়া, বিতরিয়া, প্রবোধিয়া, লজ্ঘিয়া, বঞ্চিয়া, বিস্তারিয়া, প্রণমিয়া ইত্যাদি। পশিল, বঞ্চিল, কুলুপিল, বাঁধিল ইত্যাদি। প্রকাশিতে প্রবোধিতে, বিস্তারিতে ইত্যাদি। উভরড়, উভরায় ইত্যাদি। মেরে, কেটে, ধোরে ইত্যাদি। কইনু, দেখিনু, পাইনু, মরিনু, ধরিনু, ইত্যাদি। দেই, নেই, খেলই, হেলই, দংশই, বারই ইত্যাদি।

যথা—"অমিয় বচন তার, যে শুনেছে একবার,
সুধায় সুধায় কি সে কভু?" সু, য,
"প্রণমিয়া তবে কাম উমার চরণে।" মে, না, ব,
"আকাশে পাতিয়া ফাদ, ধ'রে দিতে পারি চাঁদ।"
"কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিলা বাপ মায়ে হারাইলা জানি;"

অলঙ্কার দুষ্ট

৬৩। শব্দ, অর্থ অথবা ভাবই হউক যে স্থলে রসের হানি করে, তথায় দোষ কহা যায়। কিন্তু রস, ভাব, রসাভাব ও ভাবাভাস অন্য রসাদির অঙ্গ হইলে, অনুকূল রসের পরিণাম স্থলে দোষ হয় না। তৎকালে তাহারা অলঙ্কার পদবাচ্য হয়। ভাবের পরিণামকে প্রেয়স অলঙ্কার কহা যায়।

প্রকৃত ন্যূনাক্ষর ও অশক্তিকৃত পদ্য—অলঙ্কারদুষ্ট।

বেগে হেলাইয়া খড়্গ ভীষণ গর্জ্জিয়া।
পড়িলা বিদ্যুৎ যেন নিকটে আসিয়া॥
"যুদ্ধ নৈল পরাজিত এখনো দেবতা!
এখনও স্বরগ বেষ্টি দৈবত সকলে!" বৃত্রসংহার কাব্য।

না হইল এই বাক্যের পরিবর্ত্তে নৈল করা হইয়াছে, সুতরাং প্রকৃত ন্যূনাক্ষর।
কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত প্রভাতচিন্তা হইতে—অশক্তিকৃত গদ্য

৪ পৃষ্ঠা—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কে কোথায় প্রেমিক হইতে পারে। আর ইচ্ছা করিয়া কে আপনার হৃদয়কে আপনি বিগলিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইচ্ছা বুদ্ধিকে চালনা করিতে পারে, মনকেও অনেক দূর উত্তেজিত করিতে পারে; কিন্তু শক্তি ও প্রকৃতির মূল প্রস্রবণ ইচ্ছার অগম্য স্থান।

মূল প্রস্রবণ একটা নূতন কথা। শক্তি ও প্রকৃতির মূল প্রস্রবণ শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহা অতি দুরূহ। অশক্তিকৃত শব্দ প্রয়োগ মন ও বুদ্ধি অবস্থাভেদে একই পদার্থের নামান্তর মাত্র। মনকে লইয়া যাইতে পারিলেই বুদ্ধি তাহার অনুগামিনী হয়। মন সামান্যত্বে ব্যাপৃত, বুদ্ধি উহারই বিশেষত্ব লইয়া ব্যস্ত, সামান্য স্থিরীকৃত হইলে বিশেষত্ব স্বতঃসিদ্ধ হইয়া আইসে। সুতরাং মন ও বুদ্ধির পরাভবের আবশ্যকতা নাই।

৮পৃষ্ঠা—অভিমান দুই প্রকার—রক্ষক ও পীড়ক। যে অভিমান বিষ-মক্ষিকার মত বিনা প্রয়োজনে পরের মর্ম্মস্থলে দংশন করে—'উহা' সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য সন্দেহ নাই।

ইহা রূপক নহে। অভিমানের সহিত বিষ-মক্ষিকার তুলনা করা হইয়াছে, কিন্তু অভিমানের দংশনাভাব; সুতরাং ইহা রস ও অলঙ্কারদুষ্ট ব্যর্থপ্রয়োগ। অভিমানের পরিবর্ত্তে 'উহা' বলা হইয়াছে, 'তাহা' পরিহার্য্য বলা উচিত।

বিতণ্ডা

৬৪। স্বমত স্থাপন হউক আর নাই হউক, কেবল পরমত খণ্ডন ও নিজমত ব্যবস্থাপনার্থ বাদী ও প্রতিবাদীর বাগাড়ম্বরকে বিতণ্ডা কহে।

ক্রিয়ার ব্যতিক্রম—বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থের অভাব নিবন্ধন অশক্তিকৃত শব্দ প্রয়োগ স্থলে নেয়ার্থ কহে। নেয়ার্থ সম্বন্ধীয় প্রয়োগগুলি বিতণ্ডার অংশ মাত্র। যথা—

জীবিত মনুষ্য স্তুতির (১) মোহন কণ্ঠে বিমোহিত রহে ॥

৩৮ পৃষ্ঠা প্রভাতচিন্তা।

স্বাস্থ্য সুখের প্রাণপ্রদ স্পর্শে শীতল রহে।

বান্ধব (কালীপ্রসন্ন ঘোষ)

প্রতিভাদর্শনের (২) পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া রহে। ঐ

১৪৪ পৃ—"রুশজাতীয় কৃষকের সহিত কোন দিনও কৃষিবিষয়িণী ভূমির কোন সংস্পর্শ ছিল না।" ঐ

এই সকল স্থলে লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারাও অর্থ সমাধান হয় না। বাচ্যার্থের কথ সুদূরপরাহত। এগুলি নেয়ার্থ দোষে দূষিত। সুতরাং বিতণ্ডা মাত্র।

নেয়ার্থঘটিত প্রয়োগকে অতি দুর্ব্বোধ ও কাব্যান্তর্গড়ুভূত কহে।

যথা—"রাজরাজেশ্বর সম্রাট্ তাঁহার সিংহাসনের উপরে বসিয়া যাহাদিগকে চালনা করিতে সক্ষম (৩) হন না, রাজপথের একজন সামান্য ভিক্ষু শুধু ধর্ম্মের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে কিনিয়া লইতে অধিকারী হয়, কিসে? এই প্রশ্নেরও অনেক উত্তর আছে। বোধ হয় যিনিই এই বিশ্বজনীন প্রশ্নের উত্তর করিতে চেষ্টা করিয়া চিন্তার নিভৃত-নিবাসে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই আপনার অন্তরের অন্তরতম স্থান হইতে এই উত্তর পাইয়াছেন যে, কাব্যের ন্যায় ধর্ম্মেরও প্রধান লক্ষ্য মহত্ত্ব এবং এই জন্যই ধর্ম্ম মনুষ্য জগতের অধিপতি ও মনুষ্য ধর্ম্মের অধীন।

নিভৃতচিন্তা ৭৫পৃ

নিরর্থক শব্দাড়ম্বর, নিরর্থক ভাব ও অপ্রাসঙ্গিক উক্তির প্রগলভতা মাত্র। এখানে চিন্তার পরিচয় কিছুই নাই। যথা—প্রশ্ন কখনও বিশ্ব জন্মায় না। (১) চিহ্নিত স্থানে স্তুতির মোহন কণ্ঠে। (২) প্রতিভাদর্শনপুলকে এই প্রয়োগ ইংরাজীর অনুবাদের অসারার্থ ও উচ্ছিষ্টাংশ। (৩) চিহ্নিত সক্ষম স্থলে—ক্ষম করা উচিত।

৫৩ পৃ—তাঁহার স্বাভাবিক বুদ্ধি জন্সনের নিকটবর্ত্তী হইলেই স্তম্ভিত হইত। বোধ হয় তিনি ‘ঋষি’। প্রভাতচিন্তা।

ঋষি শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ; সুতরাং এখানে ঋষি শব্দের প্রকৃত অর্থ বোধ হইল না।

১৮ পৃ—“পৃথিবীর অধিকাংশ মনুষ্যই অবস্থার পূজা করে। যাহা কিছু নীচ ও ক্ষুদ্রজনোচিত অন্তঃকরণকে তুলিয়া রাখে।” প্রভাতচিন্তা।

নিতান্ত অবোধ্য রসভাববিরহিত ও চ্যুতসংস্কৃতির আদর্শ।

গুরু-চাণ্ডালী।—সাধু শব্দের সহিত চলিত শব্দের প্রয়োগ।

যথা—৩৩পৃ “তবে এই ধরাবিলুণ্ঠিতা ভারতমাতা এখনও গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া আবার দণ্ডায়মান্ হইতে পারিবেন।” প্রভাতচিন্তা।

ধরাবিলুণ্ঠিতা ভারতমাতা বলিলে কাহাকে বুঝিব? ব্যাপ্তি গ্রহ হইল না। সুতরাং অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি হেতু অর্থের সুসঙ্গতি হয় না। “গা ঝাড়িয়া” গুরুচাণ্ডালী দোষদুষ্ট।

৫পৃ—“জ্যোৎস্নাময়ী যামিনী যেমন আপনার সুখে আপনি হাসে, বনান্ত বায়ু যেমন আপনার দুঃখে আপনি ক্রন্দন করে, কবিতাও তখন সেইরূপ আপনার ভাবে আপনি পরিপূর্ণ হইয়া জীবন্মৃতের ন্যায় আপনাতে আপনি নিমজ্জিত হয়।” প্রভাতচিন্তা।

এখানে রসাস্বাদের অধিকার অবহেলা করা হইয়াছে। জীবন্মৃতের কার্য্যের সাদৃশ্য কবিতা ও জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীর সমানাধিকরণ্যের সহিত তুলিত হইতে পারে না। কারণ যামিনী, কবিতা ও বায়ু চৈতন্যবিহীন ; সুতরাং অর্থাপত্তি দোষে দূষিত হইল। যাহার চৈতন্য নাই, তাহার হাসি কান্না অসম্ভব।

ইহার অর্থ কিছুই বুঝা যায় না। বিতণ্ডার বিষয়।

অন্যোন্যাশ্রয় দোষ

৮পৃ—“লঘু কবির যত কিছু সম্পদ, তাহা শব্দেই পর্য্যবসিত হয়। তদপেক্ষা গাঢ়তর কবির শব্দ অল্প, রসগাম্ভীর্য্যই অধিক। কিন্তু যখন কাহারও হৃদয়ে কাব্যের সেই অনির্ব্বচনীয় অমৃত স্রোত অতি প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, যখন মন কল্পনার ঐন্দ্রজালিক পক্ষে উড্ডীন হইয়া তারকায় তারকায় প্রকৃতির জ্বলদক্ষর লেখা পাঠ করিতে থাকে এবং গিরিশৃঙ্গ, সাগরগর্ভ

আলোক ও অন্ধকার সর্ব্বত্র একসঙ্গে বিচরণ করে, যখন জ্ঞান অনুভূতিতে ডুবিয়া যায় এবং বুদ্ধি অনুসন্ধানে বিরত হইয়া তরঙ্গের সহিত তরঙ্গের ন্যায় হৃদয়েই বিলয় পায়, তখন 'ভয়বিহ্বলা ভাষা (১) আপনিই জড়ীভূত হইয়া যায়। কে আর কাহার কথা প্রকাশ করে? প্রকৃতি নীরব, কাব্য নীরব, কবিও তখন স্পন্দহীন ও নীরব।" প্রভাতচিন্তা।

(১) 'ভয়বিহ্বলা ভাষা' ইহার অর্থ কিছুই বুঝা যায় না।

প্রত্যেক বাক্যই যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি-বিরহিত। গ্রন্থকর্ত্তার এখানে ধানভানিতে মহীপালের গান গাওয়া হইয়াছে। (কাব্য সমালোচনায় অতি মহৎ তত্ত্বজ্ঞানের কথা আনা হইয়াছে)। তাঁহার মতে শাব্দিক কবি—লঘু কবি। ভাবুক কবি 'গাঢ়তর' এবং 'গাঢ়তম' কবি পদ পাইবার যোগ্য। ব্যাকরণ অভিধান এবং অলঙ্কারের সূত্রানুসারে উপরি প্রদর্শিত লেখার ভাব-গ্রহণে ও বিচারে আমরা অক্ষম সুতরাং প্রভাতচিন্তার 'নীরব কবি' শোভা পাইল। 'দদ্দুরা যত্র বক্তার স্তত্র মৌনং হি শোভনম্' ॥ নীরব কবি—ইহার অর্থ করিতে গেলে বুঝাইবে যে কবির রব বা শব্দ নাই ; কেবল অর্থ আছে, শব্দ না থাকিলে অর্থ কাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে বলিতে পারি না। এবং যদি অর্থ না থাকে, তবে ভাব পাওয়া যাইবে কোথায়, তাহাও বুঝিতে পারি না। যদি কবিকে মৌনী বলা যায়, এবং কবিতার পরিবর্ত্তে কেবল নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কতকগুলি বিন্দু ও রেখা অঙ্কিত করা যায়, কিংবা কোন বস্তুকে চিত্রিত করা যায়, তাহা হইলে ঐরূপ কার্য্যের কবি নীরব কবি হইতে পারেন। গ্রন্থকারের মতে আমরা জয়দেবকে শাব্দিক কবি, এবং অভিমানিনী রাধিকাকে নীরব কবি কহিব ; কারণ শব্দের চাতুর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রাচুর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে জয়দেবে আছে ; সেইজন্য তিনি লঘু কবি পদবাচ্য শাব্দিক কবি মাত্র। আর মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা নিরন্তর ভাবময়ী, এজন্য তিনি আদর্শস্থানীয়া অতি উচ্চ ও ভাবুক, নীরব কবিপদ পাইবার যোগ্য। এখানে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটিয়াছে।

অসঙ্গতির উদাহরণ।

"কোন একটা নাম দিতে হইলে, ইহাদিগকে শাব্দিক কবি বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে। কেননা শব্দের পর শব্দবিন্যাসের চাতুরী বিনা সাধারণতঃ ইহাদিগের কবিতায় আর কিছুই থাকে না। যদি কিছু থাকে, তাহাও প্রায় স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না।" (১) প্রভাতচিন্তা—নীরবকবি।

১—অপুষ্টার্থ। শাব্দিক কবিশব্দে ভারতবর্ষীয় রসিকজন বুঝিবেন যে, এই লেখাগুলিতে অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষাদি অলঙ্কারের বাহুল্য ও পারিপাট্য যেমন আছে, রসভাবাদির

প্রাধান্য তাদৃশ নাই। 'শব্দের পরশব্দ বিন্যাস' এখানে 'শব্দবিন্যাস চাতুর্য্য' বলাই উচিত ; দুইবার 'শব্দ' প্রয়োগ নিরর্থক। 'চাতুর্য্য বিনা আর কিছুই থাকে না'। আবার কহিতেছেন, —'যদি থাকে' এখানে সমাপ্ত পুনরাত্তা দোষ। স্বাদগ্রাহী ব্যক্তির ভোগোপযোগী বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। যে বস্তুর কিছুই থাকে না, তাহাতে আবার রস কি প্রকারে থাকিতে পারে ? সুতরাং এই কথাটা অসঙ্গতদোষে দূষিত। গ্রন্থকর্ত্তার মনের ভাব অন্যরূপ ; তাঁহার মতে নিরর্থক শব্দাড়ম্বরপ্রিয় কবিই শাব্দিক কবি। তাঁহার লেখায় এই ভাবের পুষ্টি হয় নাই। সুতরাং ইহা অসঙ্গতির ও অপুষ্টার্থের উদাহরণও বটে।

"সহৃদয় রসজ্ঞ ব্যক্তিরা কাব্যের অন্বেষণ করিতে হইলে আরও এক-টুকু উর্দ্ধে আরোহণ করেন।" প্রভাতচিন্তা।

'সহৃদয় ও রসজ্ঞ' এই দুইটির একটি অধিকপদতাদোষে দূষিত। সহৃদয়—হৃদয়ের সহিত বর্ত্তমান এমন ব্যক্তি। যাহার অন্তঃকরণে রসভাবের বিরাম নাই, সেই সহৃদয়। রসজ্ঞ—রস জানে যে, অর্থাৎ যাহার অন্তকরণে রসভাবাদির সম্পূর্ণ বিকাশ থাকে। সেই রসজ্ঞকেই আরও একটুকু উর্দ্ধে আরোহণ করিতে হয়। কোন্ স্থানের আর একটুকু তাহার নির্দ্দেশ নাই, সাকাঙ্ক্ষাদোষে দূষিত। একটুকুর পরিবর্ত্তে একটু লিখিলেই চলিত। নিরর্থক টুকুর 'কু' দেওয়া প্রয়োজনাভাব।

'যে কথাটি শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ উৎপাদন করিল, তাহা হৃদয়স্থান পর্য্যন্ত গমন করে কি না, তাঁহারা অগ্রে বিচার করেন।'

যাহা শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক আনন্দ দেয়, তাহা নিশ্চয় হৃদয় স্পর্শ করে, সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান বহিরিন্দ্রিয়ের নহে, উহা অন্তরিন্দ্রিয়ের কার্য্য। (নেয়ার্থ দোষের উদাহরণ।)

অব্যাপ্তি দোষ।

"যে কথায় অন্তরের অন্তর্নিহিত কোন লুক্কায়িত রস উছলিয়া না উঠে, সৌন্দর্য্যের কোন নূতন মূর্ত্তি মানসক্ষেত্রের সন্নিধানে উপস্থিত না হয়, হৃদয়তন্ত্রী এক নূতন তালে বাজিতে না থাকে, কিম্বা আত্মা ভাবভরে ভুলিয়া না পড়ে, তাহাদিগের নিকট তাহা কাব্য বলিয়াই গৃহীত হয় না।" প্রভাতচিন্তা।

কাব্য নবরসাশ্রিত। প্রত্যেক রসেই মন ও আত্মা প্রফুল্ল হয় না। কোন রসে সঙ্কুচিত ও কোন রসে কঠিনভাব ধারণ করে। যেখানে যাহা প্রয়োজন তথায় তদ্রূপ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থকার কাব্যের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সে সকল লক্ষণের লক্ষ্যই স্থির হইতেছে না। সুতরাং লক্ষণের লক্ষ্যার্থ না হইলে অব্যাপ্তি দোষ বলে।

অতিব্যাপ্তি দোষ—"দয়া, উৎসাহ, শান্তি ও প্রীতি প্রভৃতি অতি-মানুষিকভাবের ভার বহন করিতেছে।" প্রভাতচিন্তা।

'অলক্ষ্যে লক্ষণাগমন হইতেছে, অতএব ইহা অতিব্যাপ্তি দোষে দূষিত।'

প্রভাতচিন্তা

আমাদিগের দেশের মনুষ্যগণ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণের আধার বলিয়াই মনুষ্য বলিয়া গণ্য; যাহার এই সকল গুণ নাই, সে মনুষ্যত্বহীন মনুজ পশু। সুতরাং অতিমানুষিক ভাব বলায় অলক্ষ্যে লক্ষণাগম হইতেছে। সুতরাং অতিব্যাপ্তি।

একাধারে রস, গুণ, রীতি, অলঙ্কার বিরুদ্ধ রচনার উদাহরণ।

"হে মোহান্ধ মনুষ্য কবি! তুমি আমায় কি কাব্যে মোহিত করিবে বল? তুমি যাহাকে কাব্য বলিয়া আদর কর, তাহা সাধারণতঃ অকাব্য অথবা কুকাব্য। মনুষ্যের মধ্যে যে তাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেই আকৃষ্টত্ব হইতে পরিচ্যুত হইয়া অনেক দূরে নীচে নামিয়া পড়ে। যাহা তোমার প্রকৃত বাক্য, তাহা অপূর্ণ, অৰ্দ্ধবিকাশি, অৰ্দ্ধবিকাশিত। সৌন্দর্য্য যেমন মলিন দর্পণে প্রতিভাত হয় না, কল্পনার সুন্দরভাব হইতে পারে না।"

—বান্ধব।

অকাণ্ডে রস প্রকাশ

মেঘনাদ বধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গের শেষে লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদের নিধন হইলে, বিভীষণ মায়া-কান্না কাঁদিতেছেন। মেঘনাদ বধ কাব্যের ঐ স্থানে অকাণ্ডে রসপ্রকাশ দোষ কহা যায়। কারণ বিভীষণের মন্ত্রণাতেই মেঘনাদের মৃত্যু ঘটে। মেঘনাদের মৃত্যুই বিভীষণের মূল উদ্দেশ্য। বিভীষণের হৃদয়ে যে প্রকৃতরূপে শোকোদয় হয় নাই, তাহাও লক্ষ্মণের একটিমাত্র বাক্যে এবং বিভীষণের ব্যবহারেই প্রকাশ পাইতেছে।

যথা———"সম্বর খেদ রক্ষঃ চূড়ামণি!
কি ফল এ বৃথা খেদে? বিধির বিধানে
বধিনু এ যোধে আমি, অপরাধ নহে
তোমার! যাইব চল যথায় শিবিরে
চিন্তাকুল চিন্তামণি দাসের বিহনে! মেঘনাদবধ কাব্য।

বিভীষণের যদি প্রকৃত শোক হইত, তাহা হইলে, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতা, ভ্রাতৃপত্নী ও ভ্রাতৃ-পুত্রবধূ ও পুরবাসিগণের অতি শোক হইবে একথা কহিতেন না। আত্মগ্লানি হেতু যাহার অন্তঃকরণ শোকে আচ্ছন্ন হয়, যাবৎ আত্মগ্লানির কারণ তিরোহিত না হয়, তাবৎ কাল তাহার ধৈর্য্য থাকে না এবং হৃদয় হইতে শোক দূরীভূত হয় না। নিজ হৃদয় যে কারুণ্যের আধার স্থান

তাহাই বিভীষণ লক্ষণ সমীপে কথায় প্রকাশ করিতেছেন অথচ কার্য্যে বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইয়াছিল। বক্তৃতা না করিয়া যদি সাশ্রুনয়নে শোকে মূর্চ্ছিত হইতেন, তাহা হইলে, বিভিষণের কপটতা প্রকাশ পাইত না। মূর্চ্ছিত হইলে, যথার্থ শোক বলা যাইত। স্থূল লক্ষ্য বলিয়াই লক্ষণ কহিলেন, আর খেদে ফল কি? এখানে বাক্য দ্বারা শোক প্রকাশ না করিয়া কেবল অশ্রুবিসর্জ্জন দ্বারা খেদ প্রকাশ করা উচিত ছিল। তাহা হইলে লক্ষণ কখনই কহিতে পারিতেন না যে 'সখে বৃথা খেদে ফল কি?'

প্রসাদগুণব্যঞ্জক অনুপ্রাসের অনুরোধে শ্রুতিকটুদোষ বিশেষ দুষ্ট হয় না।

প্রোষ্ঠীর পৃষ্ঠেতে পাঠীন যায়,
নক্র আক্রমিতে তাহারে ধায়।
তারে পুন তিমি ধরিতে চায়
দেখ অন্যত্র নেত্র দিয়া হায়॥

অনুপ্রাসের অনুরোধে শ্রুতিকটুতা ও অবাচকতা দূরীভূত হয় না।

"ঐ শুন মন্দ মন্দ মলয়জ বহে।
মৃদুস্বরে মনের উল্লাসে বুঝি কহে॥" বৃত্রসংহার

মলয়জ শব্দে 'বাতাস' তাহার প্রমাণ কি?

প্রসিদ্ধ হেতুর জ্ঞান থাকিলে সর্ব্বত্রে হেতুর নির্দ্দেশ করিতে হয় না; সুতরাং ঐরূপ বর্ণনে 'নির্হেতুতা' দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। যথা—

ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥ ১ শি, শি।
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥ ২ শি, শি।

১মটিতে হেতু আছে। ২য়টিতে হেতু নাই। পাঠে মনোনিবেশের হেতু অজ্ঞানতা দূর করা। উহা অতি প্রসিদ্ধ।

বাস্তবিক ঘটনার হেতু কবিকল্পিত না হইলেও চির-প্রসিদ্ধির অপলাপ হয় না। যথা—

চন্দ্র কলঙ্কী এবং ক্ষয়ী, সহস্রাক্ষ ভগাঙ্গ, শ্রীকৃষ্ণ গোপ-সন্তান, লক্ষ্মী চঞ্চলা, সরস্বতী মুখরা, দুর্গা চণ্ডী, শিব ভিক্ষুক, কালী কপালিনী, যম শ্রীপদ, সরিৎপতি লবণাম্বুসম্পন্ন, কমলনাল কণ্টকাকীর্ণ, অগ্নি সর্ব্বভুক্ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ ও চিরপ্রসিদ্ধ বিষয়ের সহিত বাস্তবিক ঘটনার সামঞ্জস্য থাকুক আর না থাকুক প্রসিদ্ধি ত্যাগ করা রীতিবিরুদ্ধ।

পদ্মযোনি পদ্মনালে ভাল গ'ড়ে ছিল।
ভুজ দেখি কাঁটা দিয়া জলে ডুবাইল ॥ বি, সু,

মহাকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পদ্মনালে কাঁটা দেখিয়া তাঁহার অনুকরণকারী আধুনিক কবিগণ মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহারা পদ্মের মৃণালে কাঁটা বর্ণনা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয়েন নাই। মৃণাল ও পদ্মের নাল পৃথক্ পদার্থ। ইহাদিগের সংস্কৃতভাষায় অনভিজ্ঞতাই তাহার হেতু। অথবা উহা গতানুগতিকন্যায়ানুসারে ঘটিয়াছে। পদ্মের মৃণাল কর্দ্দমমধ্যে থাকে; উহার অবয়ব হস্তিদন্ত-সদৃশ বর্ণ শ্বেত, বস্তু অতি কোমল। পদ্মের ডাঁটায় কাঁটা আছে। উহা কোমল নহে, সুদৃঢ়। উহা পদ্মকে ধারণ করে। ঐ ডাঁটার সংস্কৃত নাম নাল অথবা নালা।

গতানুগতিক ন্যায়

৬৫। দোষ গুণ অথবা ফলাফল বিবেচনা না করিয়াই একের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাকে গতানুগতিক-ন্যায় কহে।

কবিওয়ালা লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস কহিলেন

"হায় দুখে দম্ ফেটে মরে যায়,
পদ্মের মৃণালে কাঁটা, ঠাকুরে পিয়ালী খোঁটা।

এই পথ অনুসরণ করিয়া মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে কহিলেন—'কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী' মাইকেলের পদ্ধতি দেখিয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহার মৃণালিনী নামক গদ্য কাব্যে কহিলেন, 'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে।' মৃণাল বিরহ-কাতরা ললনার কোমল

শয্যা ; ইহাতে কাঁটা থাকিলে বিরহিণীকে জ্বলচ্চিতায় প্রক্ষেপ করা হয়। মৃণাল ও নালের বিষয়ে ভারতীয় কবিগণ তাদৃশ অসামাজিক ছিলেন না। তাহারা কাল, দেশ, পাত্র ও বিষয় বিবেচনা করিয়া যথাযথরূপে কাব্য রচনা করিয়া থাকেন। বিরুদ্ধ বিষয়রচনা করেন না। [পদ্মের মৃণাল ও পদ্মের নালের (ডাঁটার)] সহিত যে প্রভেদ আছে, উহা আপামর ও সাধারণ সকলেই জানে। মৃণালকে মোলাম এবং নালাকে ডাঁটা কহে। মোলাম শিশুগণের আনন্দের বস্তু, হেয় পদার্থ নহে।

পরিহাসে হৃদ্য অশ্লীলতা অগ্রাহ্য।

ননদ—ভাত্‌-আর নিবি অব্ধি, সন্ধি বুঝে বল ? (১)
বৌ—সতী হ'তে সাধ কর, সন্ধি ভেঙ্গে ছল ?
পৃথা মত প্রথা তোর মিলিবে দ্বিদল (২)।
ছোট ঠাকুরঝিকে দিলেও পাবি আধা ফল ॥ উদ্ভট।

অনুপ্রাসের মাধুর্য্য বিধানে এবং দৃঢ়তা সংস্থাপনে পুনরুক্তি এবং সখীবাক্যে অমর্য্যাদাসূচক বাক্য দোষ বলিয়া গণ্য হয় না ; ববং গুণে পরিণত হইয়াছে।

(১) এখানে সন্ধি করিলে অশ্লীল হয ; ইহা পরিহাস-রসিকতার স্থল, সুতরাং দোষ হইল না, বরং গুণে পরিণত হইল। (২) শ্লেষ আছে।

রসাভাসের পরিণামকে উর্জ্জস্বী, ভাবাভাসের পরিণামকে সমাহিত বলা যায়।

রসবৎ অলঙ্কার

অদৃষ্ট হইলে দরশনে স্পৃহা হয।
মিলন হইলে হয় বিচ্ছেদের ভয় ॥
তেঁই তব, অদর্শনে অথবা দর্শনে।
কিছুতেই সুখী নহি কৃষ্ণ একক্ষণে ॥ উদ্ভট।

এখানে কৃষ্ণ তুমি অদৃষ্ট না হও এবং বিচ্ছেদেরও ভয় না থাকে তাহাই করিবে। এইটি প্রকাশিত ব্যঙ্গ্য ; কিন্তু ইহা ঝতিতিবোধবিষয়ক নহে। এখানে প্রিয়বিষয়ক রতিটি ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে।

প্রেয়স অলঙ্কার অর্থাৎ ভাব প্রাধান্য

গিরির পাশেতে গিয়া,　　　গৌরী ছিলা দাঁড়াইয়া,
লজ্জাপেয়ে বিয়ার কথায়।
কমল কুসুমদলে,　　　গণনা করেন ছলে,
যেন মন অন্যদিকে ধায়॥　রঙ্গলাল কু, স।

এখানে গৌরীর শিবের প্রতি অনুরাগজনিত হর্ষ গূঢ়, সেটি লজ্জাতেই আচ্ছাদিত হইয়াছে। সুতরাং অবহিত্থা নামক সঞ্চারিভাবের প্রাধান্য দেখা যাইতেছে (৮৬ সূত্র ৪৮ পৃ)। এই হেতু এখানে প্রেয়স অলঙ্কার বলা যায়।

অপিচ—আসমুদ্র ক্ষিতীশ যাকে করে প্রণিপাত।
তার ভার্য্যা আমায় সূত কৈল পদাঘাত॥
সভামধ্যে মুক্তকেশী কৃষ্ণার বিলাপ।
হৃদয়ে হয়েছে বিদ্ধ বড় অনুতাপ॥　উদ্ভট।

এখানে প্রধানীভূত স্মরণ, অমর্ষ ও বিষাদ প্রভৃতি ব্যভিচারিভাবগুলি দ্রৌপদীর করুণ রসে গুণীভূত (অপ্রধানীভূত) হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এইটি দোষ না হইয়া অলঙ্কারত্ব প্রাপ্ত হইল; ইহাকেই প্রেয়স বলে।

যথা বা—সখি কি "পুছসি অনুভব মোয়,
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে তিলে তিলে নূতন হোয়,
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুরবোল শ্রবণ হি শুনমু শ্রুতিপথে পরশ না গেল!
কত মধু যামিনী রভসে গোয়াইনু না বুঝিনু কৈছন কেল॥
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু তবু হিয়া জুড়ন না গেল।
যত যত রসিক জন রসে অনুগমন অনুভব কাহে না পেখ
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে লাখে না মিলিল এক॥"

এখানে নায়ক বিষয়ক রতি প্রধানীভূত থাকিলেও দেব বিষয়ক অনুরাগ, ভক্তিরসের অঙ্গীভূত হইয়া পরিণামে বিষাদে পরিণত হইয়া

গিয়াছে ; সুতরাং দোষ ধরা যাইতে পারিত ; কিন্তু নায়কবিষয়ক অনুরাগ-ভক্তিরসে গুণীভূত বলিয়া দোষ না হইয়া গুণত্ব (অর্থাৎ) প্রেয়স অলঙ্কার হইল।

সমাহিত

ভাবাভাস অন্য রসের অঙ্গী হইলে সমাহিত অলঙ্কার হয়।

দেও মা আমায় তবিলদারী,
আমি নিমক হারাম নইগো শঙ্করি।
পদ রত্ন ভাণ্ডার সবাই লুটে, আমি সেই দুখে মরি।
ভাঁড়ার জিম্বা আছে যার সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা তবু জিম্বা রাখ তারি।
অর্দ্ধঅঙ্গ জায়গীর তবু শিবের মাইনা ভারি।
আমি বিনা মাইনার চাকর কেবল চরণ ধূলার অধিকারী।
যদি তোমার বাপের ধারা ধর তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি।
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই ল’য়ে মরি।
ও পদের মত পদ পাই ত সে পদ ল’য়ে বিপদ সারি॥

এখানে দেববিষয়ক রতি সুতরাং ভক্তি ভাব। সেই ভক্তি ভাবের মধ্যে পিতার নিন্দা ভক্তির বিরুদ্ধ ; অতএব এখানে রসত্ব না হইলেও পরিণামে "আমার বাপের ধারা ধর ত পেতে পারি" "শিব আশুতোষ স্বভাব দাতা" বলিয়া আবার সেই শিবের প্রতি গূঢ় ভক্তি দেখান হইয়াছে ; সুতরাং এখানে সমাহিত অলঙ্কার হইল।

৬৬। সমাসস্থলে সন্ধি দুষ্পরিহার্য্য ; যেখানে তাহা করা যায় না তথায় স্বরূপ যোগ্যতা ভঙ্গরূপ চ্যুতসংস্কৃতি দোষ কহে।

যে বিধি, হে মহাবায়ু, সৃজিলা পবনে
সিন্ধু-অরি, মৃগ-ইন্দ্রে, গজ-ইন্দ্ররিপু ;

খগেন্দ্রে-নাগেন্দ্র বৈরী; তাঁর মায়া ছলে.
রাঘব রাবণ অরি—দোষিব কাহারে ?"　মে, না, ব,

এখানে সিন্ধুরি, মৃগেন্দ্র, গজেন্দ্র ও রাবণারি হইত। ইহা দুষ্পরিহার্য্য। কিন্তু তাহা করিলে পদ্যের অক্ষর ন্যূন হয়।

রসাভাসের দোষ-রাহিত্য—উর্জ্জস্বী। যথা—

কি মোহিনী জান বধু কি মোহিনী জান।
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন॥
রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি।
বুঝিতে নারিনু বধু তোমার পিরীতি॥
ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর।
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর॥
বধু তুমি যদি মোরে নিদারুণ হও।
মরিব তোমার আগে দাঁড়াইয়া রও॥
বাশুলী আদেশে দ্বিজ চণ্ডী দাসে কয়।
পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয়॥

এখানে রাধিকার পরপুরুষে অর্থাৎ কৃষ্ণে অনুরাগ প্রধানীভূত। পরপুরুষে বা পরস্ত্রীতে অনুরাগ নিষিদ্ধ, তথায় রস না বলিয়া রসাভাস বলে। সেই রসাভাসটি ভক্তিরসে গুণীভূত অর্থাৎ অঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এখানে দোষ না হইয়া উর্জ্জস্বী অলঙ্কার হইল।

৬৭। সঙ্কেত বিশেষদ্বারা অল্প কথায় অনেকার্থ ও গূঢ়ার্থ প্রকাশ স্থলে গ্রাম্য, নিহতার্থত্ব, অপ্রতীততা, অপুষ্টার্থত্ব ও ক্লিষ্টার্থতা প্রভৃতি দোষ দোষরূপে গণ্য হয় না।

অযাত্রার লক্ষণ।

শূন্য কলসী শুক্না না।　শুক্না ডালে ডাকে কা॥　১
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।　একালে না বেরিও বাপা॥　২
ডাক্ বলে এরেও ঠেলি।　যদি সম্মুখে না দেখি তেলী॥　৩

খনার বচন ।— প্রাকৃতের অপভ্রংশ

তিথি গণনা ।—খনার বচন ।

অপ্রতীততা, অপুষ্টার্থতা ও অসমর্থতা । যথা—

খালি ছাগলা বৃষে চাঁদা । মিথুনে পুরিয়া বেদা ॥

সিংহে বসু কর্কটে রসে । আর সব পুরিবে দশে ॥ ৪

তিথি গণনায় বৎসরের প্রথম দিনের তিথি লইতে হয় । ৩১ অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ না থাকিলে দিবসের প্রথমাংশ অমাবস্যা শেষাংশ প্রতিপদ গণ্য ॥

নক্ষত্রগণনা ।—খনার বচন ॥

মাস নখতা তিথিযুক্তা । ভাদিয়ে হররে পূতা ॥

আঁধারে দশ আলোতে এগার । ইহা দিয়া নক্ষত্র সার । ৫

বরাহের বচন বার গণনা—

মদনানল রিপুশ্চৈব রামোরসো ভুজস্তথা ।

বাণাব্ধীচন্দ্র বহ্নীচ বেদাশ্চৈব ষডাননঃ ॥ ৬

কোটি সংক্রান্তির স্থল ব্যতীত সর্ব্বত্র—মদন = ৭, অনল = ৩, রিপু = ৬, রাম = ৩, রস = ৬, ভুজ = ২, বাণ = ৫, অব্ধি = ৭, বেদ = ৪, ষডানন = ৬ ।

সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থ অথবা সঙ্কেতে অল্পাক্ষরে গণিত শাস্ত্রের সমাধান জন্য, অবাচক, অপ্রযুক্ত, নিহতার্থ, ক্লিষ্টার্থ, গ্রাম্য শব্দাদি প্রয়োগ দূষণীয় নহে । ১।২।৩ শ্লোকের শব্দার্থ—না = নৌকা, মাকুন্দ = দাড়ি গোঁপ রহিত পুরুষ (অনামুখো), চোপা = মুখ ও অশ্লীল প্রগল্ভ বাক্য । কোটি সংক্রান্তি যে বৎসরে একদিন বর্দ্ধিত হয় ।

খালি = শূন্য, ছাগলা = মেষ, বেদা = চারি, বসু = আট, ভা = ২৭ এবং সপ্তবিংশতি নক্ষত্র, রস = ৬ ও ৯ । ছাগ্ শব্দে মেষ অবাচক, ১।২।৩ শ্লোকে গ্রাম্য শব্দ প্রয়োগ, ৪র্থ শ্লোকে নিহতার্থ ও গ্রাম্য শব্দের, ৫ম শ্লোকে অপভ্রংশ ও অপ্রযুক্ত শব্দের উদাহরণ আছে ।

রস শব্দে ছয় ও নয় বুঝায় ; কিন্তু প্রকরণ বশতঃ মাস গণনার আদি ক্রমে ধরিলে এখানে রস শব্দে ছয় গ্রহণ করিতে হয়।

বার গণনায় পূর্ব্ববর্ষের সংক্রান্তির বার লইতে হয়।

কর্ম্মগুপ্ত—যথা—

মহারাজ ! পেয়ে বড় তুষ্ট হইয়াছি ;
না পেলে আরও তুষ্ট হইতাম।—গোপাল ভাঁড়।

না=নৌকা।

মহারাজ ! বলিলে বলা যায়।
না বলিলে মন ভাঙ্গা থাকে। গোপাল ভাঁড়।

বলা—বলরাম ভাণ্ডারী, যায়=নষ্ট হয়। কর্ত্তাগুপ্ত। মন, ভাঙ্গা থাকে চল্লিশ সের—পূর্ণ হয় না।

একটি রাশি বলিলে সপাদ দুই নক্ষত্রকে বুঝায়। অমুক গ্রহের ক্ষেত্র বলিলে অমুক মাস এবং অমুক রাশি বুঝাইবে। সপাদ দুই নক্ষত্রে একটি যুথ হয়। সঙ্কেত যথা—

নক্ষত্র।	রাশি,	মাস,	অধিদেবতা কাহার ক্ষেত্র।
অশ্বিনী, ভরণী এবং কৃত্তিকার প্রথম পাদ।	মেষ	বৈশাখ	মঙ্গল
কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ রোহিণী ও মৃগশিরার্দ্ধ।	বৃষ	জ্যৈষ্ঠ	শুক্র
মৃগশিরার শেষার্দ্ধ, আর্দ্রা এবং পুনর্ব্বসুর প্রথম তিন পাদ।	মিথুন	আষাঢ়	বুধ
পুনর্ব্বসুর শেষ পাদ পুষ্যা ও অশ্লেষা।	কর্কট	শ্রাবণ	শশী

নক্ষত্র।	রাশি,	মাস,	অধিদেবতা কাহার ক্ষেত্র।
মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী এবং উত্তরফল্গুনীর প্রথম পাদ।	সিংহ	ভাদ্র	অর্ক
উত্তরফল্গুনীর শেষ তিন পাদ, হস্তা এবং চিত্রায় পূর্ব্বার্দ্ধ।	কন্যা	আশ্বিন	বুধ
চিত্রার শেষার্দ্ধ স্বাতী ও বিশাখার প্রথম তিন পাদ।	তুলা	কার্ত্তিক	শুক্র
বিশাখার শেষ পাদ, অনুরাধা ও জ্যেষ্ঠা।	বৃশ্চিক	অগ্রহায়ণ	মঙ্গল
মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং উত্তরাষাঢ়ার প্রথম পাদ।	ধনু	পৌষ	বৃহস্পতি
উত্তরাষাঢ়ার শেষ তিন পাদ, শ্রবণা ও ধনিষ্ঠার পূর্ব্বার্দ্ধ।	মকর	মাঘ	শনি
ধনিষ্ঠার শেষার্দ্ধ, শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদের প্রথম তিন পাদ।	কুম্ভ	ফাল্গুন	শনি
পূর্ব্বভাদ্রপদের শেষ পাদ, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী।	মীন	চৈত্র	বৃহস্পতি

তিথির অধিদেবতা দ্বারা তিথি এবং নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দ্বারা নক্ষত্রের জ্ঞান হয়। সুতরাং সঙ্কেত স্থলে এই প্রকার অপ্রতীততা দোষাবহ হয় না।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত ত্রিংশৎ দিনে তিথি হয়। প্রতিপদাদি পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চদশ তিথি, শুক্লপক্ষ, তৎপরের প্রতিপদাদি তিথিতে ১৬ হইতে অঙ্ক পড়িবে; সুতরাং অমাবস্যায় ত্রিশের অঙ্ক হইবে ঐ পঞ্চদশ তিথি কৃষ্ণ পক্ষ। ঐ প্রকার অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের প্রত্যেকে অঙ্কপাত করিলে ১ অশ্বিনী—২৭ রেবতী হয়। অতএব তিথি ও

নক্ষত্রের নামে ও তদ্বোধক অঙ্কে ইতর বিশেষ নাই। সুতরাং অঙ্ক দ্বারাও তিথি এবং নক্ষত্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইবে। তিথি এবং নক্ষত্রের বাচক অঙ্ক ও তদ্বোধক অধিদেবতার নাম দেওয়া গেল। যথা—

তিথি	অধিদেবতা	নক্ষত্র	অধিদেবতা
১ প্রতিপদ	অগ্নি	১ অশ্বিনী	অশ্বিনীকুমার
২ দ্বিতীয়া	প্রজাপতি	২ ভরণী	যম
৩ তৃতীয়া	গৌরী	৩ কৃত্তিকা	অগ্নি
৪ চতুর্থী	গণেশ	৪ রোহিণী	ব্রহ্মা
৫ পঞ্চমী	সর্প	৫ মৃগশিরা	চন্দ্র
৬ ষষ্ঠী	গুহ	৬ আর্দ্রা	শিব
৭ সপ্তমী	রবি	৭ পুনর্ব্বসু	অদিতি
৮ অষ্টমী	শিব	৮ পুষ্যা	বৃহস্পতি
৯ নবমী	দুর্গা	৯ অশ্লেষা	ফণী
১০ দশমী	যম	১০ মঘা	পিতৃগণ
১১ একাদশী	বিশ্ব	১১ পূর্ব্বফল্গুনী	যোনি
১২ দ্বাদশী	হরি	১২ উত্তরফল্গুনী	অর্য্যমা
১৩ ত্রয়োদশী	কাম	১৩ হস্তা	সূর্য্য
১৪ চতুর্দ্দশী	হর	১৪ চিত্রা	বিশ্বকর্ম্মা
১৫ পূর্ণিমা	শশী	১৫ স্বাতী	পবন
১৬ অমাবস্যা	পিতৃগণ	১৬ বিশাখা	শক্রাগ্নি

চন্দ্র যে মাসে যে নক্ষত্রে বা যে যুথে—পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন, সেই মাস সেই নামে পরিগণিত হয়। যথা—

নক্ষত্রে			
বিশাখা	শক্রাগ্নি	বিশাখাশ্রিত পূর্ণিমায় বৈশাখ মাস।
১৭ অনুরাধা	মিত্র		
১৮ জ্যেষ্ঠা	ইন্দ্র	জ্যেষ্ঠাশ্রিত „ জ্যৈষ্ঠ „	
১৯ মূলা	রাক্ষস		
২০ পূর্ব্বাষাঢ়া	জল	পূর্ব্বাষাঢ়াশ্রিত „ আষাঢ় „	
২১ উত্তরাষাঢা	বিশ্ব		
২২ শ্রবণা	বিষ্ণু	শ্রবণাশ্রিত „ শ্রাবণ „	
২৩ ধনিষ্ঠা	বসু		
২৪ শতভিষা	বরুণ		
২৫ পূর্ব্বভাদ্রপদ	অজপাদ শিব	পূর্ব্বভাদ্রপদাশ্রিত „ ভাদ্র „	
২৬ উত্তরভাদ্রপদ	অহিব্রধ্ন শিব		এই প্রকার অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুষ্যা, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও চিত্রাশ্রিত চন্দ্রে অথবা ঐ ঐ নক্ষত্রের যূথে যথাক্রমে আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র হয়।
২৭ রেবতী	পূষা		
২৮ অভিজিৎ	ব্রহ্মা		

হেত্বাভাস

৬৮। প্রকৃত বিষয়ের সাধক হউক বা না হউক, আপাততঃ প্রকৃত বিষয়ের সাধক বলিয়া যাহাকে বোধ হয়, তাহাকে হেত্বাভাস বলে।

দৃষ্টান্ত যথা—যেখানে ধূম দৃষ্ট হয়, সেই সেই স্থলে অগ্নি আছে ইহা এক প্রকার সিদ্ধান্ত। যেখানে যেখানে অগ্নি আছে সেই সমস্ত স্থলেই যে ধূম থাকিবে ইহা স্থির নহে; যেমন দগ্ধ লৌহে অগ্নি আছে; কিন্তু ধূম নাই।

অতএব অগ্নি থাকিলেই সর্ব্বত্র ধূম থাকে না। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। বিপরীত পক্ষকে হেত্বাভাস বলা যায়।—

"তাহার শ্রুতি এবং তাহার রসনা প্রভৃতি বৃত্তি ও শব্দে কিংবা স্বাদে, মাধুর্য্যের ক্ষণিক মোহময় অনুভূতিতেই উন্মাদিত রহে। কিন্তু যিনি মাধুর্য্যের মধ্যে মধুর অথবা মাধুর্য্যের সজীব প্রস্রবণ, ঋষিরা যাঁহাকে "রসো বৈ সঃ" বলিয়া হৃদয়ে জানিয়াছেন, যোগীরা যাঁহাকে বুঝিতে কিংবা বঝাইতে অসমর্থ হইয়া অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহার অত্যন্ত মাধুর্য্যময় আনন্দের ভাব তাহার কাছে চিরদিনই গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রহে। সেই সুন্দর ও সেই মধুর শুধুই ভক্তিলভ্য এবং সুতরাং ভক্তিই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি অথবা সর্ব্বোচ্চ বৈভব।

নিভৃতচিন্তার এই লেখা হেত্বাভাসের অন্তর্গত।

এই প্রস্তাবে উদ্দেশ্যবিষয়ে সাধ্য সাধক পদার্থের অর্থাৎ কার্য্য কারণ ভাবের বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে। শ্রুতি ও রসনা প্রভৃতি বৃত্তি নহে, ইন্দ্রিয়-পদবাচ্য। মাধুর্য্য বিশেষ্য, মধুর বিশেষণ, প্রস্রবণ সজীব, ইহা যাহার কিঞ্চি-ন্মাত্র কাণ্ডজ্ঞান আছে সেও কহে না। শক্যার্থ, লক্ষ্যার্থ, ব্যঙ্গ্যার্থ কিংবা রূপকাদির স্থল নহে। ইহা ইংরাজীর ন্যক্কার। অপদার্থ বলিলেও কোন দোষ হয় না। আবার যেখানে বেদ বেদাঙ্গের কথা আছে, তথায় মাদৃশ ক্ষুদ্র জনের বিচার করা অত্যন্ত ধৃষ্টতার বিষয়; কারণ "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী।"

বয়স্য বা সখীজনের উক্তিতে মর্য্যাদা লঙ্ঘনে দোষ হয় না। যথা—

কমলিনী আজি একি, কমল কানন দেখি।
চরণ কমলে নীলকমল কে দিল কমলমুখি।
গঙ্গা যার চরণ কমলে, হ'য়ে ত্রিলোক উদ্ধারিলে,
দায় প'ড়ে সে পায় ধরিলে, তায় পা দিলি তুই কালামুখি।

ব্রহ্মা যার নাভিকমলে বসি কল্লেন সৃষ্টিস্থিতি,
সে ভাসে আজ মান তরঙ্গে না দেখি তার স্থিতি।
যে করে সৃষ্টি স্থিতি লয়, সে দেখি তোর চরণ লয়,
সুদনের মনে এই লয়, বুঝি প্রলয় করবি চাঁদমুখি। মধুকাণ।
লম্পট নিরদয়, হরি দয়াময় বলাও তুমি কোন্ গুণে।
কেউ চন্দন দানে বসিল রাজসিংহাসনে,
আমরা প্রাণদানে স্থান পেলেম না শ্রীচরণে॥
হোথা রাজ কন্যা বনবাসী, হেথা দাসী হয় রাজমহিষী,
সে ত তোমারি কৃপায়, যারে রাখ পায়, সে সকলি পায়,
যারে না রাখ পায়, তার বিপদ্ ঘটাও পায় পায়,
কিন্তু শুনে হাসি পায়, সেই পায় ধরা দিন হ'লে মনে॥
গোবিন্দ অধিকারী।

আত্মতত্ত্বজ্ঞানের অদ্বৈত ভাব বিভাব অনুভাব ও সঞ্চারিভাব সর্ব্বাংশে প্রক্রান্ত বিষয়ের প্রকৃত উপযোগী না হইলেও দোষ হয় না। যথা—

মন রে ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।
সর্ব্বত্র যে বিভু থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে,
তুমি বা কে, কে আনে কাকে, একি চমৎকার॥
সমস্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে
ইহতিষ্ঠ বল তারে, একি ব্যবহার॥
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
দিয়ে কারে কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার॥ প্রশ্ন—রামমোহন রায়।

বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের দ্বৈত—ভাবে ভক্তিযোগে সমস্ত বস্তুই বিভাব অনুভাবাদির বিষয়ীভূত হয়। দোষ হয় না। যথা—

ভ্রান্তিতে শান্তি আমার।
আবাহন বিসর্জ্জনে ক্ষতি কিবা কার।

সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয়, জীবন সঞ্চার।
জগন্মাতা জগন্ময়ি, যখন কাতর হই
বলি এস ব্রহ্মময়ী, কর মা নিস্তার।
জড় জীব জড় করি, যাঁহার সাধনা করি
ফল জল ধ্যান জ্ঞান, সকলি ত তাঁর॥ উত্তর—দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।

পিতৃমাতৃ গুরুজনের নিকট সন্তানের অনন্য প্রার্থনায় (আব্দারে) দোষ হয় না। যথা—

আমি আছিগো মা তারিণি ঋণী তব পায়।
মা আমার অনুপায়।
ভজন পূজন দিয়ে বিসর্জ্জন, জননি গো
বিষয় বিষভোজনে প্রাণ যায়।
জঠরে যাতনা পেয়ে বল্লেম,
এবার ভক্তিতে তোমায় আমি ভবে চল্লেম,
সুপুত্র হব রব স্বপদে, ত্রিপত্র দিব
তব শ্রীপদে, ধরায় পতিত হ'য়ে,
রয়েছি পতিত হ'য়ে, পতিতপাবনি ভুলে
মা তোমায়, হলোনা সাধনা আর হয় না,
হে দুর্গে, মা আমার দুঃখ ত আর সয় না,
অপার, দাশরথির, শঙ্করি, হয় না মানস
বশ কি করি, না যদি মোরে মনে করি,
স্বগুণে বন্ধন করি, মুক্ত কর মুক্তকেশি
এ ভববন্ধন দায়॥ দাশু রায়।

শ্লেষমূলক সাঙ্গরূপকে অঙ্গীর বর্ণনস্থলে আশ্রয় বা আশ্রয়ীভূত বিষয়ের ন্যূনতা বা অধিকতা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না। যথা—

ধনি আমি কেবল নিদানে।

বিদ্যা যে প্রকার, বৈদ্যনাথ আমার, বিশেষ গুণ সে জানে ॥

ওহে ব্রজাঙ্গনা কর কি কৌতুক, আমারি সৃষ্টি করা চতুর্ম্মুখ, হরিবৈদ্য আমি হরিবারে দুঃখ ভ্রমণ করি ভুবনে ॥

চারিযুগে আমার আয়োজন হয়, একত্রেতে চূর্ণ করি সমুদয়, গঙ্গাধরচূর্ণ আমারি আলয়, কেবা তুল্য মোর গুণে ॥

সংসার কুপথ্য ত্যজে যে বৈরাগ্য, জনমের মত করি তায় আরোগ্য, বাসনা বাতিক, প্রবৃত্তি পৈত্তিক, ঘুচাই তার যতনে ॥

আমি এ ব্রহ্মাণ্ডে আনি চণ্ডেশ্বর, আমারি জেনো সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, জয়মঙ্গলাদি কোথা পায় নয় কেবল আমারি স্থানে ॥

দৃষ্টি মাত্রে দেহে রাখি না বিকার, তাই যে নাম ধরি নির্বিকার, মরণের তার কি থাকে অধিকার, আমায় ডাকে যে জনে ॥ দাশু রায়।

বৈদ্যশাস্ত্রের সহিত রোগের মিল হইয়াছে।

অনুপ্রাস এবং যমকের মাধুর্য্যে বিধেয়াবিমর্ষ ও চ্যুতসংস্কৃতি দোষ আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

প্যারি দেখ্না চেয়ে পায়।
কি শোভা পায় তোর রাঙ্গা পায়।
চরণে কমলে রুধির লেগেছে,
কাল জলে যেন জবা ভাসিতেছে,
প্যারি আর ঠেলিস্ না দুপায়।
কৃষ্ণধন কি যে পায় সে পায়।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্ন যার পায়, তার মাথা কি পায় শোভা পায়, বিরিঞ্চি আদি যারে ধ্যানে না পায়, হেন কৃষ্ণ পড়ে তোর পায়, রাজার মেয়ে ব'লে প্যারি যা করিস্ তুই, তাই শোভা পায় ॥

মোহনচূড়া লাগে যে পায়, আমাদের প্রাণে ব্যথা পায়। যার চূড়া তুই দিয়াছিস্ পায়, ত্রিজগৎ তার পায় পিণ্ড পায়, সুরধনী জন্মে যার পায়, তার মাথা কি পায় শোভা পায়। মধুকাণ।

কেন ধনি পরে পর ভাবিস্ তোরা পরে পরে।
পর না হইলে পরে, সুখ হয় কি অতঃপরে।
আসিয়ে অবনী'পরে, জন্মিতে হয় পর ঘরে,
বিবাহ করিয়ে পরে, ল'য়ে যায় পরে পরে,
আছে এমনিই পূর্ব্বাপরে, প্রাণ স'পিতে হয় পরে,
আবার না ভজিলে পশ্চাৎপরে মোক্ষপদ পায় কি পরে ॥

গোপাল উড়ে।

প্রসাদ গুণব্যঞ্জক

অপ্রস্তুত প্রশংসা ও অতিশয়োক্তির মাধুর্য্য থাকিলে গ্রাম্য ও চলিত শব্দের প্রয়োগে দোষ হয় না; বরং চমৎকারিত্ব বিধান করে।

কি ফুল ফুটেছে মজার তারিফ্ বাহবা কি বাহবা।
আহ্লাদে গা উল্‌সে উঠে লাগ্‌লে গায়ে ফুলের হাওয়া ॥
জাতি যূথি শেফালিকে, টগর গোলাপ কাঠ মল্লিকে,
চেয়ে একবার ফুলের দিকে, ঘুরিয়ে দিলে নাওয়া খাওয়া।
যারা আছে উঁচু ডালে, নাগাল না পাই হাত বাড়ালে,
কটাক্ষে মন ঘুরিয়ে দিলে আপশোষে আর যায়না যাওয়া ॥

গোপাল উড়ে।

এখানে ব্যক্তিবিশেষ অপ্রস্তাবিত প্রস্তাবিত ফুলের পরিচয়।

নির্ব্বেদ ও দৈন্যাদি প্রদর্শনস্থলে পুনরুক্ত দোষ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যদ্ তদ্ ও কিম্ শব্দের নির্দ্ধারণ অর্থ বুঝাইলে দোষ হয় না।

যথা—"কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার।
কবে বল্‌তে হরির নাম, শুন্‌তে গুণগ্রাম,
অবিরাম নেত্রে রবে অশ্রুধার ॥ ১
সুরসে রসিক হইবে রসনা, জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে হবে যুগলমন্ত্রে উপাসনা, বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার ॥ ২

কবে যাবে আমার ধরম করম, কবে যাবে আমার ভরম সরম
কবে যাবে জাতি কুলের ভরম, কবে যাবে আমার লোকাচার ॥ ৩
কবে পরশমণি করব পরশন, লৌহদেহ আমার হইবে কাঞ্চন,
কতদিনে হবে কষ্ট বিমোচন, জ্ঞানাঞ্জনে যাবে লোচন আঁধার ॥ ৪
কতদিনে হবে সর্ব্বজীবে দয়া, কতদিনে যাবে গর্ব্ব মোহমায়া,
কতদিনে হবে খর্ব্ব মমকায়া, নত হ'ব লতা যে প্রকার ॥ ৫
কতদিনে হবে জ্ঞানোদয় মম, কতদিনে যাবে ক্রোধ কাম তম,
কতদিনে হবে তৃণাদপি সম, রজোতে লুণ্ঠিত হব অনিবার ॥ ৬
কতদিনে হবে শুদ্ধ মম মন, কতদিতে যাবে এ ভ্রম ভ্রমণ,
কতদিনে যাব মধুর বৃন্দাবন, যথা ইষ্ট গোষ্ঠী পরিবার ॥ ৭
কতদিনে ব্রজের প্রতি কুলি কুলি, কাঁদিয়ে বেড়াব কাঁধে লয়ে ঝুলি,
কণ্ঠ কহে কবে পিব করে তুলি, অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার ॥ ৮ নীলকণ্ঠ

দৈন্যহেতু যদ্ ও কিম্ শব্দের অনবীকৃততায় পুনরুক্তি দোষ হয় নাই। পূর্ব্বরাগ ভক্তিভাবে পরিণত হইলে দোষ হয় না। তখন উহাকে মধুর ভাব বলে।

আধ কি আধ আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেখনু কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাও পরাণ ॥
সখিরে জানমু বিহি মোরে বাম।
দুঁহু নয়ন ভরি যো হরি পেখই, তছু পায় মঝু পরণাম ॥
সুনয়নী কহত কানু শ্যামর ঘন, মোহে বিজরি সম লাগি।
রসবতী তাক পরশরসে ভাসত, হামারি হৃদয়ে জনু আগি।
প্রেমবতী প্রেম লাগি জীউ তেজত চপল জীবনে মঝু আশ
গোবিন্দদাস ভণে, শ্রীবল্লভ জানে রসবতী রস মরিযাদ ॥ গোবিন্দদাস।

একাধারে রস, গুণ, রীতি ও অলঙ্কার বিরুদ্ধ রচনার উদাহরণ।

হে মোহান্ধ মনুষ্য কবি! তুমি আমায় কি কাব্যে মোহিত করিবে বল? তুমি যাহাকে কাব্য বলিয়া আদর কর, তাহা সাধারণতঃ অকাব্য

অথবা কুকাব্য। মনুষ্যের মধ্যে যে তাহাতে আকৃষ্ট হয়, সেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব হইতে পরিচ্যুত হইয়া অনেক দূরে নীচে নামিয়া পড়ে। যাহা তোমার প্রকৃত কাব্য, তাহা অপূর্ণ, অর্দ্ধবিকাশি, অর্দ্ধবিকশিত। সৌন্দর্য্য যেমন মলিন দর্পণে প্রতিভাত হয় না, কল্পনার সুন্দর আভাও তেমনই মনুষ্যের কলুষিত হৃদয়-দর্পণে প্রতিভাত হইতে পারে না।

* * * * *

তুমি প্রকৃতির আকস্মিক করুণায় সত্য ও সৌন্দর্য্যের যেটুকু আভা দৈবাৎ কখনও দেখিতে পাও, তোমার মানুষী ভাষায় কি প্রকারে তাহা পরিব্যক্ত হইবে? তোমার দুর্ব্বল বর্ণতুলিকায় কিরূপে তাহা চিত্রিত হইবে? আমার কাব্য ঐ তরঙ্গিণী,—পরিস্ফুট; পূর্ণবিকশিত এবং তরঙ্গে তরঙ্গে আন্দোলিত।

নিশীথচিন্তা ২০।২১ পৃ।

গ্রন্থকার 'নদীর জল' প্রবন্ধে—নদী তরঙ্গে কাব্য দেখিয়া শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন এবং মনুষ্য কবিদিগকে অপদস্থ করিয়া তাহাদের কাব্যের দোষ প্রদর্শন করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। 'নীরব কবির' লেখক এখন নদীর জলে কাব্য দেখিয়া মানুষ কবিদের অবমাননা করিতে উদ্যত। পাঠক নদীর জলে কাব্য দেখিতে পাইবেন কিনা আমরা জানি না। আমার বোধ হয় গঙ্গার জলে নিশ্চয়ই কাব্য আছে। কারণ মানময়ী রাধিকা কৃষ্ণের মস্তক পায়ে ঠেলিয়াছিলেন, ইহাতে আবার কাব্যবৈচিত্র কি? এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে। গঙ্গা শিবের মাথায় চিরকাল রহিয়াছেন; সুতরাং জটায় বসিয়া ভাবে কুল কুল করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে শান্তনুকে স্মরণ করিয়া মর্ত্ত্যে আইসেন। তাই বোধ হয় গ্রন্থকার গঙ্গা প্রভৃতি নদীর কাব্য দেখিতে পাইয়াছেন। পাঠক এ সমালোচনাটী পড়িয়া তোমার মনে কি এ ভাব উঠে না? অগ্নিপুরাণ দেখ।

চতুর্ব্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি।
কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥
কাব্যালাপাশ্চ যে কেচিৎ গীতকান্যখিলানি চ।
শব্দমূর্ত্তিধরস্যৈতে বিষ্ণোরংশা মহাত্মনঃ॥　　বামন।

এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মা, বাল্মীকি এবং ব্যাসাদি মহাকবিগণ কাব্য রচনা করিলেন। আমারা ব্রহ্মার নামটা দিয়া ভুল করিলাম। বাল্মীকি ও ব্যাসাদি কবিগণ মনুষ্য, তাঁহারাই গ্রন্থকারের লক্ষ্যস্থল, তাঁহাদিগের কাব্য দ্বারা জগতের অনিষ্ট ব্যতীত কিছু ইষ্ট হয় নাই। এখানে আমাদিগের একটা গল্প মনে পড়িল। একজন হৃষ্টপুষ্ট স্বাধীন চিন্তাশীল ক্ষত্রিয়াভিমানী শূদ্র রামায়ণ ও মহাভারতের সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া এই মীমাংসা করিলেন যে, সীতার ব্যাভিচার গোপন করা ও ভ্রাতৃপত্নী হরণ ও অন্যের নিকট হইতে তদীয় ধন আত্মসাৎ

করা, ইহাই রামায়ণের উদ্দেশ্য। মহাভারতের শেষ ফল এই যে, স্ত্রী ও পুরুষ মধ্যে যে যত ব্যভিচার দেখাইতে সমর্থ, সে তত শ্রদ্ধার পাত্র। যে যত নিষ্ঠুরতা দেখাইতে পারিবে সে তত প্রশংসার পাত্র; তাই শ্রাদ্ধে দুর্য্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদির নাম কীর্ত্তন করিতে হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর নিশীথচিন্তায় সেই মানব কবিকে যে লগুড় প্রহারে তাড়াইয়াছেন, উত্তম হইয়াছে।

৬৯। বিশেষ সূত্র দ্বারা সামান্য সূত্রের বাদ হয় বটে; কিন্তু তদ্বারা সামান্য সূত্রের সর্ব্বাংশে নিষেধ হয় না। যথা—

পাখীসব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥
রাখাল গোরুর পাল ল’যে যায় মাঠে।
শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে॥
ফুটিল মালতী ফুল সৌরভ ছুটিল।
পরিমল লোভে অলি আসিয়া জুটিল॥
গগনে উঠিল রবি লোহিত বরণ।
আলোক পাইয়া লোক পুলকিত মন॥
শীতল বাতাস বয় জুড়ায় শরীর।
পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির॥
উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

এই বর্ণনটি সর্ব্ব ঋতু সম্বন্ধীয়—এবং সর্ব্বদেশ ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ; সুতরাং স্থল বিশেষে ও ঋতু বিশেষে কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইলেও সামান্য নির্দ্দেশের দৃঢ়তা সমর্থন হেতু, বিশেষ দ্বারা এই সকল কবিতার সৌন্দর্য্যের কিঞ্চিন্মাত্র হানি হয় নাই।

ক্রিয়াগুপ্ত

আদ্য বর্ণ কহিব না অন্ত্য বর্ণ সেই।
নির্মাত্রা নিরাকার ভেদ মাত্র এই॥
মধ্যের অক্ষর রায় বলি হে তোমারে।
যে নাম লইলে তরে এভব সংসারে॥

ছাত্রের শিক্ষার পরিচয় জন্য ক্রিয়া গোপন করিয়া ব্যাকরণ দুষ্ট পদ দেখান হইতেছে; সুতরাং কহিব না অর্থে কহিব এই ক্রিয়াগুপ্ত আছে; সুতরাং দোষ হইল না।

গত প্রত্যাগত চিত্র কাব্য

লঙ্ঘিল কণ্টক নানা কটক লভিল।

লভিল কটক নানা কণ্টক লঙ্ঘিল॥ হু, ম

যথা—রায় মণি ময়রা।

রমাকান্ত কামার। সুবলদাল বসু।

উল্টা করিয়া পাঠ করিলে সমান থাকিবে; সুতরাং ইহার নাম গত প্রত্যাগত।

বিদ্যাবত্তার পরিচয় স্থলে ইহা দোষ হয় না; অন্য স্থলে দোষ হয়।

প্রাচীন কালের পয়ারে উপান্তিম স্বরের মিল সর্ব্বত্র থাকিত না। কিন্তু অন্তিম হলের মিল প্রায় থাকিত।

যথা—সত্য কথা সদা কবে হ'য়ে সাবধান।

মিথ্যাবাদী যথা তথা হয় হতমান॥ কৃত্তিবাস।

এস্থলে 'ধান' 'মান' ইহাদের মিল বিশুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু

খোঁড়াকে বলিলে খোঁড়া কাণা জনে কাণা।

কদাপি তাদের মনে দিওনা বেদনা॥ চাণক্যশতক।

এস্থলে 'কাণা' 'দনা' এমিল তত বিশুদ্ধ হয় নাই। দনার পরিবর্ত্তে দানা হইলে বিশুদ্ধ মিল হইত কিন্তু তাহাতে অর্থের সঙ্গতি থাকে না।

চলিত পয়ার ও ত্রিপদী ভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েক প্রকার ছন্দ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, কয়েকটি মাত্র উদ্ধৃত হইল। এইরূপ ছন্দোবদ্ধ বহুতর শ্লোক দেশমধ্যে স্ত্রী সমাজে প্রচলিত আছে। যথা—

আয় রৌদ্র হেনে। ছাগল দিব মেনে॥ ইত্যাদি।

শুশুনী কল্মী ন ন করে। রাজার বেটা পক্ষী মারে॥

মারণ পক্ষী শুকায় বিল। সোণার কৌটা রূপার খিল॥

খিল খুলিতে হাতে ছড়। আমার ভাই বাপ লক্ষেশ্বর॥

শর শর শর। আমার ভাই গাঁয়ের বর॥

বর বর ডাক পড়ে। গুও গাছে গুও ফলে॥

আমার ভাই চিবিয়ে ফেলে, অন্যের ভাই কুড়িয়ে খায়।
"শিল শিলে শিলেটন শিলে বাটন শিলা আছে ঘরে।
স্বর্গে থেকে মহাদেব বলে গৌরী কি বত্ত করে॥
আশ নাড়ন পাশ নাড়ন তোলা গঙ্গা জল।
তাই পেয়ে তুষ্ট হ'লেন ভোলা মহেশ্বর॥ ইত্যাদি

এই সকল চলিত পদ্য বা পদ্যাংশের দোষ ধরা যায় না। কারণ এইগুলি সাধু বাঙ্গালা ভাষায় উৎপত্তি সময়াবধি সাধারণ লোক ও স্ত্রী জাতির মধ্যে যথাশ্রুত অভ্যস্ত হইয়া আসিতেছে। ইহা সংশোধন হইবার নহে। আরও একটি কৌতুকজনক উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। উহা দেখিলে ছাত্রগণ বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃত কবিত্ব শক্তিবিহীন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কর্ত্তৃক সংস্কৃতের অপভ্রংশে যে সকল পদ্যবাক্য রচিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ না হউক অল্পাংশ দুষ্ট। যথা ;

অবু তবু গিরিসুতা মায়ে বলে পড পুতা।
পড়িলে শুনিলে দুধিভাতি না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥

ইহার মূল নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকের পাদাংশ। যথা ;

"অবতু বো গিরিসুতা শশিভৃতঃ প্রিয়তমা।
বসতু মে হৃদি সদা ভগবতঃ পদযুগং॥"

আরও একটি আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখ।

"সিদ্ধিরস্তু" এই মঙ্গলাচরণ বাক্যকে অজ্ঞ লোকে স্বরবর্ণের আদ্যাক্ষর জ্ঞান করিয়া থাকেন। তদনুসারে উহারা স্বরবর্ণকে সিদ্ধিফলা বলিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হয়েন না। বিদ্যারম্ভের পূর্ব্বে মঙ্গলাচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বরবর্ণের আদ্যাক্ষর 'অ' তাহারই শিক্ষার আরম্ভে 'সিদ্ধি হউক', এই মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে। অথ এবং ওঁ শব্দ মঙ্গলজনক।

বক্তৃতা

সুললিত গীত শ্রবণে লোকের মন যেমন বিমোহিত হয়, নির্দ্দোষ, সরল, ভাবগম্ভীর, সালঙ্কৃত কবিতা পাঠেও তদ্রূপ মানবমানসপদ্মের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। কবিতার ভাবে মনে যেরূপ আর্দ্রতা জন্মে ও সময়ে সময়ে চিত্তের নিদ্রিতা অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে, তদ্রূপ সুচিত্রিত আলেখ্যের চিত্রমাধুরী পর্য্যবেক্ষণ করিলেও অন্তঃকরণে একরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দস্রোতঃ ক্রমশো-

বর্দ্ধিত হইতে থাকে ; পক্ষান্তরে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবুক ব্যক্তির হৃদয়ে যেমন পরমেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি ও অতিশয় শ্রদ্ধা জন্মায়, তদ্রূপ সুমধুর, সালঙ্কৃত, সুগভীর, সারগর্ভ হিতোপদেশপূর্ণ বিচিত্র কথায় গ্রথিত, নির্দ্দোষ, সুরীতি এবং সুগুণসম্পন্ন অথচ উচ্চৈঃস্বরে নিনাদিত ও স্পষ্ট বক্তৃতা শ্রবণ করিলে বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণে যুগপৎ হর্ষ, শোক, উৎসাহাদির উদ্রেক হয়। উহাতেই শ্রোতৃবর্গও তদনুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন। তেমন ইচ্ছা আর কিছুতেই দেখা যায় না। অতএব গীত, কবিতা ও বক্তৃতা একশ্রেণীর বস্তু হইলেও কার্য্য প্রবর্ত্তনে বক্তৃতাই শ্রেষ্ঠ ও সদ্যঃফলপ্রদ। সুতরাং তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া উচিত। যথা—

সুশ্রীদেহ একমাত্র শ্বিত্র-চিহ্ন দোষে।
অধম, অস্পৃশ্য হেয়, পাপ বলি ঘোষে॥
বিকলাঙ্গ আভরণে শোভা নাহি ধরে।
অন্ধের দর্শনে কভু চস্‌মা কিবা করে॥
গোমূত্র বিন্দুতে দুগ্ধস্থালী বিদূষিতা।
কবিতা কামিনী তথা কুপদ আশ্রিতা॥
কীট ক্ষত মণির মণিত্ব নাহি যায়।
উপাদেয় তারতম্য গুণেতে জানায়॥
বিন্দুমাত্র বিষে ক্ষণে দেহ মন ভগ্ন।
দোষস্পর্শে কাব্যের শব্দার্থ হয় মগ্ন॥
তাই কাব্যাঙ্গে কুপদ বিষ তুল্য ঘৃণ্য।
তাহাই সুকাব্যে খ্যাত যাহা দোষ শূন্য।
বাক্যের দোষগুণ বক্তৃতা অনুসারে।
হৃষ্টাহৃষ্ট পরিষদে বিশেষ প্রচারে।

বক্তৃতা শ্রবণের অগ্রে শ্রোতার উপস্থিতি আবশ্যক। সদ্বক্তা সদ্যুক্তি-পূর্ণ বক্তৃতা সুবিজ্ঞ সহৃদয় ও সামাজিক, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞান সম্পন্ন এবং

কালদেশ পাত্রের অনুকূল বিচারবুদ্ধিবিশিষ্ট শ্রোতার শ্রুতিমধুরতা সঙ্ঘটন ব্যতীত সুন্দররূপে বিচারিত হয় না।

শ্রোতার (পরিষদের) কি কি গুণ থাকা আবশ্যক ? সুবুদ্ধি, ভাবুকতা, স্মরণশক্তি, সুখদুঃখানুভবশক্তি, সহানুভূতি, সদস্যগণের আকার ও ইঙ্গিতের অনুভবশক্তি, বক্তৃতা শ্রবণযোগ্য অবস্থা ও ক্ষমতা থাকা আবশ্যক। এই সকল গুণবিরহিত ব্যক্তি উৎকৃষ্ট বাগ্মীর সুন্দর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে অপারগ। যাহার যে গুণের অভাব থাকে, সে তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু বক্তার দোষোদ্‌ঘোষণ করে।

বক্তৃতার বিষয় :—মূল লক্ষ্যই (অর্থাৎ প্রধান উদ্দেশ্য) বক্তৃতার বিষয়, উহার প্রয়োজন, অভিধেয় ও সম্বন্ধ বহুবিধ হইলেও একটি মূল বিষয় লক্ষ্য করিয়া উহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্দ্দেশ করিতে হয়। এবং ঐ উদ্দেশ্য সংস্থাপন ও দৃঢ়ীকরণ নিমিত্ত সুসঙ্গত ও পোষক দৃষ্টান্তের সমর্থন করা কর্ত্তব্য। পরস্পর অসম্বন্ধ ও বিরুদ্ধ বিষয়ের প্রসঙ্গ ঘটিলে বক্তৃতার গৌরব নষ্ট হয়, ইহা অকর্ত্তব্য। বক্তৃতা উৎকৃষ্ট হইলে গ্রন্থাকারে লিখিত হয়, নচেৎ শূন্যেই লয় প্রাপ্ত হয়।

উদ্দেশ্য ;—অভিপ্রেত ফল প্রত্যাশার নাম উদ্দেশ্য। সুতরাং যাহা কামনা করা যাইতেছে, তাহার সহিত বক্তব্য বিষয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা নিতান্ত আবশ্যক। উদ্দেশ্যটি মূল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট হইলে শ্রোতৃবর্গের অরুচিকর হয় এবং ঐ বক্তৃতাদ্বারা পরিণামে মন্দ ফল ব্যতীত সুফল ফলে না।

কর্কশভাষী ও দুর্ম্মুখ ব্যক্তি কখনও সদ্বক্তা হয়েন না। অতএব ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত যে, যাহার বিদ্যাবত্তা নাই অথবা যাহার ভূয়োদর্শন নাই, এবং যাহার সৌম্যাকৃতি নাই, এবং যাহার ভাবোদ্দীপকশক্তি নাই, তাহার পক্ষে বক্তৃতায় অগ্রসর হওয়া নিতান্ত ধৃষ্টতার কর্ম্ম ; উহা তাহার পক্ষে অপমান ও উপহাসের বিষয়।

একটি বক্তৃতার উপদেশ বাক্য পরিষদের হৃদয়গ্রাহী হইলে কোটি কোটি মানবের অন্তঃকরণে এককালে সুখ অথবা দুঃখের সাগর উথলিয়া উঠে, অনেকে তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। কথক ও গায়ক এই উভয় সদ্বক্তার সমধর্ম্মী। কথকতা ও গীত শ্রবণেও অনেক লোকের মন যুগপৎ সুখ দুঃখে আকৃষ্ট হয়, ইহা প্রতিনিয়ত দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ইতি—কাব্যনির্ণয়ে দোষ পরিচ্ছেদ।

অতিরিক্ত বিষয়

রামবসুর (বিরহ) গীত

মনে রৈল সৈ ইত্যাদি।

উহা পতি-পরায়ণা সাধ্বী ললনার প্রেমাভাসের যথার্থ লক্ষণ, তাহা (১ হইতে ৫ পর্য্যন্ত) গূঢ়রূপে বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং উহার চমৎকারিত্ব ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বিশেষরূপে অনুভূত হয়।

মহড়া

মনে রৈল সৈ মনের বেদনা (১)　　প্রবাসে, যখন যায় গো সে,
তারে বলি, বলি, আর বলা (২) হোল না।
সরমে মরমের কথা (৩) কহা গেল না। যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে
নির্লজ্জা (৪) রমণী বোলে হাসিতো লোকে।
সখি ধিক্ থাক্ আমারে,　　ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী জনম (৫) যেন করে না।

চিতেন

৬ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত (অতি নিগূঢ়ভাব) ধ্বনি

একে আমার এ যৌবন কাল (৬) তাহে কাল (৭) বসন্ত (৮) এলো।

এ সময় প্রাণনাথো বিদেশে (৯) গেলো।

যখন্ হাসি হাসি, সে আসি বলে,—

সে হাসি দেখে ভাসি, (১০) নয়নের জলে।

তারে পারি কি ছেড়ে দিতে (১১) মন চায় ধরিতে, (১২)

লজ্জা বলে ছি ছি (১৩) ধোরো না।

অন্তরা

১৪ হইতে ১৮ পর্য্যন্ত অস্ফুট-গূঢ়ব্যঙ্গ

তার মুখদেখে, মুখঢেকে, (১৪) কাঁদিলাম স্বজনি।

অনায়াসে (১৫) প্রবাসে গেল, সে গুণমণি (১৬)।

একি সখি হোল বীপরীত, বেখে সে লজ্জাব মান। (১৭)

মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ (১৮)। ইত্যাদি।

(১২৩৪ সালে মুদ্রিত)

বিদ্যাপতির গীত

অরুণ পূরবদিশ বহল সগর নিশ গগণ মগন ভেল চন্দা।

মুনি গেল কুমুদিনী তইও তোহর ধনি মুনল মুখ অরবিন্দা ॥

এখানে এই বুঝিতে হইবে যে, যে তাহাকে অন্তঃকরণের সহিত ভাল বাসে, সে তাহার বিচ্ছেদে নিজের অপ্রফুল্লতা সম্পাদন করে। চন্দ্রের অদর্শনে কুমুদিনীর নিমীলন এবং শ্রীরাধিকার মুখারবিন্দের তদ্রূপ মলিনতা ও সঙ্কোচভাব। এখানে হয় শ্রীকৃষ্ণকে সূর্য্যস্বরূপে নতুবা অরবিন্দ শব্দে কুমুদে লক্ষণা করিতে হইবে। সাজাত্যে লক্ষণা হয়।

সুখের লাগি এ ঘর বাঁধিনু আগুনে পুড়িয়া গেল।

অমিয়া সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল।

সখিরে কি মোর করমে লেখি।
শীতল বলিয়া চাঁদ সেবিনু ভানুর কিরণ দেখি।
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে।
লছিমী চাহিতে দরিদ্র বেড়ল, মাণিক হারানু হেলে।
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু, পাইনু বজর তাপে।
জ্ঞানদাসে কহে পীরিতি করিয়া, পাছে ঠেকহ অনুতাপে।

এখানে বিপরীত লক্ষণামূলক গুণীভূত ব্যঙ্গ্য অর্থাৎ আমার দুর্ভাগ্যক্রমে সমুদায় সুখকর পদার্থ দুঃখদায়ক হইয়াছে। বিপরীত ফলটি স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। সুতরাং প্রীতি সংস্থাপনের পূর্ব্বে দেখা আবশ্যক যে, প্রণয় করিয়া তাহার বিচ্ছেদে অনুতাপ সহ্য করিতে না হয়। ইহা জ্ঞানদাসের উক্তি অর্থাৎ জ্ঞানদাস সখ্যভাবে কহিতেছেন। সখার উপদেশ অবশ্য শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। তাহা কর নাই সুতরাং বিচ্ছেদের জন্য অনুতাপ হইয়াছে, ইহাই অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য। অর্থাৎ অস্ফুট।

চিত্র লিখিলাম গো নয়নের কাজলে,
পদ দিলাম না মথুরা যাবে বোলে।
যদি কেউ বলে চিত্র কি কভু চলে? সময়ে চলে,
নৈলে নলের দগ্ধ মীন কেমনে জলে চলে।
আমি যা শুনিলাম ইতিহাসে,
তা শুনে যে জগৎ হাসে, পুরাণে ভাষে,
নৈলে চিত্র ময়ূরে কোথায় রত্নহার গিলে?—প্রবাদবাক্য

এখানে অসম্ভব বস্তু সম্বন্ধের সংঘটন প্রস্তাবিত, অপ্রস্তাবিত ময়ূর কর্ত্তৃক হার গিলন, অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য। চিত্র পুত্তলিকার পদদ্বয় চিত্র না করাই উহার প্রতি কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। দগ্ধ ও

মৃত মৎস্যের সজীবতা ধারণ অসম্ভব হইলেও নলের দুর্ভাগ্যক্রমে ঘটিয়াছিল। সুতরাং সম্ভব, সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য। *

দেওয়ান মহাশয়ের গীত

অনিত্য সংসার এই মুখে বল সর্ব্বক্ষণ।
কিন্তু তৃণ লাগি তুমি করিতেছ প্রাণপণ॥
মরিলে গৃহ মার্জ্জার রোদন কর অপার।
মুখে বল বারংবার কাকস্য পরিবেদনা॥
পরে বুঝাইতে জ্ঞানী কিন্তু বুঝনা আপনি।
এ কেমন ভ্রম না জানি ওরে ভ্রান্ত মূঢ়মন॥

ইহা নিজের প্রতি ঔদাস্য হেতু নির্ব্বেদজনক উক্তি। বস্তুতঃ এই উপদেশটি সাধারণের মনে রাখা কর্ত্তব্য ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য। সেইটিই তাৎপর্য্য অর্থাৎ সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য।

অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য—ধ্বনি

পরিপূর্ণ খনি কতশত মণি কে তার সন্ধান লয়।
ধনিকণ্ঠহারে নিরখি তাহারে চোরের লালসা হয়। প, উ,

খনি ও মণি সামান্যতঃ নির্দ্দেশমাত্র। বিশেষ নির্দ্দেশ ধনিকণ্ঠহারে চোরের লালসা। এইটী অভিধেয় অর্থ। উৎকৃষ্ট পদার্থ মাত্রে লক্ষ্যার্থ। অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিবর্গ পরস্বাপহরণে অধর্ম্ম জন্মে বা দোষ হয়, ইহা জ্ঞান করে না। সুতরাং অনায়াসলভ্যে অভিলাষী হয়; ইহাই তাৎপর্য্যার্থ অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য = ধ্বনি। ইহা অসংলক্ষ্যক্রমে এখানে আলাউদ্দীন কর্ত্তৃক পদ্মিনীহরণেচ্ছা, সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য উক্ত। অর্থাৎ সর্ব্বস্থলেরই দৃষ্টান্ত।

* যে ব্যঙ্গ্যার্থের চমৎকারিত্ব ও নিগূঢ়ার্থ সহসা বুঝা যায়, তাহা সংলক্ষ্যক্রম নামে কথিত হয়। যাহা সহসা বোধগম্য নহে তাহা অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য।

সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য-ধ্বনি।

ভারত-ভূমি

"কুক্ষণে তোরে লো হায়, হায়, হায়
এ দুঃখ-জনক রূপ দিয়াছেন বিধি!
কেনা লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কে'ড়ে নিতে বলে?—
হায় লো ভারত-ভূমি! বৃথা স্বর্ণ-জলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি!—
বিধাতা। রতন সিঁতি-গড়ায়ে কৌশলে,
সাজাইলা পোড়া ভাল তোর লো, যতনি।
নহিস্ লো বিষময়ী যেমতি সাপিনী;
রক্ষিতে অক্ষম মান প্রকৃত যে পতি;
পুড়ি কামানলে, তোরে করে লো অধিনী
(হা ধিক্!) যবে যে ইচ্ছে, যে কামী দুর্ম্মতি।
কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনী!
চন্দন হইল বিষ, সুধা তিত অতি।" মাইকেল।

এখানে দুঃখজনক উক্তি এইটি অভিধেয় অর্থ। সর্পের মস্তকস্থ মণি ভূপতিত হইলেও কাহারও গ্রহণসামর্থ্য নাই। কারণ তাহা করিলেই যমালয়ে যাইতে হইবে, এইটি লক্ষ্যার্থ। কাহার অভিসম্পাতে চন্দনের বিষত্ব ও সুধার তিক্ততা ভারত সন্তানের অদৃষ্টে সংঘটিত হইল, ইহাই ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা ব্যঙ্গ্যার্থে পরিণত হইয়াছে। সেইটি ধ্বনি। বস্তুতঃ চন্দন বিষে পরিণত হয় নাই। এবং সুধাও তিক্তরূপে বিপরীত গুণ ধারণ করে নাই। যাহার গুণ

বৈপরীত্য অসম্ভব। ভারতবাসীর ভাগ্যে তাহাও সর্ব্বপ্রকারেই বিপরীত ফলপ্রদ হয়। অর্থাৎ অন্তর্বাহ্যের কোন স্থলেই মঙ্গলের সম্ভাবনা থাকিলেও দুর্ভাগ্যবশতঃ অমঙ্গলই ঘটে। উহা অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য। এখানে বাচ্যার্থ হইতে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বাঙ্গালা সংবাদ পত্রে ও শান্তিপুরের বস্ত্রে পরিদৃশ্যমান গীত যথা—

"সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে ॥
কবে হবে শুভদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম—
বিধবারমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম ;
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি ল'য়ে ॥

এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য যন্ত্রণা যাবে, আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখ্‌বে তাই—আলোচাল কাঁচকলা মাল্‌সার মুখে দিয়ে ছাই,—

এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণডালা মাথায় ল'য়ে ॥
সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হ'য়ে।
সদরে করেছে রিপোর্ট দেবে সে বিধবা
রমণীর বিয়ে ॥" ইত্যাদি

বিধবা রমণী দ্বারা বিদ্যাসাগরের চিরজীবীত্ব কামনা কেন? উত্তর—তাহাদিগের বৈধব্য-যন্ত্রণার বিনাশসাধনের উপায়-নির্দ্ধারণ হেতু। বিধবা রমণীগণ—সংসারে অসংখ্য বিদ্যামহার্ণব ব্যক্তির মধ্যে কাহারও চিরজীবিত্বের কামনা না করিয়া বিদ্যাসাগরের চিরজীবনের কামনা করে কেন? উত্তর—কৃতজ্ঞতা নিমিত্ত। বিদ্যাসাগর বিধবা রমণীদিগের বৈধব্য যন্ত্রণানিবারণের উপায় সাধনের প্রধান হেতুভূত। তদীয় রিপোর্ট, অর্থাৎ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন, ইহাই তাৎপর্য্য, অর্থাৎ নিগূঢ়ভাবার্থ। "বিধবা রমণীর বিয়ে" এখানে

বাচ্যার্থে পতিহীনা স্ত্রী মাত্রের পুনর্ব্বার পত্যন্তর গ্রহণরূপ বিবাহমাত্র এই অর্থই স্পষ্ট বোধ হয়। বস্তুতঃ রমণী পদে বাচ্যার্থকে তিরস্কৃত করিয়া ব্যঙ্গ্যার্থে বিধবা রমণীর কামাভিলাষিণী পদে ধ্বনি। বৈধব্যাবস্থায় যে সকল স্ত্রী পূর্ব্বস্বামীকে নিজের আত্মা জ্ঞান না করিয়া নিজে রক্তমনা (কামাভিলাষিণী) হইয়া বিবাহ করিতে সমুৎসুক তাহারাই পত্যন্তর গ্রহণে সুখভোগ করুক। ইহাই গীতের উদ্দেশ্য।

"বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম"। ধূমের বাচ্যার্থ অগ্ন্যুদ্গম জনিত বাষ্প। লক্ষ্যার্থে গৃহস্থের বাটীতে বিবাহরূপ বৃহদ্ব্যাপারে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়, স্বজন, অতিথি অভ্যাগত ব্যক্তির সমাগমে রন্ধন নিমিত্ত ধূম দর্শন, বস্তুতঃ মহাআড়ম্বরে জাকজমকের নাম ধূম বলা রীতি আছে। উহা সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ। সুতরাং এই অর্থ টী যাদৃশ স্পষ্ট বৃহদ্ব্যাপারের জন্য ধূম তাদৃশ সুস্পষ্টার্থ প্রকাশ করে না; সুতরাং অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য।

"আলো চাইল কাঁচ কলার মুখে দিয়া ছাই এয়োর সঙ্গে এয়ো হ'যে বরণডালা মাথায় নিয়ে যাই।"

এই বাক্যের বাচ্যার্থের প্রতি কোন প্রকার সংলক্ষ্যক্রম নাই, অথচ অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঞ্জনা বৃত্তিব্যতীত উহার অর্থ সম্যক্‌রূপে সমাধান হয় না, সে ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনি এই, বিধবাদিগের পক্ষে মৎস্যমাংসাদি সুখকর আমিষ খাদ্য শাস্ত্রনিষিদ্ধ আলো চাউল ও কাঁচা নিরামিষ খাদ্য, উহা দুঃখজনক। আর্য্য-শাস্ত্রের নিষেধ ও বিধির উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বিধ ফল কামনামূলক। ধর্ম্ম ও মোক্ষপ্রার্থীর পক্ষে শারীরিক সুখবর্জ্জন ও মানসিক সুখবর্দ্ধন হিতকর। যে দ্রব্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া পরিত্যাগ করা যায় তাহার মুখে ছাই, এই কথা বলা রীতি আছে। অতি -ঘৃণিত বলিয়া তাহা সর্ব্বথা পরিত্যক্ত হয়। সুতরাং মৎস্যমাংসাদি আমিষ সুখকর দ্রব্য বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলে অনায়াসে ভোজন করিতে বিধবার পক্ষে আর বাধা থাকিবে না। বিধবাগণ বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য্যের ইতিকর্ত্তব্যতায় নিষিদ্ধ। তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হয় সুতরাং পত্যন্তর গ্রহণ ব্যতীত সধবার দলে মেশা যায় না। কিন্তু পত্যন্তর গ্রহণে বৈধব্য দূর হইবে এবং শুভকার্য্যে বরণডালা গ্রহণের

অধিকার জন্মিবে। তখন চিত্র-বিচিত্র বসন-ভূষণ পরিধানপূর্ব্বক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুসজ্জিত করিলেও আর কেহ দোষ ধরিবেন না। তখন পত্যন্তরের প্রতিও কেহ উপসর্গ ঘটাইতেও সমর্থ হইবেন না। অতএব বিদ্যাসাগরের সুখে থাকা ও চিরজীবিত্বের প্রার্থনা ঐ প্রকার বিধবা রমণীদিগের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যথার্থ চিহ্ন।

অন্যান্য বাক্যের আর নিগূঢ়ার্থ নাই। অন্যগুলি অর্থাৎ গুণীভূত ব্যঙ্গ্য অপ্রধানীভূত (স্পষ্টার্থ) ব্যঙ্গ্য। বাচ্যার্থেরই প্রাধান্য।

পরন্তু—গীতের তাৎপর্য্যার্থ বিচার করিলে এই বুঝাইবে, যাহারা ঐহিক সুখের বশবর্ত্তী হইয়া কামাভিলাষে পাতিব্রত্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দান করিতে ইচ্ছুক বিদ্যাসাগর তাহাদিগেরই পত্যন্তর ঘটাইবার ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন মাত্র। ব্রহ্মচর্য্যপরা সাধ্বী ললনাগণ মৃত পতির স্বর্গবাসার্থে ও তাঁহার সঙ্গে জন্ম জন্মান্তরের মিলন জন্য ঐহিক সুখ তুচ্ছ বিবেচনা করেন।

যে সকল কামিনী পূর্ব্বস্বামীর স্বর্গবাঞ্ছা করে না এবং তাঁহারই অর্দ্ধাঙ্গ স্বরূপ আপনাকে মনে করে না, অপিতু যে সকল রমণী পারমার্থিক সুখাপেক্ষা ঐহিক সুখকে পরম পদার্থ জ্ঞান করে, তাহারাই পত্যন্তর গ্রহণে বিদ্যাসাগরের সুখে থাকা ও চিরজীবিত্বের আশীর্ব্বাদ করুক। যাহারা পারমার্থিক সুখ কামনা করে, তাহারা যেন ধর্ম্মপথে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালনে জন্মজন্মান্তরে পূর্ব্বপতির সহধর্ম্মিণী ভাবে সাবিত্রীরূপে দেবী বলিয়া সুখ্যাতি প্রাপ্ত হয়, ইহাই গীতের প্রধান উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ধ্বনি। ইহা তিরস্কৃত বাচ্য।

কালিন্দীর কালজল ছোঁবোনা।
শিরে কাল কেশ নয়নে ভ্রূ ও কাজল রাখবো না,
শ্রীরাধার খেদের বাণী শুনে যে সে নীলমণি,
লজ্জার মাথায় দিয়ে জলাঞ্জলি,
পদ্মিনীর যেমন রাত্রিতে অলি
মরি মরি আমরি সৈ হের
কি বলি, শ্রীরাধার পদতলে বনমালী।—পদকল্পতরু।

শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শ্রীরাধার মান ভঙ্গ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। উহা চাটুবাক্যে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব জ্ঞানে তাঁহার পদানত হওয়াই সহজ উপায়। নির্লজ্জ না হইলে কোন পুরুষ প্রণয়িনীর পদানত হইতে পারে না। পদানত ব্যক্তি সকলকেই বশীভূত করিতে পারে; সুতরাং শ্রীরাধিকার উক্তিতে কালরূপ দেখিব না, কালিন্দীর কালজল ছোঁবো না, শিরে কাল কেশ, নয়নে কাল ভ্রূ ও কাজল রাখিব না। ইত্যাদি স্থলে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধিকার বিতৃষ্ণা, এটা—মৌখিক, আন্তরিক ভাব এই যে শ্রীকৃষ্ণ যেন অন্যাসক্ত না হয়েন। পায়ে ধরাইতে পারিলে শ্রীরাধিকার জয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ মহিষীর কেহই শ্রীরাধিকা হইতে প্রিয়তমা নহে, ইহাই দেখান প্রধান উদ্দেশ্য; নতুবা শ্রীকৃষ্ণের কালরূপের সদৃশ সমস্ত বস্তুর পরিত্যাগ অভিপ্রেত নহে। এই অর্থে অভিধা ও লক্ষণা দ্বারা ব্যক্ত হয় নাই। উহা রাত্রিকালে অলির পদ্মিনীর কোটরে নিবদ্ধ হইয়া থাকার ন্যায় অর্থাৎ ভ্রমর নিশাযোগে কুমুদিনীর রূপলাবণ্যে মোহিত না হয়। ভ্রমরের পদ্মিনীর প্রতি একান্ত প্রণয় না থাকিলে পদ্মিনীর অঙ্গ ভঙ্গ না করিয়া নির্গত হইতে পারিত। এই জন্যই রাত্রি শব্দের যোগে "পদ্মিনীর অলি" এই সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছে, উহা উপমালঙ্কারের লক্ষণামূলক ধ্বনি মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের অন্যাসক্ত না হওয়াই অসংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য।

এরূপস্থানে মহাকবি ভারতচন্দ্র যেরূপে মানভঙ্গের প্রস্তাব করিয়াছেন, উহা নায়কের পক্ষে দণ্ড নহে, অনুকূল গলহস্ত। অপিতু সভ্যতা ও ভব্যতার বিরুদ্ধ এবং সামাজিকতায় স্পষ্ট অশ্লীলতা দৃষ্ট হয়।

অপরাধ করিয়াছি হুজুরে হাজির আছি
ভুজপাশে বাঁধিয়া কর দণ্ড—ইত্যাদি বিদ্যাসুন্দরে।

চিত্রকাব্য অর্থাৎ শব্দাড়ম্বরের চাতুর্য্য মাত্র।

"সাহিত্য পুস্তক"—শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায়

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত গদ্যরচনা।

"রাজভক্তি"—"প্রবল, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করে, ধন, মান, প্রাণ সুরক্ষিত হয় না" [এই স্থলে কাহাদ্বারা কাহার ধন, মান, প্রাণ সুরক্ষিত হয় না, তাহা বলা নিতান্তই আবশ্যক। 'করে' ক্রিয়ার কর্ত্তা 'প্রবল' উহা কর্ত্তৃবাচ্য, সুতরাং প্রবল ব্যক্তি দ্বারা অথবা কর্ত্তৃক এইরূপ একটি বাক্য অক্ষেপ করিয়া আনিতে হইবে। তদ্ব্যতীত অর্থ সঙ্গতি হয় না। চ্যুত-সংস্কৃতিদোষ-দুষ্ট।]

"রাজ-হীন দেশ এবং কর্ণধারশূন্য নৌকা উভয়ই সমান, উভয়ই বিশৃঙ্খল এবং উভয়ই বিপর্য্যস্ত ও অসৎপথে চালিত।" [কাহা কর্ত্তৃক চালিত হয়, বলা আবশ্যক। নতুবা অর্থের পুষ্টি হয় না। সুতরাং অপুষ্টার্থ দোষে দূষিত।]

"প্রবলপ্রতাপ পঞ্চম জর্জ্জ আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্। অল্পদিন হইল ইনি তদীয় জনক ভারতের রাজরাজেশ্বর পুণ্যবান্ সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণের পরই তাঁহার আচরিত পথে রাজ্য-শাসন ও প্রজাপালন করিবেন, সর্ব্বত্র এই সদয় প্রতিশ্রুতি প্রদান-পূর্ব্বক, রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন।" ['ইনি তদীয় জনক ভারতের রাজরাজেশ্বর ইত্যাদি,'—এখানে ইনি পদেব পর জনক পর্য্যন্ত পাঠ করিলেই সন্দিগ্ধ মতি জন্মে সুতরাং এখানে সন্দিগ্ধ পদতা দোষ ঘটিল। অপিতু ইনি পদ সংস্কৃত ইদম্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র; সুতরাং এতদ্ শব্দের সহিত ইনি পদের সাকাঙ্ক্ষতা ব্যতীত তদ্ শব্দের সহিত সাকাঙ্ক্ষতা নাই। তদ্রূপ প্রয়োগেও সন্দিগ্ধমতিকারিতা দোষ দূর হয় না।]

"আমাদের আবাসভূমি ভারতবর্ষও ঐ সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়া উৎফুল্ল। আজ ইহার সর্ব্বত্র নূতন জ্ঞানের অনুশীলন ও স্পৃহনীয় বিজ্ঞান-চর্চ্চার-আরম্ভ। এখন হিমালয় হইতে কুমারিকা ও সিন্ধু হইতে ইরাবতী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের, বিশাল প্রান্তর, ভীষণ কান্তার, গভীর স্রোতস্বিনী ও উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণীর বক্ষ ভেদ করিয়া লৌহবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে, সুদুর্দ্ধর্ষ বিদ্যুৎ প্রেষ্যজনের ন্যায় মানবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতিক্ষণ ইতস্ততঃ সংবাদ বহন করিতেছে এবং সেই সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটায় অনেক নগরের তিমিরময়ী রজনীর গাঢ় অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন এই বিস্তীর্ণ দেশের পথ প্রশস্ত ও নিষ্কণ্টক। নদী সুনাব্য ও নিরাপদ এবং অনেক মরুস্থলী সুজলা।"

"আমাদের ভারতবর্ষও" এই স্থানের অর্থ করিলে তাৎপর্য্যে এই অর্থ হঠাৎ বুঝাইবে অন্য স্থলে অন্য জাতির পৃথক্ ভারতবর্ষ আছে। সুতরাং এখানেও সন্দিগ্ধমতিকারিতাদোষ হইয়াছে। উৎফুল্ল এই কৃদন্ত বিশেষণের ক্রিয়া কোথায় গেল? জ্ঞানচর্চ্চার আরম্ভ—পূর্ব্ববৎ আরম্ভ এই পদের ক্রিয়া কোথা গেল? চলিয়া গিয়াছে—কোথা গিয়াছে তাহা প্রকাশ নাই, সাকাঙ্ক্ষ দোষদুষ্ট। "প্রেষ্যজনের ন্যায় মানবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রতিক্ষণ ইতস্ততঃ সংবাদ বহন করিতেছে।" এখানে কহিতে হইবে যে, বিদ্যুৎ অগ্রে মানবের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, পরে প্রেষ্যজনের ন্যায় সর্ব্বত্র সংবাদ বহন করিতেছে। সকল ভাষারই নিয়ম এই যে অগ্রে উদ্দেশ্য পদ ও পরে তাহার বিধেয় বলা রীতি। যেখানে তাহার ব্যতিক্রম হয় তথায় বিধেয়াবিমর্শদোষ কহে। তাহা হইলে ঐ বাক্যটি এরূপ হওয়া আবশ্যক "সুদুর্দ্ধর্ষবিদ্যুৎ মানবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া প্রেষ্যজনের ন্যায়।" যথা অনুবাদ্যমনুক্তৈব ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।

"এবং সেই সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটায় অনেক নগরের তিমিরময়ী রজনীর গাঢ় অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়াছে!" এখানে অনেক নগরের তিমিরময়ী

রজনীর গাঢ় অন্ধকার।” ইহা অসম্বন্ধে সম্বন্ধ পদ প্রয়োগহেতু অস্ফুটার্থ ও চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ঘটিয়াছে। অনেক অনেক নগরে মানবসংগৃহীত সৌদামিনীর হাস্যচ্ছটায় তিমিরময়ী রজনীর গাঢ় অন্ধকার তিরোহিত হইয়াছে এরূপ বলা আবশ্যক। তিমিরময়ী রজনীর সঙ্গে সকল নগর ও সকল গ্রামের সমান সম্বন্ধ। সেই সৌদামিনী পদে আরও সন্দিগ্ধপদতা দোষ আসিতেছে; কারণ যে সৌদামিনী বার্ত্তাবহন করে সে অদৃশ্য ভাবে চলিতেছে। যে সৌদামিনী অন্ধকার নষ্ট করে সে পরিদৃশ্যমানা এবং বার্ত্তাবহ হইতে পৃথক; সুতরাং অর্থ পুষ্ট হইল না, অপুষ্টার্থতা দোষে দূষিত অপিতু উহা বিধেয়াবিমর্শের সাকাঙ্ক্ষতা দোষদুষ্ট।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের পদ্যরচনা।

চিত্রকাব্য। যে কাব্যের ব্যঙ্গ্যার্থ অপ্রধান এবং যাহা শ্রুতি মাত্র শব্দার্থের প্রতিই মনকে আকৃষ্ট করে, তাহার নাম চিত্রকাব্য; বস্তুতঃ ধ্বনি থাকিলে উহা মিশ্র কাব্যের দৃষ্টান্ত স্থল। যথা—

ডুবিল কুরঙ্গ শিশু মুখেন্দু-সুধায়।
লুপ্ত গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥

এখানে মুখচন্দ্রের সুধায় কুরঙ্গ শিশুর নিমজ্জন ব্যঙ্গ্যার্থ এবং কেবল তাহার নয়ন মাত্র পরিদৃষ্ট হওয়া বাচ্যার্থ। লক্ষ্যার্থে বিদ্যার মুখ চন্দ্রতুল্য মনোজ্ঞ এবং সুধার আধার। ব্যঙ্গ্যার্থে এই বুঝাইল চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বিদ্যার মুখ নিষ্কলঙ্ক। বিদ্যার নেত্র মৃগের নয়ন তুল্য মনোজ্ঞ এই সকল নিগূঢ়ার্থের পর্য্যালোচনা করিবার পূর্ব্বে শব্দরচনার চাতুর্য্য অর্থাৎ অনুপ্রাসালঙ্কারের প্রতিই দৃষ্টি পতিত হয়। সুতরাং চিত্র কাব্যই প্রবল। বস্তুতঃ চন্দ্রের নিষ্কলঙ্কত্বের সাদৃশ্যবর্ণন ব্যঙ্গ্য অতএব মিশ্র কাব্য।

বঙ্গভূমির প্রতি।

"রেখো মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে। (ক)
সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ,—
মধুহীন করো না গো তব মন-কোকনদে।" (খ)
প্রবাসে দৈবের বসে জীবতারা যদি খসে
এ দেহ আকাশ হ'তে, নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে—
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবননদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি মা ডরি শমনে—(গ)
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃতহ্রদে। (ঘ)
সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য, সেবে সর্ব্বজন। (চ)
কিন্তু কোন্ গুণ আছে, যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে! (ছ)

(ক) মিনতি—স্থলে বিনতি হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা কবি প্রয়োগে দূষণাবহ নহে (খ) মন-কোকনদে—এখানে বঙ্গীয় সন্তানগণের মানসপদ্ম হইতে যেন মধু নষ্ট না হয়—ইহা বাচ্যার্থ। লক্ষ্যার্থে—পদ্মে মধু থাকে, সে মধু অর্থাৎ অমৃততুল্য কবিত্ব শক্তি, বঙ্গীয় সন্তানগণের মন কোকনদ হইতে মধু তিরোভূত না হয়। ব্যঙ্গ্যার্থ বিবেচনা করিতে গেলে এই নিগূঢ় ভাব আসিয়া পড়ে যে বঙ্গীয়সন্তানগণের মানসপদ্ম হইতে মধুসূদনের কবিতার রসমাধুর্য্য যেন অন্তর্হিত না হয়। এই অংশে বাচ্যার্থের চমৎকারিত্ব আছে। সংসারে সকলই অস্থায়ী ইহা ব্যঙ্গ্যার্থ। কিন্তু ঐ ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থ হইতে চমৎকার নহে, অপ্রধান। সুতরাং গুণীভূত ব্যঙ্গ্য। (ঘ) এই অংশের কোন প্রকার প্রশংসাই প্রাসঙ্গিক নহে। অপ্রাসঙ্গিক অর্থাৎ উহা উল্লেখ না করিলেও চলিত। অপিতু "মক্ষিকাও গলেনা গো পড়িলে অমৃত হ্রদে' ইহা সমর্থন বাক্য; কিন্তু প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত স্থল অথবা প্রৌঢ়োক্তি নহে। অপ্রসিদ্ধ সুতরাং প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধ দোষ।

(চ) লোকসমাজে ধন্য হওয়াই প্রার্থনীয় হইলেও প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে; সুতরাং ইহা সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য। (ছ) কেবল তাহাই নহে নিজের অমরতা প্রাপ্তির আশা এবং দোষের গুণত্ব বিধানকরণ ইহা সুস্পষ্ট প্রার্থনা সুতরাং গুণীভূত ব্যঙ্গ্য।

তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সুবরদে।
ফুটি যেন স্মৃতিজলে মানসে মা; যথা ফলে
মধুময় তামরস—কি বসন্ত; কি শরদে।" (জ) মাইকেল।

রাগিনী ধুন্—তাল কাওয়ালী

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগৎপতি হে কৃপা করি হেথা কি করিবে আগমণ?
অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয় করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবি-তারা ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ।
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন,
কেবল আনন্দে বসি সেথা, মুখে নাই একটীও কথা,
তোমারি সে পুরোহিত, প্রভু, করিবে তোমারি আরাধণ,
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই কবিতাটিতে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির সঙ্গে নির্ব্বেদের ক্রন্দনই প্রধান-রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং শান্ত রসের উদ্দীপনাদি থাকিলেও ইহা শান্ত রসে পরিণত হয় নাই। ভক্তি ভাবেরই আধিক্য নিবন্ধন ভাবে পরিণত হইল।

(জ) এই অংশের বাক্য রচনা পূর্ব্ববাক্যের পুনরুক্তি মাত্র। উহা না বলিলেও ক্ষতি ছিল না। ব্যঙ্গ্যার্থটি পুনরাত্তত্তা দোষদুষ্ট।

এই এখনি দেখে এলাম সই, সে বর নাগর রাজে।

তপনতনয়াতটে নীপতরু নিকটে

হেরলন নটবর সাজে।

কিবা নাচত ভাঁউ মদন ধনু ভঙ্গিম,

ভুরুযুগ চপল চকোর।

বাধুলী অধরে মুরলীবর মাধুরী

মন মাতায়ল সখি মোর। ইত্যাদি। (১)

যদুনন্দন।

দ্বিতীয়তঃ কবিতাপাঠক বসু নামে ভণিত গীতাবলী মধ্যে অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কবিতা রসের স্ফূর্ত্তি আছে। এই সকল গীতের মধ্যে অধিকাংশ রাম বসুর রচনা; তন্মধ্যে একটি উদাহরণ—

যৌবন জনমের মত যায়।

সে ত আশা পথ নাহি চায়॥ (২)

গেল গেল এ বসন্তকাল, আসিবে তৎকালে, কালে হল্যো কাল, এ যৌবন কাল, কালপূর্ণ হলে রবে না, প্রবোধে প্রবোধ মানে না, আমি যেন রহিলাম তাহার আসার আশায়। (৩)

ষড়ঋতু গতায়াত করে বার বার, থাকে যদি প্রাণ ঐ কোকিলের গান শুনিব আর বার; জাতি যূথি মালতি কৈরব, বসে আছে সব, ইচ্ছা

(১) শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ হেতু মনের মত্ততা জন্মিয়াছে, ইহা গোপন রাখিয়া শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের ভাবভঙ্গী রূপগুণ ও কার্য্যকারণের উল্লেখদ্বারা অবলাজনের মনের দৌর্ব্বল্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইটি প্রকাশ্য ভাব। বস্তুতঃ গুপ্তভাব অনুরাগ, তাহাই ধ্বনি।

(২) যে বস্তু নষ্ট হয় সে বস্তুর পুনরাগমন দেখা যায় না। বিশেষতঃ যৌবন গত হইলে তাহার পুনরাগমন কখনই কেহ দেখেন নাই।

(৩) তবে যদি কেহ বলেন অন্যান্য সকল দ্রব্যেরই পুনরাগমন আছে যৌবনেরই বা কেন পুনরাগমন না হইবে?

হলো তার পাব সুরস সৌরভ, জীবন যৌবন গেলে আর, ফিরে পাওয়া অতিশয় ভার, যে যাবে সে যাবে হবে অগস্ত্যগমণ প্রায়। (৪)

ষোলকলা পূর্ণ হলো৷ যৌবনে আমার, দিনে দিনে ক্ষয় হয় রাখা হলো৷ ভার; কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদে হয়, শশি কলাক্ষয়, সিতপক্ষে হয় তার পুনরায় উদয়, এছার যৌবন হলো ক্ষয়, কোটিকল্পে পূর্ণ নাহি হয়, অল্পকাল আছে সখি এখনো কর উপায়। ইত্যাদি। (৫)

সঙ্কেত।

বক্তা এবং শ্রোতা এই উভয়ের মধ্যে অঙ্গবিশেষের ভাবভঙ্গী (১), দ্রব্যবিশেষের গুণবত্তার প্রদর্শন (২), কার্য্যকরণের প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য হেতু (৩) উভয়ের মধ্যে যে মনোগত গুপ্ত অভিপ্রায় প্রকাশ হয় তাহাকে সঙ্কেত কহে। ঐ সঙ্কেত দ্বারা লক্ষণামূলক এক প্রকার নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ হয়। উহা ধ্বনি অর্থাৎ ব্যঞ্জনা বৃত্তির প্রকারভেদ মাত্র।

১। চক্ষুর সঙ্কোচ ও বিকাশ, জিহ্বাদংশনাদি এবং হস্তের মুষ্টি ও অঙ্গুলী প্রকাশ দ্বারা সঙ্কেত বিশেষ অনুমিত হয়।

২। জলের তরলতা, লৌহ এবং প্রস্তরের কাঠিন্য, মণিমুক্তাদির ঔজ্জ্বল্য এবং পুষ্পাদির বর্ণ প্রদর্শনে তদ্‌গুণাদির সঙ্কেত বর্ণন হয়।

৩। বশ্যতা প্রদর্শনার্থ প্রণাম এবং অবাধ্যতা প্রদর্শনে পলায়ন ইত্যাদি নানাবিধ সঙ্কেত প্রসিদ্ধ আছে। উদাহরণ—

(৪) তাহার উত্তরে শ্রীরাধিকা কহিতেছেন যে সমস্ত বস্তুই পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই উহার ধ্বংসের সময় উপস্থিত হয়। অগস্ত্যগমন বলায় সেই যৌবন ও সেই অনুরাগের পুনরাগমনের অভাবের প্রতি স্থিরনিশ্চয়তার নিদর্শন সঙ্কেত মাত্র। পুনরপ্রাপ্তি ইহা ধ্বনি।

(৫) আমার এখন যৌবনের পূর্ণতা এবং অনুরাগেরও পূর্ণতা হইয়াছে। সখি যদি এ সময়ে প্রিয়সন্দর্শন ঘটাইতে না পার তাহা হইলে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। ইহাই তাৎপর্য্যার্থ অর্থাৎ ধ্বনি। "অল্প কাল আছে সখি এখনো কর উপায়"। এইটা স্পষ্টার্থ সুতরাং এই অংশের অভিধেয়ার্থই প্রধান সুতরাং এস্থলে গুণীভূত ব্যঙ্গ্য।

"একদিন সেই বৃদ্ধা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজকুমারীর নিকট তৎকৃত সঙ্কেত বর্ণনা করিল। তাহাতে তিনি অতি ক্রোধের সহিত তাহার কপোলদেশে স্বীয় দশাঙ্গুলি চন্দন রসাভিষিক্ত করিয়া প্রহার করিলেন।" (সঙ্কেত—শুক্ল পক্ষের অন্ত্য দশ দিন বাদে আসিবে।)

মানুষের হস্তই পক্ষ স্বরূপ। চন্দন বলিলে শ্বেতচন্দনে শক্তি ; উহা দ্বারা শুক্ল বুঝাইল। "দশাঙ্গুলি চন্দন রসাভিসিক্ত করিয়াছিল" এইরূপ কার্য্যের প্রয়োগ দ্বারা শুক্লপক্ষের দশদিন বুঝাইল। কপোলদেশ মনুষ্যের উত্তমাঙ্গ অর্থাৎ উর্দ্ধাঙ্গ। সুতরাং "কপোলদেশে স্বীয় দশাঙ্গুলী চন্দন রসাভিষিক্ত করিয়া প্রহার করিলেন।" এইরূপ আঙ্গিক সঙ্কেত এবং কার্য্যপ্রয়োগ দ্বারা শুক্লপক্ষের শেষ দশদিন বুঝাইল। শুক্লপক্ষের শেষ দশদিন উত্তম। প্রহারের পীড়নার্থ না ধরিয়া প্রকৃষ্টরূপে হরণ অর্থাৎ মনোহরণ। এইরূপ বিপরীতার্থ না ধরিয়া যদি বিপরীতার্থে লক্ষণা করা হয়, তাহা হইলে এই সঙ্কেত করিল যে, তুমি কোনরূপে প্রহার প্রাপ্ত না হও, এমনভাবে আসিবে।

এইরূপ সঙ্কেত বেতাল পঞ্চবিংশতির অন্যত্রও আছে। উহা এই পুস্তকের সূক্ষ্মালঙ্কারের উদাহরণে উদ্ধৃত হইয়াছে (১৬৯ পৃঃ দেখ)। এই দুই স্থলই লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনার উদাহরণ স্বরূপ।

ভাষাবিচার প্রসঙ্গ।

এক প্রদেশের ভাষার সঙ্গে অন্য প্রদেশের ভাষার রচনা-রীতি পৃথক্ হয় কেন ? ইহা স্থির করিতে গেলে এই বোধ হয় যে—

মহানদ, মহানদী, পর্ব্বত ও বনাদির ব্যবধান দ্বারা সন্নিকৃষ্ট স্থানও দেশান্তররূপে প্রতীত হয়। এই ব্যবধানতা নিবন্ধনই অতি নিকটবর্ত্তী স্থানেরও ভাষার সহিত কথা বার্ত্তার রীতিরও ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। অন্ততঃ উচ্চারণগত স্বর বৈলক্ষণ্যেও ভাষার বিভিন্নতা ঘটে। কোল, ভীল, সাওতাল, গারো প্রভৃতি অনার্য্য জাতির সংস্রবেও ভাষার বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে। সুবর্ণরেখা নদীর উত্তরতটবর্ত্তী লোকেরা অর্থাৎ মেদিনীপুর জিলার অধিবাসিগণ বাঙ্গালা বলে এবং ঐ নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী লোকেরা অর্থাৎ বালেশ্বর জিলার লোকসকল উড়িয়া ভাষায় কথাবার্ত্তা কহে। সুতরাং ঐ দুই স্থলের ভাষার পরস্পর অত্যন্ত অনৈক্য

পরিলক্ষিত হয় না। সীমান্তবাসীদিগের ভাষা প্রায়ই পরিশুদ্ধ নহে, মিশ্রিত ভাষা বলিয়া স্পষ্টই বোধ হয়। ভোজপুরী, আসামী, মঘী ও উড়িয়া ভাষার প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও দেশান্তরের সন্ধিস্থলে তদ্দেশীয় বিশুদ্ধ ভাষা শুনিতে পাওয়া যায় না। উদ্বাহতত্ত্ব-ধৃত বৃহন্মনু-বচনদ্বারা উহা সপ্রমাণ করা যাইতে পারে।

যথা—বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্ব্বা ব্যবধারকঃ।

মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে ॥

সংস্কৃত ভাষাই সকল ভাষার মূল বা প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি হইতে যে ভাষা উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম প্রাকৃত। সভ্যব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহাদিগের বিশেষ জ্ঞান নাই এবং সাধারণ জনগণের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি বালক, কি বৃদ্ধ এসকলকেই প্রাকৃত মনুষ্য কহে। সেই সকল লোকের ভাষা অনায়াসগ্রাহ্য (সুখগ্রাহ্য); সুতরাং উহার নাম প্রাকৃত ভাষা। এই হেতুই নাটকে অভিজ্ঞের ও প্রাকৃতজনের উক্তি-বৈচিত্র্যের দ্বৈধভাব দেখা যায়—যথা সংস্কৃত ও প্রাকৃত।

আমরা সংস্কৃত ভাষা রচনার রীতি অনুসারে বাঙ্গালা ভাষাতেও বৈদর্ভী, পাঞ্চালী গৌড়ী ও লাটী রীতির নামোল্লেখপূর্ব্বক রচনার রীতি দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ গৌড়ীরীতি কোন্ দেশের ভাষায় অধিক প্রচলিত, তাহা বিচার করা কর্ত্তব্য। গৌড় দেশের ভাষা গৌড়ী। গৌড় দেশ বলিতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরবর্ত্তী ভারতীয় প্রদেশ মাত্রকে বুঝায়।

যথা—সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়-মৈথিল-উৎকলাঃ।

পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তর-বাসিনঃ ॥

ইহা দ্বারা স্থির হইল যে, বাঙ্গালা, হিন্দী, উড়িয়া প্রভৃতি দেশীয় ভাষাগুলির রচনা রীতি প্রধানতঃ গৌড়ী। রীতিপরিচ্ছেদের সূত্র দেখ। প্রাচীন পণ্ডিত প্রসিদ্ধ এবং প্রামাণিক আভিধানিক হেমচন্দ্রের অভিধানে এই জানা যায় যে—

প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তত্র ভবং তত আগতংবা প্রাকৃতং সংস্কৃতমূলকমিত্যর্থঃ ॥

মহাকবি কালিদাস দেখাইয়াছেন যে, সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা প্রাকৃতভাষা সুখগ্রাহ্য। সেই জন্য সরস্বতী হরপার্ব্বতীর স্তব করিবার সময় সংস্কৃত ভাষাদ্বারা মহেশ্বরের এবং প্রাকৃত ভাষা-দ্বারা মহেশ্বরীর স্তব আরম্ভ করিলেন। যথা—

দ্বিধাপ্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন
সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং
বধূং সুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন ॥ কুমারসম্ভব ৯০

সংস্কৃত হইতেই সকল ভাষার উৎপত্তি অথবা আর্য্যজাতির ভাষামাত্র সংস্কৃতের অনুবর্ত্তী। যৎসামান্য প্রমাণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল। যথা—

সংস্কৃত	জেন্দ	গ্রীক	লাটিন	ইংরাজী
নামন্	নাম	অনামা	নোমেন্	নেম
পিতৃ	পাদর্	পাতর্	পাতর্	ফাদার
ভ্রাতৃ	ব্রাদর্	ফ্রাতিমা	ফ্রাতর্	ব্রাদার্
মাতৃ	মাদর্	মাতর্	মাতর্	মাদার্
দুহিতৃ	দোকতর্	থুগাতর্	—	ডটর

বর্ত্তমান সাধু বঙ্গভাষার প্রকৃত মূলান্বেষণ করা অতীব দুরূহব্যাপার। তথাপি আমরা স্পষ্টতঃ যাহা দেখিতে পাই, তাহাতে ইহাই অনুমিত হয় যে, বঙ্গভাষার প্রকৃতি সংস্কৃতমাতৃকতা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কেহ কেহ বলেন প্রাকৃতভাষাই সাক্ষাৎসম্বন্ধে বাঙ্গলাভাষার মূল। সংস্কৃতভাষা পরম্পরাসম্বন্ধে বঙ্গভাষার আদি কারণ। বস্তুতঃ ইদানীন্তন বাঙ্গলাভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত এই উভয় ভাষা হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সঙ্কলিত। সুতরাং সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয়ই বঙ্গভাষার মূল। গৌড়ীয় ভাষায় সংস্কৃত, প্রাকৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দীর বিশেষ সাদৃশ্য প্রদর্শনার্থ কতকগুলি পদ উদ্ধার করা গেল।

সম্প্রসারণ, বিপ্রকর্ষণ, বর্ণপরিবর্ত্তন ও বর্ণাগমদ্বারা ভাষান্তর হইতে নূতন পদ সংগৃহীত বা রচিত হয়। প্রমাণের একদেশ মাত্র দেখান গেল। ক্রিয়াবাচক পদ যথা—

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা	হিন্দী
অস্তি	অচ্ছি	আছে	হ্যায়
কথয়তি	কহই	কহে	কহো
করোতি	করই	করে	করে
ক্রীণাতি	কিণই	কেনে	কিনে
ক্ষিপতি	ফেলদি	ফেলে	ফেলে
নৃত্যতি	নচ্চই	নাচে	নাচে
পঠতি	পঢ়ই	পড়ে	পঢ়ে
বর্দ্ধতে	বড্ঢই	বাড়ে	বাঢ়ে
বক্তি	বোলই	বলে	বোলে
ভবতি	হোই	হয়	হোয়
মৃদাতি	মলদি	মলে	মলে
স্মরতি	সুমরদি	সুমরে	সুমারে

বিশেষ্যপদ

অদ্য	অজ্জ	আজি (আজ)	আজ্
অনেন	ইমিনা	এমন	ইমিণ

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গলা	হিন্দী প্রভৃতি
অন্ধকার	অন্ধকার	আঁধার	আঁধির
অর্দ্ধ	অদ্ধ	আধ	আধা
অষ্ট	অট্ঠ	আট	আট
অহং	অহম্মি, অম্মি	আমি	হাম্
আত্মা	অপ্পা	আপন	আপনা
উপাধ্যায়	উজ্ঝাঅ	ওঝা	ওঝা
এষঃ	(এসঃ) এহ	এই	এহি
কর্ণ	কণ্ণ	কাণ	কাণ্
কর্ম্ম	কম্ম	কর্ম্ম	কাম্
কার্য্য	কজ্জ	কায্য, কাজ	কাজ্
কার্ষ্যাপণ	কাহাবণ	কাহণ	কাহণ্
গৃহ	ঘর	ঘর	ঘর্
ঘট	ঘডঅ	ঘড়া	গাগরী
ঘৃত	ঘিঅ	ঘি, ঘী	ঘীউ
ঘোটক	ঘোড়অ	ঘোড়া	ঘোড়ে
চক্র	চক্ক, চাক	চাকা	চাকা
চন্দ্র	চন্দ	চাঁদ	চাঁদ
ছত্র	ছত্ত(অ)	ছাতা, ছাতী	ছাতা
জ্যেষ্ঠ	জেট্ঠ	জেঠা	জ্যেট্ঠা
ঝটিতি	ঝড়িই	ঝট্, চট্	ঝট্
টঙ্ক	টণ্কঅ	টাকা	টঙ্কা
ঠক্কুর	ঠাউল	ঠাকুর	ঠাকুর
ডল্লক	ডল্লঅ	ডালা	ডালী
ঢক্কা	ঢক্ক	ঢাক	ঢাক
ত্বম্	তুমম্	তুমি, তুই	তোম্, তুহি
ত্বয়া	তুয়	তুই	তুহি
তব	তুহ	তুমার, তোমার	তুম্হার
থুৎকার	থুক্কআল	থুতু	থুক
দ্রংষ্ট্রা	দাঢ়া	দাড়া	দাঢা
দধি	দহী	দই, দৈ	দহী
দুগ্ধ	দুদ্ধ	দুধ, দুদ	দুধ্
দ্বার	দুআর	দুয়ার	দুআর
ধন্ধ	ধণদ্	ধাঁধা	ধাঁধা
ন্যক্কার	ন্যক্কল	ন্যাকার	ন্যার(র্)

সংস্কৃত	প্রাকৃত	বাঙ্গালা	হিন্দি প্রভৃতি
পুত্র	উত্ত, পুত্ত	পুত্র, পুত	পুত্
পুস্তক	পোত্থি	পুঁথি	পোথি
পুয়	পুঅ	পুঁজ	পীপ্
প্রস্তর	পত্থর, পত্থল	পাথর	পথল
ফুল্ল	ফুল্ল	ফুল, ফুলা	ফুল্
বধূ	বহু	বধূ, বৌ	বহু
বল্কল	বক্কল	বাকল	বক্কল
বাটী	বাড়ী	বাড়ী	বাড়ী
ব্রাহ্মণ	বম্হণ	বামুন	বামন
বৎস	বচ্ছ	বাছা	বাচ্চা
বিদ্যুৎ	বিজ্জুলী	বিদ্যুৎ	বিজ্লী
বৃদ্ধ	বুড্ঢঅ	বুড়া	বুড্ঢা
ভক্ত	ভত্ত	ভাত	ভাত
ভঞ্জন	ভঞ্জণ	ভাঙ্গা	ভুঙ্গা
মস্তক	মত্থঅ	মাথা	মাথা
মিথ্যা	মিচ্ছঅ	মিছা	মিচ্ছা
যষ্টি	লাট্ঠী	লাঠী	লাটী
রাজা	রাআ	রাজা	রাজা
লবণ	লোণ	লুণ, লবণ	নিমক্
শৃগাল	শিআল	শিয়াল	শিআল
শ্মশান	মসান	শ্মশান	মসান্
ষষ্টি	সট্ঠী	ষাট	সাইট্
সঃ	সে	সে	সে
সত্য	সচ্চ	সত্য	সাচা
সন্ধ্যা	সঞ্ঝা	সাঁঝ	সাঁঝ
স্থান	ঠাণ	ঠাঁই	ঠাঁই
স্নান	হ্নাণ	নাহা (নাওয়া)	নাহা
খাদ্য	খজ্জ	খাদ্য (খাবা)	খাবা
হস্ত	হত্থ	হাত	হাত্
হস্তী	হত্থী	হাতী	হাথী
হৃদয়	হিঅঅ	হিয়া	হিয়া

অধিকাংশ স্থলেই বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি সংস্কৃত-মূলক, সংস্কৃত বিভক্তির চিহ্ন পরিবর্তনে বাঙ্গালা বিভক্তির চিহ্ন প্রয়োগে সংস্কৃত পদ বাঙ্গালা হয়। প্রাকৃত ভাষায় বিভক্তির বিপরিণামেও বাঙ্গালার ক্রিয়া নিষ্পত্তি হইয়া থাকে।

অপিচ সংস্কৃত ও প্রাকৃত যেমন বাঙ্গালা ভাষার মূল, তদ্রূপ এই ভাষার শাখাপল্লবাদিতে দুই চারিটি অন্য ভাষার উপপল্লব প্রকাশ হইলেও তৎসমস্তও বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তি চিহ্ন যোগে বাঙ্গালা ভাষারূপেই পরিগণিত হয়। যথা, দোয়াত, কলম, পেন্সীল, কাগজ, ব্লটিং, শ্লেট, ডবল পয়সা, রিটর্ণ টিকেট, ট্রেণ, গ্যাস লাইট্ ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষার নাম গৌড়ীয় ভাষা।

গৌড় শব্দে সাধারণতঃ পঞ্চগৌড় দেশকে বুঝিতে হইবে। সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল। (পূর্ব্বে প্রমাণ দেখ।)

প্রকৃত গৌড় প্রদেশ শব্দে প্রকৃত বঙ্গদেশ অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ পশ্চিমে উৎকল প্রদেশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুর, মগধ ও মিথিলা, উত্তরে হিমালয় পর্য্যন্ত বুঝায়। প্রাগজ্যোতিষ অর্থাৎ আসাম প্রদেশ বঙ্গের প্রত্যন্ত দেশ মাত্র।

সুতরাং মৈথিল, উৎকল ও আসামের ভাষার সঙ্গে বঙ্গীয় অর্থাৎ গৌড়ীয় ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তাহারই প্রমাণ নিম্নে উদাহরণ দ্বারা সমর্থন করা গেল।

মিথিলা ও আসামের অক্ষর প্রায় এক প্রকার। তবে যে দুই একটি বর্ণের কিঞ্চিৎ অবয়বগত বিভিন্নতা দেখা যায় তাহাও সামান্য মাত্র।

উৎকলের অক্ষরের বৈসাদৃশ্য থাকিলেও পঞ্চদ্রাবিড়ী অক্ষরের ন্যায় একেবারে বিসদৃশ নহে। বাঙ্গলা অক্ষরের সহিত উড়িয়া অক্ষর সামান্যতঃ মাত্রায় মাত্রাভেদ মাত্র। উভয় ভাষার অক্ষর পর্য্যালোচনা কর।

প্রাকৃতকে এই ত্রিবিধ ভাষার প্রসূতি ধরিলেও সংস্কৃতই মূল প্রকৃতি। তাহা হইতেই সকল ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা অবশ্যই সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ পঞ্চাশৎ লিপির সন্ধান হয় না।

---

* বর্ত্তমান সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দে যখন আমি কলিকাতা স্কুল-বুক এবং ভারনাকিউলার লিটারেচার সোসাইটীর এজেন্ট ছিলাম তখন তাঁহাদিগের পূর্ব্ব প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকারণের নাম "গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ"—এইরূপ লিখিত ছিল দেখিয়াছি। রাজা রামমোহন রায়ের বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণের নামও "গৌড়ীয় সাধু ভাষার ব্যাকরণ"।

বর্ত্তমানকালের সভ্যসম্মত প্রাচীন বাঙ্গালা।

শূন্যপুরাণের বাঙ্গালা ভাষা।

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন্।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন॥ ১
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস॥ ২
নহি ছিল ছিষ্টি আর ন ছিল চলাচল।
দেহারা (১) দেউল নহি পরবত সকল॥ ৩
দেবতা দেহারা (২) ন ছিল পুজিবাক দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে পরভুর আর আছে কেহ॥ ৪
রিসি জে তপসী নহি নহিক বাম্ভন।
পাহাড় পর্ব্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥ ৫
পুণ্য থল নহি ছিল নহি গঙ্গাজল।
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল॥ ৬
নহি ছিষ্টি ছিল আর নহি সুর নর।
বম্ভা বিষ্টু ন ছিল ন ছিল আঁবর॥ ৭
বার বরত নহি ছিল রিসি জে তপসী।
তীর্থ থল নহি ছিল গঙ্গা বরানসী॥ ৮
পৈরাগ মাধব (গয়া) নহি কি করিবু বিচার।
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার॥ ৯
দস দিকপাল নহি মেঘ তারাগন।
আউ মিত্তু নহি ছিল জমের তাড়ন॥ ১০
চারি বেদ নহি ছিল সাস্তর বিচার।
গুপত বেদ করিলেন্ত পরভু করতার॥ ১১

(মঠ)।

জীব জন্তু নহি ছিল ন ছিল বিম্বুপাত।
দেব থল নহি ছিল ন ছিল জগন্নাথ॥ ১২

রমাই পণ্ডিত রচিত। শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু প্রকাশিত।

অনেকের মতে ইনি গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং রমাই পণ্ডিত বিদ্যাপতি প্রভৃতি মহাকবিদিগের অগ্রবর্ত্তী বলিয়াই পরিচিত। অতএব তাঁহার বঙ্গভাষা বিচার করিতে গেলে, আমরা আসামী, উৎকলী ও হিন্দীর ভাবগাঢ়ত্ব দেখিতে পাই। এবং প্রাকৃত ভাষার ন্যায় অনেক স্থলে শব্দ বিন্যাস দেখিয়া শূন্যপুরাণকে অনক্ষর ব্যক্তির সঙ্কলিত অপভাষা মনে করি। অপিতু ইহা যে সম্পূর্ণ একখানা কাব্য অথবা ইতিহাস তাহাও মনে করিতে পারি না। গ্রন্থখানি একজনের লিখিত বলিয়াও অনুমিত হয় না। পাঠকগণ অভিনিবেশ পূর্ব্বক আদ্যন্ত পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, সময়ে সময়ে ধর্ম্মকাণ্ডে যে সকল গীত মঙ্গলময় বলিয়া রচিত হয়, তাহাই গায়কসম্প্রদায় একত্র সঙ্কলন পূর্ব্বক গীতে পরিণত করেন। তদ্রূপে নানা সময়ের গীত রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ বলিয়া অখ্যাত হইয়াছে। বস্তুতঃ ইহাতে পুরাণের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। এ কথা কেন বলিলাম, তাহা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় দ্বারা সমর্থিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণন করাই মূল উদ্দেশ্য।

আসামী ভাষার ভাগবত গ্রন্থ।

কাশ্যপ স্বামীক তুমি থাকিয়ো উপাসি।
তোমার গর্ভত মই উপজিবো আসি॥
বলিক ছলিয়া কাঢ়ি লৈবোঁ রাজ্যভাৰ।
উপায়ে করিবো মই ইন্দ্রক উদ্ধাৰ॥

কাকো নকহিবা তুমি হেন গোপ্য কথা।
মোর আরাধন একোকালে নোহে বৃথা॥

আসামী ভাষার সঙ্গে বঙ্গভাষার যে একান্ত সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা উপরি উদ্ধৃত মুদ্রিত ভাগবতের লেখা দ্বারাই প্রমাণীকৃত হয়।

উৎকল ভাষা।

স্বপনে আজ ব্রজ রাজনন্দন দেখিলি রে
ঘনশ্যাম বরষার তনু হেলা জরজর
বুড়িগলা বিবেক মোর প্রেম পঙ্করে, রখিলি রে
মোহন মুরলী গন্ধ দেখি ভাবাইলে রে লাজ
উর উপরে উরজ ভিড়ি লগাই রখিলিরে
জিনি (ডি) কোটি সুধাকর দর হাস্য কি মধুর
ঝরছি অমিয় অঝর তাঙ্ক অধর চাখিলিরে
ছৈইলো ছবি ছটক দেখি মনে এ অটক—
বোলে বনমালী (ড়) ধিকতাঙ্ক নামকু লেখিলিরে
কদম্বমূলে কি এ বসিছি গো নন্দনন্দন পরিদৃষ্টিচি গো
ত্রিভঙ্গ ছন্দে উভা পাউছু কেডে সোনা কামকোদণ্ড

উৎকলের মহাকবি উপেন্দ্র ভঞ্জ।

ইহা পাঠ করিয়া পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে হিন্দী, বাঙ্গলা, উড়িয়া ও আসামী ভাষার সঙ্গে পরস্পরের বৈসাদৃশ্য অতি অল্প। সেইহেতু এখানে তুলসী দাসের হিন্দী রামায়ণ হইতে পদাবলী উদ্ধৃত হইল, তাহার সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের একই বিষয়ক বর্ণন দেখ, বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে তাহার রচনা সৌসাদৃশ্য অধিক এবং ভাষাবিষয়েও অনৈক্য অতি অল্প।

হিন্দী—তুলসীদাসী রামায়ণ।

আশ্রম দেখি জানকী হীনা। ভএ বিকল জস প্রাকৃত দীনা ॥
পরদুখ হরণ শোক দুখ নাহী। ভা বিষাদ তিন্হকে মনমাহী ॥
হা গুণখানি জানকী সীতা। রূপগুণ শীল ব্রত নেম পুনীতা ॥
লক্ষ্মণ সমুঝাএ বহুভাতী। পুছত চলে লতাতরু পাঁতি ॥
হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেণী। তুম দেখি সীতা মৃগনয়নী ॥
খঞ্জন শুক কপোত মৃগ মীনা। মধুপনিকর কোকিলা প্রবীণা ॥
কুন্দকলি দাড়িম সুদামিনি। শারদ কমলশশি উরগ ভামিনি ॥
বরুণ পাশ মনোজ ধনু হংসা। গজকেশরি নিজ শুনত প্রশংসা ॥
শ্রীফল কনকি কদলি হর্ষাহী। নেকু ন শংক সকুচ মনমাহী ॥
শুনু জানকী তোহি বিনু আজু। হর্ষে সকল পাই জনু রাজু ॥
কিমি সহিজাত অনখ তোহি পাহী। প্রিয়া বেগি প্রগটসি কস নাহী ॥

এই গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পঞ্চবটী বনে সীতাবিরহে রামের খেদ দেখ।

মিলন কর, উভয় ভাষার অনৈক্য অধিক দেখা যাইবে না; কিন্তু পদ রচনায় ও ভাবমাধুর্য্যে বঙ্গভাষা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অনুমিত হইবে।

ইতি—কাব্যনির্ণয়ে অতিরিক্ত বিষয় সমাপ্ত।

MAHARAJA BIR BIKRAM COLLEGE LIBRARY. Agartala.

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
অকাণ্ডে রস প্রকাশ	২৪৬, ২৯৫
অক্ষরাবৃত্তি	৭৮
অঙ্গীর অননুসন্ধান	২৫৫
অতদ্‌গুণ	১৮৭
অতিব্যাপ্তি	২৯৪
অতিশয়োক্তি	১৫৮
অর্দ্ধসম ছন্দঃ	১২৭
অদ্ভুত রস	৪৫
অধিক অলঙ্কার	১৯৪
অধিকপদতা	২২৫
অধিকারূঢ়বৈশিষ্ট রূপক	১৫০
অনন্বয়োপমা অলঙ্কার	২০১
অনবীকৃততা	২১৭, ২৫৯
অনিয়মে নিয়ম	২৩৬
অনুকূল অলঙ্কার	২০৪
অনুপ্রাস	১৩৪
অনুভাব	৩৪
অনুমান অলঙ্কার	১৮৯
অনুরাগ	২৯
অনুষ্টুপ্‌ ছন্দঃ	১১৬
অন্যোন্য অলঙ্কার	১৯৫
অন্যোন্যাশ্রয় দোষ	২৯২
অনৌচিত্য	২৩৩
অপরাজিতা ছন্দঃ	১২৬
অপস্মার	৪২
অপহ্নুতি	১৬৫
অপুষ্টার্থতা	২৪৪
অপ্রতীততা	২৭৮
অপ্রযুক্ততা	২১১, ২৬৫
অপ্রস্তুত প্রশংসা	১৮১, ২৪৯
অপ্রাকৃতিক বিষয়	২৬৩
অবলগিত	১২
অবহিত্থা	৪৮
অবাচকতা	২১৪
অবিশেষে বিশেষ	২৮৫
অব্যাপ্তি	২৮২, ২৯৪
অভাববৃত্তি অলঙ্কার	২০৮
অভিধেয়ের নিষ্ফলতা	২৭০
অভিধা শক্তি	১৫
অভিনয়	৭
অভিনব ছন্দঃ	১২৮
অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ	১০৮
অর্থগুণ—অর্থব্যক্তি	৭১
অর্থদোষ	২২৭
অর্থপুনরুক্ততা	২৩৮
অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার	১৫৪
অর্থাপত্তি অলঙ্কার	১৯৬
অর্থালঙ্কার	১৪৩
অলঙ্কার প্রকরণ	১২৯
অলঙ্কার দুষ্ট	২৮৯
অলঙ্কার বিরুদ্ধ রচনা	৩১৩
অশক্তিকৃত পদ্যসূত্র	২৪৩
অশ্লীলতা	২১৫
অষ্টপদী	১২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
অসঙ্গতি অলঙ্কার	১৫২
অসঙ্গতি দোষ	২৯১
অসমর্থতা	২১২
অসম্বন্ধে সম্বন্ধ ও নির্হেতুত্ব	২৬৩
আত্মরস	৩৮
আর্য্যা ছন্দঃ	১১৫
আক্ষেপ অলঙ্কার	১৯১
আকাঙ্ক্ষা	২০
আলম্বন বিভাব	৩২
আসত্তি	২০
আসামী ভাষা	৩৫২
ইতিহাস	১১
উক্তি প্রত্যুক্তি	২০৭
উৎকল ভাষা	৩৪৩
উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার	১৫২
উৎসাহ	২৬
উত্তর অলঙ্কার	১৯৭
উদাত্ত "	১৯৫
উদারত্তানামক ওজোগুণ	৬৭
উদ্‌ঘাত্যক	১০
উদ্দীপন বিভাব	৩২
উদ্দেশ্য প্রতিনির্দ্দেশ্যত্ব	২৫৫, ২৬৭
উপমা অলঙ্কার	১৪৩
উপমার দোষ	২৪৪
উপমেয়োপমা	১৪৭
উপাখ্যান	১৩
উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দঃ	১২৫
উল্লেখ অলঙ্কার	২০২
উর্জ্জস্বী	৩০১
একাদশপদী	১২১
একাবলী অলঙ্কার	১৯২
একাবলী ছন্দঃ	১০১
ওজোগুণ	৬১
ঔদ্ধত্য বর্ণনা	২৭৬
কথিতপদতা	১৫০
কথোদ্‌ঘাত	১০
কবিত্ব নির্ণয়	২৪৫
কবিপ্রয়োগ	২২০
করবীর ছন্দঃ	১২৭
করুণ রস	৪২
কাকু, বক্রোক্তি অলঙ্কার	১৩৭
কাব্য	৫
কাব্যভেদ	২৩
কাব্যলিঙ্গ অলঙ্কার	১৬৪
কাব্যশাস্ত্র	৫
কারণমালা অলঙ্কার	১৯১
কালানৌচিত্ত	২৩৪
ক্লিষ্টতা	২১৫
কুন্দকুসুম ছন্দঃ	১২৬
কুসুমবিচিত্রা ছন্দঃ	১২৪
কুসুমমালিকা ছন্দঃ	১০৩
ক্রমোৎকর্ষ	৬৮
ক্রিয়াগুপ্ত	৩১৪
ক্রোধ	২৮
কোষ-কাব্য	৬
ক্রৌঞ্চপদা ছন্দঃ	১১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
খণ্ড-কাব্য	৬
গজগতি ছন্দঃ	১১২
গণনিরূপণ	১০৫
গতপ্রত্যাগতচিত্রকাব্য	৩১৫
গতানুগতিক ন্যায়	২৯৭
গদ্য-স্বরূপ	৫
গর্ভিত-পদতা	২৫৩
গীত	১০৯
গীত-কাব্য	৬
গুণ পরিচ্ছেদ	৬০
গুণীভূতব্যঙ্গ্য	২৪
গৌড়ীরীতি	৭২
গৌড়ীয়ভাষা	৩৪০
গোবর্বিণী ছন্দঃ	১০০
গ্রাম্যতা	২২৮
চতুর্দ্দশপদী	১২৩
চন্দ্রবর্ত্ম ছন্দঃ	১২৫
চম্পক „	১২৭
চামর „	১১৯
চিত্রকাব্য	৩১৮
চিত্রালঙ্কার	১৪২
চৌপদী ছন্দঃ	৯৭
চ্যুতসংস্কৃতি	২১০, ২৮২
ছন্দঃ পরিচ্ছেদ	৭৭
ছন্দোদোষ	২৮৩
ছেকানুপ্রাস অলঙ্কার	১৩৪
জীবন চরিত	১৪
জড়তা	৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
জুগুপ্সা	৩০
তদ্গুণ অলঙ্কার	১৮০
তরল পয়ার	১০৭
তরল ত্রিপদী	৯৬
তামরস ছন্দঃ	১২৪
তুল্যযোগিতা অলঙ্কার	১৭১
তূণক ছন্দঃ	১০৪
তোটক „	১১৩, ১২৪
ত্রয়োদশপদী	১২২
ত্রিপদী ছন্দঃ	৯৪
ত্বরিতগতি ছন্দঃ	১২৪
দয়াবীর	৫১
দশপদী	১২১
দানবীর	৫১
দিগক্ষরা বৃত্তি	১০৬
দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দঃ	৯৫
দীর্ঘ-ভঙ্গত্রিপদী	৯৭
দীর্ঘ চৌপদী	৯৭
দীপক অলঙ্কার	১৭৯
দীর্ঘ ললিত ছন্দঃ	১০২
দুরন্বয়	২৭৪
দুষ্ক্রমতা	২২৭
দৃষ্টান্ত অলঙ্কার	১৭৪
দৃশ্য কাব্য	৬
দোধক ছন্দঃ	১২৪
দোষ বিচার	২০৯
দোষের গুণত্ব (সঙ্কেত স্থলে)	৩০১
দ্রুতগতি ছন্দঃ	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দ্বাদশপদী	১২২	পদাংশ দোষ	২২৬
দ্ব্যক্ষরা বৃত্তি	৭৯	পদ্ম বন্ধ	১৪২
ধর্ম্মবীর	৫১	পদ্মমালিকা ছন্দঃ	৯৪
ধীরোদাত্ত	৪	পদ্য	৫
ধীরোদ্ধত	৪	পয়ার ছন্দঃ	৮৪
ধীরপ্রশান্ত	৪	পরম্পরিত রূপক	১৪৮
ধীরললিত	৪	পরিকর অলঙ্কার	২০০
ধ্বনি (বা ব্যঙ্গ্য)	২৩	পরিবৃত্তি „	১৬৭
নবপদী	১২০	পরিসংখ্যা „	১৯০
নবমল্লিকা	১১৮, ১২৬	পর্য্যায়োক্ত „	১৬৫
নাটকাত্মক আখ্যায়িকা	১২	পর্য্যায় সম	৮২
নাটকস্বরূপ	৮	পাঞ্চালী রীতি	৭৩
নান্দী	৮	পাত্রানৌচিত্য ও গ্রাম্য	২৬২
নায়ক	৪	পাদপূরণ প্রভৃতি	২০৬
নায়িকা	৫	পিকাবলী ছন্দঃ	১১৮
নিদর্শনা অলঙ্কার	১৬২	পুনরুক্তবদাভাস	১৩৯
নিরর্থকতা	২১৩	পুরাণ	১৩
নির্ব্বেদ	৩৫	পূর্ব্বরঙ্গ	৮
নিহতার্থতা	২১৫	পূর্ণোপমা অলঙ্কার	১৪৪
নির্হেতুত্ব	২৩০	পৌর্ব্বাপর্য্য বিপর্য্যয়	১৬০
নিশ্চয় অলঙ্কার	১৬১	প্রকাশিত বিরুদ্ধত্ব	২৩২
নূতন ছন্দঃ	১২৪	প্রকৃতি বিপর্য্যয়	২৩৬
ন্যূনপদতা	২২০	প্রতিকূলবর্ণতা	২১৬
নেয়ার্থদোষ	২৯৪	প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার	১৭১
পজ্ঝটিকা ছন্দঃ	১১১	প্রতীপ „	১৭২
পঞ্চপদী	১১৯	প্রত্যনীক	১৯৭
পতৎপ্রকর্ষ	২৭২	প্রবর্ত্তক	১১
পদ লক্ষণ	১৪	প্রয়োগাতিশয়	১১

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রসাদ-গুণ	৬৯
প্রসিদ্ধি বিরুদ্ধতা	২১৮, ২৬১
উদাহরণ	২৬১
প্রস্তাবনা	৯
প্রহসন	১২
প্রহেলিকা বা হিঁয়ালী	১৩৯
প্রেয়স অলঙ্কার	২৯৯
বক্তৃতা	৩১৬
বক্রোক্তি অলঙ্কার	১৩৭
বৎসল রস	৫২
বর্ণবৃত্তি	১১২
বাক্য	১৮
বাচ্যানভিধানতা	২৮৬
বিকল্প অলঙ্কার	১৮৯
বিচিত্র অলঙ্কার	.৩৭
বিতণ্ডা	২৯০
বিধুমালা	১১১
বিধেয়াবিমর্শ দোষ	২১২
বিধ্যনুবাদ	২৬৯
বিধ্যাভাস অলঙ্কার	২০২
বিনোক্তি অলঙ্কার	১৭৩
বিনোদিনী ছন্দঃ	৯৯
বিভাব	৩১
বিভাবনা অলঙ্কার	১৭৫
বিরুদ্ধ রসভাব	২৪০, ২৮৬
বিরুদ্ধ বাক্যের গুণত্ব	২৫৭
বিরোধ অলঙ্কার	১৬১
বিরোধাভাস অলঙ্কার	২০১
বিশাখ চৌপদী	১২৮
বিশাখ পয়ার	১২৮
বিশেষালঙ্কার	১৯৯
বিশেষোক্তি অলঙ্কার	১৮৭
বিশেষে অবিশেষ	২৮৫
বিষম অলঙ্কার	১৭৭
বিষমমাত্রা ত্রিপদী	১১৮
বিস্ময়	২৮
বিস্ময়স্থলে পুনরুক্ত	২৭৭
বীভৎস রস	৪৯
বীর রস	৪১
বৃত্তগন্ধি	৮৩
বৃত্ত্যনুপ্রাস অলঙ্কার	১৩৫
বৈদর্ভী রীতি	৭২
ব্যঙ্গ্যার্থ	২৩
ব্যঞ্জনা	২২
ব্যতিরেক অলঙ্কার	১৫৪
ব্যাঘাত „	২৬৩
ব্যাজোক্তি „	১৯৫
ব্যাজস্তুতি „	১৬৭
ব্যাহততা	২৩১
ভঙ্গ পয়ার	৯২
ভঙ্গ লঘু ত্রিপদী	৯৬
ভয়	২৯
ভয়ানক রস	৪৮
ভাব	২৬
ভাবিক অলঙ্কার	১৯৫
ভাবশবলতা	৫৮

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
ভাবশান্তি ও ভাবোদয়	৫৭	রতি (অনুরাগ)	২৯
ভাবসন্ধি	৫৮	রস	৩৭
ভ্রান্তিমান্ অলঙ্কার	১৫১	রসদোষ	২৩৯
ভাষাবিচার	৭৫	রসনোপমা অলঙ্কার	১৪৬
ভাষাবিচার প্রসঙ্গ	৩৩৫	রসবৎ „	২৯৮
ভাষাসম অলঙ্কার	১৩৮	রসাভাস ও ভাবাভাস	৫৬
ভিন্নসহচরতা	২৩৫	রীতি পরিচ্ছেদ	৭২
ভুজঙ্গ প্রয়াত ছন্দঃ	১১৫	রীতি বিপরীত	২৬৪
মহাকাব্য	৫	রুচিরা ছন্দঃ	১১৬
মহাবাক্য	২১	রূপকালঙ্কার	১৪৭
মাত্রাত্রিপদি	১১১	রৌদ্র রস	৪৬
মাত্রাবৃত্তি	১১৭	লঘু চৌপদী	৯৮
মাত্রাচতুষ্পদী	১১২	লঘু ত্রিপদী	৯৪
মাধুর্য্য গুণ	৬০	লঘুগুরু নির্ণয়	১১০
মালঝাঁপ ছন্দঃ	১০০	লঘুভঙ্গ ত্রিপদী	৯৬
মালতী „	১০৩	লঘুভঙ্গ পয়ার	৯৩
মালতী লতা	৯১	লক্ষণা	২১
মালাদীপক	১৮০	লক্ষ্যার্থ	২১
মালোপমা অলঙ্কার	১৪৫	ললিত গুণ	৬২
মিত্রাক্ষর ছন্দঃ	৮২	ললিত ছন্দঃ	১০১
মিশ্রত্রিপদী	৯৯	লঘু ললিত	১০৩
মীলিত অলঙ্কার	১৮৮	লাটী রীতি	৭৪
যতি	৮৫	লুপ্তাহতবিসর্গতা	২৩৭
যতিভঙ্গ	২৮৭	লুপ্তোপমা অলঙ্কার	১৪৭
যথাসংখ্য অলঙ্কার	২০০	শক্যার্থ (অভিধাশক্তি—বাচ্যার্থ)	১৫
যমক	১৩৬	শব্দ	১৪
যোগ্যতা	১৯	শব্দদোষ	২০৯
যুদ্ধবীর লক্ষণ	৪৭	শব্দ পরিবৃত্তি অসহত্ব	২২৬৵
রঙ্গিল পয়ার	১০৭	শব্দার্থ	১৭

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
শব্দানৌচিত্য	২৩৫	সমাহিত অলঙ্কার	৩০০
শব্দালঙ্কার	১৩০	সমুচ্চয় „	২০৩
শম	৩১	সংসৃষ্টি „	২০৫
শান্তরস	৫০	সহচর ভিন্নতা	২৩৫
শেফালিকা ছন্দঃ	১২৭	সহোক্তি অলঙ্কার	১৯৮
শোক	২৭	সাঙ্গরূপক	১৪৯
শ্রব্যকাব্য	৬	সাত্ত্বিকবীরতা	২৫২
শ্রুতিকটুতা (দুঃশ্রবত্ব)	২০৯	সাত্ত্বিক ভাব	৪২
শ্লেষালঙ্কার	১৩০	সামান্য অলঙ্কার	১৯৮
শ্লেষনামক ওজঃ	৬৫	সামান্য বিশেষের অভিন্নতা	২৬৩
ষট্‌পদী	১১৯	সামান্য কাব্য	২৫
সখ্যভাব	৫৬	সামান্য সূত্রের নিষেধ	৩১৪
সঙ্কর অলঙ্কার	২০৬	সার অলঙ্কার	২০৫
সঙ্কেত	৩৩৪	সুকুমার বা সবল গুণ	৭০
সঙ্কেতগ্রহ	১৫	সুধাগতি ছন্দঃ	৯৯
সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গ্য	৩২৩	সূক্ষ্ম অলঙ্কার	১৬৮
সংস্কৃতানুযায়ী ছন্দঃ	১০৫, ১১০, ১২৪	স্থায়িভাব	২৬
সঞ্চারি ভাব (Accessory)	৩৫	স্বভাবোক্তি অলঙ্কার	১৫৬
সন্দিগ্ধতা	২২৭	স্বীয়া নায়িকার লক্ষণ	৭৭
সন্দেহ „	১৭৬	স্মরণ অলঙ্কার	১৮১
সপ্তপদী	১২০	হরিগীতা ছন্দঃ	১২৬
সমালঙ্কার	১৯৬	হংসমালা	৯৪
সমাধি অলঙ্কার	১৯২	হাস	৩০
সমাধিনামক ওজঃ	৬৫	হাস্যরস	৪৮
সমাপ্ত পুনরাত্ততা	২২৬, ২৮১	হিন্দীভাষা	৩৪৪
সমানিকা	১১৮	হীনপদ ত্রিপদী	১০৮
সমাসোক্তি অলঙ্কার	১৬৯	হেত্বাভাষ	৩০৬

গ্রন্থমধ্যে ব্যবহৃত সঙ্কেতিক শব্দের অর্থ

অ. ম,—অন্নদামঙ্গল।
ক, ক, চ,—কবিকঙ্কণ চণ্ডী।
ক. দে,—কর্ম্মদেবী।
ক, বি. সু,—কবিরঞ্জন বিদ্যাসুন্দর।
কা. কৌ.—কাব্যকৌমুদী।
কা, ব,—কাদম্বরী।
কু, কু, স,—কুলীনকুলসর্ব্বস্ব।
গী, র,—গীতরত্ন।
চ, প, ক, ব,—চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী
চা, প,—চারুপাঠ।
চো, প,—চোরপঞ্চাশৎ।
ছ. কু,—ছন্দঃকুসুম।
জী চ.—জীবনচরিত।
ত, বো,—তত্ত্ববোধিনী।
তি, স,—তিলোত্তমাসম্ভবক ব্য।
দ, কু,—দশকুমার।
দ্বা, ক,—দ্বাদশ কবিতা।
নি, ক,—নিবাতকবচ বধ।
নি, ন, দা,—নিত্যানন্দ দাস।
নী, দ,—নীলদর্পণ।
প, উ,—পদ্মিনী উপাখ্যান।
প, ক, ত,—পদকল্পতরু।
প, পা,—পদ্যপাঠ।
প্র, ক,—প্রভাকর।
বন্ধু,—হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন।
ম, ভা,—মহাভারত।
ম, মো, ত,—মদনমোহন তর্কালঙ্কার।
মা, ম, সূ, দ,—মাইকেল মধুসূদন দত্ত
মা, সি,—মানসিংহ।
মে, না, ব,—মেঘনাদবধ।
র, ত.—রসতরঙ্গিণী।
র, ব,—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
র, সা,—রসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী।
রা. য়,—রামায়ণ।
রা, প্র,—রামপ্রসাদ।
রা. মো,—রামমোহন রায়।
রা, ব,—রাম বসু।
ব, সে,—বসন্তসেনা।
ব, দ—বঙ্গদর্শন।
বা. দ,—বাসবদত্তা।
বি, ক, দ্রু,—বিদ্যাকল্পদ্রুম।
বি, বি, বি,—বিধবা বিবাহবিচার।
বি, সু,—বিদ্যাসুন্দর।
বী, অ,—বীরাঙ্গনা।
বে, প, বি,—বেতাল পঞ্চবিংশতি।
ব্র, ক,—ব্রজাঙ্গনাকাব্য।
শ, ত,—শকুন্তলা।
শি, শি,—শিশুশিক্ষা।
স, শ,—সদ্ভাবশতক।
সী, ব, বা,—সীতার বনবাস।
সু, র,—সুধীরঞ্জন।
হ, ঠা,—হরু ঠাকুর।
এতদ্ভিন্ন গ্রন্থ বা কবিগণের নাম স্পষ্ট লিখিত আছে।
অনু—অনুচ্ছেদ।
স—সঞ্চারিভাব।